কবিকথা।

প্রথম খণ্ড

কালিদাস ও ভবভূতি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

প্রণীত।

—৹—

কলিকাতা,

৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২২

মূল্য ২৲ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।
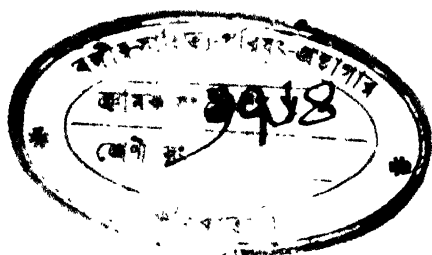
অগ্রজোপম আশৈশব বন্ধু

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারীর

করকমলে

কবিকথা

উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদনা।

কবিকথা প্রথমে শাশ্বতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডারে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন আছে, তাহাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে আমাদের বঙ্গসাহিত্য আলোকিত হইয়া উঠিলে, তাহার যে গৌরব বৃদ্ধি পায়, ইহাই আমাদের ধারণা। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কবিকথার অবতারণা করিলাম।

অমর-কবি সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীর কথা Lamb's Tales from Shakespeare গ্রন্থে লিখিত আছে, উহা সংক্ষিপ্ত হইলেও ইংরেজী সাহিত্যের একখানি অলঙ্কারস্বরূপ। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃত নাটকাবলীর কথাসংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই চারিখানি নাটকের গল্পাংশ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা হইতে কবির কথাগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। কবিকথায় মহাকবিগণের কথাগুলি আমরা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। নাটকগুলিও কথা বা আখ্যায়িকার আকারেই লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ লিখিবার সময় আমরা বোম্বাই প্রদেশের ও এখানকার প্রকাশিত সংস্কৃত নাটকগুলির সংস্করণ আলোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা, লোহারাম শিরোরত্নের মালতীমাধব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকানুবাদ এবং Wilson's Theatre of the Hindusও আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে সাধারণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ইহাকে নাটকাবলীর অনুবাদ মনে না করেন। এক্ষণে সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণ যদি ইহাতে সামান্যমাত্রও প্রীতি লাভ করেন, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

গ্রন্থকার।

সূচী।

চিত্রসূচী।

কালিদাস।

অভিজ্ঞানবিন্যাস।

কবিকথা।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

(১)

হিমালয়ের রমণীয় সানুদেশে মালিনী নদী কুলকুলস্বরে বহিয়া যাইতেছিল, হংসশ্রেণী শ্বেতপদ্মমালার ন্যায় তাহার কমনীয় কায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, নানাবিধ তরুলতা শ্যামলতার ঢেউ খেলাইয়া তাহার তীরভূমিকে স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় করিয়া তুলে। সৌন্দর্য্যের লীলাস্থল সেই মালিনীতীরে মহর্ষি কণ্বের শান্তি-নিকেতন চারিদিকে পবিত্রতার ধারা ছুটাইতে থাকে। পুরুবংশাবতংস হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ দুষ্যন্ত মৃগয়ামোদ উপভোগের জন্য চিরশান্তিবিরাজিত সেই তপোবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক নিনাদিত করিয়া রাজরথ অগ্রসর হইতে লাগিল, আরণ্য ও আশ্রম্য প্রাণিকুল ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

একটি কৃষ্ণসার সহসা রথের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, রাজা তাহার বধে উদ্যত হইয়া ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সারথির মনে হইল যেন সাক্ষাৎ মহাদেব মৃগরূপী যজ্ঞের অনুসরণ করিতেছেন। সে তাহা রাজাকেও জানাইয়া দিল। হরিণটি তখন দূরে পলায়ন করিতেছিল।

গ্রীবাভঙ্গে রমণীয় হইয়া রথের দিকে বারংবার চাহিতে চাহিতে শরপতন ভয়ে দেহের পশ্চাদ্ভাগে যেন পূর্ব্বভাগটি প্রবেশ করাইয়া সে ছুটিয়া চলিল। শ্রমে তাহার মুখবিবর বিস্তৃত হওয়ায় তাহা হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণরাশি পরিভ্রষ্ট হইয়া গমনপথে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। উৎকট লম্ফে সে শূন্য মার্গেই অধিক যাইতেছিল, এবং অল্প পরিমাণে ভূমি স্পর্শ করিতেছিল। এইরূপে ধাবিত হওয়ার পরে তাহাকে অতি কষ্টেই দেখা যাইতে লাগিল। নিম্নোন্নত স্থানের জন্য সারথি রশ্মি সংযম করায় রথের বেগ মন্দীভূত হইয়া উঠে, সেইজন্য মৃগটি দূরে পড়িয়া যায়। এক্ষণে সমতলভূমিতে আসায় তাহাকে সহজে পাওয়ারই আশা ঘটিল। রাজা তখন সারথিকে প্রগ্রহ মোচন করিতে বলিলেন, সারথিও রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বগুলি তখন বেগে ছুটিতে লাগিল। রশ্মিমোচনে তাহারা নিজ নিজ দেহের পূর্ব্বভাগকে বিস্তারিত করিল, তাহাদের শিরোভূষণ চামরসকলের অগ্রভাগ নিষ্কম্প এবং ঊর্দ্ধপ্রসারিত কর্ণযুগলও নিশ্চল হইয়া উঠিল। স্বক্ষুরে উত্থিত ধূলিরাশিও তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না। অশ্বগণ যেন মৃগবেগ অসহ্য বোধ করিয়াই ধাবিত হইল। সারথি রাজাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে রাজার মনে হইতেছিল, যেন তাঁহার অশ্বগণ সূর্য্যাশ্বকেও পরাজিত করিতেছে। রথবেগ বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি আরও দেখিতে লাগিলেন, দূরের সূক্ষ্ম বস্তু সকল সহসা বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে, বিভক্ত পদার্থনিচয় ক্ষণমধ্যে এক হইয়া যাইতেছে, যাহা সত্যসত্য বক্র তাহা সরল হইয়া পড়িতেছে, কোন বস্তু ক্ষণকালের জন্যও তিনি দূরে বা পার্শ্বে বুঝিতে পারিতেছিলেন না। রাজা সারথির নিকট তাহা প্রকাশও করিলেন।

সেই সময়ে হরিণটি নিকটে পড়ায় রাজা তাহার বধের জন্য শর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সহসা অদূরে শব্দ হইল, "মহারাজ, ওটি আশ্রমমৃগ, উহাকে বধ করিবেন না!" শব্দের দিক লক্ষ্য করিয়া সারথি বলিয়া

উঠিল,—"আয়ুষ্মন্, মৃগ ও আপনার বাণপাতের মধ্যে তপস্বীরা আসিয়া পড়িয়াছেন।" রাজা তখন অশ্বগণকে সংযত করিতে বলিলে, সারথি তাহাই করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্বশিষ্য বৈখানস তাঁহার দুইটি শিষ্যের সহিত রথসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হাত তুলিয়া রাজাকে আশ্রম-মৃগটি বধ করিতে নিষেধ করিলেন। তপস্বী দুষ্যন্তকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনার কৃতসন্ধান শরটি প্রতিসংহার করুন। আর্ত্তত্রাণের জন্যই আপনারা শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন, নিরপরাধ প্রাণীর প্রহারের নিমিত্ত নহে।" সে কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ শর-সংহার করিলেন, এবং তপস্বী-দিগকেও তাহা জানাইয়া দিলেন। তখন বৈখানস বলিলেন,—"পুরুবংশ-প্রদীপ আপনার অনুরূপ আচরণই হইয়াছে। যাঁহার পুরুবংশে জন্ম, সেই আপনারই ইহা উপযুক্ত কার্য্য। তাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নিজের ন্যায় গুণশালী চক্রবর্ত্তীলক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ করুন।" তাঁহার শিষ্য দুইটিও তাহারই অনুমোদন করিলেন। রাজা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রতিগ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। বৈখানস আবার বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সমিৎ আহরণের জন্য আমরা যাইতেছি। নিকটে কুলপতি কণ্বের মালিনীতীরস্থ আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা হইলে তথায় গমন করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে তপোধনদিগের বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার জ্যাচিহ্নে অঙ্কিত ভুজ কি পরিমাণে রক্ষা করিতেছে।"

কুলপতি আশ্রমে আছেন কিনা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, বৈখানস উত্তর দিলেন,—"এক্ষণে তিনি কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎ-কারের ভার অর্পণ করিয়া তাহারই দৈবশান্তির জন্য সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।" রাজা কহিলেন,—"ভাল, তাহা হইলে তাঁহারই দর্শন

লাভ করিব। তিনি অবশ্য আমার ভক্তির কথা মহর্ষিকে জানাইয়া দিবেন।"

তাহারপর বৈখানস বিদায় লইয়া শিষ্য দুইটির সহিত সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রাজাও সেই পুণ্যাশ্রমদর্শনে আপনাকে পবিত্র করিবার অভিলাষে সারথিকে অশ্বচালনা করিতে আদেশ দিলেন, সারথিও রাজাদেশপালনে প্রবৃত্ত হইল। রথ আশ্রমের নিকট আসিলে রাজা দেখিতে লাগিলেন, তরুবিবরে লুক্কায়িত শুকপক্ষীগুলির মুখভ্রষ্ট নীবার-কণায় তরুতল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে, ভগ্ন ইঙ্গুদীফলের স্নেহসিক্ত উপল-খণ্ডগুলি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে, মৃগকুল রথধ্বনি শুনিয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে যথাস্থানে অবস্থিতি করিতেছে, এবং স্নাত আশ্রমবাসিগণের বল্কলবিচ্যুত জলধারায় দেবখাতপথগুলি রেখাঙ্কিত দেখাইতেছে। রাজা সারথিকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, তাহাতে সারথিরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পাছে আশ্রমপীড়া ঘটে, সে জন্য রাজা সারথিকে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন, ও নিজে অবতরণের ইচ্ছা করিলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ রথ স্থাপিত করিল, রাজাও ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পর তিনি সারথির হস্তে ধনুর্ব্বাণ ও আভরণাদি অর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বিনীতবেশেই আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আশ্রম-বাসিগণকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি অশ্বদিগকে আর্দ্রপৃষ্ঠ করিতে থাক।" এই বলিয়া তিনি আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। সারথিও অশ্বগণের পরিশ্রমশান্তির উপায় দেখিতে লাগিল।

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। অতিথিসৎকারের ভার কন্যা শকুন্তলার প্রতি অর্পিত ছিল। শকুন্তলা কণ্বের পালিতা কন্যা। সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি বিশ্বামিত্র ও সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মেনকার মিলনে শকুন্তলার উৎপত্তি। তপঃপ্রভাব ও কান্তি মিলিয়া তাঁহাকে জগতের সমক্ষে আনয়ন

করিয়াছিল। শকুন্তের পক্ষচ্ছায়ে লালিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ও হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং তিনি শকুন্তলা নামও লাভ করিয়াছিলেন। কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া তিনি মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া হইয়া উঠেন। তপোবনের শান্তি ও পবিত্রতা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে মন্দাকিনাধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়। মাধবী তাঁহাকে নম্রতা, মৃগশিশু সরলতা ও মালিনী পরদুঃখকাতরতা শিখাইয়াছিল। তারকার মৃদুজ্যোতিঃ ও সুধাংশুর জ্যোৎস্নালহরী তাঁহার দেহে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিমাভা চক্ষে জ্যোতিঃ, কোকিলের কলধ্বনি কর্ণে প্রখরতা, প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভ নাসিকায় উৎকর্ষ, বনফলের মধুর রস জিহ্বায় সিক্ততা এবং মলয়ানিলের সুখস্পর্শ ত্বকে কোমলতা ঢালিয়া দেয়। বেদধ্বনির গম্ভীরতা, হোমাগ্নির নির্ম্মলতা ও তপস্যার কঠোরতা তাঁহাকে চিত্তসংযম ও আত্মসংযমের অধিকারিণী করিয়া তুলে। তিনি কখনও ছল বা চাতুরীর ছায়ামাত্র স্পর্শ করেন নাই। করুণা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়মধ্যে বহিয়া যাইত। পশুপক্ষীর দুঃখেও তিনি কাতর হইয়া উঠিতেন। অতিথিসৎকার তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত ছিল। তরুলতা হইতে ঋষি-তপস্বীর পর্য্যন্ত সেবায় তিনি সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া শকুন্তলা তাই তরুলতাদিগকে জলসেচন, পশুপক্ষীদিগকে তৃণশস্যদান এবং অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া, প্রীতি ও তৃপ্তি লাভ করিতেন। রাজা দুষ্মন্ত সেই পবিত্র আতিথ্যলাভের জন্য সারথিকে বিদায় দিয়া আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিতে রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল। প্রশান্ত তপোবনে অভাবনীয় বস্তুলাভের লক্ষণে তাঁহার কিছু বিস্ময় জন্মিল বটে, কিন্তু ভবিতব্যতার দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত জানিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন। এই সময়ে শকুন্তলা তাঁহার দুইটি প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত

আলাপ করিতে করিতে বৃক্ষবাটিকায় জলসেচনে আসিতেছিলেন। আপনাদের অনুরূপ সেচন-ঘটসহ সেই তপস্বিকন্যাদের মধুর দর্শনে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"আশ্রমবাসিনীগণের এই কমনীয় কায় যদি রাজান্তঃপুরে দুর্লভ হয়, তাহা হইলে উদ্যানলতা নিশ্চয়ই বনলতার নিকট পরাজিত হইল"। তাহার পর তিনি একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে শকুন্তলা প্রথমে সখীদিগকে "এদিকে এস, এদিকে এস" বলিয়া আহ্বান করিলেন। তাহার পর তিন সখীতে মিলিয়া জলসেচন ও আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেসর, সহকার, মাধবী, মল্লিকা তাঁহাদের জলসেচনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহারাও পরস্পর হাস্যপরিহাসে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার প্রিয়সখীদিগের বিশেষতঃ প্রিয়ংবদার পরিহাস কিছু অধিক মাত্রায় চলিতেছিল। অনসূয়া বলিতেছিলেন,—"সখি শকুন্তলে তোমা অপেক্ষা তাত কণ্বের আশ্রমবৃক্ষেরাই প্রিয় বলিয়া সন্দেহ হয়, কারণ, নবমালিকা-কুসুমের ন্যায় সুকোমলা তোমাকেও ইহাদের আলবালপূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন।" শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"কেবল পিতাই যে নিয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে; ইহাদের প্রতি আমার সোদরস্নেহও আছে"।

শকুন্তলাকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করায় রাজা ও মহর্ষিকে সুবিবেচক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এই স্বভাবসুন্দর দেহটিকে যিনি তপঃসহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয়ই নীলোৎপলের পত্রধারে শমীলতাচ্ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন"। পরে তিনি বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি করিয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুন্তলা অনসূয়াকে বলিতেছিলেন,—"সখি অনসূয়ে, প্রিয়ংবদা আমার বল্কলখানি অত্যন্ত কষিয়া বাঁধিয়াছে, তুমি তাহা একটু শিথিল করিয়া দাও"।

অনসূয়া তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রিয়ংবদা বলিয়া উঠিলেন,—"যে তোমার বক্ষ বিস্তারিত করিতেছে, আপনার সেই যৌবনকেই গালি দাও।"

শকুন্তলাকে দেখিতে দেখিতে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"আহা বল্কলই ইহার অলঙ্কারশ্রী। শৈবাললগ্ন পদ্ম যেমন রমণীয়, এবং চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন তাহার শোভা বিস্তার করে, এই তন্বীও তেমনি বল্কলে অতিমনোরমা হইয়া উঠিয়াছেন। অথবা স্বভাবসুন্দর বস্তুর যাহা কিছু হউক না, সকলই অলঙ্কারের কার্য্য করিতে পারে"।

সেই সময়ে একটি বকুলবৃক্ষ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছিল। শকুন্তলা তাহা দেখিয়া সখীদিগকে বলিলেন,—"বায়ুকম্পিত পল্লবাঙ্গুলীতে ঐ বকুলবৃক্ষটি আমাকে শীঘ্র যাইবার জন্য ডাকিতেছে। অগ্রে উহারই সম্মান করা যাক"। এই বলিয়া তিনি বৃক্ষটির নিকটে গেলে, প্রিয়ংবদা বলিয়া উঠিলেন,—"সখি শকুন্তলে, ঐখানে একটু দাঁড়াও, তুমি নিকটে আসায় বকুল বৃক্ষটিকে যেন লতা-সনাথ বোধ হইতেছে।" শকুন্তলা কহিলেন,—"এই জন্যই তুমি প্রিয়ংবদা।" প্রিয়ংবদার কথাটি সত্যই বলিয়া রাজার মনে হইল, এবং তিনি তখন শকুন্তলার অধরে নবকিসলয়রাগ, বাহুদুটিতে কোমল বিটপশোভা ও সর্ব্বাঙ্গে বিকসিত নবযৌবনকে কুসুমরাশির ন্যায় লোভনীয় দেখিতেছিলেন।

শকুন্তলা সাধ করিয়া একটি নবমালিকার নাম বনজ্যোৎস্না রাখেন, সেটি সহকারাঙ্গে জড়াইয়া উঠে। তাহার সেচন না হওয়ায় অনসূয়া বলিলেন,—"সখি শকুন্তলে, সহকারের স্বয়ম্বরবধূ এবং তুমি যাহার নাম বনজ্যোৎস্না রাখিয়াছ সেই নবমালিকাটিকে কি ভুলিয়া গেলে?" শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"তাহা হইলে আপনাকেও ভুলিয়া যাইব। দেখ সখি, রমণীয় কালে এই বনদম্পতির কেমন মিলন ঘটিয়াছে। বনজ্যোৎস্না নবকুসুমযৌবনভরে আশ্রয়কাঙ্ক্ষিণী, আর সহকারটিও

স্নিগ্ধপল্লবে তাহারই যোগ্য আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে"। এই বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদা তখন বলিয়া উঠিলেন,—"অনসূয়ে, শকুন্তলা কি জন্য এতক্ষণ ধরিয়া বনজ্যোৎস্নাকে দেখিতেছে তাহা কি জান ?" অনসূয়া উত্তর দিলেন,—"আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না,কথাটি কি বল।" প্রিয়ংবদা তখন বলিয়া দিলেন, —বনজ্যোৎস্না যেমন অনুরূপ পাদপে মিলিতা হইয়াছে, শকুন্তলার ইচ্ছা তাহারও যোগ্য বর লাভ হয়।" "উহা তোমার নিজেরই অভিলাষ" বলিয়া শকুন্তলা কলসী নত করিয়া জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাজার মন ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু সন্দেহে তাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়াও তুলিতেছিল। তপস্বিকন্যা শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অনুরাগসঞ্চার যুক্তিযুক্ত কিনা, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। রাজা বলিতেছিলেন,— "শকুন্তলা কি ঋষির অসবর্ণা পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাহাতে সন্দেহের প্রয়োজন কি ? ইনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পরিগ্রহযোগ্যা। তাহা না হইলে, আমার অবিচলিত মহামন ইঁহার অভিলাষী হইবে কেন ? কারণ, সজ্জনদিগের বস্তুর প্রতি সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণপ্রবৃত্তিই প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া থাকে। যে যাহা হউক, ইঁহার প্রকৃত পরিচয়টি জানিতে হইবে"। যাঁহারা সদ্বংশজাত ও ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মরক্ষার প্রতি সততই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; তাই ধর্ম্মপ্রাণ রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি অনুরাগসঞ্চারকে ধর্ম্মের নিকষ-পাষাণে কষিত করিয়াই লইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সময়ে একটি ব্যাপার ঘটিল। বিকসিত কুসুমরাশিতে ভূষিত নবমালিকায় মধুকরসকল নিপতিত হইতেছিল। শকুন্তলার জলসেচনে একটি মধুকর নবমালিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বদনসমীপে ধাবিত হইল, শকুন্তলা সখীদিগকেও

তাহা বলিলেন। ব্যাপারটি রাজার নিকট বড়ই রমণীয় বোধ হইল। তিনি সস্পৃহ নয়নে দেখিতে দেখিতে মধুকরটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"চঞ্চল অপাঙ্গে যুক্ত কম্পিত নেত্রনীলোৎপল বার বার স্পর্শ, কর্ণসমীপে আসিয়া যেন কি গুপ্ত কথা বলিবার জন্য মৃদু মৃদু ধ্বনি এবং সুন্দরীর করচালনায় রতিসর্ব্বস্ব অধরও পান করিতেছ। আমরা তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াই মরিলাম, কিন্তু মধুকর, তুমিই ধন্য"। দুষ্ট মধুকর কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছিল না। শকুন্তলা তখন অন্যদিকে যাওয়ার অভিলাষ করিলেন, মধুকরও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অবশেষে তিনি সেই দুর্বিনীত দুষ্ট মধুকরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সখীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সখীরা উত্তর দিলেন,—"আমরা রক্ষা করিবার কে? দুষ্যন্তকে স্মরণ কর,—রাজাই ত তপোবনের রক্ষক"।

আশ্রমবাসিনীগণের সম্মুখে যাইবার জন্য রাজা সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া আত্মপ্রকাশে অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া আপনার রাজভাব স্মরণ করিলেন, ও তাহা জ্ঞাত হইয়া পড়ার বিষয়ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কি বলিবেন, স্থির করিয়া লইলেন। মধুকর তখনও শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করে নাই; তিনি যে দিকে যাইতেছিলেন, সেও সেইদিকে চলিতেছিল। শকুন্তলা সখীদিগকে তাহা বলিতে লাগিলেন; সহসা রাজা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দুর্বিনীতদিগের শাস্তা পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্তের শাসনকালে মুগ্ধা তপস্বিকন্যাগণের প্রতি কে অশিষ্ট ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছে?" অকস্মাৎ রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া সকলে কিছু লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। অনসূয়া রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আর্য্য, কোন প্রকার অত্যাহিত ঘটে নাই। আমাদের প্রিয়-সখী মধুকরতাড়নে কিছু ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন মাত্র।" রাজা তখন

শকুন্তলার অভিমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার তপোবৃদ্ধি হইতেছে ত"? শকুন্তলা কিন্তু ভয়ে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। অনসূয়া তাহার উত্তরে বলিলেন,—"সম্প্রতি বিশিষ্ট অতিথি লাভ করিয়া বটে।" তাহার পর তিনি শকুন্তলাকে বলিতে লাগিলেন,—'সখি শকুন্তলে, কুটীরে গিয়া ফলমিশ্র অর্ঘ্য আনয়ন কর, এই ঘটোদক পাদ্য হইবে।" রাজা বলিয়া উঠিলেন, "আপনাদের সত্য ও প্রিয় বাক্যেই আতিথ্য লাভ হইয়াছে।" প্রিয়ংবদা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার তিনি রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—"এই প্রচ্ছায় শীতল সপ্তপর্ণবেদিকায় আর্য্য, মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করিয়া শ্রম শান্তি করুন।" রাজাও উত্তর দিলেন,—"আপনারাও ত জলসেচনে পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িয়াছেন।" তখন অনসূয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি শকুন্তলে, আমাদের অতিথিসেবাই কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি এস, এখানে সকলে মিলিয়া বসি।" তাহার পর সকলে তথায় উপবেশন করিলেন।

শকুন্তলার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই রাজার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলারও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি যথাসাধ্য চিত্তসংযমের চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র ঝটিকার সৃষ্টি হইতে লাগিল। শকুন্তলা মনে মনে বলিতেছিলেন,—"ইঁহাকে দেখিয়া আমার মনে তপোবনবিরোধী বিকারের উৎপত্তি হইতেছে কেন?" রাজা তাঁহাদিগের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—"আহা! আপনাদের যেমন সমান বয়স, সৌহার্দ্দটিও সেইরূপ রমণীয়।" রাজার আকৃতি দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রিয়ংবদা চুপে চুপে অনসূয়াকে বলিতেছিলেন,—"অনসূয়ে, কে এই চতুর ও গম্ভীর আকৃতি পুরুষটি মধুর ও প্রিয় আলাপনে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছেন?" অনসূয়া কহিলেন,—"সখি, আমারও কৌতূহল হইতেছে। থাক, ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

তাহার পর তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন, "আর্য্যের মধুর আলাপে বিশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন রাজর্ষিবংশটি আপনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এবং কোন দেশের জনগণকেই বা বিয়োগে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। আর কি নিমিত্তই বা এই সুকোমল শরীরে তপোবনাগমনের ক্লেশস্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?"

রাজার পরিচয় জানিবার জন্য শকুন্তলাও ব্যাকুল হইতেছিলেন। অনসূয়া তাঁহার ব্যাকুলতার নিবৃত্তি করিয়া দিলে, শকুন্তলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হৃদয়. উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি যাহা চিন্তা করিতেছিলে, অনসূয়া তাহাই বলিতেছে।"

এইবার রাজা সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার পরিচয়প্রদানের ইচ্ছা ছিল না, অথচ মিথ্যা বলাও অভিপ্রেত নহে। কাজেই আত্মপ্রকাশ বা আত্মগোপন তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি কৌশল করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পুরুবংশীয় মহারাজ দুষ্মন্ত আমাকে ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত করিয়াছেন। তপস্বিগণের ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে কি না জানিবার জন্য আমি ধর্ম্মারণ্যে আসিয়াছি।" সে কথায় অনসূয়া কহিলেন, —"তাহা হইলে ধর্ম্মচারিগণ এক্ষণে সনাথ হইল বলিতে হইবে।" সেই সময়ে শকুন্তলার শরীরে অনুরাগলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সখীরা তাহা লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার অনুরাগও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন দুই সখীতে চুপে চুপে শকুন্তলাকে বলিলেন,— "আজ যদি তাত কণ্ব নিকটে থাকিতেন। তাহা হইলে জীবনসর্ব্বস্ব দিয়া এই বিশিষ্ট অতিথিকে কৃতার্থ করিতেন।" শকুন্তলা উত্তর দিলেন,— "তোমরা দূর হও, একটা কিছু মনে করিয়াই এইরূপ বলিতেছ, আমি আর তোমাদের কোন কথাই শুনিব না।"

শকুন্তলার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য রাজার যারপরনাই

কৌতূহল হইতেছিল। তাই তিনি সখীদিগকে বলিলেন,—"আপনাদের সখীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।" "ইহা ত আমাদের প্রতি অনুগ্রহ" বলিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভগবান্ কণ্ব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রচার; অথচ আপনাদের সখা তাঁহার কন্যা হইলেন কিরূপে?"

অনসূয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাপ্রভাব রাজর্ষি কৌষিক বিশ্বামিত্রই সখার জনক। পিতামাতার পরিত্যক্তা কন্যাকে প্রতিপালন করায় তাত কণ্বই এক্ষণে ইহার পিতা।' শকুন্তলার পরিত্যাগের কথা শুনিয়া রাজার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, তিনি তখন আমূল বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। অনসূয়া জানাইয়া দিলেন যে, গোতমাতীরে যখন বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন শঙ্কাকুল দেবগণ তাঁহার তপোবিঘ্নের জন্য অপ্সরা মেনকাকে পাঠাইয়া দেন। বসন্তাগমে তাঁহার উন্মাদকর রূপ দেখিয়া রাজর্ষি অভিভূত হইয়া পড়েন।

রাজা তখন বুঝিয়া লইলেন,—শকুন্তলা অপ্সরাগর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মানুষীতে এরূপ রূপের সম্ভব হয় না। কারণ, বসুধাতল হইতে কখনও প্রভা-তরল জ্যোতির উদয় হইতে পারে না।" সে কথায় শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

মনোরথের পথ প্রসারিত হইতেছে জানিয়া রাজা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু শকুন্তলার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইবে, তাহাও জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছিলেন। এদিকে প্রিয়ংবদা ঈষৎ হাস্যের সহিত শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে রাজাকে বলিলেন,—"আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন।" শকুন্তলা তখন অঙ্গুলী হেলাইয়া প্রিয়ংবদাকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়ংবদার কথায় রাজা উত্তর করিলেন,—"আপনি যথার্থই অনুভব করিয়াছেন। সচ্চরিতের শ্রবণলালসায় আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

প্রিয়ংবদা কহিলেন,—"আপনি কিছু বিচার করিবেন না, তপস্বীরা অবাধ প্রশ্নেরই ইচ্ছা করেন।"

রাজা তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আপনাদের সখী কি সম্প্রদান পর্য্যন্ত সংযতভাবে তাপসব্রতে রত থাকিবেন; অথবা নিজ নেত্রসাদৃশ্যে প্রিয় হরিণাঙ্গনাগণের সহিত আজন্মই বাস করিবেন, তাহাই জানিতে চাহিতেছি।"

প্রিয়ংবদা বলিলেন—"আর্য্য, ধর্ম্মাচরণেও এ জন পরবশ। তবে অনুরূপ বরপ্রদানে গুরুর সংকল্প আছে বটে।"

তখন রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে, আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রহিবে বলিয়া মনে হয় না। হৃদয়, তবে অভিলাষে পূর্ণ হও। এতক্ষণে তোমার সন্দেহের নির্ণয় হইয়া গেল। যাহাকে তুমি অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে, এখন তাহা স্পর্শক্ষম রত্ন হইয়া উঠিল।"

প্রিয়ংবদার কথায় শকুন্তলা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন। তিনি অনসূয়াকে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি চলিয়া যাইতেছি।"

অনসূয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"প্রিয়ংবদার এই সকল অসম্বদ্ধপ্রলাপ আর্য্যা গৌতমীকে জানাইবার জন্য যাইতেছি।"

তাহাতে অনসূয়া কহিলেন,—"বিনা আতিথ্যে এই বিশিষ্ট অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে গমন করা উচিত নহে।"

শকুন্তলা কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা তখন শকুন্তলাকে ধরিবার ইচ্ছা, আবার পরক্ষণেই আত্মসংযম

করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনুরাগীর চিত্তবৃত্তি তাহার শরীরচেষ্টার সদৃশীই হইয়া থাকে। আমি মুনিকন্যার অনুসরণ করিতে গিয়া জিতেন্দ্রিয়তার জন্য বেগরোধ করিলাম, এ স্থান হইতে উত্থিত না হইয়াই যেন যাইতে লাগিলাম, আবার ফিরিয়াও আসিলাম।"

এ দিকে প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে ধরিয়া ফেলিলেন, ও বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার যাওয়া উচিত নহে।" শকুন্তলা "কেন যাইব না" বলিলে, তিনি উত্তর দিলেন,—"তুমি আমার দুই কলসী জল ধার; এস, অগ্রে আপনাকে মুক্ত কর, পরে যাইতে পার।" এই বলিয়া সবলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"ভদ্রে, বৃক্ষসেচনে ইনি পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িয়াছেন বোধ হইতেছে। দেখিতেছেন না, ঘটোৎক্ষেপণের জন্য ইঁহার স্কন্ধ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, পাণিতল লোহিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্বাসাধিক্যে বক্ষস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, বদনে স্বেদজল বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহাতে কর্ণভূষণ শিরীষকুসুমকে নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইঁহার একহস্তবদ্ধ কেশপাশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমিই ইঁহাকে ঋণমুক্ত করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি আপনার অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। অঙ্গুরাতে রাজার নামমুদ্রা দেখিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আপনারা অন্য কিছু মনে করিবেন না। :আমি রাজপরিজন, আমাকে রাজপুরুষ বলিয়াই জানিবেন।"

তখন প্রিয়ংবদা বলিয়া উঠিলেন,—"থাক, অঙ্গুরীমোচনে প্রয়োজন নাই, আপনার কথাতেই ইহাকে ঋণমুক্ত করিলাম।"

তাহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে শকুন্তলাকে কহিলেন,—“সখি, এই দয়ালু আর্য্য অথবা মহারাজ তোমাকে ঋণমুক্ত করিলেন, এক্ষণে তুমি যাইতে পার।”

শকুন্তলার আর যাইতে মন উঠিতেছিল না; তাই তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—“যদি আপনার উপর প্রভুত্ব থাকে, তবেই ত যাইতে পারিব।” তাহার পর তিনি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া প্রিয়ংবদাকে কহিলেন,—‘তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবার বা ধরিয়া রাখিবার কে?’

শকুন্তলার ভাব দেখিয়া রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“আমি যেমন ইহার প্রতি অনুরক্ত, ইনিও কি আমার প্রতি সেইরূপ? তাহা হইলে আমার প্রার্থনার পথ প্রসারিত দেখিতেছি। কারণ, যদিও ইনি আমার কথায় নিজের কথা মিশাইতেছেন না, তথাপি সাদরে আমার কথাগুলি শুনিতেছেন। যদিও আমার আননসম্মুখে অধিককাল থাকিতে পারিতেছেন না, তথাপি অন্য বিষয়ে ত ইহার দৃষ্টি অনেকক্ষণ নিপতিত হইতেছে না।”

সেই সময়ে এক কাণ্ড উপস্থিত হইল। রাজসৈন্যেরা রাজার অন্বেষণে আশ্রমের দিকে আগমন করায়, অশ্বক্ষুরে উত্থিত ধূলিরাশি সান্ধ্য সূর্য্যের ন্যায় পাটলবর্ণ শলভসমূহের মত আর্দ্রবল্কললগ্ন শাখাসমূহে শোভিত আশ্রমপাদপচয়ে নিপতিত হইতে লাগিল। একটি বনহস্তী রথদর্শনে ভীত হইয়া তীব্র আঘাতে বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে করিতে স্কন্ধে একটি দন্ত সংলগ্ন করিয়া পাদদ্বারা লতাজাল আকর্ষণে বন্ধন-রজ্জুর ন্যায় তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া মৃগকুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন-স্বরূপ ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে তপস্বিগণ শঙ্কিত হইয়া রাজার মৃগয়ায় আগমনে এই সকল ঘটিতেছে জানাইয়া পরস্পরকে সাবধান

করিতে লাগিলেন। রাজাও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহারই অন্বেষণে আসিয়া এই গোলযোগ বাধাইয়াছে। তখন তিনি ফিরিয়া যাওয়ারই ইচ্ছা করিলেন। হস্তীর আশ্রমপ্রবেশে ভীত হইয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কুটীরে যাইবার জন্য রাজার নিকট অনুমতি চাহিলেন, রাজাও অনুমতি দিলেন, এবং যাহাতে আশ্রমপীড়া না ঘটে, তাহারও চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানাইলেন। তাহার পর সকলে উত্থিত হইয়া গমনে উদ্যত হইলেন।

যাইবার সময় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা রাজাকে বলিলেন — আর্য্য, আপনার কোনরূপ আতিথ্য করা হয় নাই, তাই পুনর্দর্শনের কথা জানাইতে লজ্জা বোধ করিতেছি।" রাজা উত্তর দিলেন,—"ওকথা বলিবেন না, আপনাদের দর্শনেই আমার সম্মানলাভ ঘটিয়াছে।"

তখন তিন সখীতে মিলিয়া কুটীরের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শকুন্তলা নানা ছল করিয়া বিলম্ব করিতেছিলেন, পরে সকলে চলিয়া গেলেন। রাজার কিন্তু নগরগমনের ইচ্ছা হইতেছিলনা। তিনি অনুচরগণকে লইয়া তপোবনের নিকট শিবিরসন্নিবেশের অভিপ্রায় করিলেন। শকুন্তলার নিকট হইতে তিনি আপনার মনকে ফিরাইতে পারিতেছিলেননা। যাইতে যাইতে রাজা বলিতেছিলেন,—"শরীর অগ্রে যাইতেছে বটে, কিন্তু মনটি তাহার অপরিচিতের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পতাকার বস্ত্রখণ্ড যেমন প্রতিকূল বায়ুভরে বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়, আমার মনেরও সেই দশা ঘটিতেছে।"

(২)

রাজার সঙ্গে মাধব্য নামে তাঁহার এক প্রিয়সহচর আসিয়াছিলেন। মাধব্য ব্রাহ্মণসন্তান, কাজেই মৃগয়ামোদ তাঁহার তত ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা রাজভোগে পরিতৃপ্ত থাকায়, মিষ্টান্নই তাঁহার একমাত্র প্রিয়পদার্থ ছিল। রাজার সহিত অশ্বারোহণে মৃগয়ায়

লিপ্ত থাকিয়া মাধব্য সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকালে মৃগ, বরাহ, শার্দ্দূলপ্রভৃতির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ছায়াহীন বনে বনে ভ্রমণ, গলিতপত্রযুক্ত গিরিনদীর কটুজল পান ও অবেলায় শূল্যমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। গাত্রবেদনায় রাত্রিতে তাঁহার ভাল করিয়া নিদ্রা হইত না। প্রভাতে ব্যাধগণের বনপ্রবেশকোলাহলে তাঁহার সামান্য নিদ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া যাইত। আবার শকুন্তলার দর্শনাবধি রাজার মন অন্যরূপ হওয়ায়, মাধব্য তাঁহার নগরগমনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃগয়াকষ্টের পর এই নগরগমনের বাধাকে তিনি ব্রণের উপর বিস্ফোটকের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য মাধব্য রাজাকে দেখিয়া অঙ্গবৈকল্যের ভানে প্রবৃত্ত হইলেন।

শরাসন হস্তে বনপুষ্পমালাভূষিতা যবনীগণে পরিবৃত হইয়া রাজা সেই সময়ে আগমন করিতেছিলেন। শকুন্তলার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আসিতে আসিতে রাজা বলিতেছিলেন,—"শকুন্তলা আমার প্রিয়তমা বটেন, কিন্তু তিনি ত সুলভা নহেন। মন আবার তাঁহার ভাব-দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া উঠিতেছে। মদন অকৃতার্থ হইলেও পরস্পরের অভিলাষ অনুরাগবৃদ্ধিই করিয়া থাকে।" তাহার পর তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'অনুরক্ত ব্যক্তি নিজ অভিপ্রায়ের ন্যায় অভিলষিত জনের চিত্তবৃত্তি মনে করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়া উঠে। মুনিকন্যা আপনার স্বভাবসুন্দর বিলাসে অন্যদিকেও নয়ন প্রেরণ করিয়া স্নিগ্ধভাবে যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন, নিতম্বের গুরুভারের জন্য যে মন্দ মন্দ যাইতেছিলেন, 'যাইও না' সখীর এ অনুরোধ-বাক্যে তাহার প্রতি অসূয়াসহকারে যাহা বলিতেছিলেন, সে

সকল আমার প্রতি অনুরাগের জন্যেই বোধ হইতেছিল। অনুরাগী সমস্তই আপনার ন্যায়ই দেখিয়া থাকে।”

রাজাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিদূষক মাধব্য কহিলেন,—“বয়স্য, আমার হস্তপাদ প্রসারিত হইতেছে না, কথাতেই তোমার জয় উচ্চারণ করিতেছি”।

রাজা তাঁহার গাত্রবেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক উত্তর দিলেন,—“নিজেই চক্ষু আকুল করিয়া আবার অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ ?”

রাজা তাহা বুঝিতে না পারায় মাধব্য আবার বলিতে লাগিলেন,—“যেমন নদীবেগে বেতসের কুব্জলীলা ঘটে, সেইরূপ তুমিও আমার এ দশা করিয়া তুলিয়াছ।”

তাহার পর তিনি বনে বনে মৃগয়ার জন্য তাঁহার যে গাত্রবেদনা হইয়াছে, রাজাকে স্পষ্ট করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া অন্ততঃ একদিনও বিশ্রাম করার জন্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন।

শকুন্তলার চিন্তায় রাজারও মৃগয়ার উৎসাহ হইতেছিল না। মাধব্যের কথাটি তাঁহার ভালই লাগিল, তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—“আরোপিত গুণঃও সংযোজিতসায়ক ধনুটি আমিত আর মৃগকুলের প্রতি নমিত করিতে পারিতেছি না, তাহারাইত একত্র সহবাসে প্রিয়তমাকে মুগ্ধ বিলোকনের উপদেশ প্রদান করিয়াছে”।

উত্তর না পাওয়ায় মাধব্য বলিলেন,—“তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ ? আমার অরণ্যে রোদনই সার হইল।”

তখন হাসিতে হাসিতে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“আর কি ভাবিব, সুহৃদ্বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়াই চুপ করিয়া আছি।”

সে কথায় মাধব্য "চিরজীবী হও" বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাজা বলিলেন,—"একটু থাক, এখনও আমার কথার শেষ হয় নাই।"

বিদূষক রাজার কথাটি কি জানিতে চাহিলে, রাজা উত্তর দিলেন,—

"বিশ্রামকালে আমার একটি সুকর কার্য্যে তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে"।

মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা কি মোদকখণ্ডন? ভাল, নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করা গেল।"

"কি তাহা পরে বলিতেছি" বলিয়া রাজা দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সেনাপতির আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেনাপতি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মৃগয়ায় দোষ দৃষ্ট হইলেও মহারাজের পক্ষে তাহা কিন্তু গুণস্বরূপই বোধ হইতেছে। কারণ, গিরিচর মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার দেহটি অনবরত ধনুর্গুণের আস্ফালনে পূর্ব্বভাগে কঠিন, রবিকরসহিষ্ণু এবং স্বেদলেশের সম্পর্ক-রহিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা কৃশ হইয়া উঠিলেও প্রকাণ্ডতার জন্য সে কৃশত্বও লক্ষিত হইতেছে না। দেবশরীরটি কেবল প্রাণসারেই পরিণত হইয়াছে।"

সেনাপতি জয় উচ্চারণ করিতে করিতে রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন এবং শ্বাপদপূর্ণ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র অবস্থান করা উচিত নহে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

সে কথায় রাজা বলিলেন,—"মৃগয়ানিন্দক মাধব্যই আমাকে মন্দোৎসাহ করিয়াছে।"

সেনাপতিরও মৃগয়ার ইচ্ছা ছিল না। তিনি চুপে চুপে মাধব্যকে বলিলেন,—"সখে, তুমি বাধাপ্রদানে স্থির হইয়া থাক, আমি ইঁহার চিত্ত-

বৃত্তির অনুসরণ করিয়া দেখি"। তাহার পর তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—"ও মূর্খটার প্রলাপে কর্ণপাত করিবেন না, মৃগয়ায় কি ফল আপনিইত তাহার নিদর্শন" তাহার পর তিনি মৃগয়ার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—"মৃগয়া মেদ নষ্ট করিয়া উদরকে কৃশ এবং শরীরকে লঘু ও কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে। তাহা হইতে প্রাণিগণের ভয়ক্রোধজনিত চিত্ত বিকার জানিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন চলিত লক্ষ্যে শরসন্ধান সিদ্ধ হয়। সুতরাং ইহার ব্যসনাপবাদ সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা"।

মাধব্য বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজত প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বনে বনে বেড়াইতে বেড়াইতে তুমি কোন দিন না কোন দিন নর-নাসিকালোলুপ ভল্লূকের মুখে পড়িবে।" এই বলিয়া ভয়ও দেখাইলেন।

রাজার মন শকুন্তলার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল, তিনি মৃগয়ায় যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, সেই জন্য সেনাপতিকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য আদেশ দিয়া কহিলেন,—"আশ্রমের নিকটে থাকায় তোমার কথা ভাল লাগিতেছে না। অদ্য মহিষেরা মুহুর্মুহু শৃঙ্গ তাড়না করিয়া নিপানে অবগাহন করিতে থাকুক, মৃগকুল তরুচ্ছায়ে বসিয়া রোমন্থন অভ্যাস করুক, বরাহগণ নিঃশঙ্কচিত্তে পল্বলে মুস্তা উৎখনন করিতে থাকুক এবং আমার ধনুকও জ্যাবন্ধন শিথিল করিয়া বিশ্রাম লাভ করুক"।

সেনাপতি অগত্যা সম্মতি দান করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা মৃগয়া-সহচরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং সৈন্যগণ যাহাতে তপোবনে কোনরূপ উপদ্রব না করে, তাহারও আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি সেনাপতিকে সুস্পষ্ট রূপেই বুঝাইয়া বলিলেন —"শমপ্রধান তপোধনদিগের মধ্যে এমন গূঢ় দাহাত্মক তেজ আছে যে, স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় তাহা অন্য তেজ দ্বারা অভিভূত হইলেই আপনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে"।

সেনাপতি চলিয়া গেলে রাজা দৌবারিককেও বিদায় করিয়া দিলেন। মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,—"এস্থান ত নির্ম্মক্ষিক হইল, এক্ষণে চল, লতা-বিতানে রমণীয় পাদপচ্ছায়ার আসনে উপবেশন করিবে"।

তাহার পর উভয়ে তাহাই করিলেন। নির্জ্জনে বসিয়া দুষ্যন্ত মাধব্যের সহিত শকুন্তলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভার কিয়ৎপরিমাণে লঘু হইয়া আসিল। কারণ, প্রিয়জনসহ আলাপনে ভারগ্রস্ত হৃদয় লঘু বলিয়াই প্রতীত হয়। রাজা কহিলেন,—"মাধব্য তোমার চক্ষের সফলতা হয় নাই। কারণ, তুমি দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পাও নাই"।

মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, তুমি ত আমার সম্মুখেই রহিয়াছ।"

রাজা কহিলেন,—"সকলেই আপনাকে সুন্দর দেখে। আশ্রম ললাম-ভূতা শকুন্তলার দর্শন তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই।"

মাধব্য ইহার অবসর দেওয়া উচিত নহে, মনে করিয়া বলিলেন,—"সে কি বয়স্য, শেষে কি তোমার তপস্বিকন্যায় অভিলাষ জন্মিল?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"পরিহার্য্য বস্তুতে কখনও পুরুবংশীয়দিগের মন ধাবিত হয় না। শকুন্তলা মেনকার কন্যা, আকন্দবৃক্ষোপরি নবমল্লিকা হইতে বিচ্যুত কুসুমটির ন্যায় মাতৃপরিত্যক্তা শকুন্তলা কণ্বের করগতা হইয়াছিলেন।"

মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন,—"তোমার দেখিতেছি আকণ্ঠ পিণ্ড-খর্জ্জুর ভোজনের পর কিছু তিন্তিড়ীভক্ষণের অভিলাষ হইয়াছে। নতুবা যাহার ভাণ্ডার স্ত্রীরত্নে পরিপূর্ণ, তাহার আবার বনবাসিনীতে স্পৃহা কেন?"

রাজা বলিলেন,—"তুমি তাঁহাকে দেখ নাই বলিয়াই এরূপ উক্তি করিতেছ। অধিক কি আর বলিব; সেই লাবণ্যপ্রতিমা দেখিয়া বোধ হয়, বিধাতা তাঁহাকে প্রথমে চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া পরে সজীবিত করিয়া-

ছিলেন। অথবা সৌন্দর্য্যরাশির দ্বারা তাঁহাকে মনে মনেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা বিধাতার নূতনরূপ স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। বিধাতার সামর্থ্য ও তাঁহার দেহলাবণ্য দেখিয়াই আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে।”

মাধব্য কহিলেন,—“যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে রূপবতীগণ প্রত্যাখ্যাত হইল দেখিতেছি।”

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমি মনে করিতেছি, অনাঘ্রাত-পুষ্পসদৃশ, নখাক্ষতকিসলয়তুল্য, অনাবিদ্ধরত্নপ্রতিম, অনাস্বাদিত নবমধুসম, এবং পুণ্যরাশির অখণ্ডফলস্বরূপ তাঁহার সেই পবিত্র রূপ, না জানি কোন্ ভাগ্যবানের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে।”

মাধব্য শুনিয়া কহিলেন,—“তবে তাঁহাকে শীঘ্রই পরিত্রাণ কর, পাছে তিনি কোন ইঙ্গুদীতৈল-সিক্ত-মস্তক তপস্বীর হাতে পড়িয়া যান”।

রাজা বলিলেন,—“শকুন্তলা পরাধীনা, তাহাতে আবার তাঁহার গুরুজন নিকটে নাই। কাজেই কেমন করিয়া সে আশা করিতে পারি।”

মাধব্য রাজার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগলক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উত্তর দিলেন,—“তপস্বিকন্যারা স্বভাবতঃই অপ্রগল্‌ভা, তাঁহাকে যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছি শুন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িলে, তিনি তাহা অমনি ফিরাইয়া লইতেছিলেন, অন্য কারণে ঈষৎ হাসিতেও ছিলেন, জিতেন্দ্রিয়তার জন্য প্রসার নিবারিত হওয়ায় তাঁহার অনুরাগ ব্যক্তও হয় নাই, গুপ্তও থাকে নাই।”

শুনিয়া মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,—“তাহা হইলে দেখিবামাত্র তোমার ক্রোড়ে আসিয়া বসেন নাই?”

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—“লজ্জাশীলা হইলেও পরস্পর বিযুক্ত হইবার সময়ে তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কয়েক পদ যাইতে যাইতে কুশাঙ্কুরে চরণক্ষত হইয়াছে বলিয়া তিনি অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া

রহিলেন, বৃক্ষশাখায় বল্কল লগ্ন না হইলেও তাহা বিমোচন করিতে করিতে মুখখানি ফিরাইতে লাগিলেন।"

তখন মাধব্য কহিলেন,—"তবে আর কি, আমার বোধ হইতেছে ইহা তোমার গন্তব্য পথের উপযুক্ত পাথেয়। এক্ষণে আর বিলম্ব কি, পাথেয়টি লইয়া লও। আমি দেখিতেছি, তুমি তপোবনকে উপবন করিয়া তুলিলে।"

রাজা বলিলেন,—"রহস্য রাখ, এখন বল দেখি কি করিয়া কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করা যায়? তপস্বিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার পরিচয় অবগত হইয়া থাকিবেন।"

মাধব্য উত্তর দিলেন,—'তাহার চিন্তা কি? নীবারের ষষ্ঠাংশসংগ্রহের জন্য থাকিয়া যাও।'"

রাজা বলিলেন,—"মূর্খ, তপস্বীরা সামান্য রাজস্ব প্রদান করেন না। তাঁহাদের নিকট যে কর থাকে, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও মূল্যবান। দেখ, অন্য লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত কর ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু তপস্বী-দিগের নিকট হইতে আমরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অক্ষয় করই প্রাপ্ত হইয়া থাকি।"

সেই সময়ে তপস্বীরা আলাপন করিতে করিতে রাজার নিকটে আসিতে-ছিলেন। যজ্ঞবিঘ্ননিবারণের জন্য রাজার অবস্থানই তাঁহারা ইচ্ছা করিতে-ছিলেন। রাজা তাঁহাদের ধীরপ্রশান্ত স্বর শুনিয়া আগমনের কথা বিদূষককে জানাইয়া দিলেন। সহসা দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল যে, দুইজন তপস্বী দ্বারদেশে উপস্থিত। রাজা অবিলম্বে তাঁহাদিগকে আনিতে বলিলে, দৌবারিক তাহাই করিল। তপস্বিদ্বয় রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর একজন বলিয়া উঠিলেন,—"ইহার শরীর তেজঃপূর্ণ হইলেও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়। অথবা রাজা ও ঋষিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

কারণ, ঋষিরা যেমন আশ্রমে বাস করেন, ইনিও সেইরূপ গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া আছেন, ঋষিদিগের তপোনুষ্ঠানের ন্যায় ইনিও প্রজা-পালনে প্রত্যহ তপঃ সঞ্চয় করিতেছেন। তাই 'রাজর্ষি' এই পুণ্য শব্দ চারণমিথুন দ্বারা গীত হইয়া স্বর্গ স্পর্শ করিতেছে।" আর একজন বলিতেছিলেন,—"এই অর্গলসদৃশ দীর্ঘ বাহুতে ভূষিত মহাবীর একাকীই যে সমুদ্রের শ্যামসীমামণ্ডিত সমগ্র ধরিত্রী ভোগ করিতেছেন, তাহা বিচিত্র নহে। কারণ, দৈত্যগণের সহিত শত্রুতায় বদ্ধ সুরযুবতীগণ ইঁহার আরোপিতগুণ ধনুকের ও ইন্দ্রের বজ্রেরই বিজয় কামনা করিয়া থাকেন।"

তাহার পর তাঁহারা রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজাও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। অবশেষে 'রাজার মঙ্গল হউক' বলিয়া তাঁহারা আপনাদের আনীত ফল উপহার দিলেন। প্রণামসহকারে রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্বীরা বলিতে লাগিলেন,—'মহর্ষি কণ্ব নিকটে না থাকায় যাহাতে রাক্ষসরা যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে না পারে, তজ্জন্য আপনাকে সারথির সহিত কয়েক রাত্রি অবস্থান করিতে হইবে।"

"অনুগৃহীত হইলাম" বলিয়া রাজা উত্তর দিলেন।

বিদূষক চুপে চুপে বলিলেন,—"তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা অনুকূলা হইয়া উঠিল দেখিতেছি।"

রাজা তখন সারথিকে শরাসন সহ রথ আনিবার জন্য দৌবারিককে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। তপস্বীরাও সানন্দে বলিয়া উঠিলেন,— "আপনার এই কার্য্য পূর্ব্বপুরুষগণেরই সদৃশ হইয়াছে। আপন্নগণের অভয়দানরূপ যজ্ঞে পুরুবংশীয়েরাই দীক্ষিত।"

রাজা আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনারা অগ্রে গমন করুন,

আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" সে কথায় তপস্বীরা রাজার জয় উচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

তপস্বিদ্বয়ের গমনের পর রাজা মাধব্যকে বলিলেন,—"বয়স্য শকুন্তলা-দর্শনের ইচ্ছা আছে কি?"

মাধব্য উত্তর দিলেন,—"প্রথমে ছিল বটে, এক্ষণে নিশাচরের কথা শুনিয়া নিজের প্রাণ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

রাজা কহিলেন,—"আমার নিকট থাকিলে তোমার সে আশঙ্কা ঘটিবে না।"

এই সময়ে আবার দৌবারিক সংবাদ আনিল যে, রাজমাতার আজ্ঞা বহন করিয়া করভক নামে অনুচর রাজধানী হইতে আগমন করিয়াছে। রাজা তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলে করভক আসিয়া জানাইল যে, আগামী চতুর্থ দিবসে রাজমাতার ব্রতোপবাসের পারণ, সেদিন রাজাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। এক দিকে তপস্বীদিগের ও অপর দিকে মাতার আদেশ, ইহার কোনটি অগ্রে প্রতিপালনীয় স্থির করিতে অশক্ত হইয়া, রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মাধব্য তাঁহাকে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকিতে উপদেশ দিলেন। মাধব্যের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"সত্য সত্যই আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। নদীর স্রোত পুরঃস্থিত শৈলে প্রতিহত হইয়া যেমন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে, আমার মনও এই বিভিন্ন কার্য্যদ্বয়ের জন্য দুই দিকেই ধাবিত হইতেছে।"

সে যাহাহউক, রাজা অবশেষে তপস্বীদিগের আদেশই শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু মাতার আদেশরক্ষার জন্যও ভ্রাতৃতুল্য মাধব্যকে রাজধানীতে যাইতে বলিলেন। মাধব্য জানাইলেন যে, তিনি রাক্ষসভয়ে ভীত নহেন। রাজাও তাহা মানিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহাকে যাইবার

জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাধব্য সৈন্যসামন্তসহ যুবরাজের ন্যায় যাত্রা করিলেন।

রাজা মাধব্যকে চঞ্চলমতি জানিয়া অন্তঃপুরে শকুন্তলাবৃত্তান্তপ্রকাশের ভয়ে তৎসমস্ত মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমরাই বা কোথায়, আর অব্যক্তমনোরথ মৃগশিশুর সহিত বর্দ্ধিত সেই তপস্বিকন্যাই বা কোথায়? আমি যাহা বলিয়াছি সে সকল পরিহাসোক্তি, সত্য বলিয়া তাহা মনে করিও না।"

মাধব্যও তাহাই বিশ্বাস করিয়া মৃগয়া ও নিশাচরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় এবং রাজভোগ ও মিষ্টান্নের লালসায় রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

(৩)

মাধব্যকে বিদায় দিয়া রাজা যজ্ঞরক্ষার্থে নিযুক্ত হইলেন। হুঙ্কারের ন্যায় তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শুনিবামাত্র নিশাচরেরা পলায়ন করিতে লাগিল, বাণ-সন্ধানের প্রয়োজনই হইল না। তপোবনে শান্তি স্থাপিত হইলে,রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সত্বরই তাঁহাকে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু শকুন্তলার আশা তিনি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন? শকুন্তলা-চিন্তায় রাজা দিন দিন কৃশ ও মলিন হইয়া উঠিতেছিলেন। দুষ্যন্ত তপস্যার প্রভাব ও শকুন্তলাকে পরাধীনা জানিয়াও আপনার হৃদয়কে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। পুষ্পবাণ এবং চন্দ্রমাও বিরহকাতর তাঁহার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছিলেন। কারণ, কুসুমশর সুকোমল হইলেও রাজার নিকট বজ্রসার বলিয়া বোধ হইতেছিল, এবং শীতল চন্দ্ররশ্মিও অগ্নিসম হইয়া উঠিতেছিল। শকুন্তলার দর্শন ব্যতীত তাঁহার শান্তির আর উপায় ছিল না।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা মালিনী তীরস্থ লতামণ্ডপের দিকে

অগ্রসর হইলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আতপবেলায় শকুন্তলা সখীদের সহিত সেই লতাকুঞ্জে গমন করিয়া থাকেন। তাই আসিবামাত্র তথাকার মালিনীতরঙ্গকণবাহী ও অরবিন্দসুরভি পবনস্পর্শে তাঁহার বিরহতপ্ত অঙ্গ শীতল হইয়া উঠিতে লাগিল। লতামণ্ডপের দ্বারে অগ্রসর হইয়া রাজা পাণ্ডুবর্ণ বালুকাস্তরে নিম্নোন্নত অভিনব পদচিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার সখীদের সহিত তন্মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন। রাজার অনুমান সত্যই হইয়াছিল। বাস্তবিক অনুরাগকাতরা শকুন্তলা আতপজ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সখীরা তজ্জন্য উশীর, মৃণাল, নলিনীপত্রপ্রভৃতির সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, কণ্বশিষ্যেরাও কণ্বভগিনী গৌতমীর হস্ত দিয়া যজ্ঞীয় শান্তিজল প্রেরণের ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা শকুন্তলাকে কণ্বের জীবনস্বরূপই জানিতেন। তাহার পর সখীরা শকুন্তলাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া, পদ্মপত্র দ্বারা ব্যজন করিতে থাকেন। কিন্তু শকুন্তলা প্রথমে তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। এমন কি সখীরা, নলিনীপত্রবাতে তিনি সুস্থ হইতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, শকুন্তলা বলিয়া উঠেন,—"তোমরা কি আমায় বাতাস করিতেছ"? ইহাতে সখীরা বিষণ্ণ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করেন।

রাজা লতামণ্ডপের বাহিরে অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। শকুন্তলার প্রবল অসুস্থাবস্থা দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ইহার এরূপ দশা কি আতপতাপে ঘটিয়াছে; কিংবা আমি যাহা মনে করিতেছি, সেই কারণে হইয়াছে? অথবা সন্দেহের প্রয়োজন কি? বক্ষোলিপ্ত উশীরে, শিথিল মৃণালবলয়ে প্রিয়তমার অসুস্থ শরীরটিও রমণীয় বোধ হইতেছে! মদন ও নিদাঘের সমান তাপ হইলেও গ্রীষ্মাপরাধে যুবতীগণকে এরূপ সুন্দর দেখায় না"।

এদিকে সখীরা বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজার দর্শনাবধিই শকুন্তলার এইরূপ বিকার ঘটিয়াছে। তাহার পর অনসূয়া শকুন্তলাকে বলিলেন,—"প্রিয়সখি! আমরা ইতিহাসনিবন্ধাদি হইতে যেরূপ অনুরাগ-লক্ষণের কথা শুনিয়াছি, তোমাকে দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে, অবশ্য আমরা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞা। এক্ষণে তোমার সন্তাপের কারণ কি প্রকাশ করিয়া বল, বিকারের কারণ না জানিতে পারিলে প্রতীকারারম্ভ অসম্ভব।"

শকুন্তলা সহসা কোন কথা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রিয়ংবদা যখন তাঁহাকে মনোব্যথা উপেক্ষা না করার ও দিন দিন কৃশ হওয়ার উল্লেখ করিয়া, লাবণ্যময়ী ছায়ামাত্র অবশিষ্ট থাকার কথা বলিলেন, তখন শকুন্তলা উত্তর না দিয়া পারিলেন না। প্রিয়ংবদার কথা শুনিয়া রাজাও বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ংবদা যথার্থই বলিয়াছেন। প্রিয়তমার আননে কপোল দুইটি ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে, বক্ষস্থলের কঠিনতা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, মধ্যভাগ কৃশতর দেখাইতেছে, স্কন্ধ দুইটি অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার ছবিটিও পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছে। এই অনুরাগক্লিষ্টাকে পত্রশোষণকারী মলয়ানিলে স্পৃষ্টা মাধবীলতার ন্যায় শোচনীয়া এবং প্রিয়দর্শনাও বোধ হইতেছে।"

সখীদিগকে শকুন্তলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমাদের নিকট ভিন্ন আর কার কাছেই বা বলিব, কিন্তু আমার কথায় তোমরা কষ্ট পাইবে।" তখন দুই সখীতেই বলিয়া উঠিলেন,—"সেইজন্যইত আমাদেরও এত নির্ব্বন্ধ। তুমি কি জান না, দুঃখ প্রিয়জনে বিভক্ত হইয়া গেলে তাহার বেদনা সহ্য করা যায়?"

শকুন্তলার মনের কথা জানিবার জন্য রাজা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সমদুঃখসুখভাগিনী সখীগণের

জিজ্ঞাসায় কিশোরী যে মনোব্যথার কারণ না বলিবেন এমন নহে, ইনি বদনখানি ফিরাইয়া বার বার আমার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মনের কথাটি কি শুনিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িতেছি।”

সখীদের কথায় তখন শকুন্তলা বলিয়া ফেলিলেন। “যেদিন হইতে সেই তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষি আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছেন, সে অবধি আমার এই দশা ঘটিয়াছে।”

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“যাহা শুনিবার তাহাত শুনিলাম। যেমন বর্ষারম্ভে অর্দ্ধ-শ্যামদিবস জীবলোককে তাপপ্রদান করে, ও তাহার নির্ব্বাপণও ঘটায়, মদনও আমার প্রতি সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে।”

শকুন্তলা আবার বলিতে লাগিলেন,—“যদি তোমাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে সেই রাজর্ষির যাহাতে অনুকম্পা লাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় দেখ। নতুবা আমার তিলোদক সেচনের ব্যবস্থা কর।”

শকুন্তলার কথায় রাজার সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। তখন প্রিয়ংবদা চুপে চুপে অনসূয়াকে বলিলেন,—“অনসূয়ে, শকুন্তলার অনুরাগ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাই সে কালহরণে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহার প্রতি সখীর অনুরাগ বদ্ধ হইয়াছে, তিনি পুরুবংশের ললামস্বরূপ। তাই বলিতেছি, তাহার অভিলাষের অনুমোদন করাই উচিত।”

অনসূয়াও প্রিয়ংবদার সহিত একমত হইলেন। তাহার পর প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিতে লাগিলেন,—“সখি, সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ। সাগর পরিত্যাগ করিয়া মহানদী কি অন্য কোথাও অবতরণ করিতে পারে? পল্লবিতা অতিমুক্তলতা সহকারকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।”

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"যদি বিশাখা তারাদ্বয় শশাঙ্কলেখার অনুবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা হইলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার শকুন্তলার অভিলাষে অনুমোদন করা বিচিত্র নহে।"

অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিলেন,—"এক্ষণে কি উপায়ে গোপনে ও সত্বর সখীর মনোরথ পূর্ণ করা যায়?"

প্রিয়ংবদা উত্তর দিলেন,—"গোপনভাবেরই বিষয় চিন্তা কর, সত্বরে করা দুষ্কর নহে"

অনসূয়া তাহা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষি সখীর প্রতি স্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপে নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই কয়দিনে জাগরণক্লেশে কৃশ হইয়া উঠিয়াছেন?"

সেকথা শুনিয়া রাজাও বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য সত্যই আমি ঐরূপই হইয়াছি বটে। প্রতি নিশি বাহুতে অপাঙ্গ ন্যস্ত করায় তাহাতে প্রসারিত মনস্তাপে উদ্গত উষ্ণ অশ্রুধারায়, কনকবলয়ের মণিসকল বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এবং যাহা কখনও জ্যাঘাতচিহ্ন স্পর্শ করে নাই, এক্ষণে সে বলয় বার বার প্রকোষ্ঠ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ায়, তাহাকে সরাইয়া দিতে হইতেছে।"

সখীরা শকুন্তলার অভিলাষপূরণের উপায় স্থির করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর প্রিয়ংবদা বলিলেন,—"রাজর্ষির নামে একখানি প্রণয়-লিপির ব্যবস্থা হউক, আমি তাহা পুষ্পে আবৃত করিয়া নির্ম্মাল্যছলে তাঁহার হস্তে দিয়া আসিব।"

অনসূয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এসুন্দর উপায়ে আমারও অভিমত। এক্ষণে ইহাতে শকুন্তলাই বা কি বলে?"

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"তোমাদের আজ্ঞায় কে অমত করিবে?"

তখন প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে আপনার কথারম্ভ করিয়া একটি ললিত পদবন্ধন চিন্তা কর।"

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"সখি, তাহা ভাবিতেছি বটে। কিন্তু পাছে অবজ্ঞাত হই, সেই ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

রাজা তখন সানন্দে বলিয়া ফেলিলেন,—"অয়ি ভীরু, তুমি যাহার অবজ্ঞার আশঙ্কা করিতেছ, সেই তোমার লাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া আছে। যাচকে লক্ষ্মী লাভ করিতে বা নাও করিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মী যাহাকে ইচ্ছা করেন. সেকি কখনও দুর্লভ হয়?"

সখীরাও বলিয়া উঠিলেন,—"সখি, তুমি আত্মগুণেরই অবমাননা করিতেছ। কে বল দেখি, বসনাঞ্চলে স্নিগ্ধকরী শারদী জ্যোৎস্না নিবারণ করিয়া থাকে?"

শকুন্তলা তখন ঈষৎহাস্যসহকারে কহিলেন,—"তাহা হইলে আমিও আরম্ভ করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাও তখন নির্নিমেষে শকুন্তলাকে অবলোকন করিতেছিলেন। পদরচনাকালে তাঁহার ভ্রূলতা উন্নমিত এবং কপোলও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহাতে রাজার প্রতি অনুরাগই ব্যক্ত হইতেছিল। তাহা বুঝিতে রাজারও বিলম্ব ঘটে নাই। পদ চিন্তা করিয়া শকুন্তলা সখীদিগের নিকট লিখিবার উপকরণের কথা বলিলেন। প্রিয়ংবদা তাঁহাকে শুকোদর-কোমল নলিনীপত্রে নখদ্বারা লিখিতে বলিলেন। শকুন্তলা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শকুন্তলার পত্র লেখা শেষ হইলে, তিনি সখীদিগকে এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন,—"নির্দ্দয়! আমি তোমার মন জানি না, কিন্তু তোমাতে অনুরক্ত হওয়ায়,অনুরাগানল আমার অঙ্গকে অহর্নিশ সন্তাপিত করিতেছে।"

রাজা থাকিতে না পারিয়া লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কৃশাঙ্গি! সে অগ্নি তোমাকে সন্তাপিত করিতেছে বটে, আমাকে কিন্তু একেবারেই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। দিবস চন্দ্রকে যেরূপ ম্লান করে, কুমুদিনীকে সেরূপ করিতে পারে না।"

রাজাকে সমাগত দেখিয়া সখীরা বলিয়া উঠিলেন,—"অবিলম্বী মনোরথস্বরূপ আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি"।

শকুন্তলা উঠিবার চেষ্টা করিলে, দুষ্যন্ত তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, কুসুমশয়নে লগ্ন এইমাত্র ম্লান মৃণালভঙ্গে সুরভি সর্ব্বত্র প্রবলতাপে সন্তাপিত, তোমার অঙ্গলতিকা সৎকারের যোগ্য নহে'।

অনসূয়া রাজাকে বয়স্য সম্বোধন করিয়া, শিলাতলে উপবেশনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

রাজা উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা লজ্জাবনতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রিয়ংবদা রাজাকে বলিলেন,—"আপনাদের পরস্পর অনুরাগের লক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সখীস্নেহে আমি আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি"।

রাজা উত্তর দিলেন,—"কিছু গোপন রাখিবেন না, অসম্পূর্ণ কথায় অনুতাপ জন্মে

তখন প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,—'বিপন্নের দুঃখহরণই রাজধর্ম্ম,এক্ষণে আমাদের সখীর জীবন দান করিয়া আপনি সেই ধর্ম্মপ্রতিপালন করুন"।

রাজা উত্তর দিলেন,—"আমাদের উভয়েরই প্রণয় সমান, কাজেই আমিও অনুগৃহীত হইলাম"।

শকুন্তলা সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"অন্তঃপুরবিরহকাতর রাজর্ষির নিকট এ অনুরোধের প্রয়োজন কি?"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"হৃদয় সন্নিহিতা তুমি আমার অনন্যপরায়ণ

হৃদয়কে যদি অন্যরূপ মনে কর, তাহা হইলে মদনশরহত আমি আবার হত হইলাম"।

পরে অনসূয়া রাজাকে আরও বলিতে লাগিলেন,—"আমরা শুনিয়াছি, রাজাদের মহিষীর সংখ্যা থাকে না। কিন্তু আমাদের প্রিয়সখীর জন্য আমরা যেন পরিণামে দুঃখ না পাই।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সমুদ্র-রসনা পৃথিবী ও আপনাদের সখী এই দুইজনকেই কেবল আমার প্রিয়তমা বলিয়া জানিবেন।"

সখীরা তাহাতে সন্তোষ লাভ করিলেন। তাহার পর প্রিয়ংবদা একটি মৃগশাবককে তাহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ছলে লতামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলে, অনসূয়া তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং দুই সখীতে মিলিয়া তথা হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন।

শকুন্তলা বলিলেন,—"আমাকে একাকিনী রাখিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ? তোমাদের একজন আমার নিকট আইস"।

সখীরা উত্তর দিলেন,—"স্বয়ং পৃথিবীনাথই তোমার নিকট রহিলেন।"

সখীদের গমনে শকুন্তলা কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—"তোমার আরাধয়িতা ত নিকটেই আছে।• এক্ষণে শীতল ক্লান্তিনাশে সমর্থ নলিনীদলের তালবৃন্তে কি বাতাস করিব, অথবা পদ্মের ন্যায় আরক্ত চরণ দুইটি অঙ্কে স্থাপন করিয়া যথা-সুখ সংবাহন করিতে থাকিব?"

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"মাননীয় লোককে আমি অপরাধী করিতে ইচ্ছা করি না"।

তাহার পর তিনি লতামণ্ডপ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে,রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"এখনও দিবাবসান হয় নাই, তুমি এই কুসুমশয়ন ও

বক্ষোবসন পদ্মপত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পীড়িত কোমল অঙ্গে রৌদ্রে বাহিরে যাইতেছ কেন” ?

শকুন্তলা তাঁহার কথা না শুনায়, রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিলেন,—“পুরুবংশীয়ের এরূপ অবিনয় শোভা পায় না, আমি স্বাধীনা নহি।”

বাস্তবিক শকুন্তলার মনে অনুরাগ সঞ্চার হইলেও, তিনি চিত্তসংযম ও আত্মসংযমের জন্য আপনাকে সহসা স্বাধীনা বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

রাজা কহিলেন,—“গুরুজনের ভয় নাই, মহর্ষি ইহাতে দোষ গ্রহণ করিবেন না। কারণ রাজর্ষিকন্যারা গান্ধর্ব্ববিধানের দ্বারা পরিণীতা হইয়া থাকেন, গুরুজনেরা সে প্রথার অনুমোদনই করেন।”

শকুন্তলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া রাজার বাধা অতিক্রমের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, —“একটু অপেক্ষা কর ছাড়িয়া দিতেছি।”

শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন, —“কখন ছাড়িয়া দিবে ?”

রাজা তখন উত্তর দিলেন,—“ভ্রমরের অপরিক্ষত কোমল সদ্যো-বিকশিত কুসুমের মধুপানের ন্যায় তোমার অধররসের পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াই ছাড়িয়া দিব।”

এই বলিয়া শকুন্তলার মুখ উন্নমিত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজার হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন।

এই সময়ে বাহিরে শব্দ হইল, “ চক্রবাকবধূ সহচরকে সম্ভাষণ করিয়া লও, রজনী উপস্থিত।”

শকুন্তলা ইহা সখীদের সঙ্কেত বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন,—“আমার

অসুস্থতা শুনিয়া, আর্য্যা গৌতমী দেখিতে আসিতেছেন, আপনি বৃক্ষান্তরালে গমন করুন।"

রাজার লতামণ্ডপ পরিত্যাগের পর গৌতমী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি শকুন্তলার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শকুন্তলা 'একটু বিশেষ' বলিয়া উত্তর করিলেন। তাহার পর গৌতমী শকুন্তলার শরীরে কুশোদক ছিটাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন— "ইহাতেই তোমার শরীর সুস্থ হইবে। এক্ষণে বেলা অবসান হইয়াছে, চল আমরা কুটীরে যাই।"

অতঃপর শকুন্তলা শূন্যহৃদয়ে গৌতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, "হৃদয়, প্রথমে অযত্নসুলভ মনোরথে কাতরভাব পরিত্যাগ কর নাই। অনুতপ্ত হইয়া এক্ষণে সন্তাপিত হইতেছ কেন? লতাগৃহ, তুমিত আমার সন্তাপ হরণ করিয়াছ, তাই পুনর্ব্বার সুখলাভের ইচ্ছায় তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি।"

শকুন্তলার প্রস্থানের পর রাজা আবার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাকে শূন্য দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"প্রার্থিত প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে পদে পদে বিঘ্নই উপস্থিত হয়। সুলোচনা বারংবার তর্জ্জনীদ্বারা অধরোষ্ঠ আবৃত করিয়া, নিষেধবচনে বিহ্বল ও রমণীয় বদনটি যখন স্কন্ধদেশে ফিরাইতেছিলেন, আমি তখন অতি কষ্টে তাঁহার সেই মুখখানি উন্নমিত করিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ চুম্বন করিতে ত পারিলাম না।" তাহার পর রাজা কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ শকুন্তলার ত্যক্ত লতামণ্ডপেই থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তথায় তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, শকুন্তলার সন্তপ্ত দেহভারবিক্ষিপ্ত কুসুম-

শয্যা শিলাতলে পড়িয়া আছে। নলিনীপত্রে নখে লিখিত সেই প্রণয়-লিপিখানি এবং করভ্রষ্ট মৃণাল-বলয়ও রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে তিনি সেই শকুন্তলাশূন্য লতাগৃহ হইতে সহসা নির্গত হইতে পারিতেছিলেন না। সেই সময়ে অদূরে শব্দ হইল, "রাজন্, সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ হওয়ায় বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার চারি পার্শ্বে রাক্ষসগণের সান্ধ্য মেঘচ্ছটার ন্যায় কপিশ বর্ণ ছায়া ভীতি উৎপাদন করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে।" তাহা শুনিয়া রাজা অবিলম্বে সেইদিকে ধাবিত হইলেন।

(৮)

রাজার প্রস্তাব অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইল। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণীত হইলেন। তাহার পর রাজা শকুন্তলা ও তপস্বীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় শকুন্তলা সজলনয়নে তাঁহাকে কবে লইয়া যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা তাঁহার অঙ্গুলীতে স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া বলিয়া যান যে, তাঁহার নামাক্ষরগণনা যে দিন শেষ হইবে, সে দিনই শকুন্তলাকে লওয়ার জন্য তাঁহার লোক-জন আসিয়া পঁহুছিবে। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করিয়া গেলেও সখীরা তাঁহার পতিগৃহে না যাওয়া অবধি নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। পাছে রাজা শকুন্তলাকে বিস্মিত হন, ইহাই তাঁহা-দের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজার আকৃতিতে তদ্বিরোধী গুণ থাকা অসম্ভব মনে করিয়া, তাঁহারা আপনাদের আশঙ্কা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। আবার মহর্ষি কণ্বই বা তাঁহাদের পরিণয়ে কি বলিবেন, সখীরা ইহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন। তবে অনুরূপ পাত্রে মহর্ষির শকুন্তলা-সম্প্রদানের সঙ্কল্প থাকায়, তাঁহারা সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত হইলেন।

সহসা এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন সখীরা যে সময়ে শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চ্চনার জন্য পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে শকুন্তলা অতিথিসৎকারের জন্য কুটীরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পতিচিন্তায় তিনি এরূপ তন্ময়ী হইয়া পড়েন যে, তাঁহার আত্মবিস্মৃতি পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে। এই সময়ে স্বভাবকোপন মহর্ষি দুর্ব্বাসা আতিথ্যলাভের জন্য কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া, নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করেন। পতিধ্যানমগ্না শকুন্তলা মহর্ষির উপস্থিতি বা তাহার জ্ঞাপন কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। তখন দুর্ব্বাসা তাঁহাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, অতিথিরূপে আগত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি যাহার চিন্তায় মগ্ন আছ, স্মরণ করাইয়া দিলেও তোমার কথা তাহার মনে পড়িবে না। শকুন্তলা অভিশাপবাক্য পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই, কিন্তু সখীরা শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া পড়েন। তাহার পর প্রিয়ংবদা মহর্ষির পদতলে নিপতিত হইয়া দুহিতৃতুল্য শকুন্তলার প্রতি ক্রোধশান্তির জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বলিলেন আমার বাক্য অন্যথা হইবে না, তবে কোন অভিজ্ঞানাভরণদর্শনে এ শাপের মোচন হইতে পারে। সখীরা শকুন্তলার অঙ্গুলীতে রাজার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী সন্নিবেশের কথা স্মরণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চন্ত হইলেন। তাঁহারা এই অভিশাপ ব্যাপার শকুন্তলাকে অবগত করান নাই, কারণ উষ্ণজলে নবমল্লিকাসেচন তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রাতর্হোমের সময়াবধারণের জন্য শিষ্যেরা আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, একদিকে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে রক্তিমাভা প্রকাশ করিয়া সূর্য্যের উদয় হইতেছে। তাঁহাদের উত্থানপতনের সহিত তাঁহারা যেন লোকদিগেরও সুখদুঃখের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের অস্তগমনে

কুমুদিনীকে ম্লান দেখিয়া তাঁহারা প্রবাসগত-পতিবিয়োগবিধুরা অবলাগণের অসহ্য দুঃখের কথাই স্মরণ করিতেছিলেন। প্রভাত উপস্থিত জানিয়া শিষ্যেরা মহর্ষিকে তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহর্ষি হোমায়তনে প্রবেশ করিয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, এক অশরীরী বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তদ্দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, শকুন্তলা দুষ্যন্তের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন, এবং তাঁহার গর্ভসঞ্চার হওয়ায়, এক্ষণে তিনি অগ্নিগর্ভা শমীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। কণ্ব শকুন্তলাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার কথা বলিলে, শকুন্তলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া উঠিলেন।

অনুরূপ পাত্রের সহিত পরিণীতা হওয়ায় কণ্ব শকুন্তলার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। এক্ষণে তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সখীরা শুনিয়া হর্ষবিষাদের মধ্যে নিপতিত হইলেন। শকুন্তলার পতিগৃহে গমন শুনিয়া তাঁহাদের হর্ষ হইল বটে, কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের বিষাদের সীমা রহিল না। অবশেষে তাঁহারা আপনাদের কষ্ট অপেক্ষা শকুন্তলার সুখলাভকেই অগ্রগণ্য স্থির করিলেন।

শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার কথা প্রিয়ংবদা আসিয়া অনসূয়াকে জানাইলেন। অনসূয়া তখন রাজার এতদিন শকুন্তলার সংবাদ না লওয়ার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি রাজাকে আর্য্যচরিত বা সত্যসন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার দুর্ব্বাসার অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়াও অ'ভজ্ঞান অঙ্গুরীটি পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সেই সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া কণ্বের শকুন্তলা বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার ও তাঁহাকে পতিগৃহে পাঠাইবার কথা জানাইয়া দিলেন। তাহার পরে তাঁহারা শকুন্তলার শুভযাত্রার জন্য মাঙ্গল্য আহরণে ব্যাপৃত

হইলেন। চূতপল্লব, নারিকেল, বকুলমালা, গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা এবং দূর্ব্বাদলাদি মাঙ্গল্যদ্রব্য অচিরেই সংগৃহীত হইল। মঙ্গলালয় তপোবনে মাঙ্গল্যের অভাব ঘটিবে কেন? গৌতমীর সহিত তাপসীরা আসিয়া দূর্ব্বাক্ষত দ্বারা প্রাতঃস্নাতা শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "তুমি মহাদেবী আখ্যা লাভ কর।" কেহ বলিলেন, "তুমি বীরপ্রসবিনী হও," এবং অন্য কেহ বলিলেন, "তুমি পতির আদরিণী হইয়া থাক"। সখীরা আসিয়া কহিলেন,—"তোমার সুখস্নান হউক।" শকুন্তলা তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

অনন্তর তাঁহারা শকুন্তলার অঙ্গে মাঙ্গল্যানুলেপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে শকুন্তলা বলিতেছিলেন,—"ইহা আমার নিকট অতীব আদরণীয়। কারণ, সখীগণের কৃত সজ্জা এক্ষণে দুর্ল্লভ হইয়াই উঠিবে।" এই বলিয়া তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সখীরা তাঁহাকে মঙ্গলকালে রোদন করিতে নিষেধ করিলেন।

শকুন্তলাকে সাজাইতে সাজাইতে প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,— "এই আভরণোচিত রূপটিকে আশ্রমসুলভ প্রসাধনে বিকৃত করা হইতেছে'।

এই সময়ে জনৈক শিষ্য বনস্পতি-দত্ত বস্ত্রালঙ্কার লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল আভরণের মধ্যে কোন বনস্পতি ইন্দুধবল ক্ষৌমবস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দেন, কেহ বা চরণরাগের উপযোগী লাক্ষারস উদ্গিরণ করেন, অন্য সকলে বনদেবতার পর্ব্বপর্য্যন্ত প্রকাশিত কিশলয়-প্রতিদ্বন্দ্বী করতল দিয়া অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে কহিলেন,—"বনস্পতিগণের এই অনুগ্রহে তোমার পতিগৃহে ভবিষ্যৎ রাজলক্ষ্মীলাভের সূচনা ঘটিল"। সে

কথায় শকুন্তলা লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সখীরা অঙ্গে চিত্রকার্য্য করিয়া শকুন্তলার বেশভূষা সমাধা করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি তাঁহার পতিগৃহযাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি শকুন্তলাকে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গমনচিন্তায় ঋষির হৃদয় উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠ-স্বর ভগ্ন হইয়া গেল, দৃষ্টি মলিন হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"বনবাসী আমার যখন এরূপ বিকলতা ঘটিতেছে, না জানি নূতন তনয়াবিয়োগ দুঃখে গৃহীরা কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।"

যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে গৌতমী আনন্দবাষ্পপরিবাহী লোচনদ্বারা আলিঙ্গনে ব্যাকুল কণ্বকে প্রণাম করিবার জন্য শকুন্তলাকে উপদেশ দিলে, শকুন্তলা তাহা প্রতিপালন করিলেন। কণ্ব আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"যযাতির নিকট শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় তুমি পতির আদরিণী হও, এবং পূরুর ন্যায় সম্রাট্‌পুত্র লাভ কর।"

গৌতমী বলিলেন,—"ইহা কেবল আশীর্ব্বাদ নহে, কিন্তু শকুন্তলার প্রতি ভগবানের বরপ্রদান।"

মহর্ষি শকুন্তলাকে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে বলিয়া কহিলেন,—"বেদীর চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত সমিধ্‌যুক্ত কুশরাশিতে বেষ্টিত এই যজ্ঞীয় অগ্নি, হব্যগন্ধে পাপ বিনাশ করিয়া তোমাকে পবিত্র করিয়া তুলুন।"

অনন্তর মহর্ষি শার্ঙ্গরবনামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া শকুন্তলাকে হস্তিনাপুর লইয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। শার্ঙ্গরবের সহিত শারদ্বত নামে অপর এক শিষ্যের এবং গৌতমীরও যাওয়া স্থির হইল। কণ্ব তাঁহাদের সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তাঁহারা ক্রমে তপোবনতরুগণের নিকটবর্ত্তী হইলে মহর্ষি তরুদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমাদের জলসেচন শেষ না হইলে যিনি কখনও জলপান করিতেন না, যাঁহার অলঙ্কারপ্রিয়তা থাকিলেও স্নেহময়ী যিনি কখনও তোমাদের একটিমাত্রও পল্লব ভঙ্গ করেন নাই, তোমাদের প্রথম কুসুমবিকাশ সময়ে যাঁহার পরমানন্দ হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে তাহাতে সম্মতিদান কর।" সেই সময়ে বৃক্ষ-শাখা হইতে কোকিল রব করিয়া উঠিল। কণ্ব বলিলেন,—"বুঝিতেছি, শকুন্তলার বনবাসবন্ধু তরুগণ কোকিলরবচ্ছলে তাঁহার পতিগৃহযাত্রায় সম্মতি দান করিতেছে। আবার তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল, "শকুন্তলার পথে সরসীসকল শ্যামল পদ্মিনীপত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকুক, ছায়াদ্রুম দ্বারা রবিকর প্রশমিত হইয়া যাউক, পদ্মরেণুতে তাহার ধূলিসকল মৃদু হইয়া উঠুক, পবন শান্ত ও অনুকূল হউক, এবং তাহাতে অবিরত কল্যাণ বৃষ্টি হইতে থাকুক।"

গৌতমী বলিলেন,—"শকুন্তলে! স্নেহময়ী তপোবনদেবতারা তোমার পতিগৃহযাত্রায় অনুমতি দিতেছেন, ভগবতীদিগকে প্রণাম কর।" শকুন্তলা তাঁহাদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

শকুন্তলা যদিও পতিদর্শনোৎসুকা হইয়া পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার চরণ অগ্রসর হইতেছিল না। প্রিয়ংবদার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিলে, তিনিও বলিলেন,—"তুমিই যে তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, কেবল তাহা নহে, কিন্তু তপোবনের দশাও একবার দেখিয়া লও। ঐ দেখ, মৃগগণের মুখ হইতে চর্ব্বিত কুশাঙ্কুর সকল পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং লতাসকল অশ্রুর ন্যায় পাণ্ডুপত্র পরিত্যাগ করিতেছে।"

যাইতে যাইতে শকুন্তলার বনজ্যোৎস্নার কথা মনে হইল। তিনি তাহার নিকট গিয়া বলিলেন,—"বনজ্যোৎস্নে! এখন আমি দূরে

চলিলাম, সহকারের সহিত সম্মিলিতা হইলেও শাখাবাহু দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর।"

কণ্ব কহিলেন,—"জানি, ইহার প্রতি তোমার চিরদিনই সহোদরার ন্যায় স্নেহ আছে। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, তোমাকে অনুরূপ পাত্রে দান করিব, তোমার পুণ্যফলে তোমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। নবমল্লিকাও সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে। এক্ষণে আমার তোমাদের উভয়ের জন্যই চিন্তা অন্তর্হিত হইল।"

শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে সখীদের হস্তে অর্পণ করিলে, তাঁহারা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন,—"আমাদিগকে কাহার হস্তে দিয়া যাইতেছ?"

কণ্ব তাঁহাদিগকে কাতর হইতে নিষেধ করিয়া শকুন্তলাকেই শান্ত করিতে উপদেশ দিলেন।

অনন্তর সকলে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, শকুন্তলা একটি হরিণীকে দেখিয়া কণ্বকে কহিলেন,—"পিতঃ! এই কুটীরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা হরিণী নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিলে আমাকে সংবাদ দিবেন।"

মহর্ষি তাহাই স্বীকার করিলেন।

যাইতে যাইতে একটি মৃগশিশু শকুন্তলার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল। শকুন্তলা বলিলেন,—"কে যেন আমার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে।

কণ্ব কহিলেন,—"তুমি যাহার কুশাগ্রক্ষত মুখে ইঙ্গুদীতৈল সেচন করিতে এবং শ্যামাকমুষ্টির দ্বারা যাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলে, সেই তোমার পুত্রস্থানীয় মৃগশিশুটি তোমার পথরোধ করিতেছে।"

শকুন্তলা রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মাতৃহীন তোমায় প্রতিপালন করিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, কেন আর বৃথা আমার অনুসরণ করিতেছ? অতঃপর পিতাই তোমার বিষয় চিন্তা করিবেন।"

শকুন্তলার নয়ন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠায়, তিনি ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলেন না, তজ্জন্য তাঁহার পদস্খলন হইতেছিল। কণ্ব সে কারণে তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলেন।

অনন্তর তাঁহারা একটি সরোবরতীরে উপস্থিত হইলে, শার্ঙ্গরব কণ্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"স্নেহাস্পদদিগের উদকান্ত আসাই বিধি। অতএব আপনারা এইখান হইতেই সম্ভাষণ শেষ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হউন।"

তখন সকলে মিলিয়া সেই সরোবরতীরস্থ বটবৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইলেন। কণ্ব রাজাকে কি বলিয়া পাঠাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সরোবরমধ্যে একটি চক্রবাক পদ্মপত্রের অন্তরালে গমন করায়, চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিতেছিল। শকুন্তলা সখীদিগকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিয়া, কহিলেন,—"প্রিয়বিরহে কাতরা চক্রবাকী রাত্রিকে সুদীর্ঘ মনে করিয়া কোনরূপে তাহা যাপন করিয়া থাকে। একমাত্র আশাই গুরুবিরহদুঃখ সহ্য করাইতে সমর্থ হয়।"

কণ্ব শার্ঙ্গরবকে কহিলেন,—"রাজার প্রতি আমার যাহা বক্তব্য এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিতেছি। তুমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইবে যে, আমাদিগকে তপস্বী, আপনার উচ্চকুল এবং বান্ধব-প্রণোদিত না হইয়া শকুন্তলার আপনার প্রতি অনুরাগ, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিবেন। তাহার পর তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে। ইহার অধিক বধূবন্ধুদিগের আর কিছু বলিবার নাই।"

তৎপরে তিনি শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"তুমি যখন পতি-কুলে যাইতেছ, তখন তথায় তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই পালন করিতে হইবে। সেই জন্য তোমায় বলিতেছি যে, সর্ব্বদা গুরুজনদিগের

শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীগণকে প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখিবে, স্বামিকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, দাসদাসী পরিজনের সহিত সরল ব্যবহার করিবে, সৌভাগ্য সময়ে কদাচ গর্ব্বিত হইবে না। যে সকল মহিলা এই সমস্ত আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহিণীপদবাচ্যা হন; বিরুদ্ধগামিনীরা কুলের কণ্টকস্বরূপই হইয়া থাকে।"

বাস্তবিক মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যে মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতে দুর্ল্লভ। শকুন্তলা যখন গৃহিণী বিশেষতঃ রাজ্ঞী হইতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার সকলের প্রতি ব্যবহারনীতি শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। মহর্ষি কণ্ব সে কথা বুঝিয়াই তাঁহাকে এই অমূল্য উপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করেন। তিনি শান্তি ও পবিত্রতার পুণ্যক্ষেত্র তপোবনে শকুন্তলাকে শিক্ষা ও সংযমের দ্বারা যেরূপ মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন, দুষ্যন্তের গৃহে ও সাম্রাজ্যে তাহারই অপূর্ব্ব লীলা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই উপদেশের অবতারণা করিয়াছিলেন। গৃহিণী শকুন্তলার প্রতি উপদেশ যে রাজ্ঞী শকুন্তলারও পালনীয়, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

মহর্ষি কণ্ব স্বীয় উপদেশ গৌতমীর অনুমোদিত কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতমী উত্তর দিলেন,—"ইহার অপেক্ষা বধূদিগের প্রতি আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে?" পরে তিনি শকুন্তলাকে এই উপদেশ বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতেও বলিলেন।

অনন্তর কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন,—"বৎসে, আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।"

শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সখীরাও কি এখান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে?"

কণ্ব উত্তর দিলেন,—“ইহাদিগকেও অনুরূপ পাত্রে দান করিতে হইবে, গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইতেছেন।”

তাহার পর কণ্বকে আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন,—“মলয়তরু হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় পিতার অঙ্কচ্যুতা হইয়া আমি এক্ষণে দূরদেশে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিব?”

কণ্ব কহিলেন,—“মা, কাতর হইও না। কুলবান্ পতির গৌরবাস্পদ গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, যখন গুরুতর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবে, এবং যখন প্রাচীদিকের ন্যায় তপনতুল্য পবিত্রপুত্রলাভ করিবে, তখন আমার বিয়োগজনিত দুঃখ তোমাকে আর কষ্ট প্রদান করিবে না।”

সে কথা শুনিয়া শকুন্তলা পিতার চরণতলে নিপতিত হইলেন। কণ্ব তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—“আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, তোমার তাহাই ঘটিবে।”

তাহার পর শকুন্তলা সখীদিগকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দুইজনে শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—“রাজা যদি তোমাকে চিনিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি দেখাইও।”

শুনিয়া শকুন্তলা বলিলেন,—“সে আবার কি? তোমাদের সন্দেহে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে।”

সখীরা উত্তর দিলেন,—“ভয় করিও না, স্নেহ পাপাশঙ্কা করিয়া থাকে।”

বেলা হইতেছে দেখিয়া শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। শকুন্তলা আশ্রমের দিকে চাহিয়া কণ্বকে কহিলেন,—“পিতঃ আবার কবে তপোবন দেখিতে পাইব?”

কণ্ব উত্তর দিলেন,—“দীর্ঘকাল চতুঃসাগরব্যাপিনী ধরিত্রীর

সপত্নী থাকিয়া, অপ্রতিহতপ্রভাব পুত্রকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, পতির সহিত আবার এই প্রশান্ত আশ্রমে আগমন করিবে।”

তাঁহাদের আলাপন গাঢ় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, গৌতমী শকুন্তলাকে বলিলেন,—“বেলা হইয়া উঠিতেছে আর বিলম্ব করিও না।” পরে কণ্বকেও কহিলেন,—“আপনিও প্রতিনিবৃত্ত হউন।”

কণ্ব শকুন্তলাকে বলিলেন,—“যাই মা, তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে।”

শকুন্তলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—“তপঃক্লিষ্ট পিতার শরীর আমার চিন্তায় আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিবে।”

কণ্ব দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত উত্তর দিলেন,—“তোমার স্থাপিত কুটীরদ্বারে অঙ্কুরিত নীবারাবলি অবলোকন করিয়া আমার সকল কষ্টই দূর হইবে। যাও মা আর বিলম্ব করিও না, তোমার পথে কল্যাণ বর্ষিত হউক।”

তাহার পর শকুন্তলা গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের সহিত তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

শকুন্তলাকে যাইতে দেখিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,—“সত্য সত্যই কি শকুন্তলা বনরাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইল?”

কণ্ব তাঁহাদিগকে কহিলেন,—“তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী গিয়াছেন। এক্ষণে শোক সংবরণ করিয়া আমার অনুসরণ কর।”

তাঁহারা উত্তর দিলেন,—“শকুন্তলাশূন্য তপোবনে কিরূপে প্রবেশ করিব?”

মহর্ষি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—“শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া শান্তিলাভ করিলাম। কন্যা পরের ন্যস্তধনস্বরূপ, আজ যাহার ধন তাহা তাহার নিকট পাঠাইয়া আমার অন্তরাত্মা প্রসন্নতা লাভ করিল।”

(৫)

দুর্ব্বাসার অভিশাপ ফলিল; পতিচিন্তা অপেক্ষা অতিথিসংকারেরই গৌরব ঘোষিত হইল। তপোবন হইতে রাজধানীতে আসিয়া রাজা শকুন্তলার কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে উৎকণ্ঠার ছায়া মধ্যে মধ্যে উদিত হইত। একদিন মাধব্যের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া যখন তিনি আলাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গীতশালা হইতে হংসপদিকা নামে কোন অন্তঃপুরবাসিনী বিশুদ্ধ তানলয় সংযোগে মধুরকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন,—"অভিনব মধুলোলুপ মধুকর, তুমি চূতমঞ্জরীকে পরিচুম্বন করিয়া, এক্ষণে কমলে বসতিমাত্রেই তাহাকে বিস্মৃত হইলে কেন?"

মাধব্য ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিলেন,—"উহা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছে। একবার মাত্র প্রণয়জ্ঞাপক আমি ও রাজ্ঞী বসুমতীই গীতের বিষয়। তুমি আমার কথা লইয়া হংসপদিকাকে বলিয়া আইস যে, তাঁহার তিরস্কার উপযুক্তই হইয়াছে।"

মাধব্য উত্তর দিলেন,—"তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি বটে, কিন্তু অপ্সরা কর্ত্তৃক গৃহীত বীতরাগের ন্যায় অন্য হস্ত দ্বারা শিখণ্ডকে ধৃত ও বিতাড়িত আমারও মোক্ষ ঘটিবে না দেখিতেছি।"

রাজা বলিলেন,—"ভদ্র ভাবে বলিলে কোনই গোলযোগ ঘটিবে না।"

তখন বিদূষক অগত্যা যাইতে বাধ্য হইলেন। গানটি শুনিয়া কিন্তু রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, তবে কি কারণে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিতেছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, রম্য বস্তু দেখিয়া বা মধুর শব্দ শুনিয়া সুখী জনও যে উৎকণ্ঠিত হয়, ইহার কারণ এই যে, নিশ্চয়ই সে বাসনা দ্বারা নিশ্চল জন্মান্তরীণ পরিচয় অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করিয়া থাকে।

রাজা এইরূপ ভাবে নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কণ্বশিষ্যেরা শকুন্তলা ও গৌতমীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্তঃপুরের অতি বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে সেই সংবাদ দিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। কঞ্চুকী প্রথমে অন্তঃপুর রক্ষার নিয়মের জন্য যে বেত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ায়, তাহাই তাঁহার অবলম্বনযষ্টি হইয়া উঠে। রাজাদের বিশ্রাম নাই জানিয়া তিনি বলিতেছিলেন,—"সূর্য্য একবারেই অশ্ব জুড়িয়া ছুটিতে থাকেন, বায়ু দিবানিশি বহিয়াই যান, অনন্ত সর্ব্বদা ভূমিভার বহন করিতেই থাকেন, রাজাদেরও তাহাই দেখিতেছি।" তাহার পর কঞ্চুকী দুষ্মন্তকে অন্বেষণ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়া কঞ্চুকীর মনে হইল, রৌদ্রতপ্ত হস্তিপতি যূথদিগকে চালিত করিয়া অবশেষে যেমন শীতল স্থানে অবস্থিতি করে, রাজা দুষ্মন্তও সেইরূপ আপনার প্রজাদিগকে নিয়মিত করিয়া এক্ষণে নির্জ্জন স্থানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি রাজার নিকট অগ্রসর হইয়া জয় কামনা করিলেন, এবং তাঁহাকে কণ্ব শিষ্যদিগের উপস্থিতির কথাও জানাইলেন।

রাজা তপস্বাদিগের আগমন শুনিয়া সাদরে কহিলেন,—"উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, তাঁহাদিগকে শ্রৌতবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া লইয়া আসেন, আমিও তপস্বিদর্শনযোগ্যস্থানে যাইতেছি।"

কঞ্চুকী চলিয়া গেলে রাজা প্রতীহারীর সহিত অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজ্যসম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—"সকলে আপন আপন প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া সুখী হয়, কিন্তু রাজার ভাগ্যে কখনও অমিশ্র সুখ ঘটিয়া উঠে না। রাজ্য শাসনের গৌরবে উৎকণ্ঠা দূরে যায় বটে, কিন্তু রাজ্যপালনে যথেষ্ট ক্লেশ

সহ্য করিতে হয়। স্বহস্তধৃত ছত্রের ন্যায় রাজ্য একেবারে শ্রম দূরও করে না বা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করিয়াও তুলে না।”

এই সময়ে বৈতালিকেরা রাজার জয় ঘোষণা করিয়া গাহিতে লাগিল,—“রাজন্! উচ্চশীর্ষ পাদপ যেমন মস্তকে তীক্ষ্ণ রবিকর ধারণ করিয়া ছায়াদানে আশ্রিতদিগের শ্রান্তি দূর করে, আপনিও সেইরূপ আত্মসুখে নিরভিলাষ হইয়া প্রতিদিন খিন্ন হইতেছেন। কুমার্গগামীদিগের শাসনের জন্য আপনার দণ্ড সর্ব্বদা উদ্যত রহিয়াছে। প্রজাদিগের বিবাদ আপনি অবিলম্বে মীমাংসা করিয়া দিতেছেন এবং তাহাদের রক্ষণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন। আপনার জ্ঞাতিগণ বহুসম্পত্তি লাভ করিয়া বিভক্ত হইয়া আছেন, তাঁহাদের কোন দিকে দৃষ্টি নাই; কিন্তু একমাত্র আপনিই প্রজাদিগের বন্ধুর কার্য্য করিয়া থাকেন।”

গান শুনিয়া রাজার মনে উৎসাহের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু তপস্বীরা কি কারণে আগমন করিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

রাজা বলিতেছিলেন,—“কোনরূপ বিঘ্নে কি তপশ্চর্য্যায় রত ব্রতিগণের তপস্যা দূষিত হইয়া উঠিল? কিংবা ধর্ম্মারণ্যের প্রাণিগণের প্রতি কেহ অসদ্ব্যবহার করিল? অথবা আমার অপকার্য্যে লতাবলির পল্লবপুষ্পোদ্গম নিরুদ্ধ হইল? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।”

প্রতিহারী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, রাজার সুচরিতে প্রীত হইয়াই ঋষিরা অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন।

এই সময়ে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলা ও গৌতমীর সহিত কঞ্চুকীর দর্শিত পথে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন।

নগরের কোলাহল ঋষিকুমারদের নিকট ভাল লাগিতেছিল না। শার্ঙ্গরব শারদ্বতকে কহিতেছিলেন,—"দেখ, রাজা মহাভাগ এবং তাঁহার ন্যায়পথে স্থিতিও অব্যাহত; তদ্ভিন্ন এখানে অপকৃষ্ট বর্ণও কুপথগামী নহে; তথাপি নিরন্তর নির্জ্জনবাসী আমার নিকট এই জনাকীর্ণ স্থানকে অগ্নিময় বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

শারদ্বত উত্তর দিলেন,—"বুঝিতেছি, পুরপ্রবেশ অবধি তুমি ঐরূপ বোধ করিতেছ। আমার নিকট আবার এই সুখাসক্ত লোকগুলা স্নাতের নিকট তৈলাভ্যক্তের ন্যায়, শুচির নিকট অশুচির ন্যায়, জাগরিতের নিকট সুপ্তের ন্যায় এবং স্বেচ্ছাগামীর নিকট বদ্ধের ন্যায় অনুমিত হইতেছে।"

রাজার নিকট উপস্থিত হইলে শকুন্তলার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাগ্যে কি আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে আবার তাঁহার দক্ষিণনয়ন স্পন্দিত হওয়ায়, তিনি তাহাকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করিয়া গৌতমীকে তাহা জানাইলেন। গৌতমী উত্তর দিলেন,—"তুমি কোন আশঙ্কা করিও না, পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন।" কিন্তু শকুন্তলা তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না।

পুরোহিত সোমরাত রাজাকে দেখাইয়া তপস্বীদিগকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন, বর্ণাশ্রমের রক্ষিতা মহারাজ দুষ্যন্ত আপনাদের আগমনপ্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।"

তপস্বীরা কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন,—"অহে মহাব্রাহ্মণ! আপনাকে সে কথা বলিতে হইবে না, আমরাই তাহার বিচার করিব। আর এরূপ না হইবেই বা কেন? ফলাগমে তরুগণ নম্র হয়, নবাম্বুসংযোগে মেঘ সকল অনতিদূরবর্ত্তী হয়, সমৃদ্ধিলাভে সাধুপুরুষেরা অনুদ্ধত হন। পরোপকারীদিগের ইহাই স্বভাব।"

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া অন্যের অশ্রুত স্বরে বলিতেছিলেন,—

"পাণ্ডুপত্রের ন্যায় তপস্বীদিগের মধ্যে নবকিশলয়শোভা অপরিস্ফুটলাবণ্যা এই অবগুণ্ঠনবতী রমণীটি কে?"

প্রতিহারীও শকুন্তলার লাবণ্যের কথা বলিলে রাজা পরস্ত্রীর আলোচনা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া সে বিষয়ে তত মনোযোগ দিলেন না।

এদিকে শকুন্তলার হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তিনি বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া রাজার ভাব দেখিয়াই হৃদয়কে শান্ত হওয়ার জন্য মনে মনে বলিতেছিলেন।

অনন্তর তপস্বীরা নিকটবর্ত্তী হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজের জয় হউক"।

রাজা তাঁহাদের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তপস্বীরা উত্তর দিলেন,—"আপনি রক্ষিতা থাকিতে ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিবে কেন? সূর্য্যোদয়ে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে?"

রাজা কহিলেন,—"কৃতার্থোঽস্মি, আমার রাজশব্দের সার্থকতা হইল।" তাহার পর তিনি মহর্ষি কণ্বের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষিকুমারেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বলিয়া উত্তর দিলেন এবং কহিলেন,—"আমরা তাঁহার নিকট হইতে এক্ষণে যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, তাহাই মহারাজকে নিবেদন করিতেছি।"

তৎপরে শার্ঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহর্ষি বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি তাঁহার কন্যাকে যে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়াছেন এবং সম্মতিদানও করিতেছেন। তাঁহার মতে আপনাদের অনুরূপ মিলনই ঘটিয়াছে। কারণ, আপনি সৎক্রিয়াশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শকুন্তলাও মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া। এই তুল্যগুণ বরবধূর মিলনে বিধাতাকে কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না।"

শার্ঙ্গরব কণ্বের যে উক্তির কথা রাজাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত

শকুন্তলা সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত কথা। কারণ, মূর্ত্তিমান্ রাজধর্ম্ম দুষ্যন্ত সৎ-ক্রিয়ারই আধার ছিলেন এবং তপোবনপালিতা শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের এই অনুরূপ মিলন যে বিধাতার অভিপ্রেত, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেবল তাহা বলিয়া নহে, এই মিলনে যে এক অভাবনীয় ফল প্রসূত হইয়াছিল, পরে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

শার্ঙ্গরব আরও বলিলেন যে,—"শকুন্তলা এক্ষণে গর্ভধারণ করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হউন।"

গৌতমীও কহিলেন,—"রাজন্, আমিও বলিতেছি যে, শকুন্তলা গুরু-জনের অপেক্ষা করে নাই, আপনিও বন্ধুজনকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। পরস্পরের সম্মতিতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?"

শকুন্তলা দুষ্যন্তের উত্তর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাজা সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হওয়ায় বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা যে কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজার কথাগুলি শকুন্তলার নিকট অগ্নিসম বোধ হইতে লাগিল। শার্ঙ্গরব উত্তর দিলেন,—"আপনি লোকবৃত্তান্ত অবগত থাকিয়াও ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন ? পরিণীতা মহিলারা পিতৃকুলে বাস করিলে লোকে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা পতির প্রিয়ই হউন বা অপ্রিয়ই হউন, তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে পতিকুলবাসিনী করিতেই ইচ্ছা করেন।"

রাজা কহিলেন,—"ইহাকে আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া ত মনে হইতেছে না।"

সে কথা শুনিয়া শকুন্তলার হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল।

শার্ঙ্গরব বলিলেন,—"এ কি কৃতকার্য্যে বিরাগ, না ধর্ম্মে অনাস্থা, অথবা অনুভূত বিষয়ে অবজ্ঞা?"

রাজা কহিলেন,—"ওরূপ অসাধু কল্পনা করিতেছেন কেন?"

শার্ঙ্গরব উত্তর দিলেন,—"ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিগণের প্রায়ই এইরূপ বিকার ঘটিয়া থাকে।"

রাজা উত্তর করিলেন,—"আমাকে যারপরনাই তিরস্কার করা হইতেছে।"

গৌতমী দেখিলেন যে, সমস্যা বড়ই জটিল হইয়া উঠিতেছে; তখন তিনি শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। শকুন্তলার অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য দেখিয়া রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এই অযত্নসুলভ অম্লান রূপরাশি পূর্ব্বে কখনও মনপ্রাণ শীতল করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। সংশয়স্থলে পড়িয়া আমি এক্ষণে প্রভাতে নীহারসিক্ত কুন্দকুসুমকে পরিচুম্বনে ও পরিত্যাগে অশক্ত ভ্রমরের ন্যায় হইয়া উঠিতেছি।"

প্রতিহারী রাজার ধর্ম্মভীরুতায় বিস্মিত হইতেছিল; কারণ, তাহার মতে এরূপ অযত্নসুলভ রূপরাশি দেখিয়া অন্য কেহই বিচারে প্রবৃত্ত হইত না।

শার্ঙ্গরব রাজার নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উত্তর দিলেন, —"আমি চিন্তা করিয়াও ইঁহার পরিগ্রহের কথা ত স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

সে কথায় শকুন্তলা চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন,—"যখন পরিণয়েই সন্দেহ, তখন আমি এরূপ দুরারোহিণী আশা করিতেছি কেন?

শার্ঙ্গরব বলিলেন,—"রত্নস্বামীর দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত ও পরিত্যক্ত রত্নকে দস্যুহস্তে প্রদানের ন্যায় যে মুনি গোপনে কন্যাপরিগ্রহ অনুমোদন করিয়া,

সেই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অপমান করিবেন না ত কি?"

শারদ্বত এতক্ষণ নীরব ছিলেন; যখন তিনি দেখিলেন, শার্ঙ্গরব রাজাকে কিছুতেই স্বীকৃত করাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাঁহাকে নীরব হইতে বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন,—"শকুন্তলে, আমাদের বক্তব্য যাহা, তাহা বলা হইয়াছে, মহারাজের কথাও শুনিলে, এক্ষণে তুমি বিশ্বাসযোগ্য কি উত্তর দিবে দাও।"

শকুন্তলা সমস্তই শুনিতেছিলেন, শারদ্বতের কথায় তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যাহার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, সে অনুরাগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াই বা ফল কি? আমি এক্ষণে নিজের আত্মাকেই শোচনীয় জ্ঞান করিতেছি।" পরে তিনি রাজাকে 'আর্য্যপুত্র' সম্বোধন করিয়াই— পরক্ষণে ঈদৃশ সংশয়স্থলে তাদৃশ সম্বোধন উচিত নহে বলিয়া কহিলেন,— "পৌরব! তপোবনে আমাকে সরলহৃদয়া পাইয়া শপথপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়া এক্ষণে তোমার ওরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা কি উচিত হইতেছে?"

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"ছি ছি, কুলঘাতিনী নদীর স্বসলিলকে মলিন ও তটতরুকে পাতিত করার ন্যায় তুমি দেখিতেছি আমার কুলকে কলঙ্কিত ও আমাকে পতিত করার চেষ্টা করিতেছ!"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া, শকুন্তলা শিহরিয়া উঠিলেন এবং পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"ভাল, যদি তোমার নিতান্ত সংশয় হয়, আমি অভিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যয় জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি রাজদত্ত অঙ্গুরীয়টি অঞ্চল হইতে উন্মোচন করিতে গেলেন। কিন্তু হায়! সে অঙ্গুরীয় কোথায়? শকুন্তলার অঞ্চল হইতে তাহা ত অপস্থত হইয়াছে! তখন গৌতমী বলিলেন,—"হয় ত শচীতীর্থে স্নানের সময় তাহা পড়িয়া গিয়া থাকিবে।"

এই সকল শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"স্ত্রীলোকদিগের এইরূপই প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া থাকে।"

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"বিধির বিপাকে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আর কথা কি? সে যাহা হউক, অভিজ্ঞান দেখান ঘটিল না বটে, আমি এক্ষণে কিছু অভিজ্ঞান শুনাইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

রাজা তাহাতে সম্মত হইলে, শকুন্তলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এক দিন নবমল্লিকামণ্ডপে তোমাতে আমাতে বসিয়াছিলাম, তোমার হস্তে একটি পদ্মপত্রনির্ম্মিত জলাধার ছিল। সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র হরিণশিশু দীর্ঘাপাঙ্গ তথায় আসিলে, তুমি তাহাকে জলপানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলে, তোমাকে অপরিচিত জানিয়া সে তোমার নিকট যায় নাই। তাহার পর আমি তাহা হস্তে লইলে, সে আসিয়া সেই জল পান করিল। তুমি ইহাতে হাসিয়া বলিলে যে, স্বজাতিতেই বিশ্বাস জন্মে, তোমরা দুই জনই যে বন্য।"

রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"স্বকার্য্যসাধিনী রমণীগণ এইরূপ মিষ্ট বাক্যের দ্বারাই বিষয়ীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

গৌতমী কহিলেন,—"তপোবনে থাকিয়া যে কখনও প্রবঞ্চনা অভ্যাস করে নাই, তাহাকে ওরূপ কথা বলা উচিত নহে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"স্ত্রীজাতি আপনা হইতেই প্রবঞ্চনা শিক্ষা করে। পশুপক্ষীতেও ইহার অভাব নাই, মানুষীর কথা কি আর বলিব। দেখুন, কোকিলারা আপন শাবকদিগকে উড়িবার পূর্ব্বে অন্য পক্ষীর দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া লয়।"

শকুন্তলা সরোষে বলিতে লাগিলেন,—"অনার্য্য, তুমি সকলকেই নিজ হৃদয়ানুরূপ দেখিতেছ। ধর্ম্মাবরণবেষ্টিত তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় কে তোমাকে অনুসরণ করিবে?"

শকুন্তলার ক্রোধ রাজার নিকট সরল বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল, পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হওয়ায় দারুণ চিত্তবৃত্তির বশে তাঁহার মনে যখন পরিণয়ে অবিশ্বাস জন্মিতেছিল, তখন শকুন্তলা রোষভরে আরক্ত-লোচনে যে ভ্রূভঙ্গ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট মদনের ভগ্ন শরাসনের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন,—"দুষ্যন্তের চরিত্র সকলেই অবগত আছে।"

শকুন্তলা বলিলেন,—"হায়! মুখে মধু ও হৃদয়ে হলাহল; যাহাকে পুরুবংশীয়জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, আজ আমি তাহারই দ্বারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিলাম।"

অতঃপর তিনি বসন দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন. শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমার আত্মকৃত চপলতা এক্ষণে তোমাকে দগ্ধ করিতেছে। সকল কার্য্যই, বিশেষতঃ যাহা গোপনে সাধিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া করাই উচিত। অজ্ঞাতহৃদয়ের মিত্রতা শেষে শত্রুতায় পরিণত হইয়া থাকে।"

রাজা কহিলেন,—"ইঁহার কথা শুনিয়া আমায় কেন মিথ্যা দোষ দিতেছেন?"

শার্ঙ্গরব তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন,—"যাহারা জন্মে কখনও শঠতা শিক্ষা করে নাই, তাহাদের বচন যদি অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে যাহারা পরপ্রতারণাকে বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে, তাহাদিগকেই কি সত্যবাদী বলিতে হইবে?"

রাজা বলিলেন,—"আপনারাই সত্যবাদী, আপনাদের সমস্ত কথাই বুঝিয়াছি। এক্ষণে বলুন দেখি, ইঁহাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে?"

শার্ঙ্গরব বলিয়া উঠিলেন,—"বিনিপাত!

রাজা বলিলেন,—"পুরুবংশীয়ের নিকট ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।"

তখন শারদ্বত কহিতে লাগিলেন,—"শার্ঙ্গরব, আর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। আমরা গুরুর আদেশ পালন করিলাম, এক্ষণে চল, প্রস্থান করি।"

তাহার পর তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই আপনার পত্নী, আপনার নিকট রহিল, উহাকে গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা; পত্নীর উপর পতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতাই আছে।"

তাহার পর তাঁহারা গৌতমীকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, শকুন্তলাও যাইতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন,—"আমি এই শঠের দ্বারা প্রতারিত হইলাম, আবার তোমরাও আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ?"

গৌতমী বলিলেন,—"শার্ঙ্গরব, দুঃখিনী শকুন্তলা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। প্রত্যাখ্যাত হইয়া অভাগিনী স্বামীর নিকট আর কি করিবে?"

তখন শার্ঙ্গরব সক্রোধে শকুন্তলাকে বলিলেন,—"পাপীয়সি, তুমি স্বাধীনা হইতে চাহিতেছ? রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলে, কুলটা তোমাকে লইয়া পিতা কি করিবেন? আর যদি তুমি আপনাকে পবিত্র বলিয়াই জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া তোমার দাসীবৃত্তি করাও ভাল।"

রাজা কহিলেন,—"আপনারা ইঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? যেমন চন্দ্র কুমুদিনীকে ও সূর্য্য কমলিনীকে প্রফুল্ল করে, কখনও তাহার অন্যথা হয় না, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাও কদাচ পরদারাকাঙ্ক্ষী হন না।"

রাজার এই কথা শুনিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন,—"এরূপ হইতে পারে যে, আপনার বিস্মৃতি ঘটায় আপনি ইহাকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; সুতরাং সে স্থলে আপনার অধর্ম্ম নাও হইতে পারে।"

তখন রাজা পুরোহিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এক্ষণে আমার কি করা উচিত, আপনারা বিচার করিয়া বলুন। এরূপ সংশয়স্থলে আমি দারত্যাগী হইব, না পরস্ত্রীস্পর্শী হইব?"

পুরোহিত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সাধুদিগের নিকট হইতে জানা আছে যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তিলক্ষণযুক্ত হইবেন। সেই জন্য বলিতেছি, ঋষিকন্যা প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকুন। প্রসবের পর সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে।"

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলে, পুরোহিত শকুন্তলাকে লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। যাইতে যাইতে শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন,—"পৃথিবি, বিদীর্ণ হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি।"

ক্ষণকাল পরে পুরোহিত রাজসভায় প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ! এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। ঋষিকন্যাকে লইয়া যাইতে যাইতে অপ্সরাতীর্থের নিকট তিনি আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া যখন রোদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া গেল।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"যাহাকে পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।"

অনন্তর পুরোহিত চলিয়া গেলে, রাজা শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার পরিণয় তিনি কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু তাঁহার খিন্ন হৃদয় যেন বিশ্বাসস্থাপনে চেষ্টা করিতেছিল।

(৬)

এইবার অভিজ্ঞানের কথা। রাজার সন্দেহস্থলে যে অভিজ্ঞানের আশায় বুক বাঁধিয়া শকুন্তলা আপনার অঞ্চল অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার

সেই রাজদত্ত অঙ্গুরীস্বরূপ অভিজ্ঞানটি বাস্তবিকই অঞ্চল হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। শক্রাবতারমধ্যে শচীতীর্থে স্নানকালে অঙ্গুরীয়টি সলিলমধ্যে নিপতিত হয়, একটি রোহিত মৎস্য আবার তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। সেই রোহিত মৎস্যটি এক ধীবরের জালে পড়িলে, ধীবর তাহাকে বিক্রয়ের জন্য খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করায়, তাহার উদর হইতে রত্নবিজড়িত অঙ্গুরীটি বাহির হইয়া পড়ে। ধীবর পরমানন্দে যেমন সেই অঙ্গুরীটি বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, অমনি নগররক্ষক রাজশ্যালকের চক্ষে পড়ায়, তিনি তাহাকে চোর জ্ঞানে রক্ষীর দ্বারা ধৃত করিয়া তাড়না করাইতে আরম্ভ করেন। ধীবর 'অঙ্গুরী চুরি করে নাই' বলিয়া প্রকাশ করায়, রক্ষীরা বলিতে লাগিল,—"তবে রাজা কি তোমাকে সুব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুরীটি দান করিয়াছেন?" তাহার পর ধীবর অঙ্গুরীপ্রাপ্তির প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। "মৎস্য ধরাই আমাদের জীবিকা; তাহাতেই অঙ্গুরীটি পাইয়াছি।" ধীবর এই কথা বলিবামাত্র রক্ষীরা বলিয়া উঠিল,—"জীবিকার উপায়টি ত বেশ বিশুদ্ধ দেখিতেছি।" ধীবর উত্তর করিল,—"যে কার্য্য স্বাভাবিক, তাহা নিন্দনীয় হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে; করুণাপরবশ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞীয় পশুহননে কদাচ ক্ষান্ত হন না।" তাহার পর সে শচীতীর্থ হইতে মৎস্য ধরা ও তাহার গর্ভ হইতে অঙ্গুরী-প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিলে, নগররক্ষক অঙ্গুরীতে আমিষগন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া তাহার কথায় একেবারে অবিশ্বাস করিলেন না।

অনন্তর তিনি ধীবরকে রক্ষীদের নিকট রাখিয়া অঙ্গুরী লইয়া রাজার নিকট গমন করেন। অঙ্গুরী হস্তে লইবামাত্র রাজার সমস্ত কথাই মনে পড়িয়া যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীর মূল্য ও পারিতোষিক দিয়া ধীবরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার আদেশ দিলেন। নগররক্ষকের আসিতে বিলম্ব ঘটায় রক্ষীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ধীবরের বধের জন্য তাহার গলদেশে

পুষ্পমালা পরাইতে তাহাদের হস্ত প্রস্ফুরিত হইতেছিল। তাহার পর আদেশ-পত্র হস্তে নগররক্ষককে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রক্ষীরা মনে করিল যে, ধীবরকে গৃধ্রের বলি অথবা কুক্কুরমুখে নিক্ষেপ করা হইবে; কিন্তু নগররক্ষক তাহাকে অঙ্গুরীর মূল্য ও পারিতোষিক দিয়া ছাড়িয়া দেন। ধীবর ঃ তাহার অর্দ্ধভাগ পুষ্পমূল্যস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলে, নগররক্ষক শৌণ্ডিকালয়ের দিকে ধাবিত হন।

অঙ্গুরীস্পর্শে রাজার মনে সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল; তিনি যারপরনাই অধীর হইয়া পড়িলেন। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান তাহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছিল। সেই সময়ে আবার বসন্তোৎসব, রাজার আদেশে কিন্তু উৎসব নিষিদ্ধ হইল। পরিচারিকারা সকলে তাহা জ্ঞাত না থাকায়, কামদেবের অর্চ্চনার জন্য চূতমঞ্জরী-ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার গুণগানও আরম্ভ করে। চূতমুকুল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তাহারা গাহিতেছিল,—"আরক্ত, হরিত ও পাণ্ডুবর্ণে মনোহর বসন্ত মাসের জীবন স্বরূপ তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। ঋতুমঙ্গল এস, তোমায় উত্তোলন করি।" চূতাঙ্কুর তুলিয়া কামদেবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা আবার গাহিতে লাগিল,—"চূতাঙ্কুর, ধনুর্দ্ধর কামদেবের উদ্দেশে তোমায় দিলাম। পথিকবধূকে লক্ষ্যস্থানীয় করিয়া তুমি পঞ্চশরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠ।"

সেই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া রাজাজ্ঞা শুনাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"লোকের কথা দূরে থাকুক, বনরাজি পর্য্যন্ত রাজাদেশ পালনে রত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ দেখ, বহুদিনবিনির্গত চূতমঞ্জরীতে আজিও পরাগ দেখা যাইতেছে না, কুরুবক কোরকাবস্থাতেই রহিয়াছে, শিশির অতীত হইলেও কোকিলের কণ্ঠ-স্খলন যায় নাই। এমন কি, মনে হইতেছে, স্বয়ং

কামদেবকেও ভীত হইয়া তূণার্দ্ধকৃষ্ট শায়ক প্রতিসংহার করিতে হইয়াছে।”

পরিচারিকারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কঞ্চুকী তাহাদের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন এবং অঙ্গুরী-প্রাপ্তির পর হইতে রাজার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাও জানাইয়া কহিলেন,—“রাজার এক্ষণে কোন সুন্দর বস্তুতে আস্থা নাই, অমাত্যগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আলাপনও করেন না, শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন, অন্তঃপুরবাসিনীদের বিশেষ অনুরোধে কোন কথার উত্তর দিলেও তাঁহাদের নাম ভ্রম করিয়া লজ্জিত হইয়া উঠেন।”

তাহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় রাজাও মাধব্যের সহিত সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পরিচারিকারা তাহা জানিতে পারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রাজার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মেনকা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সানুমতী নামে অপ্সরা অদর্শনী-বিদ্যাপ্রভাবে অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সমস্ত পরিদর্শন করিতেছিলেন। গঙ্গার অপ্সরাতীর্থে সাধুদিগের স্নানসময়ে পর্য্যায়ক্রমে এক একজন অপ্সরাকে উপস্থিত হইতে হয়। সে দিন সানুমতীর পালা পড়ায়, মেনকা তাঁহাকে রাজার সংবাদ লওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মেনকা সম্বন্ধে সানুমতী শকুন্তলাকে একাঙ্গই মনে করিতেছিলেন। তাই তিনি আগ্রহসহকারে রাজাকে লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়া বলিতেছিলেন,—“এই উৎকণ্ঠিত অবস্থাতেও রাজাকে ভাল লাগিতেছে। যাহাদের আকৃতির বিশিষ্টতা আছে, তাহারা সকল অবস্থাতেই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। মহামণিকে ঘর্ষিত করিলেও তাহার দীপ্তির জন্য যেমন তাহাকে ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয় না, তেমনি

আমাদের মহারাজ সমস্ত ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কনকবলয় ধারণ করিলেও এবং তাঁহার শরীরে পাণ্ডুতা ও নয়নে আরক্তিমা দেখা দিলেও, তিনি নিজ তেজঃপ্রভাবে রমণীয়ই দেখাইতেছেন।"

রাজা আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন,—"প্রথমে প্রিয়তমার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াও মুগ্ধের ন্যায় ছিলাম; এক্ষণে হতহৃদয় অনুতাপদুঃখে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে।"

রাজার কথা শুনিয়া মাধব্য মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আবার ইঁহাকে শকুন্তলা-ব্যাধিতে আক্রমণ করিল দেখিতেছি। না জানি ইহার কি চিকিৎসা আছে।"

কঞ্চুকী রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের কথা বলিয়া রাজাদেশেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজা প্রতিহারীকেও মন্ত্রীর নিকট রাজকার্য্যের ভারগ্রহণের জন্য প্রেরণ করিলেন। জনশূন্য দেখিয়া মাধব্য বলিলেন,—"এক্ষণে ত এ স্থান নির্মক্ষিক হইল,—আইস, আমরা এই রমণীয় প্রদেশে কিছুকাল অতিবাহিত করি।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"সখে, ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেই যে অনর্থ প্রবেশ করে, এ কথা সত্য। কারণ, শকুন্তলার প্রণয়বিস্মৃতিরূপ মোহ হইতে মনকে মুক্ত দেখিয়া মদন এক্ষণে স্বীয় চাপে চূতশর সন্নিবেশিত করিতেছেন।"

মাধব্য উত্তর দিলেন,—"থাক, এই যষ্টির দ্বারা কন্দর্প-ব্যাধির বিনাশ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি চূতাঙ্কুর ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন।

রাজা বলিলেন,—"নিবৃত্ত হও, তোমার ব্রহ্মতেজ দেখা গেল; এক্ষণে চল, কোন একটি স্থানে বসিয়া প্রিয়ার অনুরূপ লতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি।"

মাধব্য উত্তর দিলেন,—"বেশ কথা, চল মাধবীমণ্ডপে যাই; তথায় তোমার অঙ্কিত শকুন্তলার চিত্র দেখা যাইবে।"

তাহার পর তাঁহারা মাধবীমণ্ডপে মণিশিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া, শকুন্তলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপ্সরা সানুমতী লতাশ্রয় অবলম্বন করিয়া শকুন্তলার প্রতিকৃতি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি রাজার প্রবল অনুরাগও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন,—"সখে, শকুন্তলার সমস্ত কথাই এখন মনে পড়িতেছে। তোমাকেও ত বলিয়াছিলাম, প্রত্যাখ্যানকালে তুমি নিকটে ছিলে না। পূর্ব্বেও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কর নাই; তুমিও কি আমার মতন বিস্মৃত হইয়াছিলে?"

মাধব্য কহিলেন,—"আমি একেবারে বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু তুমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত সত্য নহে বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেওয়ায়, মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি আমি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম; অথবা ভবিতব্যতাই বলবতী।"

ক্রমে শকুন্তলার কথা চিন্তা করিতে করিতে রাজা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলে, মাধব্য তাঁহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশে কহিলেন,—"তোমার এরূপ বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সৎপুরুষেরা শোকে কখনও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করেন না, প্রবল ঝটিকাতেও পর্ব্বত কখনও বিচলিত হয় না।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা সত্য হইলেও তাঁহার পরিত্যাগকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি। আমার প্রত্যাখ্যানের পর প্রিয়তমা তপস্বীদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিলে, যখন গুরুতুল্য ঋষিশিষ্য তাঁহাকে থাকিবার জন্য তিরস্কার করিয়া উঠেন, তখন অশ্রুপরিপূর্ণ-নয়নে প্রিয়তমা এই ক্রূরের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে শল্যের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে।"

রাজার এইরূপ পরিতাপে সানুমতী যারপরনাই আনন্দিত

হইতেছিলেন। মাধব্য—বলিলেন, "আচ্ছা, শকুন্তলাকে কে লইয়া গেলেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সম্ভবতঃ তাঁহার মাতা মেনকাই সেই পতিদেবতাকে লইয়া গিয়া থাকিবেন। তাই মনে হইতেছে, তোমার সখী অন্তর্হিতা হইয়াছেন।"

সানুমতী তখন মনে মনে বলিয়া উঠিলেন,—"সম্মোহই বিস্ময়কর, জাগরণ নহে।"

মাধব্য কহিলেন,—"তাহা হইলে আবার সমাগমের আশা করা যাইতে পারে। কারণ, মাতা পিতা কি কখনও কন্যার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বয়স্য, শকুন্তলার দর্শন আমার ভাগ্যে স্বপ্ন বা মায়িক ব্যাপার, কিংবা মতিভ্রম ঘটার ন্যায়, অথবা জন্মান্তরীণ ক্ষীণপুণ্যের ফলস্বরূপ একবার মাত্রই ঘটিয়াছে। তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না,—একেবারেই অতীতের গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তটাভিহত তরঙ্গরাশি যেমন একটির পর একটি পতিত হইয়া অদৃশ্য হইতে থাকে, তেমনই তাহার প্রাপ্তির আশা এক একবার উদয় হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিয়াই আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।"

মাধব্য বলিলেন,—"তোমার এরূপ চিন্তা করা উচিত নহে। শকুন্তলার সমাগম যে কখনও হইবে না, এরূপ বলা যায় না। ভ্রষ্টাঙ্গুরী আবার যে করগত হইবে, ইহা কে জানিত?"

রাজা কহিলেন,—"এই অঙ্গুরীটির পুণ্যফলও দেখিতেছি আমার ন্যায় ক্ষীণ; তাহা না হইলে, যে সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর অরুণনখ মনোহর অঙ্গুলীতে স্থান লাভ করিয়াছিল, সে আবার ভ্রষ্ট হইবে কেন?"

মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বয়স্য, তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি সন্নিবেশিত করিয়াছিলে কেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"রাজধানী আসার সময় প্রিয়তমা সজল নয়নে বলিয়াছিলেন, 'কতদিন পরে আমার সংবাদ লইবে?' আমি তখন তাঁহার অঙ্গুলীতে আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি পরাইয়া বলিয়াছিলাম যে, 'ইহার এক এক দিবসে ইহার এক একটি অক্ষর গণনা করিয়া যে দিন গণনা শেষ হইবে, সে দিনই আমার লোকজন তোমাকে লইতে আসিবে। কিন্তু মোহান্ধ আমি তৎসমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাহার পর অঙ্গুরীটিও শচীতীর্থে পড়িয়া যায়। এক্ষণে ইহাকে আমার তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুরীটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সেই সুন্দর কোমলাঙ্গুলীযুক্ত কর পরিত্যাগ করিয়া তুই জলে নিমগ্ন হইয়াছিলি কেন? অথবা অচেতনে গুণগ্রহণই করিতে পারে না। তাহা না হইলে, আমিই বা প্রিয়তমাকে অবজ্ঞা করিব কেন?"

রাজাকে উত্তরোত্তর বিচলিত হইতে দেখিয়া মাধব্যের মনে তাঁহার স্থিরমস্তিষ্কত্বসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে লাগিল, তখন আবার ক্ষুধাতেও তাঁহার উদর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে পরিচারিকা শকুন্তলার চিত্র লইয়া উপস্থিত হইল, চিত্র দেখিয়া মাধব্য অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজার নৈপুণ্য দেখিয়া সানুমতীরও মনে হইল যেন শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখেই অবস্থিতি করিতেছেন। রাজা বলিলেন,—"চিত্রে সমস্ত বিষয় প্রকৃতরূপে অঙ্কিত হয় না, তথাপি যতদূর সম্ভব তুলিকার দ্বারা তাঁহার লাবণ্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

সানুমতীর মনে শকুন্তলার এরূপ সম্মানকে অনুতাপে প্রবল অনুরাগের ও বিনয়ের উপযোগী বলিয়াই বোধ হইতেছিল। চিত্রে শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়ও অঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাও চিত্রিত হয়।

মাধব্য শকুন্তলার একটি চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"যাঁহার

শিথিলকেশবন্ধনের জন্য কবরী হইতে কুসুমরাশি বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, বদনে স্বেদবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে ও বাহুদ্বয় নত হইয়া পড়িয়াছে এবং যিনি তরুণপল্লবযুক্ত চূতপাদপের পার্শ্বে ঈষৎপরিশ্রান্তার ন্যায় রহিয়াছেন, তিনিই শকুন্তলা, অন্য দুইজন সখী বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"তুমি যথার্থই স্থির করিয়াছ। তদ্ভিন্ন আমার ভাবচিহ্ন স্বেদ ও অশ্রুপতনের নিদর্শনও আছে।"

তাহার পর রাজা স্বহস্তে চিত্রখানি লইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সাক্ষাৎ প্রিয়তমাকে উপস্থিত দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাকে চিত্রার্পিত করিয়া সম্মান দেখান হইতেছে। সলিলপরিপূর্ণ স্রোতস্বিনী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে মরীচিকাই আমার আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে।"

মাধব্যের মনে, রাজার নদী পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণিকার অবলম্বন যথার্থই বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর কি কি অঙ্কিত করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা কহিলেন,—'স্রোতস্বিনী মালিনীকে অঙ্কিত করিয়া তাহার সৈকতে হংসহংসীকে চিত্রিত করিতে হইবে. হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে হরিণগণের বিচরণ দেখাইতে হইবে, আর ঋষিদিগের বল্কলসংলগ্ন শাখাযুক্ত তরুগণের তলদেশে কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গে মৃগীর বামনয়ন কণ্ডূয়ন অঙ্কিত করিতে হইবে।' শুনিয়া বিদূষক মনে মনে বলিতেছিলেন,—"ইহার পর দীর্ঘশ্মশ্রু তপস্বিগণে চিত্রখানি পূরিয়া যাইবে দেখিতেছি।"

রাজা আবার বলিয়া উঠিলেন,—"তদ্ভিন্ন প্রিয়ার কর্ণে কপোলপরিচুম্বী শিরীষকুসুম ও বক্ষঃস্থলে শারদজ্যোৎস্নাতুল্য কোমল মৃণালহারও সন্নিবেশিত করিতে হইবে।"

শকুন্তলার আর একটি চিত্র দেখিয়া মাধব্য বলিলেন,—"রক্তকুবলয়-শোভিত হস্তাগ্রের দ্বারা শকুন্তলা মুখ আবরণ করিয়া চকিতার ন্যায়

রহিয়াছেন কেন?" তাহার পর বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া নিজেই বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, দাসীপুত্র কুসুমরসচোর মধুকরটা তাঁহার বদনে পড়িবার উপক্রম করিতেছে।"

এই কথায় রাজার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি চিত্রকে সজীব মনে করিয়া, অঙ্কিত মধুকর যাহাতে শকুন্তলার বদনে নিপতিত না হয়, তজ্জন্য মাধব্যকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মাধব্য উত্তর দিলেন,—"অবিনীতদিগের শাসনকর্ত্তা তুমিই উহাকে নিবারণ কর।" রাজা তখন মধুকরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওহে কুসুমলতার প্রিয় অতিথি, তুমি এখানে পতনক্লেশ অনুভব করিতেছ কেন? ঐ কুসুম-বাসিনী তোমাতে অনুরক্তা সতী মধুকরী তৃষিতা হইয়াও তোমার অপেক্ষা করিতেছে। তোমা বিনা সে মধুপান করিতে পারিতেছে না।" রাজার এই নিবারণোপায়কে সানুমতী ন্যায্য বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,—"বারণ করিলেও ইহারা বক্রই থাকে।" রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—"মধুকর, তুমি যদি আমার শাসনে না থাক, এবং অম্লান নবতরুপল্লবের ন্যায় আমার পীত প্রিয়তমার বিম্বাধর স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমাকে কমলোদরে বদ্ধ করিব।" শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"এরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ডেও ভয় করিতেছে না?" মাধব্য রাজাকে উন্মত্তই জ্ঞান করিতেছিলেন এবং নিজেও যেন তাহাই হইয়া উঠিতেছিলেন। অবশেষে তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—"বয়স্য, ইহা চিত্রমাত্র।" সে কথায় রাজার মোহ গত হইল বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"আমি তন্ময় হৃদয়ে প্রিয়ার সাক্ষাদ্দর্শনসুখ অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু সখে, তুমি স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি আবার চিত্রিতা হইয়া উঠিলেন।" সানুমতীর নিকট এই পূর্ব্বাপরবিরোধী বিরহ অপূর্ব্ব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—'বয়স্য! এ অবিশ্রান্ত

দুঃখ আর কত সহ্য করিব? স্বপ্নে তাঁহার সমাগম জাগরণে রুদ্ধ হইয়া যায়, বিগলিত অশ্রুধারা তাঁহার চিত্রকেও দেখিতে দিতেছে না।” শুনিয়া সানুমতী বলিতেছিলেন,—“শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিমার্জ্জিত হইয়া গেল মনে হইতেছে।” যে পরিচারিকা চিত্রপট আনিয়াছিল, অবশিষ্টাংশ অঙ্কনের জন্য সে উপকরণাদি আনিতে যায়। ফিরিয়া আসিবার সময় রাজ্ঞী বসুমতী তাহার নিকট হইতে তৎসমস্ত কাড়িয়া লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইতেছিলেন। পরিচারিকার নিকট তাহা শুনিয়া রাজা অভিমানিনী রাজ্ঞীর ভয়ে মাধব্যের হস্তে চিত্রফলক প্রদান করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে পলায়ন করিতে বলিলেন। মাধব্য পলায়ন করিলে প্রতিহারী তথায় পত্রহস্তে উপস্থিত হইল। পত্রসহ প্রতিহারীকে আসিতে দেখিয়া রাজা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন জানিয়া, রাজ্ঞী অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করেন। যে পত্রখানি প্রতিহারী লইয়া আসিয়াছিল, মন্ত্রী তাহা রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, ধনমিত্র নামে বণিক্ সমুদ্রপথে বিনষ্ট হওয়ায়, অপুত্রক তাহার ধন রাজারই প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাজা তাহার কোন পত্নী অন্তঃসত্ত্বা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতিহারী কহিল যে, তাহার এক পত্নী অযোধ্যাবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা গর্ভবতী আছে শুনিয়াছি। রাজা বলিলেন,—“গর্ভস্থ সন্তানও ধনাধিকারী। সুতরাং তাহার সন্তান হইলে সেই ধনলাভ করিবে, এই কথা মন্ত্রীকে গিয়া জ্ঞাপন কর, এবং তাঁহাকে রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিতে বল যে, যে সকল প্রজা বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্তই তাহাদের বন্ধুস্থানীয় হইবেন।” তাহার পর রাজা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে আপনাকে অপুত্রক বলিয়া বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“যথাকালে উপ্তবীজা ভবিষ্যফলপ্রদায়িনী বসুন্ধরার ন্যায় কুল-প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নীতে নিজ আত্মা সংরোপিত করিয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।”

শুনিয়া সানুমতী বলিলেন, "তোমার সন্ততিধারা অবিচ্ছিন্নই হইবে।" পরিচারিকা ও প্রতিহারী রাজার উদ্বেগশান্তির জন্য পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে প্রতিহারী মাধব্যকে আনয়ন করিলেন, রাজা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমার পর হইতে আর আমার বংশে যথাশ্রুতি পিণ্ডোদক-ক্রিয়া হইবে না! পিতৃগণ অতঃপর আমার হস্ত হইতে অশ্রুসিক্ত উদকই পান করিবেন।"

পরিচারিকা তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিল।

অপ্সরা সানুমতী বলিতেছিলেন,—"দীপ থাকিতেও ব্যবধানের জন্য রাজর্ষির এই অন্ধকারদোষ অনুভব হইতেছে।"

সানুমতী যদিও জানিতেন যে, দেবতারা শীঘ্রই দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলন ঘটাইবেন, তথাপি তিনি শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

সময়ে দেবকার্য্য সম্পাদনের জন্য রাজাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে ইন্দ্র-সারথি মাতলি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রাজাকে উন্মনা দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য মাধব্যকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ-শিখরে লইয়া গিয়া পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মাধব্য 'অব্রহ্মণ্য' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! আমার গৃহও জন্তুতে আক্রমণ করিল? অথবা না হইবে কেন? আমি যখন প্রতিদিন আমার প্রমাদস্খলন জানিতে পারিতেছি না, তখন প্রজাগণের মধ্যে কে কোন্ পথে বিচরণ করিতেছে, তাহা জানিবার শক্তি কোথায়?"

মাধব্যের চীৎকারে রাজা ধনুর্গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে মাতলি উচ্চৈঃস্বরে মাধব্যকে বলিতে লাগিলেন,—"অভিনব

রক্তলোলুপ শার্দ্দূল তোমায় পশুর ন্যায় হনন করিতেছে। ধনুর্দ্ধারী দুষ্যন্ত এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করুন।”

রাজা তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং ধনুর্হস্তে অগ্রসর হইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না।”

মাধব্য বলিলেন,—“তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না, আমি কিন্তু তোমাকে দেখিতেছি। বিড়ালে ধরা মূষিকের ন্যায় আমি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।”

রাজা তখন অদর্শনীবিদ্যাগর্ব্বিত পুরুষকে শরসন্ধান করিয়া বলিলেন,—“আমার শর হংসের ক্ষীরগ্রহণ ও জলবর্জ্জনের ন্যায় তোমাকে বধ ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুক।”

অমনি মাতলি মাধব্যকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“দেবরাজ অসুরদিগকেই আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের প্রতিই শরাসন আকর্ষণ করুন। সুহৃদ্দিগের প্রতি সাধুজনের প্রসাদসৌম্য দৃষ্টিই পড়িয়া থাকে, কদাচ দারুণ শর নিপতিত হয় না।”

রাজা মাতলিকে দেখিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিলে, মাধব্য বলিলেন,—“যে আমাকে যজ্ঞীয় পশুর মার মারিল, তাহাকে তুমি স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছ?”

মাতলি বলিলেন,—“আপনার সখা দেবরাজের আদেশ লইয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয়নামে দানবগণের দমনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। তাহারা আপনার সখার অজেয়, কিন্তু যুদ্ধে আপনিই তাহাদের নিহন্তা। নৈশ অন্ধকারকে সূর্য্য দূর করিতে পারেন না, কিন্তু চন্দ্রই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।”

রাজা বলিলেন,—“দেবরাজের সম্মানে অনুগৃহীত হইলাম, কিন্তু মাধব্যের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?”

মাতলি বলিলেন,—“আপনার চিত্তবিকার দেখিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য ঐরূপ কৌশল করিয়াছিলাম। দেখুন, অগ্নি চালিত হইলেই জ্বলিয়া উঠে, সর্প রুষ্ট হইলেই ফণা উত্তোলন করে। সেইরূপ লোকে ক্রুদ্ধ হইলেই আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।”

তাহার পর রাজা দুষ্যন্ত মাধব্যের দ্বারা মন্ত্রীকে প্রজাপালনের জন্য বলিয়া পাঠাইয়া নিজে শরাসন হস্তে মাতলির সহিত তাঁহার আনীত রথে আরূঢ় হইলেন এবং স্বর্গোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

(৭)

রাজা দুষ্যন্ত স্বর্গে উপস্থিত হইয়া দেবকার্য্য সাধন করিলেন। দানবগণকে উন্মূলিত করায়, স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়া গেল। দেবরাজ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দেবমণ্ডলীমধ্যে রাজাকে অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া বক্ষোমুলিপ্ত হরিচন্দনের দ্বারা অঙ্কিত মন্দারমালা আপনার কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর রাজা মাতলির সহিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। অবতরণের সময় তিনি দেবরাজের সৎকারের কথা বারংবার মাতলিকে বলিতেছিলেন। বিশেষতঃ আগমনকালীন সম্মানকে তিনি যার-পর-নাই গৌরবের চিহ্ন মনে করিয়াছিলেন।

মাতলি সে কথা শুনিয়া বলিলেন,—

“আপনারা উভয়েই পরস্পরের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কারণ, ইন্দ্রের প্রতি আপনার উপকারকে তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য আপনি লঘু মনে করিতেছেন, এবং তিনিও সে সংবর্দ্ধনা আপনার অবদানের উপযোগী নহে বলিয়া ভাবিতেছেন।”

রাজা বলিলেন,—“ও কথা বলিবেন না। দেবরাজ আগমনকালে যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তাহা আশারও অতীত। কারণ, তিনি জয়ন্তের

মনোগত প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া আমারই কণ্ঠে মন্দারমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন।”

মাতলি তখন বলিতে লাগিলেন,—“দেবরাজ যেমন আপনার সৎকার করিয়াছেন, আপনিও তেমনি তাঁহার কম উপকার করেন নাই। কারণ, পুরাকালে নৃসিংহদেব যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনার কর্তৃকই এক্ষণে স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে।”

রাজা উত্তর দিলেন,—“সেবক যে দুষ্কর কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা প্রভুর গৌরবেরই অঙ্গ। সূর্য্যদেব অরুণকে রথাগ্রে না রাখিলে, তিনি কখনও অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইতেন না।”

মাতলি রাজার বিনয়ের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—“দেখুন, স্বর্গলোকে আপনার কিরূপ যশ বিঘোষিত হইতেছে। ঐ দেখুন, সুরসুন্দরীদিগের অঙ্গরাগাবশেষ দ্বারা স্বর্গবাসিগণ কল্পলতাংশুকে আপনার গীতযোগ্য চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।”

ক্রমে তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গে গমনকালে রাজা আকাশপথের দিকে সেরূপ লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বর্গপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা মন্দাকিনীপ্রবাহিত জ্যোতিষ্কসমন্বিত ত্রিবিক্রমের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত বায়ুপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর আবার মেঘপথে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। তথায় চাতকগণ রথের অরবিবরে প্রবেশ করিয়া আবার তথা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, বিদ্যুদ্দামে অশ্বগণের অঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং চক্রনেমিও জলকণায় আর্দ্র হইতে লাগিল। ক্রমে পৃথিবী নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, তাঁহাদের এইরূপ অনুমান হইতেছিল, যেন উন্নত শৈলশিখর হইতে মেদিনী অবরোহণ করিতেছে। বৃক্ষসকলের স্কন্ধ পত্ররাশির মধ্য হইতে প্রকাশিত হইয়া উঠি-

তেছে। ক্ষীণসলিলা স্রোতস্বিনীগণ সহসা সলিল বিস্তার করিতেছে। এক কথায় কে যেন পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট ফেলিয়া দিল।

সেই সময়ে পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাহী কনকদ্রবনিস্যন্দী সান্ধ্যমেঘপ্রতিম হেমকূট পর্ব্বত দৃষ্ট হইলে, রাজা মাতলিকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মাতলি হেমকূটের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"উহা কিংপুরুষ বর্ষান্তর্গত এবং তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্র। এইখানে সুরাসুরগুরু প্রজাপতি কশ্যপ সস্ত্রীক তপস্যায় নিরত আছেন।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হইলে ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

মাতলি তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রশংসা করিয়া রথ নামাইতে লাগিলেন। তাঁহার আকাশচারী রথের চক্র হইতে কোন শব্দ বা তদ্দ্বারা ধূলিও উত্থিত হইল না।

রাজা কশ্যপাশ্রম কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, মাতলি হস্তের দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ দেখুন, যেখানে বল্মীকস্তূপনিমগ্ন শরীরে, সর্পত্বগ লগ্ন বক্ষে, লতাবলয়বেষ্টিত কণ্ঠে, পক্ষিনীড়ব্যাপ্ত স্কন্ধে এবং জটাজালপূর্ণ মস্তকে স্থাণুর ন্যায় মুনিপ্রবর সূর্য্যবিম্বের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, সেইখানেই ভগবানের আশ্রম।"

রাজা সেই কষ্টতপস্বীকে প্রণাম করিলেন।

তাহার পর তাঁহারা কশ্যপপত্নী অদিতির পরিবর্দ্ধিত মন্দারবৃক্ষসমন্বিত স্বর্গ হইতেও রমণীয় কশ্যপাশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; সেই অপূর্ব্ব তপোবনে অপূর্ব্ব তপস্যা দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলেন।

তিনি দেখিতেছিলেন, তপস্বীরা যে সমস্ত ফললাভের জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ফল চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান থাকিতেও তথাকার তপস্বীরা আবার অন্য ফলের আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতেছেন। এই

সমস্ত তপস্বীদিগের চতুর্দ্দিকে কল্পবৃক্ষের বন থাকিলেও তাঁহারা বায়ুর দ্বারাই প্রাণধারণে রত আছেন। কাঞ্চনপদ্মরেণু দ্বারা পিঙ্গলসলিলে তাঁহাদের ধর্ম্মাভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। রত্নশিলাতলে ধ্যান এবং স্ব স্ব নারীগণের নিকটে তাঁহারা সংযম অভ্যাস করিতেছেন।

মাতলি বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাজনদিগের বাসনা উত্তরোত্তরই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার পর তাঁহারা অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, ধর্ম্মপত্নী অদিতির প্রশ্নানুসারে প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাকে পতিব্রতাধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইতেছেন।

মাতলি দুষ্যন্তকে এক অশোক বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া প্রজাপতির নিকট রাজার আগমনসংবাদ প্রদানের জন্য গমন করিলেন। এখানেও রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"আবার আমার বৃথা বাহুস্পন্দন হয় কেন? আর তাঁহার আশা পর্য্যন্ত করিতে পারি না, প্রাপ্তির কথা ত দূরে থাকুক। এক্ষণে আমি যে কল্যাণকে পূর্ব্বে দূরে পরিহার করিয়াছি, এক্ষণে তাহার দুঃখে পরিণতি ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

এই সময়ে একটি বালক ক্রীড়ার জন্য একটি অর্দ্ধপীতস্তন সিংহশিশুর কেশরাকর্ষণ করিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাপসীরা তাহাকে নিষেধ বা ভয়প্রদর্শন করিলেও সে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিল না। তাঁহাদের মধ্যে একজন তাহাকে কোন ক্রীড়নকদানে শান্ত করার ইচ্ছায় কুটীর হইতে মৃত্তিকানির্ম্মিত ময়ূর আনিতে গমন করিলেন।

বালক ততক্ষণ সেই সিংহশিশুকে আকর্ষণ করিতেই লাগিল, তাপসীরা তাহার নিবারণের জন্য নিকটে কেহ আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজা দুষ্যন্তের প্রতি তাঁহাদের

দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তাঁহারা বালকের হস্ত হইতে সিংহশিশুর উদ্ধারের জন্য দুষ্মন্তকে অনুরোধ করিলেন, রাজা বালকের সাহস ও তেজ দেখিয়া তাহাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করিতেছিলেন, এবং সে যখন ক্রীড়নকের কথা শুনিয়া হস্ত প্রসারণ করিল, তখন তাহার আরক্তিম ও গ্রথিতাঙ্গুলি করটিকে তিনি ঘনদলযুক্ত নবোষায় ঈষৎপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনে করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন তাহাতে চক্রবর্তিলক্ষণও দেখিতে পাইতেছিলেন।

রাজা তাহার ঈষৎ বিকসিত দন্তপাতি ও অব্যক্তমধুর বাণী শুনিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন,—"লোকে এই জন্যই পুত্র ক্রোড়ে করিয়া তাহার অঙ্গধূলিতে আপনাকেও ধূসরিত করিয়া থাকে।"

রাজা তাপসীদিগের অনুরোধে বালকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে 'মহর্ষিপুত্র' সম্বোধনে কহিলেন,—"তুমি কৃষ্ণসর্পশিশুর চন্দনতরুদূষণের ন্যায় জন্ম হইতেই তপোবনবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা প্রাণিরক্ষাকর ও সুখকর সংযমকে দূষিত করিতেছ কেন ?"

তাপসীরা কহিলেন,—"এ বালক ঋষিকুমার নহে।"

রাজা তাহার আকারানুরূপ কার্য্যে কিয়ৎপরিমাণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তবে এরূপ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত আর কাহারও আগমনসম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি তাহাই অনুমান করিয়াছিলেন। পরে তিনি বালককে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্রই অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। দুষ্যন্ত মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"উহাকে স্পর্শ করিয়াই আমার যখন সুখবোধ হইতেছে, না জানি যাঁহার ক্রোড়ে এ বালক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার স্পর্শে তাঁহার কত সুখ উপস্থিত হয় !"

রাজা বালককে ধরিবামাত্র বালক শান্তভাব অবলম্বন করিল। তাপসীরা তাহা এবং রাজার ও বালকের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সে কথা প্রকাশও করিলেন।

রাজা বালক কোন্ বংশে জাত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাহাকে পুরুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন, এবং আরও বলিলেন যে, তাহার মাতা অপ্সরাসম্বন্ধে এই তপোবনে আসিয়া তাহাকে প্রসব করিয়াছেন।

রাজার মনে হইল যে, পুরুবংশীয়েরা রাজ্যপালন শেষ করার পর পরিণত বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপত্নীসহ তপোবনে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্সরাসম্বন্ধে তাহার মাতার আগমন শুনিয়া সন্দেহস্থলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহার মাতা কোন্ রাজর্ষির ধর্ম্মপত্নী ?"

তাপসীরা বলিলেন,—"আমরা সেই ধর্ম্মপত্নীত্যাগীর নাম মুখে উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করি না।"

রাজা তখন আপনাকে তাহাই মনে করিয়া কৌশলে ইহার মাতার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে মৃন্ময় ময়ূর হস্তে করিয়া কুটীরগতা তাপসী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বালককে তাহা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, শকুন্ত-লাবণ্য দেখ।"

বালক তাহা শুনিয়া কহিল,—"আমার মা কোথায় ?"

তাপসীরা রাজাকে বলিলেন,—"এই বালকের মাতার নাম শকুন্তলা, শকুন্ত-লাবণ্য কথায় তাহার মাতার নামশব্দ শুনিয়া সে জননীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।" রাজাও মনে মনে অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন।

বালকের মৃন্ময় ময়ূরে প্রীতি জন্মিল না। কিন্তু রাজার নিকটে থাকায় সে শান্ত ভাবই অবলম্বন করিল।

এই সময় আর এক ব্যাপারও ঘটিল। বালকের জাতকর্ম্মসময়ে তাহার মণিবন্ধে অপরাজিতা নামে ওষধি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহা ভূমিতে পড়িয়া গেলে বালকের মাতা পিতা ও সে নিজে ব্যতীত যদি আর কেহ তাহা স্পর্শ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহা সর্প হইয়া দংশন করিত। সিংহশিশুর

আকর্ষণের সময় ওষধিটি বালকের হস্ত হইতে পড়িয়া গেলে, রাজা তাহা উত্তোলন করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই বিঘ্ন ঘটে নাই।

তাপসীরা এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহারা শকুন্তলাকে সংবাদ দিবার জন্য তথা হইতে গমন করিলেন।

রাজার প্রত্যাখ্যানের পর শকুন্তলা মেনকা কর্ত্তৃক আনীত হইয়া এই তপোবনেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তথায় তিনি এই বালককেই (প্রসব করেন)। মহর্ষি কশ্যপ তাহার জাতকর্ম্ম সমাধান করিয়া বালককে 'সর্ব্বদমন' নাম প্রদান করেন। পরে এই বালক 'ভরত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বালক সর্ব্বদমন রাজার নিকট হইতে মাতার সন্নিকটে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল।

রাজা বলিলেন,—"পুত্র, চল, আমরা উভয়েই তোমার মাতার নিকট যাইতেছি।"

বালক তাহাকে পুত্রসম্বোধনে উত্তর দিল,—"তুমি ত আমার পিতা নহ, দুষ্যন্তই আমার পিতা।"

এমন সময় শকুন্তলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও পূর্ব্বে সানুমতীর নিকট হইতে রাজার অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে ওষধির কথা শুনিয়া মনোমধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতেছিলেন।

রাজা তাঁহার সেই পরিধূসরবসনপরিধান, পরিশুষ্ক বদন, একবেণীধারণ, ও পরিশুদ্ধ স্বভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি সুদীর্ঘ বিরহব্রত পালন করিতেছেন।

শকুন্তলার দৃষ্টিও রাজার প্রতি নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, রাজা তাঁহার অঞ্চলনিধিকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বালক বলিল,—"মা, এ কে আমাকে পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে লইতে চাহিতেছে?"

শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে, আমার ক্রূরতার পরিণাম অনুকূলই হইয়া উঠিল। কারণ, এক্ষণে আমি আমাকে তোমা কর্ত্তৃক পরিচিতই মনে করিতেছি।"

শকুন্তলার শোকসাগর তখন উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

রাজাও থাকিতে না পারিয়া আবার কহিলেন,—"মোহান্ধকারবিস্মৃত আমার সমক্ষে আবার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যেন রাহুমুক্ত চন্দ্রের নিকট রোহিণী অবস্থিতি করিতেছেন।"

শকুন্তলা ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন,—"আর্য্যপুত্রের জয় হউক।'

রাজা কহিলেন,—"তোমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত জয়শব্দে আমি জিত হইয়াছি।"

বালক আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এ কে?"

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—'আপনার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময়ে রাজা শকুন্তলার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, —"প্রিয়ে, পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলিয়া যাও। কি এক মোহে তখন আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাই আমি অন্ধের ন্যায় শিরঃস্থিতা পুষ্পমালাকে সর্পভ্রম করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।"

শকুন্তলা রাজার হাত ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে বলিতেছিলেন,—"আর্য্যপুত্র, উঠ, আমার পূর্ব্বজন্মের পাপেই তুমি তখন বিরূপ হইয়াছিলে।"

রাজা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অধরবিগলিত যে অশ্রু আমি পূর্ব্বে মুছাই নাই, এক্ষণে তাহাকে নয়ন হইতেই মুছাইতেছি।"

তাহার পর শকুন্তলা কেমন করিয়া রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিলেন,

জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা তাঁহার সেই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখাইয়া কহিলেন,—"ইহাকে পাইয়াই সমস্ত কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়।"

তিনি তৎপরে সেই অঙ্গুরীটি শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পুনর্ব্বার পরাইয়া দিতে গেলে, শকুন্তলা বলিলেন,—"উহা তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক। আমি আর উহাকে বিশ্বাস করিতে চাহি না।"

এই সময়ে মাতলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজাকে ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রের সহিত মিলিত দেখিয়া তাঁহার যারপরনাই আনন্দসঞ্চার হইল। তিনি রাজাকে কশ্যপের দর্শনলাভের জন্য যাইতে বলিলে, রাজা শকুন্তলা ও পুত্রের সহিত তথায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন। শকুন্তলা কিন্তু স্বামিসহ গুরুজনসাক্ষাতে যাইতে লজ্জিতা হইতেছিলেন। রাজা মঙ্গলোৎসব-সময়ে কোন দোষ নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়াই প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন।

কশ্যপ সে সময়ে অদিতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দুষ্যন্তকে আসিতে দেখিয়া তিনি অদিতিকে বলিলেন,—"ঐ দেখ, রাজা দুষ্যন্ত আসিতেছেন। ইঁহারই ধনুক তোমার পুত্র ইন্দ্রের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করায়, বজ্র এক্ষণে তাঁহার আভরণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।" কশ্যপাদিতিকে দেখাইয়া মাতলি রাজাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যাঁহাদের যুগল মিলন হইতে দ্বাদশাদিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, যজ্ঞেশ্বর ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণু যেখান হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার একান্তর দক্ষমরীচিসম্ভূত ইঁহাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলাম।"

রাজা তৎপরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, শকুন্তলাও পুত্রসহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন।

উভয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করার পর কশ্যপ শকুন্তলাকে বলিলেন,—

"যাঁহার আখণ্ডলসম স্বামী ও জয়ন্তপ্রতিম পুত্র, তাঁহার পক্ষে 'পৌলোমীসদৃশী হও' ব্যতীত অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।"

অদিতিও তাঁহাকে "পতির আদরিণী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সকলকে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সকলে উপবেশন করিলে কশ্যপ তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধি এই ত্রিতয়েরই সমাগম হয়, তেমনি কোন মহৎকার্য্য সাধনের জন্য সাধ্বী শকুন্তলা, তাঁহার সদপত্য ও মহারাজ দুষ্যন্তের মিলন ঘটিয়াছে।"

ঋষির এ বাক্যের অন্যথা হয় নাই, পরে তাহা উল্লিখিত হইবে।

রাজা বলিলেন,—"ভগবানের নিকটস্থ হইয়া প্রথমে অভীষ্টসিদ্ধি, পরে দর্শনলাভ ঘটিল। অগ্রে কুসুমোদ্গম হয়, পশ্চাৎ ফলোদয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বে মেঘ দেখা দেয়, পরে বারিবর্ষণ হয়। সুতরাং প্রথমে কারণ এবং শেষেই কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহাই ক্রমনিয়ম। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে ভগবানের দর্শনলাভের পূর্ব্বেই সম্পৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।"

রাজা শকুন্তলার প্রতি তাঁহার মতিভ্রমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কশ্যপ দুর্ব্বাসার অভিশাপের জন্য সমস্ত ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করেন। অতএব ইহাতে তাঁহাদের কাহারও যে দোষ নাই, সে কথাও বলিয়া দিলেন।

শুনিয়া রাজা যারপরনাই প্রীত হইলেন, এবং শকুন্তলার হৃদয় হইতেও সন্দেহভার নামিয়া পড়িল।

কশ্যপ শকুন্তলাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন,—"শাপের জন্যই তোমার স্বামীর মোহময় হৃদয়ে তুমি স্থান পাও নাই। এক্ষণে তাহা অপসৃত হওয়ায় তাহাতে তোমার মূর্ত্তি প্রতিভাত হইতেছে। মলিন দর্পণে কখনও ছায়া প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু নির্ম্মল আদর্শেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।"

তৎপরে পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখাইয়া কশ্যপ কহিলেন,—"তোমাদের এই পুত্র অপ্রতিহত বলে জলধি অতিক্রম করিয়া সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা জয় করিবে। এখানে সকল প্রাণীকে দমন করার জন্য বালক সর্ব্বদমন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পরে সর্ব্বলোককে ভরণ করিয়া ভরত আখ্যা লাভ করিবে।"

শুনিয়া রাজা ও শকুন্তলা প্রীতিলাভ করিলেন।

বাস্তবিকই মহাপ্রভাব ভরত সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নামে যে ভারতবাসী-মাত্রই মস্তক অবনত করিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতঃপর মহর্ষি কণ্বের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল।

প্রজাপতি কশ্যপ রাজাকে পত্নীপুত্রের সহিত পুষ্পকারোহণে রাজ-ধানীতে যাইতে আদেশ দিয়া কহিলেন,—"তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব বল?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"ইহার পরও কি প্রিয় কার্য্য আছে? তবে যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, রাজা প্রজার কল্যাণ-চিন্তায় নিরত হউন, শাস্ত্রপ্রিয় মহাশক্তিমান্ কবিদিগের সরস্বতীর বিস্তার ঘটুক, বিশ্ব-ব্যাপ্তশক্তি-স্বয়ম্ভূ ভগবান্ নীললোহিত আমারও পুনর্জন্ম নাশ করুন।"

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজা প্রজাপালনে রত হইলেন। শকুন্তলাও দুষ্যন্তের গৃহে এবং রাজ্যে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন।

দুষ্যন্ত মূর্ত্তিমান্ রাজধর্ম্ম ও শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সংক্রিয়া, সাম্রাজ্যের প্রভাব ও তপোবনের শান্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল, সেই মিলনের ফলে ভরতের উৎপত্তি, তিনিই আবার ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা। তাই ভারতবর্ষের একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের প্রভাব অভ্রভেদী হিমালয়ের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তেমনি অপরদিকে শান্তির

জাহ্নবীধারা কুল কুল স্বরে প্রবাহিত হইত। ঋষিবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধির ন্যায় শকুন্তলা, ভরত ও দুষ্মন্তের সমাগম হইয়াছিল। বাস্তবিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা সুফললাভের জন্য শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধি এই তিনেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধিস্বরূপ শকুন্তলা, ভরত ও দুষ্মন্তের সমাগমে যে কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তাহারই ফল এই ভারতবর্ষ। প্রকৃত কর্ম্মফলের ন্যায় এই কর্ম্মফলও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সে কথা স্মরণ করিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, এবং আমরা তাহার সঙ্গে "যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকি।

বিক্রমোর্ব্বশী।

(১)

দেবাসুরের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। সৃষ্টির প্রথম হইতেই বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছিল। কখনও দেব আর কখনও বা দানব জয়লাভ করিয়া আপনাদের বিক্রম প্রদর্শন করিতেন। দেবপক্ষই অধিকাংশ সময়ে জয়লাভে সমর্থ হইতেন, কিন্তু অসুরেরা অবকাশ পাইলেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিত, এবং নানাপ্রকার উপদ্রবে দেবগণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

কেশীনামে এক দুর্জ্জয় দানব দেবভূমিতে আগমন করিয়া ত্রিদিব-ললামভূতা উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে চন্দ্রতনয় বুধের পুত্র অবাধগতি রাজর্ষি পুরূরবা সূর্য্যমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে যাইতেছিলেন। উর্ব্বশীর সহচরী অপ্সরাগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি রথের গতি ফিরাইলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের ক্রন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজার জিজ্ঞাসায় অপ্সরাগণ দানবগর্ব্বের উল্লেখ করিয়া উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! কুবেরভবন হইতে প্রত্যাগমনকালে তপোভয়ভীত ইন্দ্রের কোমলায়ুধরূপা রূপগর্ব্বিতা শ্রীগৌরীর প্রত্যাখ্যানস্বরূপিণী স্বর্গের অলঙ্কারসমা আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে কোন একটি দানব চিত্রলেখার সহিত বন্দী করিয়া লইয়া গেল।"

রাজা তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া সেই দৈত্যের ঈশানদিকে গমন শুনিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণের জন্য সারথিকে আদেশ দিলেন, এবং অপ্সরাগণ হেমকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিবেন জানিয়া তথায়

তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কথাও বলিলেন। সারথির দ্রুতবেগে রথসঞ্চালনে রাজার মনে হইতেছিল, যেন গরুড়ও তাঁহাদের অগ্রে গমন করিলে তাঁহাকেও ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন, ইন্দ্রশত্রু দৈত্যের ত কথাই নাই। ক্রমে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, মেঘরাশি চূর্ণ হইয়া ধূলির ন্যায় রথের অগ্রে নিপতিত হইতে লাগিল, চক্রের অরাবলী আপনাদিগকে অসংখ্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দিল, চামরসকল অশ্বশিরে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল, এবং ধ্বজাংশুক :প্রান্তভাগে হেলিয়া পড়িলেও বায়ুবেগে মধ্যস্থলে সমবস্থিত দৃষ্ট হইতে লাগিল।

পুরুরবা গমন করিলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ হেমকূট পর্ব্বতে তাঁহাদের অপেক্ষায় রহিলেন, এবং রাজর্ষি তাঁহাদের হৃদয়শল্য উদ্ধার করিতে পারিবেন কিনা, তাহাই বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলেন।

দানবেরা দুর্জ্জয় হইলেও দেবরাজ যুদ্ধকালে রাজর্ষি পুরুরবাকে পৃথিবী হইতে আনিয়া দেবতাদিগের জয়ের জন্য সেনামুখে নিযুক্ত করেন জানিয়া তাঁহারা ক্রমে আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন।

রাজা কেশী দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে উদ্ধার করিয়া স্বীয় রথে স্থাপন করিলেন এবং হেমকূটাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন অন্যান্য অপ্সরাগণ রাজার হরিণকেতন সোমদত্ত রথ দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং রাজা যে অকৃতকার্য্য হইয়া আসিতেছেন না, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। রাজাও উর্ব্বশী প্রভৃতিকে লইয়া ক্রমে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অসুরহস্তে লাঞ্ছিত হইয়া উর্ব্বশী অচৈতন্য হইয়া পড়েন। পুরুরবার উদ্ধারের পরও তাঁহার সম্পূর্ণরূপ চৈতন্যোদয় হয় নাই। চিত্রলেখা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

রাজাও তাহাতে যোগ দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুন্দরি, দৈত্য-

ভয় আর নাই। বজ্রধরের মহিমা ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। তাই বলিতেছি, নিশাবসানে নলিনীর পঙ্কজবিকাশের ন্যায় তোমার বিশাল লোচন উন্মীলন কর।”

চিত্রলেখা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশীর কিছুতেই চৈতন্ত হইতেছিল না, কেবল নিঃশ্বাসপতনে তাঁহাকে জীবিত বলিয়া জানা যাইতেছিল। উর্ব্বশী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন, তাঁহার বক্ষোবিলগ্ন মন্দারকুসুমমালা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে উঠিয়া পড়িয়া প্রবল হৃৎকম্প প্রকাশ করিতেছিল।

রাজা তাহা চিত্রলেখাকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন। চিত্রলেখা তখন উর্ব্বশীকে স্থির হইতে বলিয়া অপ্সরাজনের অনুচিতভাব পরিত্যাগ করিতে কহিলেন।

রাজাও দেখিতে লাগিলেন যে, তখনও পর্য্যন্ত উর্ব্বশীর কুসুমকোমল হৃদয় ভয়কম্প ত্যাগ করে নাই, তাঁহার বক্ষোবসন কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহাই জানাইতেছিল। ক্রমে উর্ব্বশীর চেতনাসঞ্চার হইল।

তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া রাজা চিত্রলেখাকে বলিতে লাগিলেন,—“চন্দ্রোদয়ে তমোমুক্তা রজনীর ন্যায়, ছিন্নধূমা নৈশ অগ্নিশিখার ন্যায়, তোমার প্রিয়সখী মোহমুক্ত হইয়া তটপতনপঙ্কিলা জাহ্নবীর স্বচ্ছতালাভের মত এক্ষণে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন।”

চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে আশ্বস্ত করিয়া রাজা কর্ত্তৃক দানবপরাজয়ের কথা বলিলেন।

উর্ব্বশী কিন্তু মনে করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁহাকে দানবহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রলেখা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহারাজ পুরুরবাই তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা।

এই সময় হইতে উর্ব্বশী ও পুরুরবার মধ্যে অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ

পাইল। উর্ব্বশী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"দানবেরা আমাকে হরণ করিয়া উপকারই করিয়াছে দেখিতেছি।"

রাজাও তাঁহার উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, নারায়ণ ঋষিকে প্রলোভন দেখাইতে গিয়া তাঁহারই ঊরুসম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেখিয়া অপ্সরাগণ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু নারায়ণ ঋষি কিরূপে এই রূপরাশি সৃজন করিলেন, সেই সন্দেহে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল।

রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সম্ভবতঃ কান্তিপ্রদ চন্দ্র, কিম্বা শৃঙ্গাররসিক মদন, অথবা কুসুমাকর বসন্ত। বেদাভ্যাসে জড়মতি ও বিষয়ভোগ হইতে বিনিবৃত্তকৌতূহল সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণ কদাচ এ রূপের সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন।"

তাঁহাদের এইরূপ অনুরাগবেগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রথবেগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উর্ব্বশীও সখীগণকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। তিনি চিত্রলেখাকে সখীরা কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'অভয়দাতা মহারাজ জানেন' বলিয়া চিত্রলেখা উত্তর দিলেন।

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—"তোমার জন্য তোমার সখীরাও দুঃখ পাইতেছেন এবং তাহা পাইবারই কথা বটে। কারণ, তুমি একবারমাত্র যাহার নয়নপথে পতিত হও, তোমার অদর্শনে সেও যখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, তখন তোমার চিরসঙ্গিনী প্রণয়সিক্তা সখীরা যে বিষণ্ণা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

উর্ব্বশী রাজার এই মধুর বচনকে চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন, এবং সখীদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ও ব্যাকুল হইতেছিল। ক্রমে তাঁহাদের রথ হেমকূটশিখরে উপস্থিত হইল।

রাজা অপ্সরাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ দেখ, সুতনু, তোমার সখীগণ হেমকূট পর্ব্বতে আসিয়া রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখখানি নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

শৈলশিখর হইতে উর্ব্বশী রাজার সহিত দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে সখীদিগের প্রতিও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুরা চিত্রলেখা তাহা লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। উভয়ের মধ্যে তাহা লইয়া ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল।

চিত্রলেখা বলিতেছিলেন,—"সখী, কি দেখিতেছ?"

উর্ব্বশী কহিলেন,—"সমদুঃখভাগীকে লোচন দিয়া পান করিতেছি।"

চিত্রলেখা 'কে সে' জিজ্ঞাসা করিলে, 'প্রণয়ীজন' বলিয়া উর্ব্বশী উত্তর দিলেন।

এ দিকে অন্যান্য সখীরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল উত্থিত করিলেন। চিত্রা ও বিশাখার সহিত চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর সঙ্গে রাজাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ রাজাকে দুর্জ্জয় দানবের নিকট হইতে অক্ষত শরীরে আসিতে দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজাদেশে সারথি শৈলশিখর হইতে রথ অবতারণ করিতে আরম্ভ করিলে, উর্ব্বশী রথকম্পনে রাজাকে আশ্রয় করিলেন।

রাজার তখন এই রথাবতরণকে সফল বলিয়াই বোধ হইল, এবং রথকম্পনে বিশালাক্ষী উর্ব্বশীর অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া তাঁহার শরীরে সঞ্জাত রোমাঞ্চকে তিনি মদনের রোপিত অঙ্কুর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে একটু সরিতে বলিলে, চিত্রলেখা 'পারিব না' বলিয়া উত্তর দিলেন। এদিকে তাঁহাদের সখীরাও তাঁহাদিগকে সম্ভাষণের জন্য অগ্রসর হইলেন।

রাজা তাহা দেখিয়া সারথিকে তথায় রথস্থাপন করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন,—“বসন্তলক্ষ্মীর সহিত লতাশ্রেণীর সম্মিলনের ন্যায় এইখানেই সমুৎসুকা সুনয়নার সঙ্গে তাঁহার উৎকণ্ঠিতা সখীদিগের মিলন ঘটিতে দাও।”

অপ্সরাগণ রাজার বিজয়কামনা করিলে রাজা তাঁহাদের সখীসমাগমে তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

উর্ব্বশী সখীদিগকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন। কারণ, তাঁহার আর তাঁহাদিগের দর্শনের আশা ছিল না। সখীরা উর্ব্বশীকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া রাজার কল্পশত পৃথিবী পালনের কামনা করিলেন।

সেই সময়ে আকাশপথে কাহার রথশব্দ শ্রুত হইল। অব্যবহিত পরেই কনকবলয়হস্ত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ তড়িজ্জড়িত জলদের ন্যায় শৈলাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

চিত্ররথ পুরুরবাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন,—“আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি বিক্রমমহিমায় মহেন্দ্রের উপকার সাধন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।”

রাজাও গন্ধর্ব্বরাজকে দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া পরস্পরের করস্পর্শ করিলেন।

চিত্ররথ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—“কেশী কর্তৃক উর্ব্বশীহরণের কথা দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়া দেবরাজ তাঁহার উদ্ধারের জন্য গন্ধর্ব্ব-সেনাকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু চারণদিগের মুখে আপনার জয়বার্ত্তা শুনিয়া আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে উর্ব্বশীকে লইয়া আপনি আমাদের সঙ্গে দেবরাজের নিকটে চলুন। বাস্তবিক আপনি তাঁহার মহোপকারই সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে নারায়ণ ঋষি ইঁহাকে

ইন্দ্রহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রিয়সুহৃদ্ আপনি আবার দৈত্যহস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার দান করিলেন।”

রাজা উত্তর করিলেন,—“দেবরাজের অনুগত লোক শত্রুকে পরাভব করিলে তাঁহারই পরাক্রম প্রকাশ পায়। দেখুন, ভূধরকন্দরোত্থিত সিংহের প্রতিধ্বনি হস্তিগণকে পরাজিত করিয়া থাকে।”

চিত্ররথ রাজার কথা শুনিয়া বলিলেন,—“এ কথা যথার্থই বটে, বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার।”

তাহার পর রাজা সে সময়ে ইন্দ্রের সহিত দেখা ঘটিবে না বলিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া যাইতে চিত্ররথকে অনুরোধ করিলেন। চিত্ররথ অপ্সরাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। গমনকালে উর্ব্বশী নিজে অশক্তা হইয়া চিত্রলেখার দ্বারা রাজাকে জানাইলেন যে, তিনি রাজার বিজয়-কীর্ত্তিকে প্রিয়সখীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া সুরলোকে গমন করিতেছেন।

রাজা পুনর্দ্দশনের অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের গমনের সম্মতি দিলেন।

যাইতে যাইতে উর্ব্বশীর বৈজয়ন্তিকা নামে একাবলী মালা লতাশাখায় জড়াইয়া যাওয়ায়, তিনি চিত্রলেখাকে তাহা ছাড়াইতে অনুরোধ করিলেন, এবং রাজাকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। রাজাও তাহা লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। চিত্রলেখা অত্যন্ত আঁটিয়া লাগায় হারমোচনে অক্ষম বলিয়া প্রথমে প্রকাশ করিলেন।

উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া মালাগাছি উন্মোচনের জন্য আবার বলিলেন।

‘কোনরূপে মোচন করিতেছি’ বলিয়া চিত্রলেখা তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। উর্ব্বশীও সহাস্যে চিত্রলেখাকে তাঁহার কথাগুলি স্মরণ রাখিতে বলিলেন।

রাজাও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“লতা ইহার গমনে ক্ষণমাত্র

বাধা দিয়াও আমার উপকার করিয়াছে। কারণ, অৰ্দ্ধমুখ পরিবর্ত্তনে ইহার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার আবার দর্শনগোচর হইল।"

সেই সময়ে সারথি রাজাকে নিবেদন করিল,—"দেবরাজের অপরাধকারী দৈত্যদিগকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া মহারাজের বায়ব্য অস্ত্র মহা-ভুজঙ্গের বিবরপ্রবেশের ন্যায় তূণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।"

তখন রাজা রথ আনিতে আদেশ দিলেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিলেন।

উৰ্ব্বশীও সস্পৃহনয়নে রাজাকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এই উপকারী জনকে আবার কি দেখিতে পাইব?"

রাজা উর্ব্বশীর পথের দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন,—"মদন দুর্লভ বস্তুরই অভিলাষ করিয়া থাকে। অপ্সরাবালা এক্ষণে মধ্যাকাশে গমন করিলেন। কিন্তু ভগ্ন মৃণালখণ্ডের অগ্র হইতে রাজহংসীর সূত্র আকর্ষণের ন্যায় আমার মনটিকে শরীর হইতে একেবারে টানিয়া লইয়া গেলেন।"

তাহার পর তাঁহার রথ ভূতলে অবতরণ করিতে লাগিল।

(২)

ভাগীরথীর শুভ্র সলিলে আপনার নীল সলিল ঢালিয়া দিয়া যেখানে কলনাদিনী যমুনা আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন, সেই পবিত্রসঙ্গম প্রয়াগের অপরতীরে প্রতিষ্ঠানপুর অবস্থিত। নগরের সৌধরাজি নদীসলিলে প্রতি-ফলিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছিল। রাজভবনের নিকট ইন্দ্র-নিকেতনও পরাজিত হইতেছিল। রাজা পুরূরবা আকাশপথ হইতে রাজ-ধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হৃদয় উর্ব্বশীর চিন্তায় বিভোর, প্রিয়-বয়স্য মানবক নামে বিদূষকের নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়া রাজা কিছু শান্তিলাভের অভিলাষ করিয়াছিলেন।

বিদূষক কিন্তু এ রহস্য প্রকাশ না করিয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি পরমান্ন পাইয়া যেমন জিহ্বা ধারণ করিতে পারে না, সর্ব্বদা লোকবেষ্টিত থাকায় রাজরহস্য সম্বন্ধে বিদূষকের জিহ্বারও সেই দশা ঘটিল। তাই তিনি নির্জ্জন দেবচ্ছন্দপ্রাসাদে বসিয়া হস্তে মুখরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী কাশীরাজপুত্রী রাজাকে সূর্য্যমণ্ডল হইতে আগমন অবধি উন্মনা দেখিয়া, রহস্যভেদের জন্য সহচরী নিপুণিকাকে বিদূষকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নিপুণিকা আসিয়া দেখিল, বিদূষক একটি চিত্রিত বানরের ন্যায় বসিয়া আছেন। সে জানিত, বিদূষক অনেকক্ষণ রহস্য গোপন রাখিতে পারিবেন না, তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরের ন্যায় তাঁহার জিহ্বাগ্রে এ রহস্য অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবে না।

নিপুণিকাকে দেখিয়া রাজরহস্যটি বিদূষকের হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হওয়ার উপক্রম করিল।

পরস্পর সম্ভাষণের পর নিপুণিকা কৌশল করিয়া মানবককে বলিল যে, রাণী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার দুঃখের সময় বিদূষক কোন সংবাদ লন না।

রাজা মহিষীর কোন প্রতিকূল আচরণ করিয়াছেন কিনা মানবক জিজ্ঞাসা করিলে, সহচরী বলিতে লাগিল যে, যে রমণীটির জন্য মহারাজ উৎকণ্ঠিত, তাহার নাম ধরিয়া তিনি মহিষীকে ডাকিয়াছিলেন।

বিদূষক বুঝিয়া লইলেন, রাজা নিজেই রহস্য ভঙ্গ করিয়াছেন। তখন তিনি উর্ব্বশীসংক্রান্ত সমস্ত কথা সহচরীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং রাজাকে মৃগতৃষ্ণিকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন জানাইলেন, তবে রাণীর মুখকমল দেখিলে রাজা নিবৃত্ত হইতে পারেন, ইহাও বলিলেন।

নিপুণিকা রহস্য ভেদ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কাশীরাজপুত্রীর নিকট গমন করিল।

সেই সময়ে রাজাকে ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত দেখিয়া বৈতালিকেরা জয়ধ্বনি করিয়া কহিল,—"দেব! তোমার ও তপনের উদাম তুল্যরূপই বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যালোকে ও সূর্য্যদর্শনে যেমন লোকান্তের অন্ধকার ও লোকসকলের পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেইরূপ তোমার আলোকনে ও তোমার দর্শনে প্রজাগণের পাপান্ধকারও বিনষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্য মধ্যাহ্ন-কালে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করেন, তুমিও দিবসের ষষ্ঠভাগে বিশ্রাম করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া থাক"।

রাজকার্য্য সমাধার পর রাজা বয়স্য মানবকের সঙ্গে প্রমদবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মদনের অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহার হৃদয়ে যে পথসৃষ্টি হয়, দর্শনমাত্রেই সুরলোকসুন্দরী উর্ব্বশী সেই পথ দিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। কাজেই এক্ষণে রাজার হৃদয় ভারাক্রান্ত। সে ভার ক্রমে গুরু ব্যতীত কিছুতেই লঘু হইতেছে না দেখিয়া, প্রমদবনে বয়স্যের সহিত আলাপনে রাজা তাহার লাঘবেরই চেষ্টা করিতেছিলেন।

এদিকে বিদূষক মহিষীর কষ্টের কথাও বলিতে লাগিলেন। রাজা উর্ব্বশীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিদূষক রহস্য গোপন রাখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিদূষক নিপুণিকা কর্ত্তৃক প্রতারিত হওয়া বুঝিতে পারিয়া সে কথা প্রকাশ না করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি এরূপ সাবধান যে, রাজার নিকটও সে সম্বন্ধের কোন তথ্য বলিতে অনিচ্ছুক।

তাহার পর রাজা কিরূপে চিত্তবিনোদন করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে, মানবক পাকশালায় যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন, এবং তথায় পাঁচপ্রকার

আহারের আয়োজন দেখিয়া যে উৎকণ্ঠা দূর হইবে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা কহিলেন,—"সেখানে তোমার অভিলষিত বস্তু দেখিয়া তুমি তৃপ্তি লাভ করিতে পার বটে, কিন্তু দুর্লভ বস্তুর প্রার্থী আমার আত্মাটিকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিব?"

মানবক বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি যখন একবার উর্ব্বশীর দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ, তখন তাহাকে দুর্লভ বলা যায় না।"

রাজা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তাঁহাতে স্বরূপের পক্ষপাত থাকিলেও সে পক্ষপাতটিও অলৌকিক।"

বিদূষক কৌতূহলসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয়, তিনি কি সেইরূপ স্বরূপে অদ্বিতীয়া" ?

রাজা উত্তর দিলেন,—"তাঁহার প্রতি অবয়বের বর্ণনা করা কঠিন। তবে এক কথায় বলিতেছি যে, তাঁহার তনুখানি যেন অলঙ্কারের অলঙ্কার-স্বরূপ, বেশভূষারও বেশভূষাবিশেষ, এবং উপমানেরও প্রত্যুপমান।"

মানবক তাহা শুনিয়া কহিলেন,—"এইজন্য বুঝি তুমি দিব্যরসাভিলাষী হইয়া চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?"

রাজা উৎকণ্ঠিত জনের বিজন প্রদেশেই আশ্রয়স্থল জানিয়া প্রমদ-বনের দিকে যাইতে ইচ্ছা করিলে, বিদূষক তাঁহাকে লইয়া চলিলেন, এবং দক্ষিণ বাতাসে তাহার সীমামধ্যে প্রবেশ করা বুঝিতে পারিয়া রাজাকেও তাহা জানাইলেন।

রাজা কহিলেন,—"আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কারণ, দক্ষিণা-নিল বাসন্তী শোভাকে সিক্ত করিয়া ও কুন্দলতাকে নাচাইয়া অনুরাগীর ন্যায় স্নেহ ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে।"

মানবক বলিয়া উঠিলেন,—"ইহারও তোমার মত ভাব দেখিতেছি।"

তাহার পর উভয়ে প্রমদবনে প্রবেশ করিলে, রাজা একটু চকিত হইয়া বলিলেন,—"বয়স্য, মনে ভাবিয়াছিলাম, প্রমদবনে প্রবেশ করিলে আমার কষ্ট দূর হইবে; কিন্তু এক্ষণে যে তাহার বিপরীতই বোধ হইতেছে। দুঃখশান্তির জন্য ইহাতে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে আমি স্রোতো-বেগে চালিত ব্যক্তির ন্যায় প্রতিকূল দিকেই সাঁতার দিতেছি।"

তাহার পর তিনি তাহা বিশদ ভাবেই বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, পঞ্চবাণ দুর্লভ বস্তুর আশায় দুর্নিবার চিত্তকে প্রথম হইতেই উৎকণ্ঠিত করিতেছে। এখন আবার মলয়পবনস্পর্শে স্খলিতপাণ্ডুপত্র সহকারের নবীন অঙ্কুরোদ্গম আরও বিচলিত করিয়া তুলিল।"

মানবক তাঁহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—"কামদেব শীঘ্রই তোমার সহায় হইবেন"।

'ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য' বলিয়া রাজা উত্তর দিলেন।

বিদূষক রাজাকে প্রমদবনের শোভা লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা বলিলেন,—"সর্ব্বত্রই তাহা দেখিতে পাইতেছি। কুরুবকপুষ্পের অগ্রভাগে স্ত্রীনখের ন্যায় পাটলবর্ণ ও পার্শ্বদ্বয়ে শ্যামলবর্ণ দেখা যাইতেছে। বিকা-শোন্মুখ বালাশোককুসুম চারু রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। নবীনা চূতমঞ্জরীতে রজঃকণা ঈষবদ্ধ হওয়ায় তাহার অগ্রভাগ কপিশ বর্ণ দেখাই-তেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, বসন্ত-শোভা কিশোর ও যৌবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।"

মানবক একটি কৃষ্ণমণিশিলামণ্ডিত, ভ্রমরগুঞ্জিত, কুসুমপরিশোভিত মাধবীমণ্ডপে রাজাকে উপবেশন করিতে বলিলে, উভয়ে তথায় উপবেশন করিলেন।

তখন মানবক আবার রাজাকে বলিলেন,—"এক্ষণে এই ললিত লতার শোভা দেখিয়া উর্ব্বশীর চিন্তাটি দূর করার চেষ্টা কর।"

রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কুসুমরাশিতে বিভূষিত ও শাখারাজিতে আনমিত হইলেও আমার দুর্ল্লিত চক্ষুটি সেই সুরলোকসুন্দরীকে দর্শনাবধি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয়, তাহারই উপায় চিন্তা কর।"

বিদূষক উত্তর করিলেন,—"বজ্র যেমন অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের সচিব, আমিও সেইরূপ উর্ব্বশীতে আসক্ত তোমার অমাত্য, আমরা উভয়েই উন্মত্তপ্রায়। আচ্ছা, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেখি, কিন্তু তুমি বিলাপ করিয়া যেন আমার ধ্যান ভঙ্গ করিও না।"

অতঃপর মানবক সমাধিস্থ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সে পূর্ণেন্দুমুখী ও দুর্ল্লভ, তাঁহার প্রতি অনুরাগপ্রকাশও বৃথা। তবুও যেন ইষ্টসিদ্ধি ফলোন্মুখী ভাবিয়া মন শান্তভাব ধারণ করিতেছে।"

রাজা বয়স্তের সহিত যে সময়ে এইরূপ আলাপনে রত, সেই সময়ে উর্ব্বশীও অনুরাগবলে চালিত হইয়া আকাশপথ অবলম্বনে রাজসকাশে ধাবিত হইতেছিলেন। চিত্রলেখা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া, উর্ব্বশী অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথায় যাইতেছেন, তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। উর্ব্বশী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, হেমকূটশিখরে লতাশাখায় যখন তাঁহার একাবলী মালা জড়াইয়া যায়, চিত্রলেখা তাহা মোচন করিতে গিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা আঁটিয়া লাগিয়াছে।' চিত্রলেখা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, উর্ব্বশী রাজা পুরুরবার দর্শনেই যাইতেছেন, এবং উর্ব্বশীও আপনার সেই নির্লজ্জ প্রযত্নের কথাও ব্যক্ত করিলেন।

চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে এ বিষয়ের অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতেও একবার

অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, উর্ব্বশী আপনার হৃদয়কে অগ্রে পাঠাইয়া এক্ষণে মদনাজ্ঞায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন, তখন চিত্রলেখা আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাঁহার সহিতই প্রতিষ্ঠানপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেবগুরু বৃহস্পতির অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী বিদ্যার উপদেশে অসুরেরা যে এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন। এক্ষণে সখীদ্বয় তাহার প্রয়োগ স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। অচিরকালমধ্যে প্রতিষ্ঠানপুর তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইল। তথায় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, রাজধানীর মুকুট-স্বরূপ রাজভবনটি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের পুণ্যসলিলে নিজ ছবি নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন স্বর্গ তথায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

অবশেষে তাঁহারা নন্দনকাননসম প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনুরাগক্ষীণ রাজাকে দেখিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে বলিলেন,—"দেখ, প্রথ-মোদিত চন্দ্রের কৌমুদীর অপেক্ষার ন্যায় মহারাজ তোমারই আশায় বসিয়া আছেন।"

উর্ব্বশীর নিকট রাজা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রিয়দর্শন বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে অপ্সরাদ্বয় তিরস্করণীবিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন-ভাবে তথায় অবস্থিতি করিয়া রাজা ও বিদূষকের আলাপন শুনিতে লাগিলেন।

সমাধিভঙ্গের পর বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার দুর্লভ প্রণয়িনীর সমাগমোপায় স্থির করিয়াছি।"

সে কথায় উর্ব্বশী বলিতে লাগিলেন,—"আহা! কোন্ ধন্যা রমণী না জানি, ইহার অন্বেষণে আপনাকে সুখী করিতেছে।"

চিত্রলেখা ধ্যানযোগে তাহা জানিতে বলিলে, উর্ব্বশী সহসা জানিবার সাহস করিলেন না।

বিদূষক আবার রাজাকে তাঁহার উপায় স্থির করার কথা বলিলে, রাজা তাহা জানিতে চাহিলেন। তখন মানবক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"নিদ্রার সেবা করিলে স্বপ্নে তাঁহার সহিত মিলন ঘটিতে পারে, অথবা চিত্রফলকে উর্ব্বশীর ছবিখানি অঙ্কিত করিয়া তাহার দর্শনে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা কর।"

মানবকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী আপনার দুর্ব্বল হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

রাজা উত্তর দিলেন,—"ইহার কোনটি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, মদনশরে যাহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিকট কি কখনও নিদ্রা সমাগত হইয়া স্বপ্নে প্রিয়তমার মিলন ঘটাইয়া দেয়? অথবা আলেখ্যে তাঁহার ছবি সন্নিবেশ করিয়া আমার নয়ন কি অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না?"

চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে সে কথা শুনিতে বলিলে, উর্ব্বশী তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই।

তখন মানবক 'এই পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধির দৌড়' বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"তিনি ত আমার এই দুঃসহ মনোবেদনা বুঝিতে পারিতেছেন না। অথবা দৈবী শক্তি প্রভাবে জানিয়াও আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন। যাক্ সে কথা, মদন এক্ষণে আমার মিলনাশাও নিষ্ফল করিয়া কৃতার্থ হউক।"

চিত্রলেখাও উর্ব্বশীকে তাহা শুনিতে বলিলে, রাজা তাহাকে ঐরূপ মনে করিতেছেন জানিয়া উর্ব্বশী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সহসা রাজার সম্মুখেও যাইতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি চিত্রলেখার মত লইয়া ভূর্জ্জপত্রে নিজ মনোভাব লিখিয়া নিক্ষেপ করিলেন

রাজা ও বিদূষকের সম্মুখে ঐ ভূর্জ্জপত্রখানি পতিত হওয়ায়, বিদূষক প্রথমে সর্পত্বক্‌ভ্রমে চমকিয়া উঠেন। রাজা তাঁহাকে ভূর্জ্জপত্রে লেখা পত্র বলিয়া বুঝাইয়া দিলে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তবে উর্ব্বশী অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমার বিলাপ শুনিয়া থাকিবেন, এবং আপন অনুরাগ জানাইয়া এই পত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন;"

রাজা 'মনোরথের অগতি নাই', বলিয়া পত্রখানি তুলিয়া লইলেন এবং বয়স্যের অনুমান যথার্থ ই বলিয়া বিদূষককে তাহা জানাইলেন।

অনন্তর বিদূষক পত্রখানি পড়িতে বলিলে, উর্ব্বশী তাঁহাকে রসিক পুরুষ বলিয়া সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—"স্বামিন্! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত। তোমার মনোব্যথা আমি জ্ঞাত নহি বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ, তাহাই প্রকৃত। এখন পারিজাতশয্যায় শয়ন করিয়া আমার শরীরে সুখকর নন্দনসমীর অগ্নিসম বলিয়াই বোধ হইবে।"

ইহার পর রাজা কি বলেন, উর্ব্বশী তাহা জানিতে চাহিলে, চিত্রলেখা রাজার ম্লান কমলনালের ন্যায় অঙ্গেই তাহা জানা যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

এদিকে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"ভাগ্যে এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ এটিকে স্বস্তিবাচনিকের ন্যায় পাইয়াছিল, তাই ত তুমি আশ্বস্ত হইলে।"

রাজা বলিলেন,—"তুমি আশ্বস্ত হওয়ার কথা কি বলিতেছ? তুল্যানুরাগিণী প্রিয়তমার ললিত রচনা দেখিয়া আমার উৎপক্ষ্মল আনন সেই মদিরেক্ষণার আননের সহিত মিলিত বলিয়াই বোধ করিতেছি।"

রাজার এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশী উভয়ের মনোভাব সমানই বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাজার হস্ত স্বেদসিক্ত হওয়ায় তিনি পত্রখানি বিদূষকের হস্তে প্রদান করিয়া সযত্নে রাখিতে বলিলেন।

তাহাতে মানবক বলিলেন,—"তবে কি উর্ব্বশী তোমার মনোরথতরুতে ফুল ফুটাইয়া শেষে কি ফলে বঞ্চিত করিবেন?"

রাজার ব্যাকুলতা দেখিয়া উর্ব্বশীও অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি ধৈর্য্য ধারণের নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার ইচ্ছা করিয়া, অগ্রে চিত্রলেখাকেই রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজ অভিপ্রায় জানাইতে বলিলেন।

চিত্রলেখা রাজার জয় উচ্চারণ করিতে করিতে প্রকাশিত হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"পূর্ব্বে গঙ্গাযমুনার মত তোমাদের দু'জনকে দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সখীবিরহিতা তোমার দর্শনে আর সে আনন্দ ঘটিল না"।

চিত্রলেখা উত্তর দিলেন,—"অগ্রে মেঘরাজি দেখা দেয়, পরে বিদ্যুল্লতার প্রকাশ হইয়া থাকে।"

বিদূষক প্রথমে চিত্রলেখাকেই উর্ব্বশী মনে করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার সহচরী বলিয়া বুঝিতে পারেন। রাজা চিত্রলেখাকে বসিতে বলিলে, চিত্রলেখা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"উর্ব্বশী অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছেন।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা বলিলেন,—"তিনি কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

তখন চিত্রলেখা বলিতে লাগিলেন,—"আপনি দানবহস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার দর্শনাবধি পঞ্চবাণের পীড়নে কাতর হইয়া তিনি আবার আপনারই দয়ার ভিখারিণী হইয়াছেন।"

চিত্রলেখার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি কি কেবল সেই প্রিয়দর্শনাকেই উৎকণ্ঠিত দেখিতেছ? আমার ব্যথা কি জানিতে পারি-

তেছ না? দু'জনেরই যখন তুল্যানুরাগ বুঝিতেছ, তখন চন্দ্রবিম্বে কৌমুদীর মিলনের ন্যায় আমার নিকট তাঁহাকে আনিয়া দাও।"

চিত্রলেখা রাজার কথায় কিছু কাতর হইলেন, এবং উর্ব্বশীর নিকট আসিয়া কহিলেন,—"মদনের অত্যাচার দেখিয়া এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়তমের দূতীস্বরূপে আসিয়াছি।"

উর্ব্বশী তখন প্রচ্ছন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি অত্যন্ত অস্থিরা। নিকটে আসিতে না আসিতেই আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ?"

চিত্রলেখা উত্তর দিলেন,—"কে কাহাকে পরিত্যাগ করে, এখনই বুঝা যাইবে। এক্ষণে আকার ধারণ কর।"—উর্ব্বশী সভয়ে অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলেন।

রাজা তাঁহার হস্ত ধরিয়া উপবেশন করাইয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বে যে জয়শব্দে দেবরাজের নাম ধ্বনিত হইত, এক্ষণে তাহা আমাতে আগত হওয়ায় আমারই জয় লাভ হইল।"

উর্ব্বশী মানবককে সম্ভাষণ না করায়, তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তোমাদের রাজ্যের এ কেমন রীতি যে, প্রিয়বয়স্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা হয় না!"

উর্ব্বশী সস্মিতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলে, মানবক 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই সময়ে দেবদূত চিত্রলেখাকে জানাইল যে, দেবরাজ 'লোকপাল'-গণের সহিত ভরতমুনি কর্ত্তৃক অপ্সরাদিগকে প্রদত্ত অষ্টরসাশ্রয় লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্র উর্ব্বশীকে লইয়া চলিয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া সকলেই যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশী কিছু বলিতে না পারায়, চিত্রলেখা রাজাকে বলিলেন,—"উর্ব্বশী পরাধীনা; পাছে তিনি দেবরাজের নিকট অপরাধিনী হন, সে জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন।"

রাজাও অতিকষ্টে "দেবরাজের আদেশে বাধা দিতে চাহি না, তবে আমাকে যেন স্মরণ থাকে" এই মাত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

তাহার পর রাজা বিচলিত হইয়া উঠিলে, মানবক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ভূর্জ্জপত্রের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। মানবক উর্ব্বশীকে দেখিতে দেখিতে এরূপ বিস্মিত হইয়া পড়েন যে, কোন্ সময় পত্রখানি পড়িয়া যায়, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। মানবক কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, রাজা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, মানবক বলিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রতি উর্ব্বশীর সুদৃঢ় অনুরাগ কখনও শিথিল হইবে না। তাহাই বলিতেছি।"

রাজাও কিছু আশ্বস্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—"আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। বিদায়কালে তিনি যেন তাঁহার পরবশ শরীরের স্ববশ হৃদয়-টিকে বক্ষঃস্থলে কম্পিত নিঃশ্বাস দ্বারা আমাকে অর্পণ করিয়া গেলেন।"

কোন্ সময়ে রাজা ভূর্জ্জপত্রখানি চাহিয়া বসেন, এই ভয়ে বিদুষকের হৃদয় কম্পিত হইতেছিল, এমন সময়ে রাজা সান্ত্বনালাভের জন্য পত্রখানি চাহিলে, বিদুষক বলিলেন,—"সে দিব্য ভূর্জ্জপত্রখানি উর্ব্বশীর সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে।"

রাজা সেই মূর্খের অনবধানতার জন্য কোপ প্রকাশ করিলেন। বিদূষক তখন এ দিক্ ওদিক্ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দক্ষিণ বাতাসে কি উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন।

রাজা তখন দক্ষিণ বাতাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সৌগন্ধের জন্ম তুমি লতিকার সুরভি রেণু হরণ করিয়া থাক। আমার প্রিয়ার স্বহস্তলিখিত পত্রে তোমার প্রয়োজন কি? অনুরাগী জনেরা চিত্তবিনোদনের এইরূপ শত শত উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু, কৈ, তাহারা ত তোমার দ্বারা পীড়িত হয় না।"

বিদূষক সেই সময়ে ভূর্জ্জপত্রভ্রমে একটি মলিন ময়ূরপুচ্ছের প্রতি ধাবিত হইতেছিলেন।

নিপুণিকা মানবকের নিকট হইতে উর্ব্বশীরহস্য জ্ঞাত হইয়া এবং তাঁহাকে ও রাজাকে লতামণ্ডপে উপবেশন করিতে দেখিয়া, কাশীরাজপুত্রী মহিষী ঔশীনরীর নিকট উপস্থিত হয়। রাজ্ঞী সমস্ত কথা শুনিয়া নিপুণিকাকে লইয়া প্রমদবনের দিকে ধাবিত হন। তিনি যে রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। রাজ্ঞীরা যে সময়ে লতামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হন, সেই সময়ে ভূর্জ্জপত্রখানি বাতাসে উড়িতে উড়িতে তাঁহাদের নিকটে আইসে, এবং মহিষীর নূপুরে লাগিবার উপক্রম হয়। মহিষীর আদেশে নিপুণিকা পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া রাণীকে পড়িয়া শুনাইলে, রাজ্ঞী পত্রখানি লইয়া লতামণ্ডপে প্রবেশ করেন। পত্রখানি না পাওয়াতে রাজা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহিষী উপস্থিত হইয়া পত্রখানি দেখাইলেন।

রাজা রাণীকে দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, ও তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। রাণী কিন্তু উত্তর দিলেন,—"আমি এক্ষণে তোমার নিকট দুরাগত হইয়াছি।"

নিরুপায় হইয়া রাজা মানবককে প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"বমালসহ চোর ধরা পড়িয়াছে, এক্ষণে আর উত্তর কি?"

রাজা তাঁহার পরিহাসে অসন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা ওপত্রখানি খুঁজেন নাই। একখানি মন্ত্রপত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন।

মহিষী কিন্তু পূর্ব্বেই সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তাই তিনি উত্তর করিলেন,—"নিজের সৌভাগ্য গোপন করাই উচিত বটে।"

বিদূষক রাণীকে বলিলেন,—"সত্বর বয়স্যের একটু ভাল রকমের আহারের ব্যবস্থা করুন, পিত্তোপশম হইলেই তিনি সুস্থ হইবেন।"

"সে কথায় রাণী নিপুণিকাকে কহিলেন,—"নিপুণিকে, ব্রাহ্মণ বয়স্যের আশ্বাসের ভালই ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

মানবক আবার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই দেখিবেন, বিচিত্র ভোজনে বয়স্য আশ্বস্ত হইবেন।"

বিদূষকের কথায় রাজা অপরাধী হন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিলে, মহিষী বলিতে লাগিলেন,—"তুমি অপরাধী নহ, আমিই অপরাধিনী। কারণ, আমি প্রতিকূলদর্শনা হইয়া তোমার সম্মুখে রহিয়াছি, এক্ষণে এখান হইতে যাইতেছি।"

অনন্তর মহিষী অভিমানভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার দোষ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর। প্রভু কুপিত হইলে সেবক নিরপরাধ হইলেও তাহারই দোষ বলিতে হইবে।"

রাণী লঘুহৃদয়ার ন্যায় তাঁহার অনুনয় গ্রাহ্য না করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কিন্তু অভিমান ও অনুতাপ উভয়েরই দ্বারা অভিভূত হইতেছিল।

বিদূষক রাজাকে উঠিতে বলিয়া কহিলেন,—"দেখিতেছি, রাণী বর্ষাকালের নদীর ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সেটা অসঙ্গত নয়। কারণ, অনুরাগশূন্য প্রিয়-জনের অনুনয়পূর্ণ মিষ্টবচন কখনও রমণীদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। মণিবেত্তারা কদাচ মণির কৃত্রিম রাগে সন্তোষ লাভ করিতে পারে না।"

বিদূষক উত্তর করিলেন,—"তোমার পক্ষে ভালই হইল। চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে কখনও দীপশিখা সহ্য হয় না।"

বিদূষকের কথা রাজার রুচিকর হইল না। তিনি উর্ব্বশীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও মহিষীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু রাণী তাঁহার প্রণিপাতেও উপেক্ষা করায়, রাজার আর তাঁহার অভিমানভঙ্গের ইচ্ছা হইল না। তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

রাজা ধৈর্য্যাবলম্বনের ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নসময় উপস্থিত হওয়ায়, জঠরাগ্নির দহনে মানবক কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাজাকে বলিলেন,—"তোমার ধৈর্য্য থাক্, এক্ষণে আমার জীবন-রক্ষার উপায় কি? স্নানাহারের সময় কি হয় নাই?"

রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই মধ্যাহ্ন উপস্থিত; কারণ, তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, গ্রীষ্মপীড়িত ময়ূরেরা তরুতলের শীতল আলবালে বসিয়া রহিয়াছে, ভ্রমরসকল কর্ণিকারকোরক ভেদ করিয়া তন্মধ্যে শয়ন করিতেছে, তপ্ত বারি পরিত্যাগ করিয়া কারণ্ডবগণ তীরলগ্ন নলিনীর আশ্রয় লইতেছে, এবং ক্রীড়াগৃহে পিঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত হইয়া জল চাহিতেছে।

(৩)

স্বর্গে আজ মহানন্দ, সরস্বতীকৃত 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নামক নাটকের অভি-নয়ের জন্য ভরতমুনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দেবরাজ লোকপালগণের সঙ্গে অভিনয়দর্শনে সমুৎসুক, কাজেই মুনিপ্রবরকে তাহার জন্য

বিশেষরূপই আয়োজন করিতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি অপ্সরাদিগকে তাহার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ও মেনকা বারুণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেবসভার মনোরঞ্জনের জন্য মুনিবরের আদেশে অভিনয় আরম্ভ হইল, উর্ব্বশী তন্ময় হইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন। দেবতারা অভিনয়দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইতেছিলেন। কিন্তু উর্ব্বশীর হৃদয়ে যে পুরুরবার ছবি জাগিতেছিল, তিনি তাহা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। বারুণী যখন লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সমাগত ত্রৈলোক্যের পুরুষগণ ও সকেশব লোকপালদিগের মধ্যে কাহাকে তুমি চিত্ত সমর্পণ করিতেছ? লক্ষ্মী তখন পুরুষোত্তমকে বলিতে পুরুরবাকে বলিয়া উঠিলেন।

বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যে ভবিতব্যতার অনুসরণ করে, ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইল।

অভিনয়ের চারুতা ভঙ্গ হইল দেখিয়া ভরতমুনি উর্ব্বশীকে শাপপ্রদান করিয়া কহিলেন যে, স্বর্গে তোমার স্থান হইবে না। উর্ব্বশী তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া গেলেন।

দেবরাজ উর্ব্বশীর মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"রাজর্ষি পুরুরবা যুদ্ধে আমার যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কিছু উপকার করা উচিত। তুমি যখন তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী, তখন তোমাদের সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত রাজর্ষির নিকট অবস্থান করিতে পার।"

ইন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া উর্ব্বশী শাপে বর হইল মনে করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চিত্রলেখার সহিত প্রতিষ্ঠানপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজার অনুনয়, বিনয় ও প্রণিপাত অগ্রাহ্য করিয়া দেবী ঔশীনরী

কিছু অনুতপ্তা হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রিয়প্রসাদন নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যত্নবতী হইলেন। রাণী ব্রত আরম্ভ করিয়া কঞ্চুকীকে দিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজের সন্ধ্যা ও উপাসনাদি শেষ হইলে, তিনি তাঁহার সহিত মণিপ্রাসাদের ছাদে বসিয়া চন্দ্ররোহিণীর সংযোগ দর্শন করিবেন। কঞ্চুকী রাজাকে সে কথা বলিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, এবং নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"সকলেই যুবা বয়সে অর্থের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং পরিশেষে পুত্রের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের কিন্তু এই সেবা দিন দিন বিশ্রামাবস্থানকে নষ্ট করিয়া কারাতুল্য হইয়া উঠিতেছে। অন্তঃপুররক্ষা যে কষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সেই সময়ে সন্ধ্যা সমাগত হইল। কঞ্চুকী দেখিতে লাগিলেন যে, নিদ্রালস ময়ূরেরা বাসযষ্টিতে খোদিতের ন্যায় বসিয়া আছে। গবাক্ষনিঃসৃত ধূপধূমরাশি শিরোহর্ম্যস্থিত পারাবত বলিয়া সন্দেহ জন্মাইতেছে। আবার পূত অন্তঃপুরবাসিনীরা পূজাপুষ্পশোভিত স্থানসকলে সন্ধ্যামঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়া স্থাপন করিতেছে।

তৎকালে রাজা দীপহস্তা পরিচারিকাগণে বেষ্টিত হইয়া কর্ণিকারশোভিত গতিমান্ গিরির ন্যায় বয়স্যের সহিত সেই দিকে আসিতেছিলেন। রাজা মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন,—"কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিয়া অতি কষ্টে দিনটি কাটিয়া গেল, এক্ষণে উৎকণ্ঠায় দীর্ঘতর রাত্রি কেমন করিয়া কাটাইব।"

রাজাকে সমাগত দেখিয়া কঞ্চুকী তাঁহাকে মহিষীর অভিপ্রায় জানাইলেন, রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন দুই বয়স্যের মধ্যে রাণীর ভাবপরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল।

রাজা বলিতেছিলেন,—"বয়স্য, মহিষী সত্য সত্যই কি ব্রতের জন্য এই আয়োজন করিতেছেন ?"

মানবক উত্তর করিলেন,—"মহিষী এক্ষণে অনুতপ্তা হইয়া ব্রতচ্ছলে তোমাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতেছেন।"

রাজাও 'তাহাই যথার্থ' বলিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মনস্বিনী ললনাগণ স্বামীর অনুনয়বিনয় অগ্রাহ্য ও প্রণিপাত অবজ্ঞা করিয়া শেষে অনুতপ্তাই হন, এবং গোপনে লজ্জিত হইতে থাকেন।"

তাহার পর তাঁহারা গঙ্গাতরঙ্গশীতল স্ফটিকসোপানাবলি অতিক্রম করিয়া মণিপ্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে চন্দ্রোদয় হইতেছিল, এবং পূর্ব্বদিক্‌ও আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, চন্দ্রকরে তমোরাশি দূরে অপসারিত হইয়া গেল; তাহাতে বোধ হইল যেন, ইন্দ্রদেব প্রাচীদিগ্বধূর মুখমণ্ডল হইতে অলকগুচ্ছ সরাইয়া লইলেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"চন্দ্র যেন খাঁড়ের নাড়ুটির মত উদিত হইলেন।"

রাজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন,—"পেটুকেরা সর্ব্বত্রই আপনাদের আহার্য্য দেখিতে পায়।"

তাহার পর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া চন্দ্রদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি সাধুদিগের ক্রিয়ার জন্য রবিদেহে প্রবেশ কর, সুধাদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিয়া থাক, তোমা কর্তৃক নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, এবং মহাদেবের শিরে তুমি অবস্থান কর। তাই তোমাকে প্রণাম করিতেছি।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার পিতামহ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া আদেশ করিতেছেন যে, তুমি উপবেশন কর, তাহা হইলে আমিও বসিতে পারি।"

তাহার পর রাজা পরিচারিকাগণকে বিদায় দিয়া বিদূষকের অনুরোধে তথায় উপবেশন করিলেন, এবং মহিষীর আগমনের পূর্ব্বে মানবকের সঙ্গে উর্ব্বশীর কথা আলাপ করিতে লাগিলেন।

মানবক উর্ব্বশীর দর্শনলাভ না ঘটিলেও তাঁহার অনুরাগের জন্য রাজাকে আশা-বন্ধনে প্রাণটিকে বাঁধিতে বলিলে, রাজা বলিলেন,—"তাহাতে উদ্বেগের নিবৃত্তি হয় কৈ? শিলায় প্রতিহত নদীবেগ যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ আমার অনুরাগ মিলনসুখে বাধা পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে।"

বিদূষক রাজার ক্ষীণাঙ্গশোভার জন্য শীঘ্রই তাঁহাদের মিলন ঘটিবে বলিয়া আশা দিলে, তাঁহার আশ্বাসবাক্যে রাজার গুরু ব্যথা একটু লঘু বলিয়া মনে হইতেছিল।

সহসা রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়ায়, তিনি উর্ব্বশীর সহিত মিলনের আশা করিতে লাগিলেন। রাজা সে কথা বিদূষককে বলিলে, মানবক উত্তর করিলেন,—"ব্রাহ্মণবাক্যের কখনও অন্যথা হয় না।"

সেই সময়ে উর্ব্বশী মুক্তাভরণভূষিতা ও নীলাংশুকপরিহিতা হইয়া চিত্রলেখার সহিত সেই দিকে আসিতেছিলেন। উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে তাঁহার বেশটি কেমন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, —"তোমার বেশের কথা আর কি বলিব? আমি কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কেবল ভাবিতেছি, যদি আমি পুরূরবা হইতাম।"

বিলম্ব অসহ্য হওয়ায় উর্ব্বশী হয় তাঁহার প্রিয়তমকে নিজের নিকট আনিতে, না হয় আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে চিত্রলেখাকে বলিলেন। চিত্রলেখা দেখাইলেন যে, তাঁহারা যামিনীযমুনায় প্রতিবিম্বিত কৈলাসশিখরের ন্যায় রাজভবনে উপনীত হইয়াছেন।

তখন উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে প্রভাববলে তাঁহার মনচোর কোথায়

আছেন ও কি করিতেছেন দেখিতে বলিলে, চিত্রলেখা তাঁহার সহিত কৌতুক করার ইচ্ছায় বলিলেন,—"দেখিলাম, তিনি বিশ্রামের অবকাশে মনোরথলব্ধ প্রিয়সমাগমসুখ অনুভব করিতেছেন।"

উর্ব্বশী উত্তর করিলেন,—"তুমি দূর হও। আমার হৃদয় কিছুতেই উহা প্রত্যয় করিতেছে না, তুমি মনে মনে কি একটা কল্পনা করিতেছ. প্রিয়সমাগমের পূর্ব্বেই তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন।"

তখন চিত্রলেখা মণিহর্ম্ম্যপ্রাসাদে বয়স্যের সহিত আলাপনে রত রাজাকে দেখাইয়া দিলেন।

রাজা বলিতেছিলেন,—"রাত্রি সমাগত হওয়ায় উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

সেই অস্পষ্ট কথায় উর্ব্বশীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সংশয় ছেদ করিবার জন্য তখন দুই সখীতে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন।

রাজার কথায় মানবক অমৃতময় চাঁদের কিরণে উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইবে জানাইলে, রাজা বলিলেন,—"নবকুসুমশয়ন, চন্দ্রকিরণ, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপন অথবা মণিহার কিছুতেই এ সন্তাপ দূর হইবার নহে। একমাত্র সেই দিব্যাঙ্গনা অথবা গোপনে তাঁহারই কথালাপন প্রাণে শান্তিধারা ঢালিয়া দিতে পারে।"

রাজার কথা শুনিয়া উর্ব্বশী আপন হৃদয়কে বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন এখানে আসিয়াছ, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর।"

রাজার কথায় বিদূষক বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ, আমিও যখন শিখরিণী বা রসাল না পাই, তখন তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া সুখলাভ করিয়া থাকি।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার ভাগ্যে ত তাহা ঘটিয়া থাকে।"

মানবকও উত্তর দিলেন,—"তোমার ভাগ্যেও শীঘ্রই তাহা ঘটিবে।"

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার মনে হইতেছে, আমার যে অঙ্গটি রথচালনার জন্য তাঁহার অঙ্গকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল, সেই ধন্য, শরীরের অন্য অঙ্গগুলি ধরণীর ভারস্বরূপ।"

উর্ব্বশী তখন বিলম্ব না করিয়া অগ্রসর হইলেন।

উর্ব্বশী অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মায়াবরণ উন্মোচিত না হওয়ায়, রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। উর্ব্বশী তাঁহাকে উদ'-সানের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। তিনি সে কথা চিত্রলেখাকে বলিলে, চিত্রলেখা তাঁহার প্রচ্ছন্নভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সেই সময়ে পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, মহিষী আগমন করিতেছেন। রাজা ও বিদূষক পরস্পরে পরস্পরকে সাবধান হইতে বলিলেন।

উর্ব্বশী শঙ্কিত হইয়া চিত্রলেখাকে এক্ষণে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে শান্ত ভাবেই থাকিতে উপদেশ দিলেন, কারণ, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। চিত্রলেখা আরও বুঝাইয়া বলিলেন যে, ব্রতবেশধারিণী মহিষী অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবেন না, সুতরাং উদ্বেগের কোনই কারণ নাই।

চন্দ্ররোহিণীর রমণীয় সংযোগ দেখিতে দেখিতে মহিষী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"মহিষী কি সত্য সত্যই স্বস্তিবাচন দিতে আসিতেছেন, না তোমার প্রতি রোষ পরিহার করিয়া চন্দ্রব্রতচ্ছলে তোমায় প্রসন্ন করার অভিলাষিণী হইয়াছেন? সে যাহা হউক, আজ যেন আমার চক্ষে দেবীকে সুদর্শনা বোধ হইতেছে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"উভয়ই বটে; তবে তোমার শেষ কথাটিই

প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। শুভ্রবাসপরিহিতা 'মাঙ্গল্যমাত্রভূষণা, পূতদূর্ব্বা-লাঞ্ছিতালকা, ব্রতচ্ছলে অভিমানহীনা মহিষীকে এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্না বলিয়াই মনে করিতেছি।"

মহিষী আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, তিনিও তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া, উপবেশন করাইলেন। বিদূষকও মহিষীর মঙ্গল কামনা করিলেন।

উর্ব্বশী মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন,—"ইনি প্রকৃতই দেবী-শব্দবাচ্যা, এবং তেজস্বিতায় শচী অপেক্ষা ন্যূন নহেন।"

চিত্রলেখা বলিলেন,—"তুমি কোন্ মুখে সে কথা বলিতেছ?"

অনন্তর মহিষী রাজাকে সম্মুখে করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠানের ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার কথা বলিলে, রাজা তাহাকে অনুগ্রহ এবং উপরোধ নহে বলিয়া জানাইলেন।

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"স্বস্তিবাচনিকের সময় এইরূপ উপরোধ যেন অনেকবার হয়।"

তাহার পর রাজা ব্রতটির নাম জানিতে চাহিলে, মহিষীর ইঙ্গিতে সহচরী নিপুণিকা উত্তর দিল,—"এই ব্রতের নাম 'প্রিয়প্রসাদন'।"

নিপুণিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মহিষীকে বলিলেন,—"তুমি এই ব্রত আচরণ করিয়া কেন আপনার মৃণাল-কোমল শরীরটিকে কষ্ট প্রদান করিতেছ? যে তোমার প্রসাদাকাঙ্ক্ষার জন্য সমুৎসুক, সে দাসকে কি প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতে হয়?"

মহিষীর সম্মান দেখিয়া উর্ব্বশী বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চিত্রলেখা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অন্য রমণীতে অনুরক্ত নাগরেরা ভার্য্যার প্রতি অধিক পরিমাণেই দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

রাজার কথায় মহিষী উত্তর করিলেন,—"তোমার এ কথাগুলি দেখিতেছি আমার ব্রতের প্রভাবেই উচ্চারিত হইতেছে।"

বিদূষক রাজাকে শান্ত হইতে বলিয়া সুভাষণের প্রত্যাখ্যান করিতে নিষেধ করিলেন।

তাহার পর মহিষী গন্ধপুষ্প দিয়া মণিভবনে পতিত চন্দ্রকিরণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; পরে মিষ্টান্ন উপহারগুলি মানবকঠাকুর ও কঞ্চুকীকে দেওয়ার জন্য সহচরীদিগকে আদেশ দিলেন।

মিষ্টান্ন হস্তে লইয়া মানবক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মহিষীর এই ব্রতে বহু ফললাভ হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পর মহিষী রাজাকে অর্চ্চনা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আমি এই যুগল দেবতা রোহিণীচন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করিতেছি। অদ্য হইতে আর্য্যপুত্র যে রমণীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, এবং যে রমণী তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইবেন, আমি তাঁহার সহিত প্রীতিবন্ধনে অবস্থান করিব।"

মহিষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"না জানি, ইহার পর ইনি আর কি বলিবেন, আমার হৃদয় কিন্তু বিশ্বাসে নির্ম্মল হইয়া উঠিল।"

তখন চিত্রলেখা বলিলেন,—"মহানুভবা পতিব্রতার অনুমোদিত হওয়ায় শীঘ্রই তোমার প্রিয়সমাগম লাভ হইবে।"

মহিষীর কথা শ্রবণ করিয়া বিদূষক কিন্তু চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন,—"বধ্য পলাইয়া গেলে ছিন্নহস্ত ব্যক্তি বলে, যাক্, আমার ধর্ম্ম হইবে।"

তাহার পর তিনি মহিষীকে বলিলেন,—"মহারাজ কি সত্য সত্যই উদাসীন?"

মহিষী উত্তর করিলেন,—"মূর্খ, আমি নিজেই সুখ বিসর্জ্জন

দিয়া আর্য্যপুত্রকে সুখী করিতে চাই। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ইহা ভাল কি না।"

রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তিনি মহিষীর ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সে যাহা হউক, মহিষীকে সন্তুষ্ট করা উচিত মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"তুমি অন্যকেই দান কর বা আমাকে তোমার দাস করিয়া রাখ, এ সমস্তই তুমি করিতে পার। কিন্তু তুমি আমাকে যাহা মনে করিতেছ, আমি তাহা নহি।"

মহিষী উত্তর দিলেন,—"তুমি তাহা হও বা না হও, আমি ত আমার প্রিয়প্রসাদনব্রত সম্পন্ন করিলাম।"

এই বলিয়া মহিষী যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা বলিলেন,—"তুমি চলিয়া গেলে, তবে আমাকে কিরূপে প্রসন্ন করা হইল?"

মহিষী উত্তর করিলেন,—"আমি পূর্ব্বে কখনও ব্রত লঙ্ঘন করি নাই। এখনও আমি নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি।"

তাহার পর তিনি সহচরীগণ সহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহিষী চলিয়া গেলে রাজাকে প্রিয়কলত্র জানিয়া উর্ব্বশীর হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। চিত্রলেখা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজাও বিদূষকের সহিত আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা মানবককে বলিলেন,—"মহিষী বোধ হয় অধিক দূর যান নাই।"

বিদূষক উত্তর করিলেন,—"যাহা বলিতে ইচ্ছা কর, এইবার খুলিয়া বল। বৈদ্য যেমন রোগীকে অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করে, মহিষীও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

তখন রাজা বলিলেন,—"তবে এই সময় আমি ইচ্ছা করি, উর্ব্বশীর মধুর নূপুরশব্দ যেন প্রথমে আমার কর্ণে নিপতিত হয়, তাহার পর

তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া করপদ্ম দ্বারা আমার চক্ষু দুইটি আবৃত করেন। এই হর্ম্ম্যতলে অবতীর্ণ হইয়া যদি ভয়বশে তাঁহার গতি মন্দীভূত হয়, তাহা হইলে তাঁহার চতুরা সখী তাঁহাকে প্রতিপদে যেন বলপূর্ব্বক আমার নিকট লইয়া আসেন।"

রাজার কথা শুনিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে রাজার অভিলাষপূরণের কথা বলিলে, তিনি কৌতুকাভিলাষে রাজার পশ্চাতে আসিয়া চক্ষু দুইটি আবৃত করিলেন। চিত্রলেখা ইঙ্গিতে মানবককে তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

নারায়ণোরুসম্ভবা রম্ভোরু উর্ব্বশীর করস্পর্শ বুঝিতে পারিয়া রাজা বিদূষককে তাহা জ্ঞাত করাইলে, বিদূষক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে" ?

রাজা উত্তর দিলেন,—"আমার তাপিত শরীর আর কার করস্পর্শে পুলকিত হইতে পারে ? কুমুদ কি কখনও রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ? চন্দ্রকরস্পর্শেই ত তাহা ঘটিয়া থাকে।"

উর্ব্বশী বলিতেছেন,—"বজ্রলেপে আমার হস্তযুগল লাগিয়া যাওয়ায় আমি আর ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছি না।"

তাহার পর তিনি চক্ষু মুকুলিত করিয়া হস্ত সরাইয়া লইলেন ও সভয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া ফিরাইতে আরম্ভ করিলেন, অগ্রসর হইতে হইতে উর্ব্বশী রাজার সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। চিত্রলেখা রাজা সুখে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উত্তর দিলেন,—"এখনই তাহার লাভ ঘটিল"।

তাহার পর উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে বলিলেন,—"মহিষী আমায় মহারাজকে দান করায়, তাঁহার প্রণয়িনীর ন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি; নতুবা আমাকে পুরোভাগিনী মনে করিও না।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, এইখানে কি আপনাদের আসার পর সূর্য্যদেব অস্তমিত হইয়াছিলেন ?"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যদি তুমি আমাকে মহিষীর দত্ত বলিয়া স্পর্শ করিতেছ, তবে তুমি কাহার আদেশে অগ্রে আমার মন হরণ করিয়াছিলে ?"

তাহাতে চিত্রলেখা কহিলেন,—"এ কথায় সখী নিরুত্তর। এক্ষণে আমার একটা কথা শুনুন। বসন্তের শেষে গ্রীষ্মকালে ভগবান্ সূর্য্যদেবের অর্চ্চনার জন্য আমাকে যাইতে হইবে। তাই আমার প্রিয়সখী যাহাতে স্বর্গের জন্য উৎকণ্ঠিতা না হন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।"

বিদূষক উত্তর করিলেন,—"স্বর্গের কথা লোকে মনে করিবে কেন ? সেখানে খাইতে বা পান করিতে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল মৎস্যের ন্যায় অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হয়।"

রাজা তখন বলিলেন,—"বয়স্য, স্বর্গসুখ অনির্দ্দেশ্য, তাহাকে কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব ? এই দিব্যললনা ব্যতীত পুরুরবার অন্য নারীতে কিছুমাত্র প্রীতি নাই।"

সে কথায় চিত্রলেখা 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া উত্তর দিলেন, এবং উর্ব্বশীকে অকাতর ভাবে বিদায় দিতে বলিলেন। উর্ব্বশীও তাঁহাকে বিস্মৃত না হইতে অনুরোধ করিলেন। 'বয়স্যসঙ্গতা তোমার প্রতি আমারই' এই কথা বলিয়া চিত্রলেখা রাজাকে প্রণাম করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তাহার পর মানবক রাজাকে বলিলেন,—"কেমন, এখন তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে ত ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সামন্তগণের মুকুটমণিতে পাদপীঠ রঞ্জিত হইলেও এবং ধরার একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিলেও আমি কৃতার্থ হইতে

পারি নাই, কিন্তু আজ এই সুরলোকসুন্দরীর চরণযুগলের মধুর দাসত্ব লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।”

রাজার এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশী কহিলেন,—“ইহার পর আমার আর কিছু বলিবার নাই।”

রাজা আবার উর্ব্বশীকে বলিতে লাগিলেন,—“চন্দ্রকর আজ শরীরে সুখ-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। মদনের বাণ আজ আমার প্রতি অনুকূল। পূর্ব্বে যাহা যাহা রুক্ষ বলিয়া বোধ হইত, তোমার মিলনে আজ তাহারা সান্ত্বনা দিতেছে।”

উর্ব্বশী বিলম্ব করার জন্য আপনাকে অপরাধিনী বলিয়া প্রকাশ করিলে রাজা বলিলেন —“ও কথা বলিও না, দেখ, দুঃখের পর যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই স্বাদুতর বলিয়া বিবেচিত হয়। আতপতপ্ত ব্যক্তির নিকটই তরুচ্ছায়া সুখপ্রদ হইয়া থাকে।”

তাহার পর বিদূষক ‘চন্দ্রকিরণ সেবনের পর গৃহ প্রবেশ করা কর্ত্তব্য’ বলিলে, রাজা বিদূষককে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। অতঃপর রাজা ও উর্ব্বশী বিদূষকের প্রদর্শিত পথে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গমনকালে রাজা উর্ব্বশীকে নিজ প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন,—“মনোরথসিদ্ধির পূর্ব্বে যে রাত্রিকে শতগুণিত বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তোমার মিলনে যদি তাহাই ঘটে, তাহা হইলে যে কত সুখী হইব, তাহা বলিতে পারি না।”

(৪)

সুরলোকসুন্দরী উর্ব্বশীর সমাগমে রাজা পুরুরবা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীও স্বর্গকে বিস্মৃতিগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া প্রণয়সলিলে ভাসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের অনুরাগ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, রাজা মন্ত্রীর প্রতি রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া নানা-

স্থানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন তরুলতাশোভিত, কুসুম-সৌরভে আমোদিত, কোকিলকূজিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী রজততরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছেন। তাঁহার তীরভূমিতে উদয়বতী নামে একটি বিদ্যাধর-বালিকা বালুকাপর্ব্বত লইয়া খেলা করিতেছিল। রাজা তাহার প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করায়, উর্ব্বশীর অভিমানানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। রাজা তাঁহাকে অনেক অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু উর্ব্বশী তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বেগভরে কুমার কার্ত্তিকেয়ের অকলুষবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় যে রমণীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, গুরুশাপে দেবতা-দিগের সমস্ত নিয়ম বিস্মৃত হওয়ায়, তাহা উর্ব্বশীর স্মরণপথে উদিত হইল না। তিনি তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটি লতায় পরিণত হইয়া গেলেন। রাজাও তাঁহার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। পুরুরবা ক্রমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন।

চিত্রলেখা ধ্যানপ্রভাবে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন সেই সময়ে সহজন্যাও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন, দুইটি হংসী প্রিয়সখীবিরহে বিমনা হইয়া রবিকরস্পর্শে কমলে ভূষিত সরোবরক্রোড়ে ব্যাকুল ভাবে বিলাপ করিয়া বেড়াইতেছে।

চিত্রলেখা একটি গাথা গাহিয়া বলিতেছিলেন. "আহা, হংসীযুগল সহচরীদুঃখে কাতর হইয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে সরোবরে ম্লান হইয়া উঠিতেছে"।

সমদুঃখভাগিনী সহজন্যা চিত্রলেখার ম্লান পদ্মের ন্যায় মুখচ্ছায়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উর্ব্বশীর ব্যাপার তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন।

আবার সে সময়ে সুখীজনেরও উৎকণ্ঠাবৰ্দ্ধক মেঘোদয় হওয়ায়, রাজা যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেন, তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন।

সহজন্যা তাঁহাদের মিলনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রলেখা উত্তর দিলেন—“গৌরীচরণসম্ভব সঙ্গমমণি ব্যতীত ইহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই।”

তাহার পর দৈবানুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া অপ্সরাবৃন্দ আপনাদের চিত্তকে শান্ত করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের ইহাও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাজা ও উৰ্ব্বশীর ন্যায় আকৃতিবিশেষ জনেরা অধিক কাল দুঃখভোগ করিতে পারেন না। সহচরীদর্শনলালসায় কাতরা হংসীযুগলের কমল-পূর্ণ সরোবরে ভ্রমণের ন্যায় তাঁহাদেরও দশা ঘটিল। গাথা গাহিয়া তাঁহারা তাহা প্রকাশও করিলেন।

অকলুষ অরণ্য শ্যামল লতাবিটপীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূৰ্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল, বিশেষতঃ সে সময়ে মেঘোদয় হওয়ায় তাহার শ্যামলতা প্রগাঢ় হইয়া উঠে। হংস, ময়ূর, চক্রবাক, কোকিল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্বর মিশাইয়া এক নূতন ঐকতানে তাহাকে মুখরিত করিতেছিল। কুসুম-গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া উঠে। পদ্মবনে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতে থাকে। করী, করিণী, মৃগ, মৃগী আনন্দে বিচরণ করিতেছিল। পৰ্ব্বত-প্রান্তে নবজলস্ফীতা স্রোতস্বিনী ফেনিল তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

উন্মত্ত রাজা উৰ্ব্বশীর অন্বেষণে সেই দিকে ধাবিত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সম্মুখে তিনি যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই উৰ্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, আবার মধ্যে মধ্যে গাথা গাহিয়াও উঠেন। কুসুমকিসলয়-ভূষিত প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে বোধ হইতেছিল। মেঘগাত্রে বিদ্যুদ্বিকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন কোন রাক্ষস উৰ্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি তখন তাহার প্রতি লোষ্ট্র-

নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াবিরহে কাতর হংসযুবার সরোবরবিচরণের একটি গাথাও গাহিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহা গর্ব্বিত রাক্ষস নহে, নবমেঘখণ্ড মাত্র। রাক্ষসের শরাসন নহে, কিন্তু ইন্দ্রধনু। তাহার বাণবর্ষণ নহে, কিন্তু বারিধারাপাত। আর তাঁহার প্রিয়তমা উর্ব্বশী নহেন, কিন্তু বিদ্যুল্লতা। ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রাজা হতাশহৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর উঠিয়া গাথা গাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"যতক্ষণ তড়িচ্ছ্যামল জলদ বারিপাত করিতে-ছিল, ততক্ষণ আমি সেই মৃগাক্ষীকে নিশাচরে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে মনে করিতেছিলাম"।

পরে সত্য সত্য উর্ব্বশী কোথায় গিয়াছেন রাজা তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"যদি তিনি কোপবশে দৈবী শক্তি-প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবে না। যদি স্বর্গেই গিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমার জন্য তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া উঠিবে। আমার সম্মুখে দৈত্যেরাও তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তিনি একেবারে কি প্রকারে নয়নের অদৃশ্য হইয়া গেলেন?" হতভাগ্যদিগের একটি দুঃখ আর একটির সহিত গ্রথিত জানিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—"তাঁহার বিরহ ত সুদুঃসহ হইয়া উঠিতেছে: আবার নবমেঘোদয়ে আতপহীন রম্য দিবসগুলি কষ্ট বাড়াইয়া তুলিতেছে"।

তাহার পর রাজা আবার গাথা গাহিয়া মেঘকে বলিয়া উঠিলেন,—"জলধর, আমার আজ্ঞায় অবিরল ধারাপাতে দিঙ্মুখ আচ্ছন্ন করিয়া কোপ প্রতিসংহার কর। আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যদি প্রিয়তমাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তুমি যাহা কিছু করিবে, তাহাই সহ্য করিব।"

পরিশেষে আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি কেন বৃথা মনস্তাপে দগ্ধ

হইতেছি? মুনিরা বলিয়া থাকেন যে, রাজা কালের কারণ; তবে কি আমি প্রাবৃট্ সময় স্থগিত করিয়া দিব?" সঙ্গে সঙ্গে গন্ধোন্মাদিত, মধুকরগুঞ্জনে ও কোকিলকূজনে মুখরিত, সমীরসঞ্চালিত, পল্লববিভূষিত কল্পবৃক্ষের একটি গাথাও গীত হইল।

কিছু পরে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন,—"না, প্রাবৃট্সময় স্থগিত করা হইবে না; কারণ, ইহাতে আমার রাজসম্মানই প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, বিদ্যুদ্রেখাঙ্কিত জলদখণ্ড সুবর্ণরঞ্জিত চারুচন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতেছে, নিচুলমঞ্জরীগুলি চামরের ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছে। উচ্চকণ্ঠে ময়ূরেরা বন্দীর ন্যায় গান করিতেছে, আর জলদবণিক্ ধারাহার উপহার দিতেছে। সে যাহা হউক, রাজবিভবের শ্লাঘা করিয়া আর কি করিব? এক্ষণে প্রিয়তমার অন্বেষণে রত হওয়া যাক।"

আবার একটি দয়িতাবিয়োগবিধুর মন্থরগতি গজযূথপতির কুসুমোজ্জ্বল গিরিকাননে ভ্রমণ সম্বন্ধে গাথা গীত হইল। তাহার পর তিনি পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সলিলগর্ভে রক্তবর্ণ নবকন্দলীকুসুম দেখিয়া তিনি প্রিয়তমার অশ্রু-পরিপূর্ণ আরক্তিম নয়নযুগল স্মরণ করিতে লাগিলেন। কোন্ দিকে উর্ব্বশী গিয়াছেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি বলিতেছিলেন,—"যদি উর্ব্বশী এই বনভূমিতে বিচরণ করিতেন, তাহা হইলে বর্ষাসিক্ত তাহার সৈকতভূমি তাঁহার গুরু নিতম্বভরের জন্য পশ্চাদ্ভাগে গভীর চারু পদচিহ্নে অঙ্কিত ও অলক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত।"

তাহার পর প্রিয়তমার গমনচিহ্ন পাইয়াছেন মনে করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যেন, উর্ব্বশীর অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগরঞ্জিত শুকোদরসম শ্যামল বক্ষবসনখানি পড়িয়া আছে। রাজা গ্রহণ করার আশায় তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি শ্যামল নবতৃণভূমিতে ইন্দ্র-

গোপকীটগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। হতাশচিত্তে রাজা আবার উর্ব্বশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বারিধারায় উচ্ছলিত শৈলতটে আপনার চূড়া কম্পিত করিয়া মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে একটি ময়ূর উচ্চৈঃস্বরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাজা তাহারই নিকট হইতে উর্ব্বশীর সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

ময়ূরটির নিকট অগ্রসর হইতে হইতে রাজা নিজ অবস্থাবর্ণনার ছলে প্রিয়তমাদর্শনলালস কাতর গজবর সম্বন্ধে একটি গাথা গাহিয়া উঠিলেন, এবং ময়ূরটিকেও গাথায় তাঁহার চন্দ্রাননা ও হংসগতি প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর সেই সিতাপাঙ্গ নীলকণ্ঠকে আবার বলিতে লাগিলেন যে, সে তাঁহার দীর্ঘাপাঙ্গা প্রিয়দর্শনা বনিতাকে দেখিয়াছে কি না? ময়ূর সে কথার উত্তর না দিয়া নাচিতে লাগিল দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"প্রিয়তমার কুসুমভূষিত আলুলায়িত কুন্তলরাশি দেখিতে না পাওয়ায়, ময়ূরটি নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মৃদুপবনভিন্ন চারু কলাপ লইয়া নৃত্য করিতেছে।"

তাহার পর তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জম্বূশাখায় উপবিষ্টা একটি কোকিলার প্রতি ধাবিত হইলেন। পক্ষীদিগের মধ্যে কোকিলজাতিকে পণ্ডিত বলিয়া রাজার বিশ্বাস ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিরহকাতর গজেন্দ্রের বিদ্যাধরকাননভ্রমণের গাথাও গীত হইতে লাগিল, এবং মধুরালাপিনী কোকিলাকেও প্রথমে গাথা দ্বারা নন্দনবনবিহারিণী প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হইল। পরে সেই মদনদূতী ও মানভঙ্গের অমোঘ অস্ত্রকে প্রিয়তমার আনয়নে অথবা তাঁহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, এবং উর্ব্বশী যে অকারণে অভিপ্রায়ের অন্যথায় তাঁহার প্রতি রমণীসুলভ অভিমান করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন। কোকিলা কিন্তু পরের মহাদুঃখও শীতল জানিয়া রাজার প্রণয় গ্রাহ্য না করিয়া মদান্ধ

কামিনীর প্রিয়তমের অধরচুম্বনের ন্যায় জম্বুরসপানেই রত হইল। রাজা কোকিলাকে প্রিয়তমার ন্যায় মঞ্জুস্বনা জানিয়া তাহার প্রতি কোন কোপ প্রকাশ করিলেন না।

এই সময়ে রাজার মনে হইল, যেন বনের দক্ষিণদিকে উর্ব্বশীর নূপুরশব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি প্রিয়তমাবিরহে ক্লান্তমুখ, অশ্রুপূর্ণ-লোচন, দুঃসহ দুঃখে মন্দগতি, মনস্তাপে দগ্ধ করিবরের গহনকাননভ্রমণের গাথা গাহিতে গাহিতে সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাহার পর রাজা আগ্রহসহকারে সেই শব্দ লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইলেন যে, মেঘোদয়ে রাজহংস মানসসরোবরে যাইতে যাইতে কূজন করিতেছে। তখন তাঁহার নূপুরশব্দের ভ্রম দূর হইল।

মানসোৎসুক হংস সরোবর হইতে উড়িতে না উড়িতে রাজা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পরে মানসসরোবরে যাইও, কিছুকাল মৃণাল পাথেয় পরিত্যাগ কর, পুনর্ব্বার তাহা লইও। আমাকে প্রিয়া-বিরহব্যথা হইতে উদ্ধার কর। সাধুদিগের স্বার্থ অপেক্ষা বন্ধুজনের উপকারই গুরুতর।"

ইহার উত্তরে রাজার যেন মনে হইল, হংস বলিতেছিল যে, মানস ঔৎসুক্যে আমি কিছু লক্ষ্য করি নাই। তাহার পর এক একবার তিনি গাথা গাহিয়া ও এক একবার সরল বাক্যে হংসকে বলিতে লাগিলেন,—"হংস, গোপন করিতেছ কেন? তুমি যদি আমার প্রিয়তমাকে না দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার মন্দগতি কিরূপে হরণ করিলে? তোমার গতিতে বেশ বুঝা যাইতেছে। আমার প্রিয়তমাকে আনিয়া দাও। হৃত বস্তুর একাংশ স্বীকৃত হইলে অপরাধী সম্পূর্ণ বস্তুপ্রদানে বাধ্য। তুমি এরূপ গমনবিলাস কোথা হইতে শিখিলে? নিশ্চয়ই সেই জঘনভারালসাকে দেখিয়াছ।"

হংসটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল। রাজা মনে করিলেন, চোর বলিয়া রাজদণ্ডভয়ে হংস পলায়ন করিল।

তখন একটি চক্রবাকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। সেই সময়ে মর্ম্মরশব্দে মনোহর কুসুমপল্লবে ভূষিত তরুশোভিত কাননে প্রিয়া-বিরহে উন্মত্ত গজেন্দ্রের গাথাও গীত হইতেছিল। রাজা প্রথমে গাথাদ্বারা গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাককে বসন্তকালে ক্রীড়াশালিনী প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাহাকে বলিতে লাগিলেন,— "ওহে রথাঙ্গনামা, রথাঙ্গশ্রোণিবিম্ব হইতে বিযুক্ত এই রথী মনোরথশতাবৃত হইয়া তোমাকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে"।

তাহার 'কে কে' শব্দে রাজা যেন 'তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিতেছে' বুঝিয়া উত্তর করিলেন,—"আমাকে কি তুমি জান না? চন্দ্র যাহার পিতামহ, সূর্য্য যাহার মাতামহ, এবং যাহাকে উর্ব্বশী ও ধরিত্রী পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, আমিই সেই।"

তখন সে নীরব হইলে, রাজা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার সহচরী সরোবরমধ্যেই পদ্মপত্রাবৃতা হইয়া যদি অবস্থিতি করে, তুমি উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাহাকে দূরগামিনী মনে করিয়া চীৎকার করিতে থাক, পত্নীস্নেহবশে তুমি বিচ্ছেদের ভয় কর তবে এই বিরহবিধুরকে প্রিয়ার সংবাদ দিতেছ না কেন? বুঝিয়াছি, আমাদের ন্যায় হতভাগ্য-দিগেরই এইরূপ দশা ঘটে।"

সেই সময়ে গুঞ্জনমত্ত অলিগর্ভস্থ পদ্ম দেখিয়া রাজার উর্ব্বশীর অধর-দংশনে অস্ফুটরব বদন মনে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি ভ্রমরের সহিত প্রণয়স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত প্রেমরসে বিহ্বল হংসযুবার প্রণয়গাথাও গাহিতে লাগিলেন। তাহার পর ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—"মধুকর, তুমি সেই মদিরাক্ষীর সংবাদ শুনাও।

সে বরতনুকে কি তুমি দেখ নাই? বোধ হয় তাহাই হটে, কারণ, যদি তুমি তাহার মুখোচ্ছ্বাসের গন্ধ পাইতে, তাহা হইলে তোমার পদ্মবাসে প্রীতি জন্মিত না।"

তাহার পর করিণীসঙ্গে কদম্বতলে অবস্থিত একটি করীকে দেখিয়া রাজা তাহারই প্রতি ধাবিত হইলেন। রাজা করিণীবিরহে সন্তপ্ত গজেন্দ্রের কাননভ্রমণের গাথা গাহিতে গাহিতে করীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে করিণীর শুণ্ড কর্ত্তৃক আনীত ভগ্ন শল্লকীতরুর অভিনব পল্লব হইতে ক্ষরিত রস পান করিতেছে। রাজা তাহার আহারশেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহাকে গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গজবর, তুমি ললিত প্রহারে তরুবর ভাঙ্গিয়াছ। এক্ষণে বল দেখি, শশধরকান্তিবিজয়িনী আমার প্রিয়তমাকে তোমার সম্মুখে যাইতে দেখিয়াছ কি?"

তাহার পর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"তুমি মদকলা শশিকলাকান্তি, যূথিকাশোভিতকুন্তলা, স্থিরযৌবনা কোন রমণীকে কি দেখ নাই?"

হস্তীর গর্জ্জনে যেন রাজার বোধ হইল, সে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। তাঁহারা উভয়ে সমধর্ম্মী মনে করিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—"আমি রাজাধিরাজ, তুমিও নাগগণের অধিপতি, আমার অর্থদানের ন্যায় তোমারও মদক্ষরণ আছে। স্ত্রীরত্নসারভূতা উর্ব্বশীকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিও এই করিণীকে লাভ করিয়াছ, কেবল আমার ন্যায় প্রিয়াবিরহব্যথা তুমি অনুভব করিতেছ না।"

তাহার পর তাহাকে 'সুখে থাক' বলিয়া রাজা অপ্সরাদিগের প্রিয়স্থান সুরভিকন্দর নামে রমণীয় পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং তথায় উর্ব্বশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পর্ব্বতকন্দর অন্ধকারময় হওয়ায় তিনি বিদ্যুতালোকে তাহার মধ্যভাগ দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার ভাগ্যে মেঘে বিদ্যুৎসঞ্চার হইল না। তখন তিনি সেই পর্ব্বতকে

উর্ব্বশীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুর দ্বারা পৃথিবীবিদীর্ণকারী একটি বরাহেরও গাথা গীত হইল। রাজা সর্ব্বাবয়ব-মনোহরা রতিসমা উর্ব্বশী পর্ব্বতের কোন বনমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাওয়ায়, পর্ব্বতের নিকটস্থ হইয়া প্রথমে গাথায় কহিলেন,-"স্ফটিকশিলাতলে অত্যন্ত নির্ম্মল, নানাকুসুমভূষিত-শেখর, মধুরকিন্নরগীতে মনোহর মহীধর, আমার প্রিয়তমাকে দেখাও।"

পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"পর্ব্বতনাথ, আমার বিরহে আকুলা কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে তোমরা কোন রম্যবনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছ কি?" কন্দরোত্থিত প্রতিশব্দে প্রতারিত হইয়া রাজা আগ্রহসহকারে কর্ণপাত করিয়া পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি একটি গিরিনদীর তরঙ্গবায়ুসেবনের অভিপ্রায়ে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নদীর তরঙ্গভঙ্গ ভ্রূভঙ্গ, সশব্দ চঞ্চল বিহঙ্গশ্রেণী মেখলা, ফেনরাশি শিথিল বসন, বক্রগতি পদস্খলনের ন্যায় মনে করিয়া রাজার বোধ হইল, যেন উর্ব্বশী নদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। রাজা নদীরূপা প্রিয়তমাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছায় গাথা গাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,-"সুন্দরি, প্রিয়তমের প্রণতিতে প্রসন্ন হও, ক্ষুব্ধ বিহঙ্গকুল অকরুণ হইয়া উঠিতেছে। তীরে উৎসুক মৃগচয় বিচরণ করিতেছে, এবং অলিদল ঝঙ্কারে আকুল করিয়া তুলিতেছে।"

এক একবার অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া নদীকে সমুদ্রজ্ঞানে গাথায় বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বদিকের পবনে আহত তরঙ্গবাহু তুলিয়া জলনিধিনাথ ললিতভাবে নাচিয়া বেড়াইতেছে। হংস, চক্রবাক, শঙ্খ প্রভৃতি কুঙ্কুম ও আভরণ এবং করিমকরাকুল নীলকমল তাহার আবরণ হইয়া উঠিয়াছে। বেলাভূমিতে সলিলাঘাতরূপ হস্ততাল দিয়া নাচিতে নাচিতে দশদিক্ রোধ করিয়া নবমেঘকালকান্তিতে অবতরণ করিতেছে।"

আবার নদীকে উর্ব্বশীভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার প্রতি আমার অনুরাগ প্রগাঢ়, তাই আমি তোমাকে প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকি; প্রণয়ভঙ্গে আমি তোমার প্রতি বিমুখ হই নাই। তবে কোন্ অপরাধে মানিনি! দাসকে পরিত্যাগ করিলে?"

কিছু জ্ঞান হইলে তিনি তাহাকে প্রকৃত নদী বলিয়াই বুঝিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,—"উর্ব্বশী হইলে তিনি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগামিনী হইতেন না। সে যাহা হউক, খেদে কোন লাভ নাই। এক্ষণে যেখানে সেই সুনয়না আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছিলেন, সেইখানেই যাওয়া যাক।"

একটি হরিণ দেখিয়া তিনি তাহাকে উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সহসা আপনার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া নবকুসুমস্তবকশোভিত, তরুরাজিসমন্বিত কোকিলকূজিত ও ভ্রমরঝঙ্কারিত নন্দনকাননে করিণীবিরহসন্তপ্ত ঐরাবতের বিবরণের কথা বলিয়া উঠিলেন। কাননে কৃষ্ণসারের ন্যায় ছবি দেখিয়া রাজার বোধ হইল, যেন বনশ্রী নবতৃণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। রাজা গাথা গাহিয়া হরিণটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি সেই তন্বী, মন্দগতি, মৃগাক্ষী, সুরসুন্দরীকে গগনোজ্জ্বল কাননে ভ্রমণ করিতে তুমি দেখিয়া থাক, তবে তাহার বিরহসমুদ্র হইতে আমাকে উত্তীর্ণ কর।"

অবশেষে তাহাকে আবার বলিলেন,—"তোমার সহচরীর ন্যায় আয়তাক্ষী পতিপ্রিয়া আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ কি?"

হরিণ তাঁহার কথা না শুনিয়া হরিণীর অভিমুখী হইলে, রাজা দশাবিপর্য্যয়ে সর্ব্বত্রই পরিভব ঘটে বুঝিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

উর্ব্বশীর পথ আবিষ্কার হইয়াছে মনে করিয়া তিনি একটি রক্তকদম্ব

বৃক্ষ দেখিয়া বলিলেন,—"ইহারই অপ্রস্ফুটিত কুসুম লইয়া প্রিয়তমা শিখাভরণ করিয়াছেন।"

সেই সময়ে বিদীর্ণ পাষাণখণ্ডের মধ্যভাগে সূর্য্যকর নিপতিত হওয়ায়, একটি রক্তবর্ণ বস্তু রাজার নয়নগোচর হইল। তিনি প্রথমে তাহাকে সিংহহত হস্তীর মাংসখণ্ড বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে তাহাকে রক্তাশোকস্তবকরাগ মণি বলিয়া বুঝিতে পারেন। তাহার উপর সূর্য্যকর পড়ায় বোধ হইতেছিল যেন, তপনদেব কর দ্বারা তাহাকে উত্তোলন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা তাহাকে গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রিয়াবিরহকাতর, অশ্রুপূর্ণলোচন, ম্লানমুখ গজরাজের গাথা গাহিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন,—"মন্দারপুষ্পাধিবাসিত যাঁহার কেশাগ্রে ইহাকে স্থাপন করিব, সেই প্রিয়তমা ত দুর্লভা। সে যাহা হউক, ইহাকে অশ্রুকলুষিত করিতে চাহি না।"

সেই সময় দূরে শব্দ হইল,—"বৎস, শৈলসুতাচরণরাগজাত এই সঙ্গমনীয় মণি গ্রহণ কর। ইহা ধারণ করিলে প্রিয়জনসহ মিলন ঘটিবে।"

রাজা দেখিলেন, মৃগরাজধারী মুনি তাঁহাকে এই কথা বলিতেছেন। তখন তিনি সঙ্গমনীয় মণিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"যদি তুমি বিযুক্তা প্রিয়তমার সহিত আমার মিলন ঘটাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে হরচূড়াস্থিত ইন্দুকলার ন্যায় শিরোমণি করিয়া রাখিব।"

এই সময়ে একটি কুসুমরহিতা লতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, এবং তাহার প্রতি রাজার চিত্তও আকৃষ্ট হইতে লাগিল। উর্ব্বশীর সহিত সাদৃশ্য থাকায় রাজা বলিলেন,—"এই কৃশ লতাটির মেঘজলার্দ্র পল্লব দেখিয়া প্রিয়তমার অশ্রুসিক্ত অধর মনে পড়িতেছে। ইহার কুসুমোদ্গমকাল অতীত হওয়ায়, পুষ্পবিহীনা ইহাকে অলঙ্কারশূন্যা প্রিয়ার ন্যায়ই বোধ হইতেছে। মধুকরের ঝঙ্কার না থাকায় প্রিয়তমার মৌনভাবই

স্মরণ করাইতেছে। পদপতিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই কোপনা যেন অনুতপ্তার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা হউক, ইহার প্রতি যখন মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন এই প্রিয়ানুরূপিণী লতাটিকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করি।”

এই বলিয়া একটি গাথা গাহিতে গাহিতে লতাটিকে বলিতে লাগি-লেন,—“লতে, দেখ, আমি শূন্যহৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছি। যদি দৈবযোগে প্রিয়তমাকে আবার পাই, তাহা হইলে অরণ্যে আর আসিব না এবং তাঁহাকেও আনিব না।”

তাহার পর লতাটিকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার শরীরে উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের ন্যায় অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“যাহাদিগকে প্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম তাহারা ক্ষণমাত্রেই অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এক্ষণে যাহা হইতে প্রিয়তমার স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, তাহার প্রতি আর চক্ষু উন্মীলিত করিব না।” এই বলিয়া রাজা কিয়ৎক্ষণ চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিলেন।

উর্ব্বশী যে লতাটিতে পরিণত হইয়াছিলেন, রাজা তাহাকেই আলি-ঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। সঙ্গমনীয় মণি সহ রাজার স্পর্শে উর্ব্বশীর লতারূপ অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই উর্ব্বশীকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

উর্ব্বশী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলে, রাজার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন রাজা বলিলেন,—“মৃতের চেতনাপ্রাপ্তির ন্যায় তোমার বিয়োগান্ধকারে মগ্ন আমি তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আজ যেন বাঁচিলাম।”

লতা-উর্ব্বশী

Mohila Press, Calcutta.

উর্ব্বশী তাঁহার কোপে রাজার এরূপ অবস্থা ঘটায়, অপরাধক্ষমার জন্য রাজাকে অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমায় তোমাকে প্রসন্ন করিতে হইবে না, তোমার দর্শনে আমার বাহ্য ও অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বল দেখি, তুমি এতকাল আমাকে ছাড়িয়া কিরূপে ছিলে ?"

রাজা গাথা গাহিয়া বলিলেন,—"ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্ব্বত, গিরি, নদী, হরিণ সকলকেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

উর্ব্বশী অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলাম বলিলে, রাজা তাহা বুঝিতে না পারায়, উর্ব্বশী তাঁহার লতাপরিণতিকাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

রাজা তখন সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন,—"যাহাকে শয্যার উপরে সুপ্ত দেখিয়া প্রবাসগত বলিয়া তোমার মনে হইত, সেই আমার সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ তুমি কিরূপে সহ্য করিলে ?"

তাহার পর তিনি উর্ব্বশীকে মণিটি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন,— "যাহার প্রভাবে আমরা সঙ্গত হইয়াছি, এই সেই সঙ্গমনীয় মণি।"

বিস্ময়সহকারে উর্ব্বশী কহিলেন,—"তাই মহারাজের আলিঙ্গনমাত্রে আমার আবার এ অবস্থা ঘটিয়াছে।"

রাজা উর্ব্বশীর ললাটে সঙ্গমনীয় মণি স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ললাটের মণিরাগে উজ্জ্বল তোমার বদনখানি বালাতপে উদ্ভাসিত কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

তখন উর্ব্বশী দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠানপুর হইতে অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রজাদের মনে বিরাগ জন্মিতে পারে বলিয়া রাজাকে লইয়া তথায় যাইতে অভিলাষ করিলেন। রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন।

উর্ব্বশী, রাজা কিরূপে যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন,—"বিদ্যুৎপতাকাভূষিত অভিনবচিত্রিত ইন্দ্রধনুতে শোভিত নবমেঘরথে লীলাগতি তুমি আমাকে আমার ভবনে লইয়া চল।"

সেই সময়ে প্রাণয়িনীর সমাগমে পুলকিতাঙ্গ হংস যুবার বিমানলাভের গাথাও গীত হইল। তাহার পর রাজা উর্ব্বশীর সহিত রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৫)

রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, রাজাও প্রজারঞ্জনে মনোনিবেশন করিলেন, রাজ্যে সুখের স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু রাজার সন্তান না থাকায়, সেই সুখস্রোতের মধ্যে একটু দুঃখবাধা অনুভূত হইতেছিল। একদিন পুণ্যতিথিতে রাজা মহিষীসহ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে, একটি শকুনি আমিষখণ্ডভ্রমে সঙ্গমনীয় মণিটি মুখে করিয়া লইয়া যায়। রাজা তাহা অবগত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তিনি সেই নিজ বধের আহরণকারী রক্ষকের ধনাপহারী বিহগতস্করের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, মণিটির স্বর্ণসূত্র মুখে করিয়া শকুনি অঙ্গারচক্রের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার দ্রুত সঞ্চরণে মণিটির রাগরেখা বলয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

সেই সময়ে বিদূষকপ্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা কি করিবেন স্থির করিতে না পারায়, বিদূষক শকুনির প্রতি দয়াপ্রকাশে ক্ষান্ত হইয়া রাজাকে তাহার বধের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা ধনু আনিতে আদেশ দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, পক্ষীটি রক্তাভ মণির দ্বারা অশোকস্তবকের ন্যায় দিগ্বধূর মুখখানি অলঙ্কৃত করিতেছে। তাহার পর রাজা ধনু গ্রহণ করিতে করিতে শকুনি বাণপথের অতীত হইয়া গেল।

দূরে তাহার মুখস্থিত মণিটি মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাজা তখন পক্ষীটি কোন্ বৃক্ষে আশ্রয় লয়, অনুসন্ধান করার জন্য কঞ্চুকীর দ্বারা নাগরিকদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন।

বিদূষক রাজাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কহিলেন,—"সে রত্নচোর তোমার শাসন অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে ?"

রাজা বলিলেন,—"বয়স্য, সে মণিটি উৎকৃষ্ট বলিয়া আমি শকুনির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই নাই। তুমি জান যে, তাহার দ্বারা প্রিয়তমার সমাগম-লাভ হইয়াছিল।"

এই সময়ে কঞ্চুকী প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজের কোপপ্রভাব বাণাকারে সেই বধ্যকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানে তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া, শিরোমণিটির সহিত ভূতলে পাতিত করিয়াছে।"

কঞ্চুকীর হস্তে সঙ্গমনীয় মণিটি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কঞ্চুকী তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে কোষ-পেটকে সযত্নে রাখিতে আদেশ দিলেন।

কাহার বাণে শকুনি ভূমিতল আশ্রয় করিল, এক্ষণে তাহারই বিচার আরম্ভ হইল। রাজা বাণটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে লিখিত আছে—"উর্ব্বশী হইতে সম্ভূত ধনুর্দ্ধর ইলাসুতের কুমার রিপুকুলের আয়ুহর্ত্তা আয়ুর বাণ।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের সন্তানলাভ ঘটিল দেখিতেছি।"

রাজা কিন্তু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিরূপে উর্ব্বশীর গর্ভসঞ্চার হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তবে কিছু দিন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবান্তর লক্ষ্য করায়, রাজার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল।

বিদূষক বুঝাইয়া দিলেন যে, উর্ব্বশী মানুষী নহেন, দিব্যাঙ্গনা। কাজেই নিজ প্রভাবে সমস্ত লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

রাজা পুত্রগোপনের কারণ বুঝিতে না পারায়, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"পাছে বয়স্কা মনে করিয়া তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ কর।"

রাজা মানবককে পরিহাস ছাড়িয়া স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে বলিলেন।

এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, চ্যবনঋষির আশ্রম হইতে একটি কুমারকে লইয়া এক তাপসী আগমন করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে আসিতে বলিলে, কঞ্চুকী তাপসী ও কুমারটিকে লইয়া আসিলেন।

কুমারটিকে দেখিয়া বিদূষক রাজাকে বলিয়া উঠিলেন,—"এটি ক্ষত্রিয়-কুমার, ইঁহারই নামাঙ্কিত বাণে শকুনিটি বিদ্ধ হইয়া থাকিবে এবং তোমার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্যও আছে।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তাহাই যথার্থ, কারণ, ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হইয়া চক্ষু দুইটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, হৃদয় বাৎসল্য-বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, মন অপূর্ব্ব প্রসন্নতা লাভ করিতেছে, শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, ধৈর্য্য লোপ পাইতেছে, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহাকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করি।"

তাপসীকে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিলেন, তাপসীও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, আপনি সোমবংশ বিস্তার করুন।"

রাজাকে কিছু না বলিলেও তিনি যে কুমারটিকে আপনার পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাপসী তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি রাজাকে প্রণাম করিবার জন্য কুমারকে বলিলে, কুমার অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন।

রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস, আয়ুষ্মান্ হও।"

কুমার মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"ইনি আমার পিতা, আমি ইঁহার পুত্র, এই কথা শুনিয়া যদি এইরূপ আনন্দ হয়, না জানি, যাহারা পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়, সেই পিতামাতার প্রতি তাহাদের ভালবাসা কত মধুর।"

তাহার পর রাজা তাপসীকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাপসী বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, জাতমাত্রেই এই কুমারটিকে উর্ব্বশী কোন কারণে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আসেন। মহর্ষি চ্যবন ক্ষত্রিয়াচারানুসারে ইহার জাতকর্ম্মাদি সমাধান করিয়া শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজ বালকটি ঋষিকুমারদের সহিত পুষ্প, সমিধ ও কুশ আহরণের জন্য গমন করিয়া একটি আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে। একটি শকুনি আমিষখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, কুমার তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করে। ভগবান্ চ্যবন তাহা অবগত হইয়া উহাকে উর্ব্বশীর হস্তে পুনঃসমর্পণের জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্য আমি উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা তাপসীকে উপবেশন করিতে বলিয়া কঞ্চুকীর দ্বারা উর্ব্বশীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাহার পর কুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "পুত্রস্পর্শসুখ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয়, তাই বৎস, চন্দ্রকান্তমণিকে চন্দ্রকরস্পর্শের ন্যায়, আমাকে একবার স্পর্শ কর।"

তাপসী কুমারকে পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে বলিলে, কুমার অগ্রসর হইতে হইতে রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বৎস, তোমার পিতার প্রিয়সখা এই ব্রাহ্মণঠাকুরকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"আমাকে আবার ভয় কিসের? আশ্রমে ত এরূপ অনেক বানর দেখিয়া থাকিবে।"

কুমার হাসিতে হাসিতে বিদূষককে প্রণাম করিলেন, বিদূষকও আশীর্ব্বাদ করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

এই সময়ে উর্ব্বশী কঞ্চুকীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমার আয়ুকে রাজার নিকট কনকপীঠে উপবিষ্ট ও রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার চূড়াবন্ধন দেখিয়া প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার পরিচিত তাপসী সত্যবতীকে দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারই গর্ভজাত আয়ু এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা কুমারকে কহিলেন,—"বৎস, এই তোমার জননী আগমন করিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্তনাংশুক স্নেহরসে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে।"

তাপসী কুমারকে তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিতে বলিলে, কুমার মাতার নিকট অগ্রসর হইলেন।

উর্ব্বশী তাপসীর পাদবন্দনা করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, —"স্বামীর আদরিণী হও।"

তাহার পর কুমার মাতার চরণে প্রণত হইলে, উর্ব্বশী 'পিতার আরাধনায় তৎপর হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজা উর্ব্বশীকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সকলে উপবেশন করিলে, তাপসী উর্ব্বশীকে বলিতে লাগিলেন— "কুমার আয়ু এক্ষণে কৃতবিদ্য ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। যাহাকে তুমি আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাকে আবার তোমার পতির সমক্ষে তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম। এখন বিদায় লইতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ, আশ্রমধর্শ্মের ব্যাঘাত ঘটিতেছে।"

উর্ব্বশী উত্তর করিলেন,—"অনেক দিন সাক্ষাৎ না হওয়ায় বিরহোৎ-

কণ্ঠিত হইয়া আছি। আবার এ দিকে আশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটারও সম্ভাবনা। তবে আসুন, আবার যেন দর্শন পাই।"

রাজা তাপসীকে কহিলেন,—'মহর্ষি চ্যবনকে আমার প্রণাম জানাইবেন।"

তাপসী যাইতেছেন দেখিয়া কুমার আয়ু তাঁহার সহিত ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

রাজা বলিলেন,—"তোমার প্রথম আশ্রমবাস শেষ হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয় আশ্রমবাসের সময়।"

তাপসীও কুমারকে গুরুজনের বচনে মনোযোগ দিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

তখন কুমার কহিলেন,—"যাহার শিখা কণ্ডূয়ন করিতে করিতে আমার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িত, সেই শিতিকণ্ঠ ময়ুরটির কলাপ নির্গত হইলে এখানে পাঠাইয়া দিও।"

তাপসী 'তাহাই হইবে' বলিয়া রাজা ও উর্ব্বশীর প্রণামগ্রহণ ও তাঁহাদের কল্যাণকামনা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাপসী গমন করিলে, রাজা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সুন্দরি, পৌলোমীসম্ভব জয়ন্তকে পাইয়া পুরন্দর যেমন ধন্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার এই সুপুত্র লাভ করিয়া আমি অন্য পুত্রবান্‌দিগের অগ্রণী হইলাম।"

এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশীর নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। রাজা ও বিদূষক তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

পরে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি, বংশধরের সমাগমে আমার আনন্দস্ফুরণের সময় তুমি রোদন করিয়া অশ্রুধারায় বক্ষোপরি পুনর্ব্বার মুক্তাহার রচনা করিতেছ কেন?"

উর্ব্বশী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুনুন মহারাজ, পুত্রদর্শনের আনন্দে আমি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এক্ষণে দেবরাজের নামোল্লেখে আমার সমস্ত কথা মনে পড়িল। মহারাজ আমার হৃদয় হরণ করিলে, গুরুশাপে অভিশপ্তা আমাকে দেবরাজ বলিয়াছিলেন,—'প্রিয়বয়স্য যখন তোমার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন তুমি আবার স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে'। তাই আমি জাতমাত্রেই কুমার আয়ুকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে ভগবতী সত্যবতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সে পিতৃসেবায় সমর্থ হইয়া আগত হইয়াছে, আমারও :স্বর্গগমনসময় উপস্থিত।"

এই কথা শুনিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশী ও 'কঞ্চুকী,' তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদূষক অব্রহ্মণ্য বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুখভোগে দৈবের কি প্রতিকূলতা! পুত্রলাভে যেমন আমি আশ্বস্ত হইয়া উঠিলাম, অমনি কৃশোদরি, তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিল। আতপক্লিষ্ট তরু নব-মেঘবর্ষণে প্রথমে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, পরে তাহার মস্তকে অশনি-সম্পাত হইলে তাহার যেরূপ দশা ঘটে, আমারও অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে।"

অর্থ হইতে অনর্থ উপস্থিত দেখিয়া বিদূষক রাজাকে বল্কল ধারণ করিয়া তপোবনে যাইতে উপদেশ দিলেন।

উর্ব্বশী আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কৃতবিনয় পুত্রলাভের পর স্বর্গারোহণে কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া মহারাজ হয়ত মনে করিতেছেন।"

সে কথায় রাজা উর্ব্বশীকে কহিলেন,—"সুন্দরি, ও কথা বলিও না।

বিয়োগসুলভা পরাধীনতা আপনার প্রিয়াঽষ্ঠান করিতে পারে না। তুমি স্বপ্রভুর শাসনানুবর্ত্তিনী হও, আমিও তোমার পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মৃগযূথবিচরিত তপোবন আশ্রয় করি।"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া কুমার আয়ু উত্তর করিলেন—"তাত, নৃপপুঙ্গবের ভার বৎসতরের প্রতি নিয়োগ করিবেন না।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, ও কথা ঠিক নহে, গন্ধগজ শিশু হইলেও অন্যগজদিগকে শাসনে রাখিতে পারে, ভুজঙ্গশিশুর বিষও তীক্ষ্ণবেগ হয়, বালনৃপতিও ভূভার বহন করিতে পারেন। জাতিদ্বারাই কার্য্য সাধিত হয়, বয়সের অপেক্ষার কোনই প্রয়োজন নাই।"

তাহার পর রাজা কঞ্চুকীর দ্বারা অমাত্যদিগকে কুমারের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে আকাশতলে কাহার দেহজ্যোতির বিকাশ হওয়ায় রাজা বিদ্যুদ্‌ভ্রমে চমকিত হইয়া উঠিলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন যে, দেবর্ষি নারদ অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার নিকষপাষাণে অঙ্কিত গোরোচনা-রেখাতুল্য পিঙ্গল জটাকলাপ ও শশিকলার ন্যায় শুভ্র উপবীতসূত্র দেখিয়া রাজার মনে হইল যেন, মুক্তাসরশোভিত হেমজটাসমন্বিত সঞ্চরণশীল কল্প-বৃক্ষ অবতীর্ণ হইতেছে। তখন সকলে অর্ঘ্য আহরণে ব্যস্ত হইলেন। মহর্ষি নারদ অবতরণ করিলে, রাজা, উর্ব্বশী, কুমার প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তিনি রাজ-দত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজা দেবর্ষির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"দেবরাজ আপনাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় জানিয়া এই সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ত্রিকালদর্শীরা অবগত করাইয়াছেন, দেবাসুরসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী, সেই সংগ্রামে আপনি দেবরাজের সহায় হইবেন। সুতরাং এক্ষণে আপনার

শস্ত্রত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আর উর্ব্বশীও যাবজ্জীবন আপনার সহধর্ম্মিণী হইয়া থাকিবেন।”

ইহা শুনিয়া উর্ব্বশীর হৃদয় হইতে যেন শল্য অপসৃত হইয়া গেল। রাজাও ‘পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম’ বলিয়া উত্তর করিলেন।

দেবর্ষি বলিতে লাগিলেন,—“ইহা যথার্থ বটে। কারণ, ইন্দ্র তোমার কার্য্যসাধন করুন, তুমিও তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন কর। সূর্য্য অগ্নির তেজ বাড়াইয়া থাকেন, আবার অগ্নিও নিজ তেজে তাঁহাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলেন।”

তাহার পর তিনি রম্ভাপ্রভৃতিকে অভিষেকদ্রব্যাদি আনয়নের আদেশ দিলে, তাঁহারা সে সমস্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষির আদেশে রম্ভা কুমার আয়ুকে ভদ্রপীঠে উপবেশন করাইলে, নারদ স্বয়ং তাঁহার মস্তকে অভিষেকবারি নিক্ষেপ করিলেন, অপ্সরারাও অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া লইলেন। তাহার পর রম্ভার উপদেশে কুমার দেবর্ষি ও পিতামাতাকে প্রণাম করিলে, নারদ ‘মঙ্গল হউক’, রাজা ‘কুলধুরন্ধর হও’, এবং উর্ব্বশী ‘পিতার আরাধনায় রত থাক’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই সময়ে বৈতালিকেরা গাহিয়া উঠিল,—“সুরমুনি অত্রি যেমন ব্রহ্মার সমান, চন্দ্র যেমন অত্রির সমান, বুধ যেমন চন্দ্রের সমান, আমাদের মহারাজ যেমন বুধের সমান, তুমিও সেইরূপ পিতার অনুরূপ হও। কমনীয় গুণভূষিত তোমাদের উৎকৃষ্ট বংশেই সমস্ত আশীর্ব্বাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।” তাহারা আবার গাহিতে লাগিল,—“গঙ্গা যেমন হিমালয় ও জলধিকে আপনার সলিল বিভাগ করিয়া দিয়া শোভাশালিনী হইয়া উঠেন, সেইরূপ উন্নতদিগের অগ্রণী তোমার পিতা ও স্থৈর্য্যশালী তোমার মধ্যে বিভক্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীও শোভা বিস্তার করিতেছেন।”

অনেক দিন পরে রম্ভা ও উর্ব্বশীর সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহারা আনন্দিত

হইয়া উঠিলেন। রম্ভা বলিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক ও পতির অবিচ্ছেদে প্রিয়সখীর সুখবৃদ্ধি ঘটিল।"

উর্ব্বশী উত্তর দিলেন,—"আমাদের এ অভ্যুদয় সাধারণ।"

তাহার পর তিনি আয়ুর হস্ত ধরিয়া রম্ভাকে প্রণাম করার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।

দেবর্ষি রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমার পুত্র আয়ুর যৌবরাজ্যে অভিষেক দেখিয়া দেবরাজকর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয়ের সেনাপতিপদে বরণের কথা স্মরণ হইতেছে।"

রাজাও দেবর্ষিকে তাঁহার প্রতি দেবরাজের অনুগ্রহের কথা বারম্বার জানাইতে লাগিলেন।

দেবর্ষি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহার পর দেবরাজ তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করিবেন বল।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"ইহার পরও কি প্রিয় কার্য্য আছে? তবে যদি দেবরাজ আরও অনুগ্রহ বিতরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সাধুদিগের কল্যাণের নিমিত্ত পরস্পরবিরোধিনী লক্ষ্মী সরস্বতীর একাশ্রয়-দুর্লভ মিলন সংঘটিত হউক। সকলে দুঃখ হইতে উদ্ধার পাক্ ও কল্যাণ দর্শন করুক। সকলের কামনালাভ ঘটুক, এবং সকলে সর্ব্বত্র আনন্দ করিতে থাকুক"। তাহার পর তাঁহাদের স্বর্গগমনের আয়োজন হইতে লাগিল।

সৃষ্টির আদিতে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর মিলন সংঘটিত হয়, এই মিলনের উদ্দেশ্য সোমবংশবিস্তার, তাপসী সত্যবতীর বচন হইতে তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। যে চন্দ্রবংশ ভারতে অনেক পুণ্যকার্য্যের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ বসু-ন্ধরাকে পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, সেই বংশধারা প্রবাহিত করার জন্যই

স্বর্গের উর্ব্বশী ও মর্ত্ত্যের পুরুরবার মিলন ঘটিয়াছিল। এই মিলন আবার গৌরীচরণরাগজাত সঙ্গমনীয় মণির দ্বারা প্রগাঢ় হইয়া উঠে। যে চরণে সমস্ত বিশ্ব মিলিয়া যাইতেছে, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইতেছে, সেই চরণরাগজাত মণিইত মিলন ঘটাইয়া থাকে। তাই সৃষ্টির মূলকারণ ঘনীভূত হইয়া মণির আকারে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর মিলন ঘটাইয়া চন্দ্রবংশ বিস্তার করিয়াছিল। আমরা সেই লোকপাবন বংশের কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিতে করিতে তাহার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ দেখিতে পাই।

মালবিকাগ্নিমিত্র।

(১)

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশ অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য শুঙ্গবংশের অধিকারে। মৌর্য্য-বংশের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শেষ রাজা বৃহদ্রথকে এ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত করিয়া স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। নিজে কিন্তু সৈন্যপরিচালনাতেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বিদিশার তীরে কোকিলকূজনে মুখরিত উদ্যানাবলীর শ্যাম শোভার মধ্য হইতে নগরীর শুভ্র কান্তি স্বর্গের অস্ফুট ছায়ার ন্যায় দেখা-ইতেছিল। রাজা অগ্নিমিত্র সেইখানেই রাজলক্ষ্মীর আসন স্থাপন করিলেন। ক্রমে তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

বিদর্ভরাজের অবসানের পর তাঁহার পুত্র মাধবসেনকে বশীভূত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞসেন রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। মাধবসেন ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতির হস্তে সমর্পণ করার ইচ্ছায় আসিতে আসিতে যজ্ঞসেনের সীমান্তরক্ষককর্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাহার পর অমাত্য সুমতি ও তাঁহার ভগিনী কৌশিকী মালবিকাকে লইয়া অগ্নিমিত্রের নিকট আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুমতি নিহত হন। অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন কোনরূপে মাল-বিকাকে উদ্ধার করিয়া পরিচারিকাভাবে বিদিশামহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দেন। কৌশিকীও পরিব্রাজিকার বেশ ধারণ করিয়া বিদিশায় উপস্থিত হইলেন। মালবিকা ও কৌশিকী অপরিচিতভাবে তথায় অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন।

যৌবনের বিকাশে মালবিকার সুকোমল শরীরে লাবণ্যের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তাঁহার রূপজ্যোতি জ্যোৎস্নালহরীর ন্যায় সকলের নয়নে অমৃত ঢালিয়া দিতেছিল। একখানি নবচিত্রিত চিত্রপটে দেবী ধারিণী ও তাঁহার পরিচারিকাদের প্রতিকৃতির সহিত মালবিকার ছবিটি অঙ্কিত হইয়া পটখানিকে রমণীয় করিয়া তুলে। একদিন চিত্রশালায় মহিষীর সহিত সেই চিত্রপট দেখিতে দেখিতে রাজা অগ্নিমিত্রের চক্ষু মালবিকার ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইল। রাজা রাণীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রাণী কোন উত্তর দিলেন না, কারণ, তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রাজা মালবিকার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন। রাজা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায়, শিশুকুমারী বসুলক্ষ্মী বালিকাসুলভ বাক্যে উত্তর করিলেন,—"উহার নাম মালবিকা"।

রাজা তাঁহাকে রাণীর পরিচারিকা ও তাঁহার নাম মালবিকা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, এবং রাণীও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলেন না। কারণ, রাণীর বর্ণনিকৃষ্ট ভ্রাতা সেনাপতি বীরসেন মালবিকাকে পরিচারিকারূপেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

গণদাসনামে নাট্যাচার্য্যের নিকট মালবিকা কলাবিদ্যার শিক্ষা আরম্ভ করেন। রাণী ধারিণী বকুলাবলিকা নামক পরিচারিকাকে মালবিকার শিক্ষার বিষয় জানিবার জন্য গণদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বকুলাবলিকা যাইতে যাইতে পরিচারিকা কৌমুদিকার দেখা পাইল। কৌমুদিকা তখন শিল্পীর নিকট হইতে মহিষীর নাগমুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীটি আনিতেছিল, কিরণচ্ছটায় অঙ্গুরীটিকে কেসরশোভিত কুসুমের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কৌমুদিকা অঙ্গুরীতে দৃষ্টি বদ্ধ করায় প্রথমে বকুলাবলিকাকে দেখিতে পায় নাই। বকুলাবলিকা তাহার গাম্ভীর্য্যের জন্য পরিহাস করিলে,

সে প্রকৃত কথা বলিল। পরে দুই সখীতে মিলিয়া রাজার মালবিকার চিত্রদর্শন প্রভৃতির আলাপন হইল। তাহার পরে বকুলাবলিকা নাট্যশালার দিকে গমন করিল।

গণদাস সে সময়ে নাট্যকলার গৌরবের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"সকলের নিকট কুলবিদ্যাই আদরণীয়। আমরা নাট্যের মিথ্যা গৌরব করি না। কারণ, নাট্য দেবতাদিগের শান্ত ও নেত্রতৃপ্তিকর যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রুদ্রদেহে ইহা তাণ্ডব ও লাস্যের বিকাশস্বরূপ হরগৌরীরূপে বিরাজ করে। সত্ত্ব, রজঃ, তম ত্রিগুণ হইতে সমুদ্ভূত নানারসসমন্বিত লোকচরিত্র ইহাতে দৃষ্ট হয়। তদ্‌ভিন্ন ইহা এক হইয়াও শৃঙ্গার, হাস্যাদি বহু প্রকারে ভিন্নরুচি লোকদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে।"

এই সময়ে বকুলাবলিকা তথায় উপস্থিত হইল, এবং গণদাসকে অভিবাদন করিয়া মালবিকার শিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

গণদাস মালবিকার কলাশিক্ষার নিপুণতা ও মেধার প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"আমি তাহাকে যে সকল শিক্ষা প্রদান করি, তাহা সে সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়া আমাকেই প্রতিশিক্ষা দিয়া থাকে"।

শুনিয়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে ধন্য মনে করিতে লাগিল, এবং তিনি যে রাজার অন্যতমা রাণী ইরাবতী অপেক্ষা কলানিপুণা, তাহাও তাহার মনে হইতেছিল।

গণদাস মালবিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বকুলাবলিকা তাঁহাকে রাণী ধারিণীর নিকট বীরসেনকর্ত্তৃক পরিচারিকারূপে প্রেরিত ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিল না। গণদাসের কিন্তু মালবিকার রূপগুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে উচ্চবংশীয়া বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। গণদাস বকুলাবলিকাকে বলিতেছিলেন,—"ইহার শিক্ষাদানে আমি যশস্বী হইব

বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, সমুদ্রশুক্তিতে মেঘবারি যেমন মুক্তারূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সুপাত্রে ন্যস্ত শিক্ষকের কলাশিক্ষাও বিশিষ্টগুণসম্পন্ন হইয়া উঠে।"

মালবিকা শিক্ষাগ্রহণের পর সেই সময়ে বিশ্রামলাভের জন্য দীঘিকা-বলোকনগবাক্ষে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন। বকুলাবলিকা গণদাসের নিকট হইতে তাহা অবগত হইয়া মালবিকাকে উৎসাহপ্রদানের জন্য তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল।

বিদর্ভের বর্ত্তমান রাজা যজ্ঞসেন এখনও মহারাজ অগ্নিমিত্রের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। অগ্নিমিত্র তাঁহাকে মাধবসেনের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে যজ্ঞসেন এইরূপ জ্ঞাপন করেন যে, মহারাজ অগ্নিমিত্রের উদাসীনভাবে থাকাই কর্ত্তব্য। তবে যদি তিনি মাধব-সেন ও তাঁহার পরিবারবর্গের মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্নি-মিত্রকেও যজ্ঞসেনের শ্যালক মৌর্য্যমন্ত্রীকেও মুক্ত করিতে হইবে। অগ্নিমিত্র অমাত্যমুখে এই কার্য্যবিনিময়ের কথা শুনিয়া বিদর্ভরাজকে উন্মূলন করার জন্য বীরসেন প্রভৃতি সেনাপতিকে আদেশ জানাইতে বলিলেন।

মন্ত্রীও রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন,—"শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে অরাতি স্বল্পকাল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ও প্রজামধ্যে বদ্ধমূল নহে, তাহাকে সদ্যরোপিত শিথিলমূল বৃক্ষের ন্যায় অনায়াসেই উৎপাটিত করা যাইতে পারে।" তাহার পর বিদর্ভ আক্রমণেরই ব্যবস্থা হইল।

চিত্রে নিবেশিত মালবিকার মূর্ত্তি দেখিয়া অবধি রাজা অগ্নিমিত্রের মন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু সেই চিত্রপটে দর্শন ব্যতীত মহিষী ধারিণীর কৌশলে তিনি কোনরূপে মালবিকার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রিয়বয়স্য গৌতমকে তাহার উপায় স্থির করার

জন্য অনুরোধ করিলে, বিদূষক গৌতম তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণদাসের ন্যায় হরদত্ত নামে রাজার আর একজন প্রধান নাট্যাচার্য্য ছিলেন। বিদূষক এই উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ বাধাইয়া, তাঁহাদের শিষ্যের রাজসকাশে পরীক্ষাদ্বারা তাহা স্থির করার কৌশল অবলম্বন করেন। রাজা হরদত্তের পক্ষপাতী ছিলেন, এক্ষণে কিন্তু তাঁহার সে পক্ষপাত শিথিল হইতে আরম্ভ হয়, কারণ, মালবিকা গণদাসের শিষ্যা, লোকে কিন্তু হরদত্তকেই রাজার প্রিয় বলিয়া জানিত। রাণী ধারিণী গণদাসকেই বরাবর সমাদরের চক্ষে দেখিতেন।

রাজা বিদূষককে সাধ্যবিষয়ের সাধনজ্ঞানে তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যাপৃত আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতম একেবারে প্রয়োগসিদ্ধির কথা বলিয়া স্বীয় কৌশল রাজাকে জানাইলে, রাজা যারপরনাই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, এবং এই দুরধিগম্য বিষয়ে কার্য্যসিদ্ধির বিশেষরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যদি কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধক থাকে, উপযুক্ত সহায় থাকিলে, তাহাতে ফললাভই হয়। চক্ষু থাকিলেও অন্ধকারে দীপশিখা ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।"

অনতিকালমধ্যে গণদাস ও হরদত্ত আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে রাজার নিকট বিচার প্রার্থনায় মূর্ত্তিমান্ ভাবের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিয়া বিদূষককে কহিলেন,—"সখে, তোমার সুনীতিবৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিতেছি।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"ফলও শীঘ্র দেখিতে পাইবে।"

কঞ্চুকী নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের আগমনসংবাদ রাজাকে জ্ঞাপন করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

উভয়ে রাজসকাশে উপস্থিত হইলে, গণদাস মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"রাজমহিমা কি দুর্ব্বিষহ! আমার নিকট রাজা অপরিচিত অথবা অপ্রিয়দর্শন নহেন। তথাপি চকিতভাবেই ইঁহার পার্শ্বে গমন করিতে হইতেছে। মহারাজ সাগরের ন্যায় আমার নিকট প্রতিক্ষণ নূতন বলিয়াই প্রতীত হইতেছেন।"

হরদত্ত বলিলেন,—"পুরুষাকারে আবির্ভূত এই জ্যোতি হইতে প্রবেশানুমতি পাইয়া কঞ্চুকীর সহিত অগ্রসর হইতে হইতেও যেন আমার দৃষ্টি রাজতেজ দ্বারা নিবারিত হইতেছে, এবং তাঁহার নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত না হইলেও আমি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছি না।"

তাহার পর কঞ্চুকীর কথায় তাঁহারা রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করিতে বলিলে, আচার্য্যদ্বয় যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

পরে রাজা তাঁহাদের শিক্ষাদানকালে যুগপৎ উভয়ের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গণদাস বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহারাজ, আমি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে অভিনয়বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রেই তাহা প্রয়োগ করিতেছি। আপনি ও মহিষী আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই হরদত্ত আমাকে প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে বলিতেছেন, 'আমি তাঁহার পদরজেরও তুল্য নহি'।"

সে কথা শুনিয়া হরদত্ত কহিলেন,—"দেব, গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'তাঁহাতে আমাতে সমুদ্রপল্বলের প্রভেদ।' এক্ষণে আপনি আমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করুন।"

বিদূষক তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন, গণদাসও তাহাতে সম্মত হন। রাজা কিন্তু মহিষী ধারিণীর উপস্থিতিব্যতীত আচার্য্যদ্বয়ের পরীক্ষা লইতে সাহসী না হইয়া রাণীর ও পরিব্রাজিকাবেশধারিণী কৌশি-

কীর আগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজার কথায় তখন সকলেই সম্মতি দিলেন। তাহার পর কঞ্চুকী তাঁহাদিগকে লইয়া আসিলেন।

ধারিণী হরদত্তকে রাজার প্রিয় জানিয়া আচার্য্যদ্বয়ের জয়পরাজয়-সম্বন্ধে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গণদাসের পরাজয়ের কোন আশঙ্কা করেন নাই। মহিষী কিন্তু রাজাকে হরদত্তের পক্ষপাতী বলিলে, কৌশিকী উত্তর দিলেন,—"আপনিওত রাজ্ঞী বটেন। দেখুন, ভানুর কৃপায় অগ্নি যেমন সমুজ্জ্বল হন, তেমনি নিশার সাহায্যে চন্দ্রেরও মহিমা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।"

পরিব্রাজিকা কৌশিকীর সহিত মহিষী ধারিণীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যতিবেশধারিণী কৌশিকীর সহিত শোভনালঙ্কৃতা মহিষী মূর্ত্তিমতী অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত ত্রিবেদসংহিতার ন্যায় আগমন করিতেছেন।"

অবশেষে তাঁহারা রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। পরিব্রাজিকা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"মহাসারপ্রসবা তুল্যক্ষমাবতী ধারিণী ও ধরণী উভয়ের পতিরূপে শতায়ু হইয়া থাকুন।"

মহিষীও রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজাও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পর রাজা তাঁহাদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া গণদাস ও হরদত্তের বিবাদের কথা জানাইলেন, এবং কৌশিকীকে তাহার মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কৌশিকী উত্তর দিলেন,—"নগর থাকিতে গ্রামে রত্নপরীক্ষা সঙ্গত নহে।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তাহা নহে, আপনি পণ্ডিতা কৌশিকী, আমি ও মহিষী এক এক জনের পক্ষপাতী।"

নাট্যাচার্য্যেরাও রাজার কথার অনুমোদন করিলেন। রাজা তাঁহাদের বিবাদের কারণ জানাইতে বলিলেন।

কৌশিকী মালবিকার প্রধান সহায়; তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, যাহাতে মালবিকার প্রতি রাজার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই :জন্য তিনি রাজা ও মালবিকার পরস্পরের দর্শনের অভিলাষিণী ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বলিলেন,—"নাট্যশাস্ত্র অভিনয়প্রধান, ইহাতে বাগ্ব্যবহারের কোন ফল নাই।"

কৌশিকী সে বিষয়ে মহিষীরও মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী কিন্তু যাহাতে রাজা মালবিকার দর্শন না পান, তাহারই জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—"ইহাদের বিবাদটাই আমার ভাল লাগিতেছে না।"

বিদূষক কহিলেন,—"ম্যাড়ার লড়াইটা দেখা যাক্ না, ইহাদের বৃথা বেতন দিয়া ফল কি ?"

রাণী বিদূষকের কলহপ্রিয়তার জন্য তিরস্কার করিলে, গৌতম উত্তর দিলেন,—"আমার তাহা অভিপ্রায় নহে, তবে বিবাদপ্রিয় মত্ত হস্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি নির্জ্জিত না হইলে, শান্তির সম্ভাবনা নাই।"

রাজা পরিব্রাজিকাকে আচার্য্যদ্বয়ের অভিনয়োপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠব লক্ষ্য করিতে বলিলেন এবং কিরূপে তাঁহাদের নিপুণতার পরীক্ষা হইবে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

কৌশিকী উত্তর দিলেন,—"কোন শিক্ষকের ক্রিয়া আপনাতেই বদ্ধ থাকে, কাহারও বা উপযুক্ত শিষ্যে প্রযুক্ত হয়। যাঁহার এই দুইটিই থাকে, তিনিই শিক্ষকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য।"

বিদূষক মালবিকার উপস্থিতিরই আশা করিতেছিলেন। কাজেই কৌশিকীর কথা শুনিয়া আচার্য্যদ্বয়কে তাঁহাদের উপদেশের পরীক্ষা জানাইতে বলিলেন।

মহিষী দেখিলেন, ব্যাপার ক্রমে জটিল হইয়া উঠিতেছে। তখন তিনি কহিলেন,—"স্বল্পমেধা শিষ্যের দ্বারা যদি উপদেশ মলিন হয়, তাহা হইলে তাহাতে উপদেষ্টার দোষ কি?"

রাজা দেখিলেন, মহিষী কিছুতেই মালবিকার উপস্থিতির পক্ষপাতিনী নহেন, অথচ তাঁহাকে না দেখিলেও তিনি অধীর হইয়া উঠিতেছেন। তখন মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেবীর কথা যথার্থ বটে, তবে উপদেষ্টা অযোগ্য পাত্রে উপদেশ দিলে, তাঁহারই বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পায়।"

দেবী বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তখন তিনি এই বিবাদনিবৃত্তির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

চতুর বিদূষক রাণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অথচ সঙ্গে সঙ্গে গণদাসকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশে কহিলেন,—"সঙ্গীতসেবায় সরস্বতীপ্রদত্ত সরস মোদক আস্বাদনের পর এ শুষ্ক বিবাদে আপনার প্রয়োজন কি?".

গণদাস উত্তর দিলেন,—"দেবীবাক্য সত্য বটে, তবে নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি বলিয়া যে ব্যক্তি পরের নিন্দা সহ্য করিয়া কেবল জীবিকার জন্যই শাস্ত্রচর্চ্চা করে, তাহাকে জ্ঞানপণ্যবিক্রেতা বণিক্ বলিয়াই লোকে অভিহিত করিয়া থাকে।"

গণদাসের কথা শুনিয়া রাণী বলিতে লাগিলেন,—"আপনার অল্প-দিনের শিক্ষিতা শিষ্যার উপদেশপ্রকাশ কি যুক্তিযুক্ত?"

গণদাস কহিলেন,—"সেই জন্যই আমার এত আগ্রহ।"

তখন রাণী উভয়কে পরিব্রাজিকার নিকট উপদেশের পরিচয়প্রদানের জন্য বলিলেন।

শুনিয়া কৌশিকী কহিলেন,—"ইহা সমীচীন নহে, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও একাকী এ বিষয়ের মীমাংসা করা দোষাবহ।"

কৌশিকীর কথায় দেবীর অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"মূঢ়ে পরিব্রাজিকে, জাগরিতা আমাকে তুমি কি সুপ্তার মত করিতে চাও?"

তাহার পর মহিষী মুখ ফিরাইলেন। রাজা কৌশিকীকে তাহা লক্ষ্য করিতে কহিলেন। পরিব্রাজিকা তাহা বুঝিতে পারিয়া রাণীকে বলিলেন,—"অকারণে মহারাজের প্রতি চন্দ্রাননার পরাঙ্মুখী হওয়া উচিত নহে। কুটুম্বিনীগণের স্বামীর উপর প্রভুত্ব থাকিলেও তাঁহারা অকারণে কুপিত হন না।"

বিদূষক গণদাসকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিলেন,—"আত্মপক্ষ সকলেই রক্ষা করিয়া থাকে। ভাগ্যে রাণী কুপিতা হইয়াছেন, তুমি তাই পরিত্রাণ পাইলে। সুশিক্ষিত হইলেও উপদেশ দেখিয়াই গুণাগুণ স্থির হইয়া থাকে।"

গণদাস তখন দেবীকে কহিলেন,—"আমার উপদেশের পরিচয়প্রদর্শনে আপনি যদি আদেশ প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমাকে পরিত্যাগ করা হইবে জানিবেন।"

এই বলিয়া তিনি গমনে উদ্যত হইলে, মহিষী অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

তাহার পর গণদাস কোন্ বিষয়ের অভিনয় প্রদর্শিত হইবে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা পরিব্রাজিকাকে তাহার আদেশ দিতে বলিলেন।

কৌশিকী কহিলেন,—"শর্ম্মিষ্ঠার কৃত চতুষ্পদযুক্ত ছলিকনামক নাট্যের প্রয়োগই পরীক্ষিত হইবে।"

আচার্য্যদ্বয় তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে সঙ্গীতশালায় অভিনয় আরম্ভ করিয়া মৃদঙ্গশব্দের দ্বারা সকলকে জ্ঞাপন করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরিব্রাজিকা আরও বলিয়া দিলেন যে, পাত্র-

দিগের সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবের অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করিতে হইবে, সুতরাং তাহাদিগকে বেশভূষায় বিভূষিত করা না হয়।

আচার্য্যদ্বয় প্রস্থান করিলে, মহিষী রাজাকে বলিলেন,—"যদি রাজকার্য্যে মহারাজের এরূপ নিপুণতা থাকিত, তাহা হইলে অতীব সুন্দর হইত।"

রাণীর বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া রাজা কহিলেন,—"তুমি মনস্বিনী; তোমার বুঝা উচিত, এ সকল আমার কৌশল নহে। সমবিদ্য আচার্য্যদ্বয় যশোলাভের জন্যই এইরূপ ঘটাইয়াছে।"

তাহার পর সঙ্গীতশালা হইতে মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হইলে, পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন,—"মেঘমন্দ্রভ্রান্ত ময়ূরের ধ্বনিসহ মৃদঙ্গের মধ্যস্বরোত্থিত মায়ূরীমার্জ্জনা নামে বাদ্য সকলের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে।"

তখন তাঁহারা সঙ্গীতশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার দ্রুতপাদবিক্ষেপের প্রতি রাণী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বিদূষক তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজাকে ধীরভাবে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও সিদ্ধিপথপ্রাপ্ত নিজ মনোরথশব্দের ন্যায় মৃদঙ্গধ্বনি আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে।"

(২)

সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়া রাজা পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রথমে কাহার উপদেশ দর্শন করা উচিত?"

কৌশিকী উত্তর দিলেন,—"গণদাস বয়োজ্যেষ্ঠ; অতএব তাঁহারই উপদেশ প্রথমে দেখিতে হয়।"

তাহার পর গণদাসের উপদেশদর্শনের ব্যবস্থা হইল। গণদাস শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদীবিশিষ্ট ছলিকনামক নাট্যদর্শনের আয়োজন করিয়াছিলেন। উহা রাজারও অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

মালবিকা তথনও পর্য্যন্ত অন্তরালে অবস্থিতি করায়, রাজা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বিদূষককে গোপনে বলিতে লাগিলেন,—"যবনিকান্তরালে অবস্থিতা সুন্দরীকে দেখিবার জন্য চক্ষু সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এরূপ অধীর হইয়াছি যে, আমার মনে হইতেছে, যবনিকাটি ছিন্ন করিয়া ফেলি।"

বিদূষক উত্তর দিলেন—"নয়নমধু সম্মুখে উপস্থিত, মক্ষিকাও সন্নিকটে, এক্ষণে স্থিরভাবে সমস্ত দর্শন কর।"

সেই সময়ে অঙ্গসৌষ্ঠব-সমন্বিতা মালবিকাকে লইয়া গণদাস পুনরাগমন করিলেন। বিদূষক রাজাকে মালবিকার বর্ত্তমান অবস্থাতেও মাধুর্য্য-বিকাশের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"চিত্রগতা ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহার কান্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে যে, চিত্রকর ইঁহার প্রতিকৃতি-অঙ্কনে মনোযোগ প্রদর্শন করে নাই।"

মালবিকা লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইতেছিলেন দেখিয়া গণদাস তাঁহাকে নিঃশঙ্ক ও অবিকৃতভাবে অবস্থিতি করিতে উপদেশ দিলেন। রাজা তাঁহার রূপমাধুর্য্য দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহার সর্ব্বাবয়বের রূপই অনিন্দনীয়। চক্ষু দুইটি আয়ত, মুখখানি শরদিন্দুতুল্য, বাহু দুইটি অবনতস্কন্ধ, বক্ষঃস্থল সংক্ষিপ্ত, পার্শ্ব দুইটি মার্জ্জিত, কটিদেশ ক্ষীণ, জঙ্ঘা স্থূল, কুঞ্চিতাঙ্গুলি পদ,—এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হয় নৃত্যাচার্য্যের মনে যাহা ছিল, ইঁহার অঙ্গে তাহাই সন্নিবেশ করিয়াছেন।"

এই সময়ে মালবিকা রাগালাপ করিয়া চতুষ্পদযুক্ত এই গীতটি গাহিয়া উঠিলেন।

"হৃদয়, আমার সেই দুর্লভ প্রিয়তমের আশা পরিত্যাগ কর। এ কি!

আবার বাম অপাঙ্গ নাচিয়া উঠে কেন? তাঁহাকেত বহু পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছি, তবে পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা কেন? নাথ, আমি পরাধীনা হইলেও তোমারই তৃষিতা বলিয়া জানিবে।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি রসানুরূপ অভিনয়ও আরম্ভ করিলেন।

গীত শুনিয়া ও অভিনয় দেখিয়া রাজা ও বিদূষক পুলকিত হইয়া উঠিলেন। গৌতম চুপে চুপে রাজাকে বলিলেন,—"দেখ, এই গীতটি অবলম্বন করিয়া মালবিকা তোমাকেই আত্মসমর্পণ করিতেছেন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সখে, আমারও তাহাই মনে হইতেছে। 'তোমারই তৃষিতা, নাথ' এই কথাটি অঙ্গভঙ্গির সহিত গাহিয়া ধারিণীর নিকটে থাকায়, আমার অনুরাগ জানিতে না পারিয়া মালবিকা ললিত প্রার্থনাচ্ছলে আমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন।"

গীতশেষে মালবিকা যাইতে উদ্যতা হইলে, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"একটু অপেক্ষা কর, একটা কাজের ভুল হইয়া গিয়াছে।"

গণদাস তাহা শুনিয়া মালবিকাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রাজা মালবিকার মনোহর রূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সকল অবস্থাতেই ইঁহার রূপটি কি সুন্দর! কটির অধোভাগে নিশ্চল বলয়ভূষিত বাম হস্ত স্থাপন ও শ্যামা শাখার ন্যায় দক্ষিণ বাহুটি প্রসারিত করিয়া মণিখচিত ভূতলে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা কুসুমরাশি দলিত ও তথায় দৃষ্টি নিপাতিত করিতে করিতে, সরল ও আয়ত অর্দ্ধাঙ্গটির সহিত নৃত্যভঙ্গিমায় অবস্থিত এই অনিন্দ্যসুন্দরীকে বাস্তবিকই অত্যন্ত রমণীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

বিদূষকের কথায় মালবিকার অপেক্ষা দেখিয়া মহিষী ধারিণীর কিছু বিরক্তি জন্মিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"গৌতমের কথাই মহারাজের মনে ধরিয়া থাকে।"

গণদাস কহিলেন,—"তাহা নহে, মহারাজের জ্ঞানপ্রভাবেই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মিয়াছে। পণ্ডিতের সংসর্গেই মন্দমতির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। নির্ম্মলীফলের কষেই পঙ্কিল সলিলের আবিলতা নষ্ট হয়।"

তাহার পর গণদাস বিদূষকের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, তিনি প্রথমে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। কৌশিকী 'অভিনয়ের কোন দোষ ঘটে নাই' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই দৃষ্ট হইল। অঙ্গনিক্ষেপে অন্তর্নিহিত বচন দ্বারা অভিপ্রায় সম্যগ্‌রূপেই সূচিত হইয়াছে, পদন্যাস লয়যুক্ত এবং রসে তন্ময়তাও অনুভূত হইল, নৃত্যভঙ্গির অভিনয়টিও মৃদু বলিয়া জ্ঞাত হওয়া গেল, অভিনয়ে ভেদ থাকিলেও পরবর্ত্তী ভাবটি পূর্ব্বভাবের ন্যায়ই পরিস্ফুট হইয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছে।"

রাজাও বলিলেন,—"আমার স্বপক্ষের অভিমান অস্ত্র শিথিল হইল।"

শুনিয়া গণদাস আপনাকে প্রকৃত নাট্যাচার্য্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"শিক্ষকের যে উপদেশ পণ্ডিত-সমাজে অগ্নিপরিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় মলিন না হয়, তাহাই সাধুগণ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।"

মহিষীও পরীক্ষায় গণদাসের যশোবৃদ্ধির কামনা করিতে লাগিলেন। গণদাসও তাহাতে ধন্য মনে করিলেন। তাহার পর গণদাস গৌতমকে তাঁহার অভিপ্রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"কার্য্যারম্ভে আপনাদের প্রথমে ব্রাহ্মণপূজা করা উচিত ছিল। কিন্তু সকলেই তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।"

পরিব্রাজিকা বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা অভিনয়ের অন্তর্গত প্রশ্ন বটে।"

শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। মালবিকার বদনেও ঈষৎ হাস্য পরিলক্ষিত হইল। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিতে-

ছিলেন--"চক্ষু আমার অভিলষিত বিষয়টি দেখিয়া লইল। আয়তাক্ষীর মৃদু মন্দ হাস্যে তাঁহার ঈষদ্ব্যক্ত দশনাবলীশোভিত বদনটিকে স্বল্পপ্রস্ফুটিত-কেসর পঙ্কজের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

গণদাস বিদূষককে বলিলেন,—"এই আমার প্রথম অভিনয়প্রদর্শন নহে, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার পূজা করা যাইত।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"আমার ন্যায় মূঢ় চাতকের শুষ্ক ঘনগর্জ্জিত আকাশেই জলপানের ইচ্ছা হয়। সে যাহা হউক, মূর্খেরা পণ্ডিতদিগের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যখন পণ্ডিতা কৌশিকী অভিনয়টিকে ভাল বলিয়াছেন, তখন আমিও পারিতোষিক দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহিষী বলিলেন,—"অন্যের গুণপনা না জানিয়া তুমি পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিতেছ কেন?"

বিদূষক উত্তর দিলেন—"জিনিসটি পরের কিনা, সেই জন্য আমার এরূপ আগ্রহ।"

মালবিকাকে অন্তর্হিত করার অভিপ্রায়ে মহিষী গণদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনার শিষ্যার অভিনয় দেখা হইয়াছে।"

তখন গণদাস মালবিকাকে লইয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মালবিকা চলিয়া গেলে বিদূষক চুপে চুপে রাজাকে কহিলেন,—"তোমার জন্য এই পর্য্যন্তই আমার বুদ্ধিপ্রভাবে দেখান হইল।"

রাজা বলিলেন,—"তোমাকে নিরস্ত হইলে চলিবে না। তাহার প্রস্থানে আমার নয়নের ভাগ্য অস্তমিত, হৃদয়ের মহোৎসব অন্তর্হিত ও ধৈর্য্যদ্বার চিরাবৃত হইল, মনে হইতেছে।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তোমার দেখিতেছি দরিদ্র রোগীর ন্যায় বৈদ্যের নিকট হইতে ঔষধলাভের ইচ্ছা হইতেছে।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় হরদত্ত উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিনয়দর্শনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা মনে মনে তাহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেও, প্রকাশ্যে তাহার দর্শনে অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু সে সময়ে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত বলিয়া বৈতালিকেরা জ্ঞাপন করিল। তাহারা গাহিতে লাগিল,—"দীর্ঘিকাপদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে হংসসকল নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, পারাবতগণের পরিচিত সৌধশির আতপতপ্ত হওয়ায়, এক্ষণে তাহাদের বিদ্বেষ জন্মাইতেছে, ঘূর্ণ্যমান বারিযন্ত্রের বিন্দুক্ষেপে পিপাসু হইয়া ময়ূরগণ অগ্রসর হইতেছে, সর্ব্ব-রাজগুণে বিভূষিত তোমার ন্যায় সূর্য্যদেব কিরণপরিপূর্ণ হইয়া এক্ষণে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিতেছেন।"

বেলা হইয়াছে দেখিয়া বিদূষক অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি হরদত্তকে বলিলেন,—"এক্ষণে ভোজনবেলা উপস্থিত, সময় অতিক্রান্ত হইলে চিকিৎসকেরা দোষ দিবেন।"

হরদত্ত তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেন,—"কল্য আপনার অভিনয় দর্শন করা যাইবে।"

হরদত্ত তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মহিষী রাজাকে স্নানের জন্য গমন করিতে বলিলে, বিদূষকও রাজ্ঞীকে পানভোজনের ব্যবস্থা করিতে কহিলেন। তাহার পর মহিষী পরিব্রাজিকার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহিষী গমন করিলে, বিদূষক রাজাকে বলিলেন,—"সখে, মালবিকা কেবল রূপে নহেন, শিল্পশিক্ষায়ও অদ্বিতীয়া।"

রাজা উত্তর করিলেন,—"সেই অনিন্দ্যসুন্দরীতে ললিত বিজ্ঞান যোগ করিয়া বিধাতা তাঁহাকে মদনের বিষদিগ্ধ বাণস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। বয়স্য, আমার বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিও।"

বিদূষক কহিলেন,—"আমার বিষয়টাও তোমার ভাবা উচিত। দোকানের কটাহের স্তায় আমার উদরটিও অত্যন্ত তাতিয়া উঠিয়াছে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"তাহা সত্য বটে, তবে বন্ধুর জন্ম তোমার একটু তৎপর হওয়া উচিত।"

বিদূষক বলিলেন,—"আমি যখন কথা দিয়াছি, তখন তাহা পালনের জন্ম অবশ্যই চেষ্টা করিব। কিন্তু মালবিকা মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার ন্যায় পরাধীনা। তুমিও দেখিতেছি, বধ্যভূমির মাংসলোভী চিলপক্ষীর ন্যায় ভীতভাবে অথচ নিতান্ত নাছোড় হইয়া কার্য্যসিদ্ধিরই চেষ্টা করিতেছ।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"আমি কেন যে এরূপ হইতেছি, শুন। আমার হৃদয় সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনীকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সেই বামলোচনা-কেই একমাত্র স্নেহের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছে।"

(৩)

নববসন্তসমাগমে তরুলতা সমুদায় কুসুমরাশিতে বিভূষিত হইয়া উঠিল, প্রমদবন বিচিত্র শোভায় চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল, দক্ষিণ বাতাস কুসুমরেণু অপহরণ করিয়া দিগ্বধূদিগকে উপহার দিতে আরম্ভ করিল, পক্ষীর-কূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে উপবনের চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মহিষীর প্রিয় স্বর্ণাশোকতরুতে আজিও কুসুমবিকাশ হইল না। মালিনী মধুকরিকা তজ্জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িল, এবং মহিষী ধারিণীকে সে কথা জানাইবার জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিল।

এই সময়ে পরিব্রাজিকার আদেশে তাঁহার পরিচারিকা সমাহিতিকা, মহিষীর উপহারের জন্য একটি দাড়িম্বফলের আশায় তথায় উপস্থিত হইল। সে দেখিল যে, মধুকরিকা স্বর্ণাশোক তরুটিকে সস্পৃহনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। মধুকরিকার সহিত সমাহিতিকার পূর্ব্ব হইতেই

পরিচয় ছিল, এক্ষণে দুই সখীতে মিলিয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দুই একটি রসালাপের পর তাহারা রাজা ও মালবিকার সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে গণদাস ও হরদত্তের বিবাদ, তাহার পর মালবিকার প্রতি রাজার অনুরাগ, মহিষীর জন্য তাঁহার ভীতভাবে অপেক্ষা, মালবিকারও ম্লান মালতীমালার ন্যায় পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় তাহারা বেশ জমাট বাধাইয়া তুলিল।

অবশেষে সমাহিতিকা মধুকরিকার নিকট হইতে একটি শাখাসমেত দাড়িম্ব গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজিকার নিকট অগ্রসর হইল। মালিনীও স্বর্ণাশোকের কুসুমবিকাশের জন্য দোহদের প্রয়োজন জানাইতে মহিষীর নিকট গমন করিল।

রাজা মালবিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিদূষক তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। উভয় বয়স্যের মিলন ঘটিলে, রাজা আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ার স্পর্শসুখে বঞ্চিত হইয়া শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া উঠিতেছে বটে, তাঁহার ক্ষণমাত্র অদর্শনে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু হৃদয় সেই হরিণাক্ষী হইতে কখনও বিযুক্ত হয় নাই। তবে কেন সুগলগ্ন হইয়াও সে পরিতপ্ত হইয়া উঠিতেছে?"

বিদূষক বকুলাবলিকার দ্বারা মালবিকার মিলন ঘটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তবে মহিষী ধারিণী যে তাঁহাকে নাগরক্ষিত নিধির ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, বকুলাবলিকার সে কথাটিও রাজাকে জানাইলেন।

শুনিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—"বিঘ্নসঙ্কুল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিয়া কামদেব এরূপ পীড়ন করিতেছেন যে, আমি তিলার্দ্ধকালও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছি না। কোথায় আমার হৃদয়প্রমাথিনী পীড়া, আর

কোথায় তাঁহার বিশ্বস্ত আয়ুধ! তবে যে তাঁহাকে মৃদু ও তীক্ষ্ণতর বলে, তাহা লক্ষিত হইতেছে বটে।"

বিদূষক তাঁহাকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়া ধৈর্য্যধারণে উপদেশ দিলেন। দিবাবসানে রাজার কোন কার্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট না হওয়ায়, তিনি সময়যাপনের জন্য কোথায় যাইবেন চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিদূষক বলিলেন,—"নববিকসিত রক্তকুরুবককুসুম উপহার পাঠাইয়া রাণী ইরাবতী অদ্য তোমার সহিত দোলারোহণের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন, তুমি তাহাতে স্বীকৃতও হইয়াছিলে। অতএব প্রমদবনের দিকেই অগ্রসর হই, চল।"

রাজা বলিলেন,—"প্রমদবনে যাইতে পারিব না, কারণ, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ চতুরা। তোমার সখী কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিবেন না যে, আমি অন্যের প্রতি আসক্ত? বরঞ্চ তাঁহার অনুরোধ খণ্ডন করা যাইতে পারে, কারণ খণ্ডনের নানা কারণ আছে। কিন্তু মনস্বিনী রমণীর প্রতি ভাবশূন্য অনুকূলাচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রদর্শিত হইলেও, তাহা প্রতিকূলাচরণই হইয়া থাকে।"

বিদূষক কিন্তু অন্তঃপুরকামিনীগণের প্রতি একবারে দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ উচিত নহে বলিলে, রাজা প্রমদবনের দিকে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন উভয় বয়স্যে মিলিয়া প্রমদবনের দিকে যাইতে লাগিলেন।

উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলে, বসন্তাগমে তরুলতাগুলির পত্রসকল দক্ষিণানিলভরে সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া বিদূষক রাজাকে কহিলেন,— "প্রমদবন পল্লবাঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে প্রবেশের জন্য আহ্বান করিতেছে।"

রাজা সমীরস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বসন্ত অভিজাত পুরুষেরই ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। দেখ, মধুঋতু আমত্ত কোকিলকুলের শ্রুতিসুখকর কূজন দ্বারা অনুকম্পাভরে মদনপীড়া সহ

হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া, চূতকুসুমসুরভিত দক্ষিণানিল দ্বারা যেন অঙ্গে গাঢ়স্পর্শ করতল ব্যাপৃত করিতেছেন।”

বিদূষক রাজাকে শান্তিলাভের জন্য প্রমদবনে প্রবেশ করিতে বলিলে, উভয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার পর বিদূষক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“বয়স্য, বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখ বনলক্ষ্মী তোমাকে প্রলোভিত করার জন্য বসন্তকুসুমবেশ ধারণ করিয়া যুবতীজনের বেশকেও লজ্জা প্রদান করিতেছেন।”

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“আমিও তাহা সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছি। রক্তাশোকশোভায় বিম্বাধরের অলক্তরাগ তিরস্কৃত, শ্যামরক্ত কুরুবকে পত্রলেখা প্রত্যাখ্যাত, ভ্রমরাঞ্জন তিলকুলে তিলকক্রিয়া পরাজিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং বনস্তশোভা রমণীগণের সুখপ্রসাধনে যে অবজ্ঞা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।”

তাঁহাদের এইরূপ বসন্তশোভাসন্দর্শনের সময় মালবিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিদূষকের কৌশলে মহিষী ধারিণী দোলা হইতে পড়িয়া যাওয়ায়, তিনি পাদব্যথায় কাতরা হইয়া পড়েন। সুতরাং মহিষী স্বয়ং তাঁহার সাধের স্বর্ণাশোকের দোহদপ্রদানে অশক্ত হন। রাজ্ঞী মালবিকাকে দোহদপ্রদানের জন্য আদেশ দেন, এবং পাঁচরাত্রিমধ্যে অশোকের কুসুম বিকাশ ঘটিলে, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া পুরস্কার প্রদান করারও আশ্বাস প্রদান করেন। সহচরী বকুলাবলিকা মালবিকার চরণ অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া তাহাতে মহিষীর নূপুর বিন্যাস করার জন্য আদিষ্ট হয়, এবং মালবিকা কুসুমোদ্গমের জন্য অশোকের অঙ্গে চরণাঘাত দ্বারা দোহদপ্রদানে উপদিষ্টা হন।

অগ্রেই মালবিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—“মহারাজের হৃদয় না জানিয়া যে তাঁহার অভিলাষিণী

হইয়াছি, তজ্জন্ম আমি নিজেই লজ্জিতা, স্নেহময়ী সখীগণের নিকট এ কথা বলিতে আমার শক্তিই বা কোথায়? না জানি, কতকাল এই অসহ্য মদনব্যথা ভোগ করিতে হইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি আপনার বনপ্রবেশের উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়েন। পরে তাহা স্মরণ করিয়া স্বর্ণাশোকতলে যাইতে না যাইতে, নূপুর হস্তে বকুলাবলিকা যে তাঁহার অনুসরণ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, মালবিকা তাহার আগমনের পূর্ব্বে মুহূর্ত্তকাল নির্জ্জনে বিলাপ করিবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন।

বিদূষক মালবিকাকে দেখিতে পাইয়া রাজাকে বলিলেন,—"বয়স্য, সীধুপানে উদ্বেজিত তোমার শর্করাখণ্ড উপস্থিত।"

রাজা প্রথমে বুঝিতে না পারায়, বিদূষক মালবিকার আগমনের কথা জানাইলেন। শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"এক্ষণে আমি জীবনধারণে সমর্থ হইব। সারসের কলনাদে তরুসমাচ্ছন্ন নদী সন্নিকটে জানিয়া পিপাসার্ত্ত পথিকের হৃদয় যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার মুখে সমীপগতা প্রিয়ার কথা শুনিয়া আমারও তাহাই ঘটিতেছে।"

বিদূষক তরুরাজিমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা ও তাঁহাদের অভিমুখী মালবিকাকে দেখাইলে, রাজা সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্না আয়তাক্ষীকে দেখিয়া নিজ জীবনের ন্যায়ই মনে করিতে লাগিলেন। মালবিকাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোরমা বলিয়াই বোধ হইতেছে। শরকাণ্ডের ন্যায় পাণ্ডু গণ্ডস্থলে ও পরিমিত আভরণে ইঁহাকে বসন্তে পাণ্ডুপত্রা কতিপয়কুসুমভূষণা কুন্দলতার ন্যায় অনুভূত হইতেছে।"

শুনিয়া বিদূষক বলিলেন,—"ইনিও দেখিতেছি তোমারই ন্যায় মদনব্যাধিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সুহৃদের চক্ষে এইরূপই বোধ হয় বটে।"

এই সময়ে মালবিকা স্বর্ণাশোকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে সুললিত দোহদের অপেক্ষায় ফুলবেশ ত্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠিতা তাঁহারই অনুকরণ করিতেছে। তখন তিনি তাহার প্রচ্ছায়শীতল শিলাপট্টকে উপবিষ্ট হইয়া আত্মবিনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশোক যে উৎকণ্ঠিতা তাঁহার অনুকরণ করিতেছে, এ কথা মালবিকা ব্যক্তও করিয়াছিলেন।

বিদূষক তাহা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন,—"মালবিকার উৎকণ্ঠার কথাত শুনিলে?"

রাজা কহিলেন,—"তুমি যাহা অনুমান করিতেছ, আমার মনে তাহা লইতেছে না। কারণ, যখন মলয়ানিল কুরুবকরেণু বহন করিতে ও কিসলয়পুটভেদদ্বারা শীকরসিক্ত হইতে থাকে, তখনইত অনিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়।"

মালবিকা অশোকতলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা ও বিদূষক লতান্তরাল হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে অদূরে ইরাবতীর ন্যায় যেন কাহাকে দেখা যাইতে লাগিল। বিদূষক রাজাকে তাহা জানাইলে, রাজা উত্তর দিলেন,—"কমলিনীকে পাইলে হস্তী কখনও হাঙ্গরকে গ্রাহ্য করে না।"

মালবিকা তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাওয়ায়, আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"যে মনোরথ অবলম্বনহীন হইয়া সীমাপর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে, হৃদয়, তাতা হইতে নিবৃত্ত হও। কেন আমায় আর বৃথা ক্লেশ দিতেছ?"

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"প্রিয়ে, প্রেমের প্রতিকূলাচরণটি

পদপ্রসাধন।

Mohila Press, Calcutta.

দেখিয়া লও। তুমি ঔৎসুক্যের কারণ ব্যক্ত করিতেছ বটে, কিন্তু অনুমানের দ্বারা তাহার তত্ত্ব স্থির হইতেছে না। তথাপি তুমি যে ক্লেশ পাইতেছ, তাহাও লক্ষ্য করিতেছি।”

সেই সময়ে বকুলাবলিকাকে আসিতে দেখিয়া বিদূষক বলিলেন,—“এইবার তোমার সংশয় দূর হইবে। যাহার নিকট তোমার প্রণয়প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সেই বকুলাবলিকা নির্জ্জনে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছে।”

রাজা উত্তর দিলেন,—“আমাদের কথা কি তাহার মনে আছে?”

বিদূষক কহিলেন,—“সেই দাসীদুহিতা কি ইহার মধ্যেই এই গুরুতর বিষয়টি ভুলিয়া যাইবে? কই আমিত বিস্মৃত হই নাই।”

বকুলাবলিকা চরণালঙ্কারহস্তে উপস্থিত হইয়া মালবিকাকে সুখপ্রশ্ন করিলে, মালবিকাও তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পর বকুলাবলিকা অলক্ত ও নূপুর পরাইবার জন্য মালবিকাকে তাঁহার পা বাড়াইতে বলিলে, মালবিকা মনে মনে সুখের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতেছিলেন, সুতরাং এই ভূষণবিন্যাসকে মরণালঙ্কার বলিয়াই অভিহিত করিতে লাগিলেন।

বকুলাবলিকা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া স্বর্ণাশোকের কুসুমোদ্গমের জন্য রাণীর ঔৎসুক্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তখন মালবিকা ‘আমায় ক্ষমা করিও’ বলিয়া আপনার পা বাড়াইয়া দিলে, বকুলাবলিকা ‘তোমায় আমায় এক শরীরই ত’ বলিয়া চরণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

রাজা প্রথমে মালবিকার বনপ্রবেশের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে বুঝিলেন যে, স্বর্ণাশোকের দোহদের জন্যই তিনি আগমন করিয়াছেন।

মালবিকার চরণে অলক্তকবিন্যাস দেখিয়া রাজা বিদূষককে বলিতে

লাগিলেন,—"বয়স্য, প্রিয়ার পদপ্রান্তে নিবেশিত তরল রাগরেখাকে হরদগ্ধ মদনদ্রুমের প্রথম পল্লববিকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে।"

বিদূষক কহিলেন—"ইহার চরণের উপযোগী প্রসাধনই হইতেছে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"তুমি যথার্থ ই বলিয়াছ, নবকিসলয়রক্তিম ও প্রস্ফুরিতনখরুচি পদাগ্রদ্বারা এই ষোড়শীর দোহদাভিলাষী অকুসুমিত অশোককে ও নবাপরাধী কান্তকে প্রহার করাই উচিত।"

বিদূষক কহিলেন,—"ইনি শীঘ্রই অপরাধী তোমাকে প্রহার করিবেন।"

'সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য' বলিয়া রাজা উত্তর দিলেন।

এই সময়ে ইরাবতী প্রমত্ত অবস্থায় সহচরী নিপুণিকার সহিত আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইরাবতী প্রমদবনে দোলারোহণে রাজার সহিত আমোদ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, গৌতমের দ্বারা সে কথা বলিয়া পাঠান। বিদূষকও রাজাকে লইয়া যাইবেন বলিয়া সংবাদ দেন। এক্ষণে ইরাবতী নিপুণিকার সহিত প্রমদবনে প্রবেশ করিয়া দোলাঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা মনে করিলেন, রাজা বুঝি রহস্য করিয়া কোন স্থানে লুক্কায়িত আছেন। উভয়ে রাজার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অশোকতলে যাইতে যাইতে দেখিলেন, বকুলাবলিকা মালবিকার চরণ অলক্তকরাগরঞ্জিত করিতেছে, ও তাহার নিকট মহিষী ধারিণীর নূপুরযুগলও রহিয়াছে।

ইরাবতীর মনে মালবিকার প্রমদবনে আগমন যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। নিপুণিকা মহিষীর নূপুর দেখাইয়া তাঁহারই আদেশে অশোকদোহদের জন্য মালবিকার আগমন বুঝাইয়া দিলেও ইরাবতীর মন শান্ত হইতে পারিল না। রাজাকে অন্বেষণ করিতে আর

যেন তাঁহার চরণ অগ্রসর হইতেছিল না। তাঁহারা উভয়ে সেই স্থান হইতে মালবিকা ও বকুলাবলিকার আলাপন শুনিতে লাগিলেন।

বকুলাবলিকা মালবিকাকে অলক্তকরাগবিন্যাস কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

মালবিকা বলিতেছিলেন,—"আমার নিজের পা বলিয়া প্রশংসা করিতে লজ্জা পাইতেছি। তুমি প্রসাধনকার্য্যে সুনিপুণা বট।"

বকুলাবলিকা উত্তর করিল,—"এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্যা।"

বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"তবে গুরুদক্ষিণার জন্য উহাকে সত্বর লইয়া আইস।"

মালবিকা 'বকুলাবলিকার এ বিষয়ে কোন গর্ব্ব নাই' বলিলে, বকুলাবলিকা উত্তর করিল,—"গুরূপদেশের অনুরূপ চরণ দুইটি পাইয়া আজ আপনাকে গর্ব্বিতা মনে করিতেছি।"

পরে সে মনে মনে কহিতে লাগিল,—"যাহা হউক, আমার দূতীগিরি সফল হইল।"

সে পুনর্ব্বার মালবিকাকে বলিল,—"চরণে রাগনিক্ষেপ শেষ হইয়াছে, এক্ষণে মুখমারুতে তাহা শুখাইতে বা'ক, তবে এখানে বেশ বাতাস আছে।"

রাজা শুনিয়া বিদূষককে কহিলেন,—"সখে, এই সময়েই ইঁহার চরণের অলক্তরাগ মুখমারুতের দ্বারা শুষ্ককরণরূপ সেবার মুখ্যতর অবকাশ উপস্থিত।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তাহার জন্য দুঃখ কেন? তোমাকে ত চিরদিনই উহাই করিতে হইবে।"

বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিতেছিল,—"তোমার পাখানি রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এইবার মহারাজের ক্রোড়ে গিয়া ব'স।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"ইহাই আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ।"

মালবিকা বলিলেন,—"তুমি যাহা তাহা বলিও না।"

বকুলাবলিকা 'আমি যাহা বলিবার তাহাই বলিয়াছি' বলিয়া উত্তর দিল।"

মালবিকা কহিলেন,—"তুমি আমায় ভালবাস বলিয়াই এরূপ বলিতেছ।"

সঙ্গে সঙ্গে বকুলাবলিকা বলিল,—"কেবল আমিই তোমাকে ভালবাসি না, গুণগ্রাহী মহারাজও তোমাকে ভালবাসেন।"

মালবিকা উত্তর দিলেন,—"তুমি মিথ্যা বলিতেছ, কৈ আমাতে ত কোনই গুণ নাই।"

বকুলাবলিকা বলিতে লাগিল,—"তোমাতে গুণ নাই সত্য, তাই মহারাজ দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছেন। এক্ষণে 'ভালবাসার দ্বারাই ভালবাসার পরীক্ষা হয়,' এই সুজনবাক্যটি প্রমাণ করিয়া দাও দেখি?"

মালবিকা কহিলেন,—"তুমি আপন মনে ও কি বলিয়া যাইতেছ?"

বকুলাবলিকা উত্তর দিল,—"ইহার এক বর্ণও আমার নিজ মুখের নহে। প্রণয়ের এই মৃদু মধুর কথাগুলি মুখান্তরিত বলিয়াই জানিবে।"

মালবিকা মহিষীর ভয়ে ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারায়, বকুলাবলিকা কহিল,—"ভ্রমরপতনের ভয়ে বসন্তসর্ব্বস্ব চূতাঙ্কুর কি কেহ ভূষণ করিতে ইচ্ছা করে না?"

তখন মালবিকা বলিয়া উঠিলেন,—"তবে আমার এই বিপদে তুমি সহায় হও।"

শুনিয়া বকুলাবলিকা উত্তর করিল,—"আমি বকুলাবলিকা, বিমর্দ্দ-সুরভি, আমাকে যতই মর্দ্দন করিবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে।"

রাজা বকুলাবলিকার কথা শুনিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে

লাগিলেন। কারণ, বকুলাবলিকা মালবিকার মনোভাব অবগত হওয়ার পর প্রস্তাব করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেও. চতুর বচনবিন্যাসে নিজ নিদেশ স্থাপিত করিয়া, প্রণয়িজনের প্রাণ যে দূতীর অধীন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

বকুলাবলিকা মালবিকার দ্বিতীয় চরণটিও লইয়া তাহা অলক্তক-রঞ্জিত করিল। তাহার পর চরণে মহিষীর নূপুর পরাইয়া বলিল,—"এইবার অশোকের কুসুমবিকাশের জন্য দোহদের ব্যবস্থা কর।"

তখন মালবিকা ও বকুলাবলিকা উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে নবপল্লবভূষিত শাখা বিস্তার করিয়া অশোকতরুটি শোভা পাইতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিল,—"দেখ দেখি, অনুরাগভরে কে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে?"

মালবিকার মনে তখন রাজার মূর্ত্তিই জাগিতেছিল। তিনি সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—"কে? মহারাজ?"

বকুলাবলিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিল,—"মহারাজ নহেন। আমি অশোকের কথাই বলিতেছি। ইহার পল্লবগুলি লইয়া কর্ণভূষণ কর।"

বিদূষক রাজাকে মালবিকার কথায় লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন,—"অনুরক্ত লোকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এক পক্ষে উদাসীন, আর অপর পক্ষে উৎকণ্ঠিত, এই উভয়ের মিলন ঘটিলেও তাহা আমার নিকট সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু সমানুরক্ত দুজনার পরস্পরপ্রাপ্তির পক্ষে নিরাশা থাকিলেও তাহাদের অবসানও বরঞ্চ ভাল বলিয়াই মনে করিয়া থাকি।"

এই সময়ে মালবিকা অশোকপল্লবে কর্ণভূষণ করিয়া কুসুমবিকাশের জন্য তরুগাত্রে পদাঘাত করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা বিদূষককে

বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, অশোকের কিসলয় লইয়া সুন্দরী কর্ণভূষণ করিলেন, এবং অশোকও ইঁহার চরণকিসলয়ের স্পর্শ অনুভব করিল। এইরূপ সদৃশবিনিময়ে দুজনেই বঞ্চিত হইল বলিয়া মনে করিতেছি।"

বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল,—"সখি, এই অশোকটি তোমার চরণসৎকার লাভ করিয়া যদি কুসুমবিকাশে বিলম্ব করে, তাহা হইলে উহাকেই নির্গুণ বলিতে হইবে, তোমার কোন দোষ নাই।"

রাজাও বলিতে লাগিলেন,—"অশোক, এই ক্ষীণমধ্যার মুখরনূপুরযুক্ত পদ্মকোমল চরণস্পর্শে সৎকৃত হইয়া যদি সদ্য তোমার কুসুমোদ্গম না হয়, তাহা হইলে প্রণয়িসাধারণের ন্যায় ললিত দোহদটি তোমার বৃথাই বহন করা হইবে।"

তাহার পর তিনি উহাদের বাক্যানুসরণ করিয়া তথায় গমন করার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, বিদূষকও মালবিকার সহিত একটু পরিহাস করার ইচ্ছায় রাজাকে লইয়া তাঁহাদের সমীপস্থ হইলেন। উপস্থিত হইয়াই গৌতম মালবিকাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন,—"মহারাজের প্রিয়বয়স্য অশোকটিকে আপনার বামপাদে তাড়না করা কি উচিত হইয়াছে?"

রাজা ও বিদূষককে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর বিদূষক বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"বকুলাবলিকে, তুমি এ সমস্ত জানিয়াও কেন ইঁহার অবিনয়ে বাধা দেও নাই?"

বিদূষকের কথায় মালবিকা কিছু ভীতা হইতেছিলেন, কিন্তু বকুলাবলিকা উত্তর দিল,—"ইনি মহিষীরই আদেশ পালন করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ইঁহার সাধ্য নহে। সুতরাং মহারাজ যেন ইঁহার প্রতি অপ্রসন্ন না হন।"

এই বলিয়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে লইয়া রাজাকে প্রণাম করাইল, এবং নিজেও করিল।

রাজা 'তাহা হইলে কোন দোষ নাই' বলিয়া মালবিকার হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

বিদূষকও বলিলেন,—"দেবীর সম্মানরক্ষা করাই উচিত বটে।"

রাজা মালবিকাকে কহিলেন,—"সুন্দরি, তোমার কিসলয়মৃদু বাম-চরণ কঠিন তরুস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ব্যথিত হয় নাই ত?"

শুনিয়া মালবিকা লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন, এবং তিনি বকুলাবলি-কাকে বলিলেন,—"চল যাই, মহিষীকে তাঁহার আদেশপালনের কথা নিবেদন করি।"

বকুলাবলিকা উত্তর দিল,—"তবে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লও।"

রাজা কহিলেন,—"ভদ্রে, যাইবার সময় তবে আমার অনুরোধটি শুনিয়া যাও।"

বকুলাবলিকা মালবিকাকে রাজানুরোধটি মনোযোগসহকারে শুনিতে বলিলে, রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুন্দরি, অশোকের মত এ জনারও অনেক দিন হইতে সুখপুষ্পের বিকাশ ঘটে নাই, তাই বলিতেছি, তোমার স্পর্শামৃতদানে তোমাতেই অনুরক্ত ভক্তের সাধটি পূর্ণ কর।"

সেই সময় ইরাবতী সহসা উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ইঁহার সাধটি পূরণ কর গো। অশোকের ফুল দেখা যাইতেছে না, ইঁহাতে ফুল ও ফল দুইই দেখা দিবে।"

মালবিকাকে প্রমদবনে দেখিয়াই ইরাবতীর মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর বকুলাবলিকার ও মালবিকার আলাপন শুনিয়া

তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। নিপুণিকা বকুলাবলিকার কথনভঙ্গিটি তাঁহাকে ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিতে বলিতেছিল। তাহার পর রাজা ও বিদূষককে মালবিকার নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ইরাবতী সমস্তই বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তবে মহিষী ধারিণীর আদেশে অশোকদোহদের জন্য যে মালবিকার আগমন, ইহাতে তাঁহার অবিশ্বাস হয় নাই। সে যাহা হউক, মালবিকার প্রতি রাজার অনুরাগ অসহ্য বোধ করিয়া, ইরাবতী নীরব থাকিতে না পারিয়াই সহসা তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন। অবশ্য নিপুণিকাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

ইরাবতীকে উপস্থিত দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা গোপনে বিদূষককে উপায় স্থির করার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক তাঁহাকে জঙ্ঘাবল আশ্রয় করিতে উপদেশ দিলেন।

ইরাবতী বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"বকুলাবলিকে, আরম্ভটিত সুন্দর করিয়াই তুলিয়াছ। এক্ষণে আর্য্যপুত্রের প্রার্থনাটি সফল করিয়া দাও।"

'দেবি, প্রসন্না হউন, মহারাজের ভালবাসা পাইবার যোগ্যতা আমাদের কোথায়?' বকুলাবলিকা ও মালবিকা উভয়ে এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তখন ইরাবতী বলিতে লাগিলেন,—"পুরুষেরা কি অবিশ্বাস্য, ব্যাধ-গানে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় আমিও যে প্রতারিত হইব, ইহা জানিতে পারি নাই।"

বিদূষক চুপে চুপে রাজাকে বলিলেন,—"এক্ষণে কিছু উত্তর দেওয়া উচিত। চৌর্য্যকার্য্যে ধরা পড়িলে, চোরকে বলিতে হয় যে, আমি চুরি করিতে আসি নাই, সিঁধকাটা অভ্যাস করিতে আসিয়াছি।"

তখন রাজা ইরাবতীকে কহিলেন,—"মালবিকার নিকট আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কোনরূপে সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম।"

রাজার এ কথায় ইরাবতী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি রাজাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, এবং রাজার সময়যাপনের বস্তুটির কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, তিনি রাজাকে কষ্ট দিতে আসিতেন না বলিয়াও প্রকাশ করিলেন।

প্রমাদ উপস্থিত দেখিয়া বিদূষক কহিলেন,—"মহারাজের সরলতায় আপনার অবিশ্বাস করা উচিত নহে। ইনি দেবীর পরিচারিকাটিকে সহসা দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত আলাপনাপরাধমাত্র করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি।"

'ভালই, সেই আলাপনই চলিতে থাকুক, আমি বৃথা কষ্ট পাই কেন?' এই বলিয়া ইরাবতী সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইরাবতী তাহাতে লক্ষ্য করিলেন না।

এই সময়ে কটিদেশ হইতে তাঁহার মেখলা স্খলিত হইয়া চরণে নিপতিত হইল। ইরাবতী সেই ভাবেই গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজা রাণীকে তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন।

ইরাবতী 'শঠ, তোমার হৃদয়কে আর বিশ্বাস করা যায় না।' বলিয়া উত্তর দিলেন।

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—"এই চিরপরিচিতকে শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতে পার, কিন্তু চরণপতিতা মেখলার প্রার্থনায় তুমি কোপ পরিহার করিতেছ না কেন?"

'এ দুষ্টাও তোমার অনুসরণ করুক।' বলিয়া মেখলা হস্তে লইয়া রাজাকে আঘাত করিতে উদ্যতা হইলেন।

রাজা তখন বিদূষককে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ, কটিদেশ হইতে অলক্ষিত ভাবে চ্যুত স্বর্ণমেখলা হস্তে লইয়া বাষ্পাকুলা ক্রুদ্ধা ইরাবতী, বিদ্যুদ্দামে মেঘরাজি যেমন বিন্ধ্যকে তাড়না করে. সেইরূপ আমাকে প্রহার করিতে উদ্যতা হইয়াছেন।"

'এই সব কথায় আমাকে আবার অপরাধিনী করিতেছ কেন?' বলিয়া ইরাবতী উত্তর দিলেন।

তখন রাজা তাঁহার মেখলাসহ হস্ত নামাইয়া বলিলেন,—"অপরাধী আমার প্রতি উদ্যত দণ্ড সংহার করিয়া, কুটিলকেশি, তুমি দাসজনের বিলাস বাড়াইতেছ, আবার তাহার প্রতি কোপও করিতেছ।"

তাহার পর 'নিশ্চয়ই ইহা তোমার অভিমত' বলিয়া, রাজা ইরাবতীর চরণে নিপতিত হইলেন।

'ইহাত মালবিকার চরণ নয়, যে তোমার সাধ পূর্ণ করিবে.' এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ইরাবতী নিপুণিকাকে লইয়া সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

বিদূষক রাজাকে উঠিতে বলিয়া কহিলেন,—"রাণী তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন।"

রাজা উঠিয়া আর ইরাবতীকে দেখিতে পাইলেন না। বিদূষক আবার বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, ভাগ্যে ইরাবতী এই অবিনয়ের জন্য অপ্রসন্না হইয়া গমন করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা পলায়ন করি চল। পাছে আবার তিনি মঙ্গলগ্রহের বক্রগতিতে রাশিতে প্রত্যাগমনের ন্যায় আমাদের অভিমুখী হন।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"মদনের কি বৈষম্য! প্রিয়াপহৃতচিত্ত

আমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করা ইরাবতীর অনুকূলাচরণ বলিয়াই মনে হইতেছে। সেই কুপিতা প্রণয়িনী এইরূপ আচরণে উদাসীনভাবেই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন”

(৪)

প্রমদবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাণী ইরাবতী মহিষী ধারিণী কেমন আছেন জানিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। মহিষী মহারাজের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ইরাবতী উত্তর দেন যে, মহারাজ এক্ষণে তোমার পূজায় বিরত আছেন, তিনি তোমার পরিচারিকার প্রাণবল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিষী পরে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নাগকন্যার ন্যায় পাতালবাসের অনুমতি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, মহিষীর আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাধবিকা নামে সহচরী পাতালগৃহের দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত হয়, মহিষীর অঙ্গুরীমুদ্রাপ্রদর্শন ব্যতীত তাহাদের মুক্তির আর কোন উপায় ছিল না।

রাজা এ কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি বিদূষককে মালবিকার সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া মনে মনে বলিতেছিলেন,—“তাঁহার সম্বন্ধের কথা শুনিয়া আশায় বদ্ধমূল, তাঁহাকে দর্শন করিয়া জাতানুরাগ-পল্লব, তাঁহার হস্তস্পর্শে রোমোদ্গমচ্ছলে মুকুলিত মদনতরু বাঞ্ছনীয় ফলের রসাস্বাদন করাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।”

সেই সময়ে বিদূষক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে মালবিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক উত্তর দিলেন,—“তাহার এক্ষণে বিড়ালগৃহীত কোকিলার ন্যায় অবস্থা ঘটিয়াছে।”

রাজা তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারায়, বিদূষক বুঝাইয়া বলিলেন

যে, মহিষী ধারিণী তাঁহার ও বকুলাবলিকার পাতালবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করাইলেন, এবং পরিব্রাজিকার নিকট হইতে সে সমস্ত শুনিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

রাজা তাঁহাদের কষ্ট স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—বিকসিত চূতসঙ্গিনীদ্বয় মধুরস্বরা কোকিলা ও ভ্রমরী শেষে কি প্রবলবাতসহিতা অকালবৃষ্টির দ্বারা কোটরাগতা হইল ?”

তাহার পর তিনি বিদূষককে তাঁহাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতম রাজার কানে কানে তাঁহার স্থিরীকৃত উপায়ের কথা কহিলেন।

বিদূষক স্থির করিয়াছিলেন যে, যখন মহিষীর অঙ্গুরীমুদ্রা ব্যতীত তাঁহাদের মুক্তির আর কোন উপায় নাই, তখন কোনরূপে তাহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতেই হইবে। সে বিষয়ে তিনি একটি কৌশলেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহিষী একটি নাগমুদ্রাযুক্ত নূতন অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়াছিলেন। বিদূষক আপনাকে সর্পদষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়া, চিকিৎসার সময় বিষবৈদ্যদ্বারা নাগমুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীর প্রয়োজন জানাইয়া, মহিষীর সেই অঙ্গুরীটি সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি রাজাকে মহিষীর নিকট অগ্রে গমন করিতে বলিয়া, পশ্চাৎ সর্পদষ্টের ভাণ করিয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া গোপনে জানাইলেন, এবং এই কৌশলের সহায়তার জন্য প্রতিহারী জয়সেনাকেও চুপে চুপে অবগত করান হয়।

রাজা গিয়া দেখিলেন, মহিষী প্রবাতশয়নগৃহে স্বর্ণপীঠিকার উপর পদ স্থাপন করিয়া উপবিষ্টা আছেন। সহচরীরা ব্যথিতস্থানে রক্তচন্দন লেপন করিতেছে, এবং পরিব্রাজিকা তাঁহার নিকট বসিয়া গল্প শুনাইতেছেন।

রাজা উপস্থিত হইলে, মহিষী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উঠিতে উদ্যতা

হইলেন, রাজা তখন কহিলেন,—"তোমার ব্যথিত চরণ ও আমাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নাই।"

মহিষী ও পরিব্রাজিকা রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা মহিষীর বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী 'আজ কিছু বিশেষ' বলিয়া উত্তর দিলেন।

সেই সময়ে বিদূষক 'রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমায় সর্পে দংশন করিয়াছে' এই বলিতে বলিতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। গৌতম কেতকীকণ্টকদ্বারা দুই স্থানে ক্ষতচিহ্ন করিয়াছিলেন।

রাজার জিজ্ঞাসায় বিদূষক উত্তর দিলেন, "দেবীর দর্শনের জন্য পুষ্প-সংগ্রহ করিতে যাওয়ায়, অশোকবৃক্ষের কোটর হইতে সর্পরূপ কাল বহির্গত হইয়া আমার দক্ষিণ হস্তে দংশন করিয়াছে। এই তাহার দন্তদ্বয়ের চিহ্ন।"

এই বলিয়া তিনি কেতকীকণ্টকক্ষত স্থান দেখাইলেন। মহিষীর জন্য ব্রাহ্মণের এরূপ দশা ঘটিয়াছে জানিয়া, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিকা দষ্ট স্থানের ছেদন, দহন ও তথা হইতে রক্ত-মোক্ষণের উপদেশ দিলেন।

রাজা ধ্রুবসিদ্ধি নামে বিষবৈদ্যের নিকট সংবাদ দিবার জন্য প্রতিহারী জয়সেনাকে আদেশ দিলেন। জয়সেনা রাজাদেশপালনে গমন করিলে, বিদূষক বিষকাতরতার ভাণ করিতে লাগিলেন এবং জীবনের আশা নাই ব্যক্ত করিয়া তাঁহার আশৈশববয়স্য রাজাকে তাঁহার মাতার ভার লওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন।

প্রতিহারী পুনরাগত হইয়া ধ্রুবসিদ্ধির উপদেশানুসারে গৌতমকে লইয়া গেল। যাইবার সময় বিদূষক মহিষীকে বলিতে লাগিলেন,—"বাঁচি

কি মরি স্থির নাই, মহারাজের সেবা করিতে গিয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন।”

মহিষী তাঁহার দীর্ঘায়ুর কামনা করিলেন। জয়সেনা আবার আসিয়া কহিল,—“উদকুম্ভবিধানানুসারে ধ্রুবসিদ্ধি একটি সর্পমুদ্রার প্রয়োজন বলিয়া তাহার অন্বেষণে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।”

তখন মহিষী নিজ হস্ত হইতে আপনার অঙ্গুরীমুদ্রা খুলিয়া দিলেন। প্রতিহারী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

কিছু পরে আসিয়া সে সংবাদ দিল, “বিদূষক বিষমুক্ত হইয়াছেন, এবং অমাত্য রাজকার্য্যের জন্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করিতেছেন।”

কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইল দেখিয়া রাজা মহিষীকে আতপাক্রান্ত স্থান হইতে শীতল স্থানে যাওয়ার উপদেশ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রতিহারীর নিকট হইতে মহিষীর অঙ্গুরীমুদ্রা লইয়া বিদূষক যে মালবিকা ও বকুলাবলিকার কারামোচনের জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কারারক্ষিকা মাধবিকা সহসা তাঁহাদের মোচনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যুৎপন্নমতি বিদূষক উত্তর দিয়াছিলেন,—‘রাজার নক্ষত্রদোষের শান্তির জন্য দৈবজ্ঞেরা বন্দী-দিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা জানাইলে, রাজা তাহারই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং মহিষীও তাহাতে সম্মত হন। ইরাবতীর মানরক্ষার জন্যই মহিষী তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।’ ইহা শুনিয়া মাধবিকার মনে আর কোন সন্দেহ হয় নাই।

মালবিকা ও বকুলাবলিকার উদ্ধারসাধন করিয়া বিদূষক তাঁহাদিগকে প্রমদবনের সমুদ্রগৃহে রাখিয়া রাজাকে সংবাদ দিতে আসেন। রাজাও প্রমদবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিদূষকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাঁহার

নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেন এবং তিনি যে প্রকৃতই তাঁহার প্রিয়বয়স্য, তাহাও অবগত করাইয়াছিলেন। রাজা বিদূষককে আরও বলিয়াছিলেন,—'সুহৃদের বুদ্ধিগুণেই প্রয়োজন সাধিত হয় না। কিন্তু স্নেহের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সুক্ষ্মপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

তাহার পর উভয়ে সমুদ্রগৃহের দিকে অগ্রসর হইলে, রাজা দেখিতে পাইলেন যে, ইরাবতীর সহচরী চন্দ্রিকা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। রাজা বিদূষককে তাহা জানাইয়া ভিত্তির অন্তরালে উভয়ে লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করিলেন।

বিদূষকও বলিলেন,—"চোর ও প্রেমিক উভয়েরই চন্দ্রিকা পরিহার করা কর্ত্তব্য বটে।"

মালবিকা কিরূপভাবে অপেক্ষা করিতেছেন দেখিবার ইচ্ছায় রাজা, বিদূষককে লইয়া গবাক্ষপথ আশ্রয় করিলেন।

রাজা দেখিলেন,—সমুদ্রগৃহস্থিত চিত্রপটে অঙ্কিত তাঁহার প্রতিকৃতিকে প্রণাম করিবার জন্য বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিতেছে। মালবিকা ব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া পরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং মহারাজ নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিকৃতিই অবস্থিত। তিনি তখন বকুলাবলিকাকে বলিলেন,—'আমাকে প্রতারণা করিতেছ?'

সেই সময়ে তাঁহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া আবার বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। রাজা তাহা দেখিয়া বিদূষককে বলিলেন,—'দেখ, সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্তসময়ে পদ্মের যেরূপ অবস্থা হয়, এই সুবদনার বদনে ক্ষণমাত্রেই সেই দুই ভাবই দৃষ্ট হইল।

মালবিকার কথা শুনিয়া বকুলাবলিকা বলিল,—"তাইত, ইহা মহারাজের প্রতিকৃতিই বটে।"

তখন আবার দুই জনে মিলিয়া সেই প্রতিকৃতিকেই প্রণাম করা

হইল। পরে মালবিকা বলিতে লাগিলেন,—"সে দিবস ভয়ে ভয়ে মহারাজকে দেখিয়া যেমন আমার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, আজিও তাহাই ঘটিতেছে। আমি ভাবিতেছি, মহারাজকে দেখিয়া বুঝি তৃষ্ণা নিবারিতই হয় না।"

বিদূষক রাজাকে মালবিকার কথাগুলি শুনিতে বলিয়া কহিলেন,—"মালবিকা চিত্রে তোমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, স্বয়ং তোমাকে তাহাই দেখিয়াছেন। তবে তুমি বৃথা সিন্দুকের রত্নভাণ্ডবহনের ন্যায় যৌবনগর্ব্ব বহন করিতেছ কেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সখে, স্ত্রীজাতি কৌতূহলপরায়ণা হইলেও স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইয়া থাকে। দেখ, আয়তলোচনা রমণীগণ সম্মুখ-স্থিত প্রিয়তমের পূর্ণরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের চক্ষু প্রিয়-জনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিপতিত হয় না।"

চিত্রে অঙ্কিত ইরাবতীর প্রতি রাজার গ্রীবা পরিবর্ত্তন করিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ, অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের প্রতি উপেক্ষা, তথায় গৌতমেরও অবস্থিতি—এই সমস্ত দেখিয়া মালবিকার মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইতেছিল। বকুলাবলিকা তাহা অবগত হইয়া মালবিকাকে রাগান্বিত করিবার জন্য বলিতে লাগিল,—"ইরাবতীই রাজার প্রিয়তমা।"

সে কথায় রুষ্ট হইয়া মালবিকা 'তবে আমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছি' বলিয়া অসূয়াসহকারে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

রাজা বিদূষককে তাহা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখে, দেখ, ভ্রূভঙ্গের দ্বারা তিলকরেখা ছিন্নভিন্ন ও ওষ্ঠাধর কম্পিত করিয়া সুন্দরী অভিমানভরে মুখখানি এরূপভাবে ফিরাইয়া লইলেন যে, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, প্রণয়ীর অপরাধে কুপিত হইয়া কিরূপ ললিত অভিনয় করিতে হয়, তাহারই শিক্ষা প্রদর্শন করিলেন।"

বিদূষক রাজাকে মানভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অভিমান-ভরে মালবিকা সে স্থান পরিত্যাগে উদ্যতা হইলে, বকুলাবলিকা পথাবরোধ করিয়া কহিল,—"তুমি কি সত্য সত্যই রাগ করিয়াছ?"

মালবিকা উত্তর দিলেন,—"আমাকে যদি নিতান্তই ক্রুদ্ধা মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আবার ক্রোধ ফিরাইয়া আনিতেছি।"

এই সময়ে বিদূষকের সহিত রাজা উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"চিত্রার্পিত কার্য্যে কুবলয়নয়নে, কেন আমার প্রতি কোপ করিতেছ? এই দেখ, তোমারই দাস তোমার সম্মুখে উপস্থিত।"

বকুলাবলিকা রাজার জয় উচ্চারণ করিল। মালবিকা চিত্রাঙ্কিত রাজার প্রতি অভিমান করার জন্য মনে মনে লজ্জিতা হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রাজার নিকট প্রণয়সহকারে অঞ্জলিবদ্ধ করিলে, রাজারও অনুরাগকাতরতা প্রকাশ পাইল।

রাজাকে কিছু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া বিদূষক কহিলেন,—"এক্ষণে উদাসীন কেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"তোমার প্রিয়সখীকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কারণ, তোমার সখী নেত্রপথে থাকিতে থাকিতে আবার মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় চলিয়া যান; বাহুমধ্যে আসিয়াও সহসা সরিয়া পড়েন। এইরূপ সমাগমমায়ার জন্য মদনব্যাধিপীড়িত আমার হৃদয় কিরূপে তোমার সখীকে বিশ্বাস করিতে পারে?"

তখন বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল,—"সখি, মহারাজ অনেক-বার প্রতারিত হইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয়, তাহারই ব্যবস্থা কর।"

শুনিয়া মালবিকা উত্তর দিলেন,—"মন্দভাগিনী আমার পক্ষে স্বপ্ন-সমাগমও সুদুর্লভ।"

বকুলাবলিকা রাজাকে তাহার উত্তর দিতে বলিলে, রাজা কহিলেন,—"ইহার আর কি উত্তর দিব? তবে মদনানলকে সাক্ষী করিয়া তোমার সখীকে আত্মদান করিতেছি। আমি তাঁহার সেবা চাহি না, কিন্তু গোপনে তাঁহারই সেবা করিতে ইচ্ছা করি।"

বকুলাবলিকা বলিল,—"ইহাতেই আমরা অনুগৃহীত হইলাম।"

এই সময়ে বিদূষক বকুলাবলিকাকে লইয়া স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছায় কহিলেন,—"বকুলাবলিকে, হরিণে বালাশোকের পল্লবগুলি নষ্ট করিতেছে, চল, গিয়া তাহাকে নিবারণ করি।"

বকুলাবলিকাও তাহাতে সম্মত হইয়া বিদূষকের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিল। রাজাও বিদূষককে কহিলেন,—"রক্ষা-বিষয়ে তুমি একটু সাবধান থাকিও।"

'গৌতমকে এ কথা বলিতে হইবে না' বলিয়া বিদূষক উত্তর দিলেন।

বকুলাবলিকা বিদূষককে দ্বাররক্ষার জন্য অবস্থিত থাকিতে বলিয়া, নিজে অপ্রকাশ্যভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিদূষক স্ফটিকস্তম্ভ আশ্রয় করায় তাহার শীতলস্পর্শে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

মালবিকাকে ভীতভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি, এক্ষণে মিলনের আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। আমি বহুদিন হইতে তোমার প্রণয়ে উন্মুখ হইয়া আছি, এই সহকাররূপ আমাকে তুমি মাধবীর ন্যায় আশ্রয় কর।"

মালবিকা বলিলেন,—"দেবীর ভয়ে আমি নিজের প্রিয়কার্য্য কিছুই করিতে পারিতেছি না।"

রাজা তখন কহিলেন,—"ভয় করিও না।"

শুনিয়া মালবিকা উত্তর দিলেন,—"দেবীর সাক্ষাতে সাহসী পুরুষের সামর্থ্য দেখা গিয়াছে।"

রাজা তখন অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন,—"নায়কগণের সরলতা-প্রদর্শনই কুলব্রত। সে যাহা হউক, আয়তাক্ষি, আমার প্রাণ তোমার আশাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই চিরভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।"

এই বলিয়া রাজা মালবিকাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে মালবিকা তাহা পরিহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"নববধূদিগের প্রণয়ব্যাপার বড়ই রমণীয়; তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে গেলে, তাহাদের সলজ্জ নিবারণ-চেষ্টাতেই অনুরাগলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এই সময়ে ইরাবতী ও নিপুণিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইরাবতী রাজার প্রতি অভি-মান করায় মনে মনে কিছু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং রাজাকে প্রসন্ন করিবারও ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহার সহচরী চন্দ্রিকা বিদূষককে সমুদ্রগৃহদ্বারে অবস্থিত থাকিতে দেখিয়া নিপুণিকাকে সে সংবাদ অবগত করাইলে, রাজা তথায় আছেন মনে করিয়া নিপুণিকা ইরাবতীকে লইয়া প্রমদবনে প্রবেশ করিল এবং সমুদ্রগৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

ইরাবতী প্রথমে চিত্রাঙ্কিত মহারাজকেই প্রসন্ন করার ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন। কারণ, রাজার হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত থাকায় শিষ্টাচারলঙ্ঘনের জন্য ইরাবতী কোনরূপে ক্ষমাপ্রার্থনার অভিলাষ করেন।

সেই সময়ে মহিষী ধারিণীর কোন পরিচারিকা আসিয়া রাণী ইরা-বতীকে কহিল যে, মহিষী বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি আপনার সম্মানরক্ষা করিয়া সহচরীর সহিত মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন; এক্ষণে মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য যাহা করিতে বলেন, তিনি তাহাই করিবেন।

ইরাবতী উত্তর দিলেন,—"তুমি মহিষীকে গিয়া বল, আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহপ্রদর্শন করা হইয়াছে।"

তাহার পর পরিচারিকা তথা হইতে চলিয়া গেল। সমুদ্রগৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, বিদূষক বিপণিগত বলীবর্দ্দের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহারা তাঁহার মুখে বিষবিকারের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না।

সেই সময়ে বিদূষক স্বপ্নে বলিতেছিলেন,—"মালবিকা, তুমি ইরাবতীকে অতিক্রম করিয়া উঠ।"

ইরাবতী ও নিপুণিকা বিদূষকের এইরূপ কৃতঘ্নতাতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন নিপুণিকা বিদূষককে সর্পভয় দেখাইবার জন্য একখানি আকাবাঁকা যষ্টি তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। বিদূষক সহসা জাগরিত হইয়া তাহাকে সর্প-ভ্রমে চাৎকার করিয়া উঠিলেন। রাজা তখন তাঁহাকে অভয় দিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। মালবিকা রাজাকে সে স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বকুলাবলিকাও দৌড়িয়া আসিয়া রাজাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল।

যষ্টি বুঝিতে পারিয়া বিদূষক ও আশ্বস্ত হইলেন। তিনি যষ্টিসম্পাতকে কেতকীকণ্টকক্ষত চিহ্নের প্রতিফল মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সময়ে ইরাবতী অগ্রসর হইয়া রাজাকে কহিলেন,—"দিবাসঙ্কেতস্থানে দুজনের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ত?"

ইরাবতীকে দেখিয়া তখন সকলে ভীত ও চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজা বলিলেন,—"প্রিয়ে, এ যে তোমার অপূর্ব্ব অভিবাদন দেখিতেছি!"

ইরাবতী বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন,—'বকুলাবলিকে, তোমার দূতীগিরি সফল হইয়াছে ত?'

বকুলাবলিকা উত্তর দিয়া বলিল,—"দেবী ক্রুদ্ধা হইবেন না, ভেকরবে কি দেবরাজ পৃথিবীতে বারিবর্ষণে বিরত হন ?"

বিদূষক ইরাবতীকে বলিলেন,—"আপনাকে দর্শনমাত্রেই মহারাজ প্রণিপাতলঙ্ঘন বিস্মৃত হইয়াছেন,কিন্তু আপনি ত এখনও প্রসন্না হইতেছেন না।"

ইরাবতী উত্তর দিলেন,—"আমি কোপ করিয়া কি করিব ?"

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—"অস্থানে কোপ করা তোমার উচিত নহে; সুন্দরি, অকারণে তোমার বদন কখনও ত ক্রোধযুক্ত হয় নাই। পূর্ণিমা ব্যতীত বিভাবরী কি কখনও রাহুগ্রস্তচন্দ্রান্বিত হয় ?"

ইরাবতী কহিলেন,—"মহারাজের 'অস্থানে' কথাটি বলাই ঠিক হইয়াছে। কারণ, আমাদের ভাগ্য পরায়ত্ত হওয়ায়, এক্ষণে কোপ করিলে হাস্যাস্পদ হইতেই হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"পরিজনেরা অপরাধী হইলেও উৎসবদিবসে তাহাদের দণ্ডবিধান উচিত নহে। সেজন্য ইহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করায় দুজনে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।"

ইরাবতী নিপুণিকাকে কহিলেন,—"মহিষীকে বলিয়া আইস যে, তাঁহার পক্ষপাত বুঝা গিয়াছে।"

নিপুণিকা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, বিদূষক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এ যে দেখিতেছি বিষম অনর্থ উপস্থিত, বন্ধনমুক্ত কপোতী শেষে কি বিড়ালীর সম্মুখে পড়িল ?"

নিপুণিকা সহসা উপস্থিত হইয়া ইরাবতীকে গোপনে জানাইল যে, বিদূষকের কৌশলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। সে কথা সে মাধবিকার নিকট হইতে শুনিয়া আসিল।

ইরাবতী তখন বিদূষককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, ইহা কামতন্ত্র সচিবেরই নীতিকৌশল।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"যদি নীতিশাস্ত্রের একাক্ষরও আলোচনা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহারাজকে চালিত করিতে পারি।"

সেই সময়ে প্রতীহারী জয়সেনা আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকক্রীড়াকালে এক পিঙ্গল বানর কর্ত্তৃক ভয় পাইয়া এরূপ কাঁপিতেছেন যে, মহিষী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়াও কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না। ইরাবতী তাহা শুনিয়া রাজাকে কুমারীর সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং সহচরীসহ নিজেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বিদূষকও যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"সাধু রে পিঙ্গল বানর, তোর দলের লোকটিকে বেশ বাঁচাইয়া দিলি।"

মালবিকা তখন বকুলাবলিকাকে বলিলেন,—"মহিষীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে ; না জানি, পরেই বা কি ঘটে।"

সেই সময়ে অদূরে মালিনী মধুকরিকা বলিয়া উঠিল,—"আশ্চর্য্য, স্বর্ণাশোক দোহদ লাভ করিয়া পাঁচরাত্রিমধ্যেই মুকুলিত হইয়াছে ! যাই, এ সংবাদ মহিষীকে জানাইয়া আসি।"

তাহা শুনিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকা উভয়েরই আনন্দসঞ্চার হইল এবং বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল,—"আশ্বস্ত হও, দেবীকে সত্যপ্রতিজ্ঞা বলিয়াই জানিবে।"

মালবিকা কহিলেন,—"তবে চল, আমরাও মালিনীর অনুসরণ করি।" এই বলিয়া দুই সখীতে মিলিয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৫)

বিদর্ভের বর্ত্তমান রাজা যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। মাধবসেনও মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। বিদর্ভ হইতে বহুমূল্য রত্ন, বাহন, শিল্প-

কারিকা প্রভৃতি পরিজন উপহার লইয়া একজন দূত আসিয়াছে। মহিষী ধারিণী বীরসেনের প্রেরিত পত্র হইতে তাঁহার বিজয়বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আবার সেনাপতি পুষ্পমিত্রের যজ্ঞতুরঙ্গ-রক্ষণে নিযুক্ত কুমার বসুমিত্রের কল্যাণকামনায় ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণাদানের জন্য পুরোহিতের নিকট একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন।

মালিনী মধুকরিকা তাহার নিকট হইতে মহিষীর সংবাদ অবগত হইয়া, তাঁহার দর্শনে অগ্রসর হয়। মধুকরিকা স্বর্ণাশোকের দোহদের পর তাহার চারিদিকে বেদী বাঁধাইয়া যত্ন লইতেছিল। স্বর্ণাশোক মুকুলিত হইলে মালবিকার প্রতি মহিষীর অনুকম্পাসঞ্চার হইবে, মালিনীর হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। এক্ষণে সত্য সত্যই অশোকের কুসুমোদ্গম হওয়ায় মালবিকার প্রতি মহিষী প্রসন্ন হইবেন বলিয়া সে মনে করিতে লাগিল। সে যাহা হউক, মধুকরিকা অশোকের কুসুমবিকাশের কথা মহিষীকে জানাইয়া আসিল।

স্বর্ণাশোকের কুসুমোদ্গমে মহিষীর মনে অত্যন্ত আনন্দসঞ্চার হইল। তিনি মালবিকার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুরস্কারচ্ছলে তাঁহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাণী মালবিকাকে বিবাহবেশে সজ্জিত করার জন্য পরিব্রাজিকাকে অনুরোধ করিলে, তিনি মালবিকাকে বেশ-ভূষায় সাজাইয়া দিলেন।

তাহার পর মহিষী অশোকতলেই মালবিকাকে অর্পণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া, মহারাজের সহিত অশোকের কুসুমশোভা দর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিহারীর দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান, এবং নিজেও মালবিকা প্রভৃতিকে লইয়া প্রমদবনের দিকে অগ্রসর হন।

অগ্নিমিত্র সে সময়ে ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তজ্জন্য প্রতিহারীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। রাজা আসন হইতে উত্থিত হইলে,

বৈতালিকেরা গাহিতে লাগিল,—"রতিসনাথ অঙ্গবান্ অনঙ্গ যেমন বসন্তকে লইয়া বনবিহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও চতুরঙ্গ-বলান্বিত হইয়া প্রীতি সহকারে কোকিলকুজিত বিদিশাতীরোত্থানে মধু-কাল যাপন করিতেছেন। আর আপনার বিজয়করিকুলের আলানস্বরূপ বরদাতীরজ বৃক্ষসকলের সঙ্গে অরিমস্তকও অবনত হইতেছে।"

তাহারা আবার গাহিয়া উঠিল,—"হে সুরোপম! দণ্ডদ্বারা তোমার বিদর্ভরাজলক্ষ্মীর অধিকার ও পরিঘবাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, বীরপ্রীতিহেতু পণ্ডিতগণের রচিত এই উভয় চরিত্রগাথা বিদর্ভবাসি-গণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।"

রাজা তখন বয়স্যের সহিত অগ্রসর হইতে হইতে বলিতেছিলেন,—"দুর্লভসমাগমা প্রিয়াকে চিন্তা করিয়া এবং বিদর্ভাধিপতির পরাজয় শুনিয়া ধারাহিত আতপফুল্ল সরোজের ন্যায় আমার মন দুঃখ ও সুখ উভয়ই অনুভব করিতেছে।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে, কারণ, মহি-ষীর আদেশে পরিব্রাজিকা আজ মালবিকাকে বিবাহবেশে সাজাইয়া-ছেন। তাহাতে মনে হইতেছে, মহিষী তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।"

রাজা মহিষীর পূর্ব্বাচরণ স্মরণ করিয়া তাহা অসম্ভব নহে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতিহারী রাণীর অভিলাষের কথা জানাইয়া কহিল,—"মহিষী মহারাজের সহিত স্বর্ণাশোকের কুসুমশোভা দেখিবার জন্য মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সহিত প্রমদবনে অপেক্ষা করিতেছেন।"

রাজা তখন হৃষ্টচিত্তে বিদূষক ও প্রতিহারীর সহিত সেই দিকে অগ্র-সর হইলেন।

প্রমদবনে প্রবেশ করিয়া বিদূষক কহিলেন,—"সখে! প্রমদবনে বসন্তের যৌবন যেন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"তাহা সত্য বটে। সম্মুখস্থিত বিকীর্ণ কুরুবকফল ও সহকারকে দেখিয়া বসন্তের গতপ্রায়যৌবন বুঝিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

তাহার পর তাঁহারা স্বর্ণাশোকের নিকট অগ্রসর হইলে বিদূষক তাহার অপূর্ব্বশোভা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ, কুসুমস্তবকে ভূষিত অশোকটিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, কে যেন ইহাকে সুবেশে সাজাইয়া দিয়াছে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"এই অশোকতরুর কুসুমবিকাশে বিলম্ব হওয়াই উচিত হইয়াছে। কারণ, এক্ষণে বৃক্ষটি অপূর্ব্বশোভাই ধারণ করিয়াছে। বসন্তবিভবসূচিত সকল অশোকতরুরই কুসুমরাশি এই দোহদলব্ধ বৃক্ষটিকে যেন আশ্রয় করিয়াছে।"

বিদূষক কহিলেন,—"মহিষী আজ মালবিকাকে নিকটে রাখিবেন বলিয়াই মনে হইতেছে।"

সেই সময়ে ধারিণী ও মালবিকাকে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিলেন, "সখে, দেখ, বিনয়নম্রা দেবী প্রিয়ার সহিত বসুমতীর ন্যায় বিস্তৃতকরকমলা রাজলক্ষ্মীসহ আমার অভ্যর্থনার জন্য অবস্থিতি করিতেছেন।"

মহিষী মালবিকা প্রভৃতিকে লইয়া মহারাজের জন্য স্বর্ণাশোকের তলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মালবিকার হৃদয় হর্ষ ও উদ্বেগে আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আমার এই কৌতুকবেশবিন্যাসের কারণ জানিয়াও আমার হৃদয় পদ্মপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে। আমার বামচক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে।"

বিদূষক বিবাহবেশে সজ্জিতা মালবিকার রমণীয় শোভার কথা রাজার নিকট প্রকাশ করিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন,—"সখে, আমিও তাহা লক্ষ্য করিতেছি, অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী অনেকাভরণযুক্তা প্রিয়াকে উদয়োন্মুখ জ্যোৎস্নান্বিতা ও হিমমুক্তনক্ষত্রপরিশোভিতা চৈত্রবিভাবরীর ন্যায়ই বোধ হইতেছে।"

সেই সময়ে মহিষী অগ্রসর হইয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকও রাণীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিকাও রাজার জয় উচ্চারণ করিলে রাজাও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

মহিষী স্মিতবদনে রাজাকে কহিলেন,—"আমরা এই তরুণীজনসহায় অশোককে আর্য্যপুত্রের সঙ্কেতগৃহ স্থির করিয়াছি।"

রাজা উত্তর করিলেন,—"যে অশোকটি বসন্তলক্ষ্মীর নিয়োগ অবজ্ঞা করিয়া পুষ্পোদ্গম দ্বারা তোমার যত্নের আদর করিয়াছে, সে যে তোমার এরূপ সৎকারের পাত্র হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?"

বিদূষকের মনে কিন্তু মালবিকার কথাই উদয় হইতেছিল। তিনি রাজাকে বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, বিশ্বস্তমনে এই তরুণীর প্রতি নিরীক্ষণ কর।"

তখনও পর্য্যন্ত মহিষী মালবিকাসমর্পণের কথা ব্যক্ত করেন নাই, সেইজন্য বিদূষক কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন জানিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে কহিলেন,- "কোন্ তরুণীটির কথা বলা হইতেছে?"

চতুর বিদূষকও উত্তর দিলেন,—"আমি স্বর্ণাশোকের কুসুমশোভার কথাই বলিতেছি।"

আজ মালবিকাকে নিকটে থাকিয়াও ছাড়াছাড়ি দেখিয়া রাজা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—

"চক্রবাকচক্রবাকীর ন্যায় আমার ও প্রিয়ার পক্ষে রজনীসমা ধারিণী মিলনের বাধা জন্মাইতেছেন।"

এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া জানাইলেন যে, মন্ত্রী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, বিদর্ভ হইতে প্রেরিত শিল্পকারিকা দুইটি পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায়, মহারাজের সহিত সাক্ষাতের জন্য পাঠান হয় নাই। এক্ষণে তাহাদিগকে পাঠান যাইতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে মহারাজের কিরূপ অনুমতি হয়, তাহাই জানিতে চাহেন।

রাজা তাহাদিগকে লইয়া আসিতে আদেশ দিলে, কঞ্চুকী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আবার তাহাদিগকে লইয়া আসিলেন।

শিল্পকারিকা দুইটি সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিল। রাজার নিকটে যাইতে তাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠায়, তাহারা ভবিষ্যৎ সুখের আশা করিতেছিল। রাজা তাহাদিগকে সঙ্গীতনিপুণা জানিয়া মহিষীকে তাহাদের একটিকে সহচরীস্বরূপে লইতে বলিলেন।

মহিষী মালবিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইহাদের মধ্যে কাহাকে লইতে চাহ?"

মহিষীর কথা শুনিয়া শিল্পকারিকা দুইটি মালবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে তাহাদের রাজকন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিল। মালবিকা ও পরিব্রাজিকা তাহাদিগকে পূর্ব্বেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। শিল্পকারিকা দুইটি মালবিকাকে তাহাদের রাজকন্যা বলিয়া ব্যক্ত করিলে, সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। রাজা তাহাদিগকে মালবিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা তাঁহাকে মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিল।

শুনিয়া রাণী কহিলেন,—"তাহা হইলে আমি দেখিতেছি, চন্দনকে পাদুকাকারে দূষিত করিয়াছি।"

রাজা মালবিকার এরূপ দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল,—"মাধবসেন যজ্ঞসেনকর্ত্তৃক বশীভূত হইলে অমাত্য সুমতি ইঁহাকে লইয়া আসেন, তাহার পর আমরা আর কিছু অবগত নহি।"

তখন পরিব্রাজিকা কৌশিকী সমস্ত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তিনি আপনাকে সুমতির ভগিনী বলিয়াও পরিচয় দিলেন। শিল্পকারিকারাও তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগকেও সকলে তাহাদের আপ্তবর্গ বলিয়াও জানিতে পারিলেন।

পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন,—"মাধবসেনের এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাঁহার অমাত্য ও আমার অগ্রজ সুমতি আমার সহিত মালবিকাকে লইয়া মহারাজের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য বিদিশাভিমুখে আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে আমরা এক বণিক্‌সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হই। কতকদূর আসিয়া এক অরণ্যমধ্যে বণিকেরা বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইলে, শিখিপুচ্ছধারী তূণীরবদ্ধ ধনুর্দ্ধর একদল দস্যু বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিল। বণিক্‌সম্প্রদায় কিছুকাল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। অগ্রজ কাতরা মালবিকাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছায় নিজ প্রাণ দিয়া ভর্ত্তৃঋণ পরিশোধ করিলেন। আমিও সে সময়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ি। সংজ্ঞালাভ করিয়া মালবিকাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর ভ্রাতৃদেহের অগ্নিসংস্কারের প[র] কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া বিদিশায় উপস্থিত হই। মালবিকাও বীরসেনকর্ত্তৃক দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া দেবীর নিকট প্রেরিত হন।"

এই অপূর্ব্ব আখ্যান শুনিয়া রাজা, সুমতির দেহত্যাগের কথায় পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"মরণশীল প্রাণিমাত্রেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, মহাত্মা সুমতি ভর্ত্তৃঋণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং আপনার কাষায়বস্ত্রধারণও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।"

রাজা একণে কি করেন, মালবিকা মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলেন।

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—"মালবিকারও অধঃপতনে পদে পদে অবমাননাই সার হইয়াছে। কারণ, দেবীপদবাচ্য রাজকুমারীকে ধৌতকৌশেয় বসনের স্থানীয় বস্ত্রে পরিণতির ন্যায় পরিচারিকাবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইয়াছে।"

মহিষী তখন পরিব্রাজিকাকে কহিলেন,—"মালবিকার পরিচয় না দেওয়া আপনার পক্ষে ভাল হয় নাই।"

পরিব্রাজিকা উত্তর করিলেন,—"একটি বিশেষ কারণে এ কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। মালবিকার পিতা জীবিত থাকিতে একজন সন্ন্যাসী আমার সমক্ষে ইঁহার সম্বন্ধে আদেশ করেন যে, ইনি এক বৎসর পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরে অনুরূপ পতিলাভ করিবেন। সেই জন্য আপনার শুশ্রূষায় আপনার সাধু বাক্য সফল হওয়ায় কাল-প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

তাহার পর রাজা বিদর্ভ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, বিদর্ভ রাজ্য বরদার উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং যজ্ঞসেন ও মাধবসেন উভয়েই সেই দুইটি পৃথক্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। রাজা কঞ্চুকীর দ্বারা মন্ত্রিপরিষদের নিকট সে কথা বলিয়া পাঠাইলে, তাঁহারাও তাহাতেই অনুমোদন করিলেন এবং মন্ত্রিপরিষদও পূর্ব্ব হইতেই তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কঞ্চুকী মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের কথা নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দ্বিধা বিভক্ত রাজশ্রীকে বহন করিয়া একণে তাঁহারা দুই জনে রথযোজিত অশ্বদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের অভিভবে নির্ব্বিকার হইয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকুন।"

তাহার পর বিদর্ভের ব্যবস্থা বীরসেনকে লিখিয়া জানাইবার জন্ম রাজা কঞ্চুকীর দ্বারা মন্ত্রিপরিষদকে বলিয়া পাঠাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে কঞ্চুকী রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—"মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্র একখানি সোপহার পত্র পাঠাইয়াছেন।"

এই বলিয়া তিনি সেই সোপহার পত্রখানি রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা পরিজন দ্বারা পত্রখানি খুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"স্বস্তি! যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশানগরীস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জানাইতেছেন সুবিদিত হউক, আমি রাজযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া রাজপুত্রশতপরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া বৎসরমধ্যে প্রত্যাগমনের নিয়মে যে অশ্বটিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেই যজ্ঞীয় অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণতীরে বিচরণের সময় অশ্বারোহী যবনসৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হয়, তাহার পর উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধনুর্ধর বসুমিত্র শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া সেই সজ্জিত অশ্বটি ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমি, এক্ষণে পৌত্র অংশুমানকর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্বে সগর যেমন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানেরই অভিলাষী হইয়াছি। সেইজন্য আপনি কালবিলম্ব না করিয়া অক্রোধচিত্তে বধূদিগের সহিত যজ্ঞদর্শনে আগমন করিবেন।"

পাঠ শেষ করিয়া রাজা বলিলেন,—"অনুগৃহীত হইলাম।"

পরিব্রাজিকা বলিয়া উঠিলেন,—"রাজদম্পতী এক্ষণে পুত্রের বিজয়-বার্ত্তায় সুখী হইলেন।"

তাহার পর তিনি মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"স্বামীর

জন্য আপনি প্রশংসনীয়া বীরপত্নীগণের অগ্রণী হইয়াছেন, আবার পুত্রের নিমিত্ত 'বীরপ্রসূ' এই আখ্যাও লাভ করিলেন।"

মহিষী উত্তর দিলেন,—'আমার পুত্র পিতার অনুরূপ হওয়ায় আমি যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়াছি।'

রাজাও কঞ্চুকীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"কেমন? করিশিশু যূথপতি মাতঙ্গেরই অনুকরণ করিয়াছে ত?"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, কুমারের এইরূপ বীর্য্যপ্রকাশে আমাদের চিত্তে কিছুমাত্র বিস্ময় জন্মে নাই; কারণ, ঔর্ব্ব হইতে বাড়বানলের উৎপত্তির ন্যায় মহারাজ হইতেই তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে।"

তাহার পর রাজা যজ্ঞসেনের শ্যালক প্রভৃতি বন্দীদিগের মুক্তিদানেরও আদেশ প্রদান করিলেন।

মহিষী ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে পুত্রের বিজয়সংবাদ প্রদানের জন্য প্রতিহারী জয়সেনাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

যাইবার সময় রাণী চুপে চুপে জয়সেনাকে বলিয়া দিলেন,—"আমার নাম করিয়া ইরাবতীকে বলিও যে, আমি অশোকদোহদের জন্য মালবিকার নিকট একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আবার তাহাকে উচ্চবংশীয়া জানিয়া বলিতেছি, যেন আমি সত্যভ্রষ্ট না হই।"

প্রতিহারী মহিষীর আজ্ঞায় অন্তঃপুরে গমন করিয়া আবার কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"কুমারের বিজয়সংবাদ শুনিয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা আমাকে আভরণ পারিতোষিকে একটি সিন্দুকের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন।"

মহিষী কহিলেন,—"ইহাতে আশ্চর্য্য কি, পুত্রের বিজয়লাভ আমার ও তাহাদের সাধারণ সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।"

তাহার পর প্রতিহারী চুপে চুপে মহিষীকে বলিল,—"ইরাবতী আপনার প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

মহিষী ধারিণী পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"সুমতি প্রথমে যে সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই সংকল্পপূরণের জন্য আপনার অনুমতি লইয়া মালবিকাকে আজ আর্য্যপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

"পরিব্রাজিকা উত্তর দিলেন,—"আপনি এক্ষণে ইঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

মহিষী তখন মালবিকার হস্তধারণ করিয়া রাজাকে বলিলেন,— "প্রিয়সংবাদের অনুরূপ এই পারিতোষিকটি আর্য্যপুত্র গ্রহণ করুন।"

মহিষীর কথায় রাজা কিছু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মালবিকাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ না করায়, মহিষী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,— "আর্য্যপুত্র কি আমায় অবজ্ঞা করিতেছেন?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তাহা নহে, তবে লোকব্যবহার এইরূপই বটে। নূতন বরেরা লজ্জাতুরই হইয়া থাকে।"

রাজা বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিদূষক বলিতে লাগিলেন,— "দেবীর প্রণয়পাত্র ও তাঁহাকর্তৃক দেবীনামে অভিহিতা মালবিকাকে মহারাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।"

মহিষী উত্তর দিলেন,—"এই রাজকন্যা কুলগৌরবেই দেবীপদবাচ্যা, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।"

পরিব্রাজিকা কহিলেন,—"তাহা যথার্থ নহে; কারণ, আকরসমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠরত্নের কাঞ্চনের সহিতই সংযুক্ত হওয়া উচিত।"

মহিষী কথায় কথায় মালবিকার অবগুণ্ঠন বস্ত্র আনাইতে বিস্মৃত হওয়ায়, প্রতিহারীকে তাহা আনিতে বলিলে, প্রতিহারী লইয়া আসিল।

তখন মহিষী মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া রাজাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন।

রাজাও "আমরা চিরদিনই তোমার শাসনানুবর্ত্তী" এই বলিয়া মালবিকাকে গ্রহণ করিলেন।

বিদূষক মহিষীর উদারতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে মহিষীর ইঙ্গিতে পরিজনেরা মালবিকার নিকট অগ্রসর হইয়া "রাজ্ঞীর জয় হউক" বলিয়া অভিবাদন করিল।

মহিষী পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। কারণ, ভর্ত্তৃবৎসলা সাধ্বী মহিলারা সপত্নীর সহিতই পতিসেবা করিয়া থাকেন। সমুদ্রগামিনী নদী অন্য সরিৎদিগকে সঙ্গে লইয়াই সাগরপ্রান্তে উপস্থিত হয়।"

এই সময়ে নিপুণিকা উপস্থিত হইয়া রাজাকে জানাইল,—"ইরাবতী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মহারাজের অনুনয় উপেক্ষা করিয়া তিনি যে অপরাধিনী হইয়াছেন, পূর্ণমনোরথ মহারাজ এক্ষণে তাঁহার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

মহিষী উত্তর দিলেন,—"মহারাজ অবশ্যই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

তাহার পর পরিব্রাজিকা মাধবসেনের নিকট গমন করিতে অভিলাষ করিলে, মহিষী তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। রাজাও স্বীয় পত্রে মাধবসেনকে পরিব্রাজিকার সম্ভাষণাদি জানাইবেন বলিলে, পরিব্রাজিকা অবশেষে তাঁহাদের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

মহিষী রাজাকে তাঁহার জন্য আর কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উত্তর দিলেন,—"তুমি নিত্য প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাই হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ। আর, অগ্নিমিত্রের রাজত্বে প্রজাগণের অভীষ্টলাভ

ঘটুক।” তদবধি রাজা অগ্নিমিত্র প্রজাপালনে রত থাকিয়া যথারীতি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

উন্নত শৈল হইতে সমুদ্ভূতা মহানদী যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিকে লইয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ মহাকুলপ্রসূতা উদারহৃদয়া নারীপ্রধানা সপত্নীগণের হাত ধরিয়া পতির সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। মহিষী ধারিণীর রাজা অগ্নিমিত্রে মালবিকা সমর্পণ তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে।

ভবভূতি।

মহাবীর-চরিত।

(১)

একটি ক্ষুদ্রকায় পর্ব্বতের নিকট ঘনসংবদ্ধ তরুরাজি মেঘমালার ন্যায় দেখা যাইতেছিল; তাহাদের তলদেশে মৃগকুল স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে-ছিল; পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল; অদূরে পবিত্রসলিলা জাহ্নবী কুলুকুলু স্বরে বহিয়া যাইতেছিলেন। এই পরম রমণীয় স্থানটির নাম সিদ্ধাশ্রম; এখানে পূর্ব্বে বামনরূপী বিষ্ণু বাস করিতেন, পরে উহা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমস্থল হইয়া উঠে। বিশ্বামিত্র কৌশিকীপরিবেষ্টিত হিমারণ্য পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধিলাভের জন্যই সিদ্ধাশ্রমে আগমন করেন। যক্ষরক্ষোগণের উপদ্রবে যজ্ঞবিঘ্ন ও তপোবিঘ্ন ঘটায় মহর্ষি বিঘ্ননাশের জন্য অযোধ্যাধিপ মহারাজ দশরথের নিকট হইতে তাঁহার পুত্রদ্বয় রামলক্ষ্মণকে চাহিয়া আনিলেন। এ দিকে মহর্ষির যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ রাজা কুশধ্বজ রথারোহণে জনককন্যা সীতা ও উর্ম্মিলাকে লইয়া সিদ্ধাশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পথে আসিতে আসিতে রাজা কুশধ্বজ সীতা ও উর্ম্মিলাকে চতুর্থ মেধ্যাগ্নি, পঞ্চমবেদ, জঙ্গম তীর্থ বা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে শ্রদ্ধাসহকারে মনে মনে প্রণাম করিতে বলিলেন। রাজকন্যারাও সঙ্গে সঙ্গে পিতৃব্যের আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

সারথিও বিশ্বামিত্রের অলৌকিক ব্যাপারসকল স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"যাঁহার দ্বারা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গলাভ, শুনঃশেফের পরিত্রাণ ও রম্ভার পাষাণত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি যে ঋষিগণের

মধ্যে মহত্বে শ্রেষ্ঠ, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? আবার ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত শান্তিলাভে সমর্থ তপস্তেজের আধার, নিজ চেষ্টায় লব্ধব্রাহ্মণ্য, বিদ্যানিবাস সেই গুরু বিশ্বামিত্রের সহিত কুটুম্বব্যবহারে আপনারাও এ জগতে গৃহস্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

রাজা সারথির সত্য বাক্যের জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,—"এই সাক্ষাৎকৃতব্রহ্ম সত্যসন্ধ ভগবান্ মহর্ষিগণের সহিত সম্পর্কে প্রকৃষ্ট কল্যাণই লাভ হইয়া থাকে। ইঁহাদের সহিত একবারমাত্র আলাপনে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়, অপরিসীম শক্তিলাভ হয়, এবং ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের সঙ্গ এক অপূর্ব্ব মহিমা বিতরণ করে এবং ইঁহাদের প্রসন্ন বাক্যে অপরিমেয় ফল প্রসূত হয়।"

রথ ক্রমে অগ্রসর হইলে, আশ্রমের শ্যামশোভা তাঁহাদের নয়নপথে নিপতিত হইল, এবং তাঁহারা রামলক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকেও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। সারথি রাজাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা কন্যাদ্বয়ের সহিত রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং অনুচরবর্গ যাহাতে আশ্রমসীমা অতিক্রম না করে, তজ্জন্য সারথিকে উপদেশ দিলেন। পরে আপনারাও ধীরে ধীরে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে, কিরূপে শুভদিনে রাক্ষসনাশরূপ মঙ্গলক্রিয়া, রাম-সীতার পরিণয় এবং নিজের যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। তদ্ভিন্ন জগতের কল্যাণকামনায় রামরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত চরিত্রসকলের প্রবর্ত্তনার বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

সেই সময়ে সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত কুশধ্বজকে উপস্থিত দেখিতে

পাইয়া মহর্ষি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় উদ্যত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"রাজা জনক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলেও আচারানুসারে তাঁহাকে আমার যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত কুশধ্বজকে পাঠাইবার জন্য সংবাদ দিয়াছিলাম ; এক্ষণে দেখিতেছি, প্রিয়সুহৃৎ আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।"

কুশধ্বজকে আগত ও বিশ্বামিত্রকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উদ্যত দেখিয়া রামলক্ষ্মণ কহিলেন,—"ভগবন্, কোন্ মহাত্মার অভ্যর্থনার জন্য আপনি এরূপ ব্যগ্র হইতেছেন ?"

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"তোমরা বিদেহাধিপতি রাজর্ষি নিমিজনক-বংশীয়দের কথা শুনিয়া থাকিবে। জ্ঞানবয়ঃপ্রবীণ রাজা সীরধ্বজ এক্ষণে সেই বংশের উত্তরাধিকারী ; ইঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সমগ্র শুক্ল যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।"

রামলক্ষ্মণ বলিলেন,—"শুনিয়াছি, ইঁহার গৃহে নাকি মাহেশ্বর ধনু এবং অযোনিজা কন্যা আছে।"

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"তাহা সত্য বটে, রাজা সীরধ্বজ নিজে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়ায়, আমার যজ্ঞের নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য কনিষ্ঠ কুশধ্বজকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমরা এই রাজশ্রোত্রিয়ের সহিত বিনয়নম্র ব্যবহার করিবে।"

রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ বলিতেছিলেন,—"স্বাভাবিক পুণ্যশ্রীতে শোভমান, কৃতোপনয়ন এই রাজন্যবালক দুইটি কে ? নবীনবয়স্ক এই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী দুইটির মূর্ত্তি কি রমণীয় ! চূড়াচুম্বিত কঙ্কপত্রযুক্ত শরপরিপূর্ণ তূণীরদ্বয় পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে বহন, ভস্মপূত বক্ষঃস্থলে রুরুচর্ম্ম ধারণ, মৌর্ব্বমেখলায় বদ্ধ মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত অধোবাস পরিধান, একহস্তে ধনু ও

অক্ষসূত্রবলয় এবং অপর হস্তে অশ্বথদণ্ড গ্রহণ করিয়া ইহারা অতীব সুন্দর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে"।

সেই সৌম্যদর্শন রামলক্ষ্মণের প্রতি সীতা ও উর্ম্মিলার চিত্ত ও চক্ষু আকৃষ্ট হইল।

তাহার পর রাজা কুশধ্বজ অগ্রসর হইয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করিলে, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"পুত্রতুল্য তোমাকে গৃহাগত দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আরব্ধযজ্ঞ বিদেহাধিপতি ও জনকবংশের কুলপুরোহিত গৌতম শতানন্দ সুখে আছেন ত?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"আর্য্য ও পুরোহিত শতানন্দ উভয়েই সুখে আছেন। যাঁহার সহিত আপনি কুটুম্বব্যবহারে সংবদ্ধ, তাঁহার অমঙ্গল কোথায়?"

সীতা ও উর্ম্মিলা মহর্ষিকে প্রণাম করিলে, রাজা তাঁহাদের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"এটি সীতা, লাঙ্গলকর্ষণে ইনি যজ্ঞভূমি হইতে সমুত্থিতা হইয়াছিলেন, আর অপরটি জনকাত্মজা উর্ম্মিলা।"

বিশ্বামিত্র তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করিলেন।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সীতার বিস্ময়করী উৎপত্তির কথা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। রামের চিত্ত তখন সীতার প্রতি ধাবিত হইতেছিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—"দেবযজ্ঞ হইতে যাঁহার উৎপত্তি, পিতা যাঁহার ব্রহ্মবাদী নৃপ, তাঁহার প্রসন্ন ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার যে স্নেহাকর্ষণ করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?"

রাজা রামলক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন,—"ভগবন্, ধর্ম্মানুসারী আবির্ভূত প্রতাপ ও বিক্রমের ন্যায় আপনার অনুগত এই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী দুইটি কে?"

বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে দশরথপুত্র রামলক্ষ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন।

রামলক্ষ্মণ তখন বিনয়সহকারে অগ্রসর হইয়া রাজা কুশধ্বজকে অভি-বাদন করিলেন।

রাজা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"অদ্য মহারাজ দশরথতনয়ের সাক্ষাৎ লাভ হইল। রঘুবংশ ব্যতীত ইঁহাদের জন্ম আর কোথা হইতে হইবে? ক্ষীরসমুদ্র ভিন্ন অন্য কোন্ স্থানে চন্দ্র ও কৌস্তুভের উৎপত্তি হইতে পারে? আমরা এই শ্রুতিমধুর কথা শুনিয়াছি বটে, মহারাজ দশরথ বহুকষ্টে ঋষ্যশৃঙ্গের পূজা করিয়া পুণ্যশ্রীসম্পন্ন চারিটি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রদীপ্তশ্রেয়োলাভের জন্য ব্রহ্ম-চর্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ইঁহাদের কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। সত্য সত্যই রঘুবংশীয়দিগের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইয়াছে। বেদপারায়ণ বিধি অনুসারে ভগবান্ বশিষ্ঠ যাঁহা-দিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, প্রজাগণের অনন্যসাধারণ রক্ষা-ধিকার সর্ব্বদাই যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে, বৈবস্বত মনুর পূজ্যতম বংশে জাত সেই নৃপতিনিকরের মহিমা আমাদের বাক্যজ্ঞানের অগোচর।"

বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—"তাহা হইলেও অশ্রান্তপুণ্যকর্ম্মা, পবিত্র-কীর্ত্তি, মহাভাগ্যবান্ তোমরাই তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তনে সমর্থ।"

তাহার পর মহর্ষির কথানুসারে সকলে আশ্রম-মধ্যে অগ্রসর হইয়া একটি বিকঙ্কত বৃক্ষতলে বিশ্রামলাভের জন্য উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে অদূরে 'জগৎপতি রামচন্দ্রের জয় হউক' বলিয়া এক ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; রাজা কুশধ্বজ মহর্ষিকে 'ইনি কোন্ দেবতা' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"ইনি গৌতমপত্নী

অহল্যা। ইঁহার গর্ভে আঙ্গিরস শতানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অহল্যা ইন্দ্রস্পর্শদোষে গৌতমকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া অন্ধতামিস্র নরকভোগে পাষাণত্ব প্রাপ্ত হন; রামভদ্রের তেজে এক্ষণে ইনি পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন।”

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“এই তপনকুলকুমারের কি অপরিসীম শক্তি ও প্রভাব!”

সেই সময়ে সীতার হৃদয়ে বিস্ময় ও অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি চুপে চুপে বলিতেছিলেন,—“ইঁহার প্রভাব সুকান্তিরই অনুরূপ বটে।”

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—“রাজর্ষি জনক যদি হরধনু আকর্ষণরূপ অনিবার্য্য পণ না করিতেন, তাহা হইলে পুণ্যতেজা দাশরথি-চন্দ্রমা অনুরূপ পাত্র রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে নিশ্চয়ই অর্পণ করিতেন।”

এই সময়ে একটি তাপস উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“রাবণপুরোহিত সর্ব্বমায় নামে একটি বৃদ্ধ রাক্ষস আগমন করিয়াছেন। তিনি রাজকার্য্যের জন্য আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।”

সীতা ও উর্ম্মিলা রাক্ষসের আগমনের কথা মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। রামলক্ষ্মণের কিন্তু অত্যন্ত কৌতুক উপস্থিত হইল। রাজা ও বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আসিতে বলিলে, তপস্বী সে স্থান হইতে অপসৃত হইয়া রাক্ষসটিকে পাঠাইয়া দিলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ মাতামহ মাল্যবান্ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া পত্নীত্বে বরণ করার ইচ্ছায় সর্ব্বমায়কে মিথিলায় পাঠাইয়া দেন। সর্ব্বমায় যজ্ঞদীক্ষিত রাজা জনকের নিকট হইতে সীতার সংবাদ জানিয়া কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হন।

তিনি যখন ইঁহাদের নিকট অগ্রসর হইতেছিলেন, সে সময়ে রাম-সীতা ও লক্ষণ-উর্ম্মিলার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল। রামলক্ষ্মণ সীতা ও উর্ম্মিলাকে নেত্রস্নিগ্ধকরী অমৃতময়ী অঞ্জনরেখা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। আবার কুমারী দুইটিও রামলক্ষ্মণের লোচনানন্দকর দেহ হইতে আপনাদের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছিলেন না।

রাক্ষস নিকটে আসিয়া সীতার অপূর্ব্ব আকৃতি দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার জন্য রাবণের চেষ্টা যে অন্যায় নহে, তাহাও মনে করিতে লাগিলেন। রাক্ষস মহর্ষিকে প্রণাম ও রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,—"শিথিলমুকুটমস্তকে পাকশাসন যাঁহার শাসনপালনে ব্যগ্র, আপনার সেই প্রভুর মঙ্গল ত?"

সর্ব্বমায় উপবেশন করিয়া প্রভুর মঙ্গলের কথা বলিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনাদের গৃহে যে অযোনিজ কন্যারত্ন আছে, আমি তাহার প্রার্থনা করিতেছি। রত্ন যে কোন স্থানে থাকিলেও তাহা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটেই আসে। আবার কন্যা যে পরার্থ, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ। সেই জন্য তাহার প্রদানে আমি আপনাদের বন্ধুশ্রেণী-ভুক্ত হইব, এবং পুলস্ত্যাদি ঋষিগণের সহিতও আপনাদের সম্বন্ধস্থাপন হইবে।"

রাবণের প্রার্থনা শুনিয়া সীতা আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; উর্ম্মিলাও কেন এরূপ ঘটিল, ভাবিয়া দুঃখিত হইয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মণ চুপে চুপে রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"দেবী সীতাকে রাক্ষসে প্রার্থনা করিতেছে।"

শুনিয়া রাম কহিলেন,—"তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সমভাবে অধিকার

থাকায় যে কেহ কন্যা প্রার্থনা করিতে পারে, ব্রহ্মার প্রপৌত্র জগজ্জয়ী রাবণের ত কথাই নাই।”

লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—“আর্য্যের অতিসৌজন্যের জন্য স্বভাব-শত্রু নিশাচরের প্রতিও তাঁহার সম্মানপ্রদর্শনে সঙ্কোচ নাই; কিন্তু এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বেদমার্গের নাশে আমাদের ক্ষাত্র তেজ অভিভব করিতেছে, এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অনরণ্যকেও বধ করিয়াছে।”

রাম বলিলেন,—“শত্রু হইলে তিনি বধ্য হইতে পারেন। তাই বলিয়া সেই বীর্য্যবান অপ্রমেয়তপা অসাধারণ পুরুষকে নীচজনের ন্যায় অবজ্ঞা করা কদাচ উচিত নহে।”

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—“যে বীরপুরুষের আচার পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার আবার বীরত্ব কি?”

রাম বলিলেন,—“বৎস, সে কথা প্রকৃত নহে। উচ্চবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও রাবণের এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তবে সমস্ত গুণ একাধারে থাকিতে পারে না। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার দোষ থাকিলেও, যিনি হেলায় কার্ত্তিকেয়কে জয় করিয়াছেন, সেই ভগবান্ পরশুরাম ব্যতীত রাবণ সদৃশ আর কোন্ বীর নির্বিঘ্নে বিশ্ব-বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন?”

সর্ব্বমায় বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজের কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন,—“আপনারা এ বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছেন? আমি বলি, আমার প্রভু দশপাদকবীরের যে বক্ষে ইন্দ্রের বজ্র নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ব্রণগ্রন্থি উৎপাদনে তাহাকে মণিময় করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে ঐরাবতের দন্তাঘাত নিষ্ফল হইয়া যায়, এবং যাহাতে নন্দনদেবতাগণের

গ্রথিত মন্দারমালা শোভা পাইতেছে, তাহাতে ভূমিস্থিতা বীরশ্রীর ন্যায় বিশ্রামলাভ করুন।"

সেই সময়ে চারিদিক্ হইতে এক মহাকলরব উত্থিত হইল। রাজা কুশধ্বজ তাহাকে পুত্রদারসহ আগত ঋষিগণের বালকবালিকার রোদন-ধ্বনি বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহা যখন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সকলে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

সহসা রাক্ষসী তাড়কার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্, এ আবার কে, অন্ত্রদ্বারা গ্রথিত বৃহৎ কপাল ও নলকাস্থিতে অসংখ্য কঙ্কণশব্দের ন্যায় সমস্ত আকাশ নিনাদিত এবং ঘন কর্দ্দমের ন্যায় পীত রক্তরাশির বমনে চঞ্চল স্তনযুগল ভয়ঙ্কর করিয়া, ভৈরব দেহ লইয়া সদর্পে ধাবিত হইতেছে?"

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"এই ভীষণদর্শনা সুকেতুর কন্যা, সুন্দা-সুরের ভার্য্যা ও মারীচের জননী, ইহার নাম তাড়কা রাক্ষসী।"

তাড়কার আকৃতি দেখিয়া ও তাহার পরিচয় শুনিয়া সীতা ও ঊর্ম্মিলা ভীত হইয়া উঠিলেন; কুশধ্বজ তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া তাড়কাকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। সুকুমার রামচন্দ্রকে অতি দুষ্করকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া সীতা উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—"ভগবন্, তাড়কা স্ত্রীজাতি"।

ঊর্ম্মিলা সীতাকে রামচন্দ্রের কথা লক্ষ্য করিতে বলিলে, সীতা বিস্ময় ও অনুরাগের সহিত রামচন্দ্রের স্ত্রীবধে অনিচ্ছার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজা কুশধ্বজও সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,—"রামচন্দ্র সত্য সত্যই ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত।"

সর্ব্বমায় সে সময়ে মনে মনে বলিতেছিলেন,—"এই কি সেই দাশরথি রাম, যে তাড়কার উৎপাতদর্শনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নহে, এবং তাহার বধে নিযুক্ত হইয়াও উহাকে স্ত্রীজাতি মনে করিয়া বাণক্ষেপে ইতস্ততঃ করিতেছে?"

তাড়কার উপদ্রব ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"বৎস, সত্বর অগ্রসর হও, দেখিতেছ না, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণের সংঘাতমৃত্যু উপস্থিত।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"ভালমন্দ ভগবান্ই জানেন, দোষমাত্রের সম্পর্ক না থাকায় আপনারা দেবতুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের আদেশ পুণ্যপাপের প্রমাণস্বরূপ"।

তাহার পর রামচন্দ্র তাড়কাবধের জন্য অগ্রসর হইলেন। রামচন্দ্রকে নিকটস্থ দেখিয়া দুষ্টা রাক্ষসী চক্রবাত্যার ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল; সীতা তাহা দেখিয়া সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। রাজা কুশধ্বজ ধনুক আস্ফালন করিয়া রামচন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র নিমেষমধ্যে তাড়কার সংহারকার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন।

তখন লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাড়কার কি দশা ঘটিয়াছে, অবলোকন করুন। হৃদয়ের মর্ম্মভেদী প্রচণ্ড শরসমূহের পতনে তাহার অঙ্গসকল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যুগল নাসিকাবিবর হইতে যুগপৎ বুদ্বুদধ্বনিসহ শোণিতধারা নির্গলিত হইতেছে, সুতরাং সে যে মৃতা, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?"

তাড়কানিধন সীতা ও উর্ম্মিলার নিকট প্রিয় ও বিস্ময়কর বলিয়াই

বোধ হইল। রাজা কুশধ্বজও তাড়কার দেহে রামচন্দ্রের সুদৃঢ় শর-প্রহার দর্শনে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন।

সর্ব্বমায় বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যে তাড়কে, এ কি ঘটিল? অলাবু কি শেষে জলমগ্ন হইল, এবং শিলা কি জলে ভাসিয়া উঠিল? আজ দেখিতেছি, রাক্ষসপতির প্রতাপ স্খলিত হইল! মনুষ্যশিশু হইতে তিনি এই বিস্ময়কর পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন! আমিও উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখে স্বজনবধ নিরীক্ষণ করিলাম। কি করিব, দৈন্য ও জরা যে আমাকে প্রতীকারপরাঙ্মুখ করিয়া রাখিয়াছে।"

সেই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কাবধব্যাপারকে সমগ্র রাক্ষস-সংহাররূপ বেদাধ্যয়নের ওঁকারস্বরূপ মনে করিতেছিলেন।

সর্ব্বমায় তখনও সীতার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনারা আমার কথার কি উত্তর দিতেছেন?"

তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"সে কথার উত্তর সীরধ্বজই জানেন। কুশধ্বজ তাঁহার কনিষ্ঠ; জনকই এই কন্যার পিতা, কুলজ্যেষ্ঠ এবং প্রভু।"

সর্ব্বমায় উত্তর দিলেন,—"তিনিই আবার বলিতেছেন, কুশধ্বজ ও কৌশিকই সমস্ত জানেন।"

বিশ্বামিত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই মঙ্গলমুহূর্ত্তকে রামচন্দ্রের কল্যাণস্বরূপ দিব্যাস্ত্রসকল প্রদানের অবসর মনে করিতেছিলেন। তিনি রাজা কুশধ্বজকে বলিলেন,—"সখে, গুরুসেবার বলে ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট হইতে প্রাপ্ত সহরস্য জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহারের সহিত দিব্যাস্ত্রমন্ত্রপারায়ণের বিদ্যাতত্ত্ববীজসকল আমার অনুগ্রহে অর্থতঃ ও শব্দতঃ রামভদ্রের নিকট প্রকাশিত হউক,—ইহাই

ইচ্ছা করিতেছি। ব্রহ্মাদি পুরাতন গুরুসকল বেদ ও ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য বহুসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া আপনাদের তপোময় তেজঃস্বরূপ এই সকল দিব্যাস্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।”

রাজা শুনিয়া বলিলেন,—“ইহাতে রঘুকুল অনুগৃহীত হইল।”

তাহার পর মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ধ্যানমাত্রে দিব্যাস্ত্রসকল আবির্ভূত হইতে লাগিলেন, দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণের হৃদয় মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বমায় এই সকল দেবকার্য্যকে রাবণবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

দিব্যাস্ত্রসমূহের আবির্ভাবে সহসা দিক্‌সকল তপ্ততরলকনকে যেন সিক্ত হইয়া উঠিল, কপিল বর্ণের প্রকাশে দিবসে সন্ধ্যাসমাগম বোধ হইতে লাগিল। দ্যুতিমান্ ধ্বজসমূহের ন্যায় দিব্যাস্ত্রসকলে আচ্ছাদিত হইয়া নভোমণ্ডল যেন নিরন্তরচঞ্চল বিদ্যুদ্দামে কনকাভ লক্ষিত হইল। সর্ব্বদিকে ও সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিহত করিয়া দিব্যাস্ত্রসকলের তেজোরাশি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে কারণে চক্ষুর জ্যোতিঃ প্রথমে আকৃষ্ট, পরে পরিত্যক্ত হওয়ায় দর্শনসামর্থ্য বিনষ্ট হইতে লাগিল।

লক্ষ্মণ দিব্যাস্ত্রনিকরের এই সকল মহিমা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রজ্বলিত বিদ্যুৎপুঞ্জের প্রভাপরিস্পন্দনের ন্যায় অস্ত্রসমূহের তেজঃপ্রভাবে কুমারীদ্বয়ের চক্ষুও দগ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল।

তাঁহাদের দুর্দ্ধর্ষ তেজঃসংঘাত নিরীক্ষণ করিয়া রাবণ-পুরন্দরের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা সর্ব্বমায়ের মনে পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—‘সর্ব্ববলান্বিত ইন্দ্রকর্ত্তৃক মুক্ত বজ্রায়ুধ রাবণবক্ষে প্রতিহত হইয়া যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে বিনির্গত বিদ্যুৎসহস্রের প্রভা

রাবণের মুখাগ্নি-কপিশ ক্রোধাট্টহাসের সহিত ব্যোমমণ্ডলকে এইরূপ করিয়াই তুলিয়াছিল।”

দিব্যাস্ত্র সকলের আবির্ভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তাঁহাদিগের অভিবাদনের জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন,—“ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, প্রাচীনবর্হি মরুৎ, কাল ও অগ্নির অতিরিক্ত বেদমন্ত্রাত্মক তপস্তার ন্যায় অপ্রতিহততেজোদীপ্ত ভগবান্ দিব্যাস্ত্রসকলের মধ্যে যে কেহই জগত্রয় নাশে ও রক্ষণে সমর্থ।”

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র দূর হইতে উত্তর করিলেন,—“আমি ইঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, এই দিব্যাস্ত্রনিকরের দান, আমি ও লক্ষ্মণ উভয়েই যেন লাভ করিতে পারি।”

বিশ্বামিত্র ‘তাহাই হউক’ বলিয়া উত্তর দিলেন।

মহর্ষির অনুগ্রহলাভ করিয়া লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—“সহসা এই বিদ্যাপ্রকাশে আমার প্রজ্ঞা উন্মীলিত ও অচিন্ত্যশক্তিসমূহ সঞ্চারিত হওয়ায়, আপনাকে জ্যোতির্ময় বলিয়া মনে করিতেছি।”

তখন দিব্যাস্ত্রসকলের মুখ হইতে এই বাণী নির্গত হইল,—“মহাবাহো রাম, বিশ্বামিত্রের আদেশে এক্ষণে আমরা তোমার অধীন হইয়াছি; আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তুমি ও লক্ষ্মণ তাহার অনুমতি প্রদান কর।”

দিব্যাস্ত্রদেবতার বাক্য শুনিয়া কুমারীদ্বয় বিস্মিত হইয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র অস্ত্রদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“ভগবন্ দিব্যাস্ত্রনিকর, বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র হইতে পুণ্যবলে আপনাদিগকে লাভ করিয়া রাম কৃতার্থ হইয়াছে, যখন আপনাদিগকে ধ্যান করিব, তখন আপনারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন, আমি আবার আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।”

রামচন্দ্রের বচনে দিব্যাস্ত্রসকল অন্তর্হিত হইলেন। লক্ষ্মণও তাহা লক্ষ্য করিলেন।

বিশ্বামিত্রের এই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্, প্রজ্বলিত তপস্তেজা অমিতবল আপনার অখণ্ড মাহাত্ম্যের স্তবে সাক্ষী হইয়া, স্তবকর্ত্তা বাক্যে ও মনে স্তবানুরূপ যথার্থ জ্ঞানের শক্তি লাভ না করায়, তাহার প্রবৃত্তি ও রচনা প্রতিহত হওয়ায়, সে বিপদ গণনা করিতে থাকে, এবং লোকের নিকট কৃপার পাত্র হইয়া উঠে। তাই আমার ইচ্ছা, আপনার অনুগৃহীত রামভদ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত রাজা দশরথের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি। কিন্তু আর্য্যের ধনুর্ভঙ্গপণের জন্য আমাদের ভাগ্যে এরূপ জামাতা ঘটিয়া উঠিতেছে না।"

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন, —"এখনও কি আমাদের দ্বারা কোন কার্য্য অসম্ভব বলিয়া তোমার মনে হইতেছে?"

রাজা কুশধ্বজ তখন বলিতে বাধ্য হইলেন,—"না, আমি তাহা মনে করিতেছি না।"

তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"তবে ধ্যানমাত্রে যে হরধনু তোমাদের নিকট আগমন করে, এক্ষণে তাহা রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হউক।"

'তাহাই হউক' বলিয়া রাজা কুশধ্বজ মাহেশ্বর ধনুর ধ্যান ও প্রণাম করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বমায় রাজা ও বিশ্বামিত্রকে তাঁহাদের বিরুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো কুশধ্বজ, কতকাল আর প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া আমাদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"কেন, পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, রাজা জনক তাহা জানেন।"

রাজা কুশধ্বজের ধ্যানে ও প্রণামে গর্জ্জনকারী বজ্রসহস্রের তিরস্কারে সমর্থ, ত্রিপুরান্তকর, দেবগণের তেজে প্রদীপ্ত সেই মাহেশ্বর ধনু রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজা কুশধ্বজ সে কথা ব্যক্ত করিলে, সীতার হৃদয় সংশয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। করিশাবকের পর্ব্বতগাত্রে শুণ্ডার্পণের ন্যায় রামচন্দ্র ধনুকে হস্তার্পণ করিয়া তাহার গুণ আকর্ষণ করিবামাত্র তাহা হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বিশাল ধনু ভগ্ন হইয়া গেল।

ঊর্ম্মিলা 'আমাদের কি সৌভাগ্য' বলিয়া আনন্দসহকারে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া উঠিলেন। সীতার মুখমণ্ডলে তখন লজ্জার ও হর্ষের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রাজা কুশধ্বজ সবিস্ময়ে রামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমায়ও তাঁহার অদ্ভুত প্রভাবে চমকিত হইয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মণের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছিল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যের বাহুলীলায় ভগ্ন হরধনু হইতে উত্থিত তাঁহার বালচরিতারম্ভের ডিণ্ডিমস্বরূপ, সহসাবিক্ষিপ্ত কপালসম্পুটতুল্য ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে ভ্রমণশীল, পুঞ্জীভূত চণ্ডভাবসম টঙ্কারধ্বনি এখন পর্য্যন্তও নিবৃত্ত হয় নাই।"

রামচন্দ্রের প্রভাব আলোচনা করিতে করিতে রাজা কুশধ্বজ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এস বৎস রঘুনন্দন রামচন্দ্র, আমি তোমার শিরশ্চুম্বন করিব, বা তোমায় গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিব, অথবা দিবারাত্র হৃদয়ে রাখিয়া তোমাকে বহন করিতে থাকিব, কিংবা তোমার চরণকমলদ্বয় বন্দনা করিব, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

এই সময়ে রামচন্দ্র সকলের সমীপস্থ হইলেন। তিনি অতিবাৎসল্যে রাজা কুশধ্বজের সম্বন্ধাতিক্রমের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে, বিশ্বামিত্র

কুশধ্বজকে কহিলেন,—"রাজন্, তুমিই গুরুজন, বৎস রামচন্দ্র তোমার পুত্রতুল্য।"

রাজা তখন মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্! রামকে পতিভাবে লাভ করায় সীতার প্রতি আপনার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হইল। এই উৎসবসময়ে আমি ঊর্ম্মিলাকেও লক্ষ্মণের হস্তে অর্পণ করিলাম।"

কুমারীদ্বয়ের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরকে বলিলেন,—"আমাদের সম্প্রদান হইয়া গেল।"

রাক্ষস সর্ব্বমায় এই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণে সীতোর্ম্মিলার সম্প্রদান সমীচীন বলিয়াই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তিনি ভরতশত্রুঘ্নের জন্য কুশধ্বজাত্মজা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির প্রার্থনা করিলেন।

তাহা শুনিয়া সর্ব্বমায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তপস্বী বনবাসী সাধু ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়দিগের কুটুম্বব্যবহারে ইহা ত কম ধৃষ্টতা নহে!"

রাজা কুশধ্বজ বিশ্বামিত্রের বাক্যের উত্তর দিলেন,—"এ বিষয়ে আপনি, রাজা জনক ও শতানন্দই কর্ত্তা।"

বিশ্বামিত্র 'জনক ও শতানন্দকে আমিই প্রতিবোধিত করিয়া থাকি' বলিয়া কুশধ্বজকে আশ্বস্ত করিলেন।

কুশধ্বজ বলিলেন,—"ভগবান্ই সমস্ত জানেন, জনক ও রঘুবংশে সম্বন্ধস্থাপন কাহার প্রিয় নহে? বিশেষতঃ কল্যাণের মধ্যস্থস্বরূপ স্বয়ংই আপনি যেখানে দাতা ও গ্রহীতৃরূপে অবস্থিত।"

বিশ্বামিত্র তখন শিষ্য শুনঃশেফকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠকে নিবেদন কর, আমি জনকগৃহে শতানন্দ ও বশিষ্ঠের আচরণ করিয়া চারিটি রঘুনন্দনের হস্তে জনককুমারী-চতুষ্টয়ের দান, পরে আবার প্রতিগ্রহ করিতেছি। তাহার পর সমস্ত ব্রহ্মর্ষি-

দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাজ দশরথের সহিত বিদেহ নগরে আগমন করিবে। রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, গোদান-মঙ্গলানুষ্ঠানের পর কুমারদিগের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।"

রামলক্ষ্মণের নিকট এই সকল ব্যাপার প্রিয় বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল। কুমারীদ্বয়ও ভগিনীদিগের মধ্যে প্রবাসদুঃখ ঘটিবে না বলিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন।

সর্ব্বমায় আর থাকিতে পারিলেন না; তিনি বলিতে লাগিলেন,— "এখনও ধর্ম্মকথা শুনুন, অন্যের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া, অনর্থ ঘটাইবেন না। রাবণ সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছেন, এই শ্লাঘ্য বিষয়ে অনাদরপ্রকাশ, সেই লোকপতির সহিত সম্বন্ধস্থাপনে বন্ধুত্ব ঘটিবে, কিন্তু তাহাতেও অনিচ্ছা! এ সকল কদাচ শুভকর নহে। বিশেষতঃ আপনারা জানিবেন যে, সীতাকে অন্যভাবে লঙ্কায় যাইতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছি, আপনাদের আদরিণী সীতার যেন সুরসুন্দরীগণের ন্যায় বন্দিদশা না ঘটে।"

সেই সময়ে মহাকলরব উপস্থিত হওয়ায় সকলে দেখিলেন যে, অকালমেঘের ন্যায় ভীমদর্শন দুইটি রাক্ষস অনুচরসহ ধাবিত হইতেছে। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে সুন্দোপসুন্দের পুত্র সুবাহু ও মারীচ বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং সেই যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগকে বধ করিবার জন্য রামলক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। রামলক্ষ্মণও মহর্ষির আদেশপালনে রত হইলেন। কুমারীদ্বয়ের মনে আবার ভীতি ও সংশয়ের সঞ্চার হইল।

সর্ব্বমায় বলিতে লাগিলেন,—"এইবার ভালই ঘটিবে দেখিতেছি। বিধি বিপর্য্যস্ত হইবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া পরে মাল্যবান্‌কে সমস্ত অবগত করাইব।"

রাক্ষস-মথনে রামলক্ষ্মণকে প্রবৃত্ত দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া, অপ্রমত্তভাবে প্রমত্ত নিশাচরদিগকে পরাজয় করিতে উপদেশ দিলেন এবং নিজেও তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন।

বিশ্বামিত্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই ; তুমি এই স্থান হইতে অনুজসহায় রামচন্দ্রের অনুপম বল প্রত্যক্ষ কর ; অথর্ব্ববেদোক্ত তীব্র অভিচারের ন্যায় দেখ, তিনি কিরূপে ব্রহ্মদ্বেষিগণকে নিহত করিতেছেন।"

(২)

সর্ব্বমায় সিদ্ধাশ্রম হইতে লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া রাবণের মাতামহ ও সচিব মাল্যবান্‌কে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলেন ; মাল্যবানের চিত্ত রাবণের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পর্ব্বত-প্রতিম মারীচকে অতিদূরে নিক্ষেপ, সুবাহু ও তাড়কার বধ তাঁহার হৃদয়ে পীড়া জন্মাইতেছিল ; একাকী লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক মারীচ-সুবাহুর অসংখ্য অনুচরের বিনাশে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দেবগণের বীর্য্যোৎকর্ষে নির্ম্মিত হরধনুর ভঙ্গ, কৃশাশ্বশিষ্য বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে রামলক্ষ্মণের বিজয়জননী দিব্যাস্ত্রাদি-যুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্তিতে তিনি অধিকতর বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিলেন। বিশেষতঃ সর্ব্বমায়ের সম্মুখে প্রৌঢ় মুনির রাবণের অনিষ্টকর অস্ত্রপ্রদান অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই তিনি মনে করিতেছিলেন। তাহার পর আবার সীতার বন্দিদশায় জনকের উপেক্ষা, রাবণের প্রতি দেবগণের শৈথিল্যপ্রকাশ, এবং জনকের নান্দীদান ও দেবতাদিগের দুন্দুভিধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে রাবণের প্রতাপস্খলনে যে নানারূপ বিকৃতি ঘটিতেছে, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল।

তাঁহার এইরূপ চিন্তার সময়ে রাবণ-ভগিনী সূর্পণখা উপস্থিত হইয়া

মাতামহকে অভিবাদন করিলেন। মাল্যবান্ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া জনকের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইতে হইবে কি না, জানিতে চাহিলেন।

সূর্পণখা উত্তর দিলেন,—"মিথিলায় পাণিগ্রহণমঙ্গল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আবার মহর্ষি অগস্ত্যও রামের জন্য মঙ্গলোপহারস্বরূপ মাহেন্দ্র ধনুও পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

সে কথা শুনিয়া মাল্যবান্ বলিতে লাগিলেন,—"শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল দেখিতেছি, ব্রহ্মর্ষিদিগের নিকট হইতে রামের সমীপে উপস্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মণের অনুগ্রহই ক্ষত্রিয়ের অমোঘ অস্ত্র,—ব্রাহ্মণের অনুগ্রহদীপ্ত ক্ষাত্র তেজই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে।"

"সূর্পণখা রামচন্দ্রকে মনুষ্যমাত্র বলিয়া অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিলে, মাল্যবান্ বলিতে লাগিলেন,—"বৎসে, ও কথা বলিও না। রামচন্দ্র স্বভাবতই অদ্ভুত ও অনিবার্য্য পরব্রহ্ম বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। [illegible]সুরে যাঁহার চরিত্র গান করিয়া থাকে, তাঁহার মর্ত্ত্যত্বে কি আসে যায়? কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে যাঁহারা তর্কের অতীত, সেই দেবতা ও ঋষিগণ সঙ্কল্পমাত্রেই শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। সহজশক্তিসম্পন্ন বস্তুতে ত কথাই নাই। আবার এ কথা স্মরণ রাখিও যে, ব্রহ্মা বরদানকালে মর্ত্ত্য হইতে অভয়ের কথা বলেন নাই। রাঘব স্বভাবতই ধর্ম্মগোপ্তা এবং আমরা ধর্ম্মদ্রোহী; সুতরাং বলবান্ প্রতিযোগীর সহিতই আমাদের বস্তুস্বভাব-প্রযুক্ত নাশ্য-নাশক-ভাবরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।"

সূর্পণখা উত্তর দিলেন,—"তাহাতে আর সন্দেহ কি? দশাননের ঈষদুন্মীলিত লোচন ও অবনত বদন দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, তিনি হৃদয়ে দারুণ অবমাননা অনুভব করিতেছেন। সুতরাং লঙ্কাধিপতি যে সহজে ক্ষান্ত হইবেন, এরূপ মনে হয় না।"

তাহা শুনিয়া মাল্যবান্ বলিতে লাগিলেন,—"সে কথা যথার্থ বটে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্বস্রষ্টা যুগাদিগুরু স্বায়ম্ভুবপূজ্য সপ্তর্ষির ও আমাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন বিদেহরাজের কি প্রিয় বলিয়া বোধ হইল না? ভাল, সে বিষয়ের উল্লেখ নাই করিলাম; কিন্তু দুষ্কর তপস্যায় প্রদীপ্ত, দীপ্তশ্রী, জগৎপতি পৌলস্ত্যের ন্যূনতা কি কারণে তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল? কন্যাপ্রার্থনা প্রকাশ করিয়াও আমাদের প্রভুর ফলপ্রাপ্তি ঘটিল না। বরঞ্চ তাঁহার ঘোরতর অপকারী ও বিরোধী রামের হস্তে তিনি কন্যা সমর্পণ করিলেন! শত্রুর মানযশের উৎকর্ষ, নিজের তৎসমুদায়ের শিথিলতা, এবং স্ত্রীরত্ন পরহস্তগত হওয়ায়, জগৎপতি গর্ব্বিত দশানন কিরূপে এ সমস্ত সহ্য করিবেন?"

যখন তাঁহারা এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রতি-হারী আসিয়া নিবেদন করিল,—"পরশুরামের নিকট যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, সে এই তমালরসলিখিত তালীপত্র আনয়ন করিয়াছে।"

প্রতীহারী পত্র প্রদান করিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইল। পত্র লইয়া মাল্যবান্ পড়িতে লাগিলেনঃ—

"স্বস্তি, মহেন্দ্রদ্বীপ হইতে পরশুরাম লঙ্কার অমাত্য মাল্যবান্‌কে অভিবাদন করিতেছেন—তোমরা অবগত আছ যে, আমরা দণ্ডকারণ্য-তীর্থোপাসকদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছি; কিন্তু শুনিতেছি যে, তথায় বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি কেহ কেহ অত্যাচার করিতেছে। অতএব তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া তোমাদের ও আমাদের মাহেশ্বর-প্রীতির অনুসরণ কর। ব্রাহ্মণাতিক্রমের পরিত্যাগই তোমাদের পক্ষে শুভকর বলিয়াই জানিবে; অন্যথা তোমাদের মিত্র পরশুরাম অসন্তুষ্ট হইবেন, ইতি।"

সূর্পণখা পত্রখানির পাঠারম্ভে লঙ্কাধিপতিকে অতিক্রম করিয়া

অমাত্যের সম্ভাষণে কিছু বিরক্ত হইয়া উঠেন। পাঠ শেষ হইলে, তিনি পত্রের লিখন-ভঙ্গিকে ঈষৎ মসৃণ, কিন্তু কর্কশ ও গুরুগম্ভীর বলিয়া অভিহিত করেন।

মাল্যবান্ উত্তর দিলেন,—"আমার পত্রে লঙ্কেশ্বরকেই অভিনন্দন করা হইয়াছে; আর লিখনভঙ্গির কথা কি বলিতেছ? ইহা স্বয়ং জামদগ্ন্যের পত্র। এই ভগবান্ পরশুরাম স্বকীয় বংশগত তপস্যা, বিদ্যা ও বীর্য্যের কার্য্যাবলীর উৎকর্ষে দর্পান্বিত হইয়াও আবার সর্ব্বত্যাগে নিরীহভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কোন কারণে অনাস্থা হওয়ায় শৈব প্রীতিরই জন্য আমাদিগের প্রতি এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। আবার কার্য্যবিশেষে প্রভুর ন্যায় অতি কর্কশও হইয়া উঠিতেছেন।"

তাহার পর মাল্যবান্ এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সূর্পণখা তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান্ বলিতে লাগিলেন,—"রাম কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গের কথা শম্ভুশিষ্য জামদগ্ন্য জানিতে পারিলে, কদাচ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না। কোপবশে যুদ্ধারম্ভ করিয়া যদি উভয়েই হত হন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আমাদের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। তবে ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম জয়লাভ করিলে, রামকে বধ না করিয়া তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না, এ বিষয়ে আমাদেরই মঙ্গল। কিন্তু রাম বিজয়ী হইলে সেই ব্রাহ্মণভক্ত কদাচ ব্রহ্মর্ষিকে হত্যা করিবেন না, মুক্তপ্রায় ভার্গবও অস্ত্রধারণে মনোযোগ দিবেন না, ইহাতে আমাদেরই অমঙ্গল ঘটিবে।"

সূর্পণখা পরশুরামের পরাজয়ের বিশিষ্টতা কি জানিতে চাহিলে, মাল্যবান্ আবার বিশদরূপে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"জামদগ্ন্য আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন; রামকে নিহত করিয়া তিনি তাহাতেই রত থাকিবেন; কিন্তু রামচন্দ্র যদি উৎকর্ষলাভের জন্য উৎসাহশক্তিসম্পদে প্রকৃষ্টতম,

ধর্ম্মবিজয়ী ভগবান্‌কে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, দেবতারা তাঁহাকে সর্ব্বজয়ী বলিয়া জানিতে পারিবেন এবং রাবণ-পরাক্রমে নিভৃত-ক্রুদ্ধ সেই দেবগণ রাবণকেও পাইয়া বসিবেন। আর তাঁহাদিগের অপমানের জন্য বিশ্বরাজ্যের কোপ যে নিত্য বিরাজিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৌলস্ত্যজয়ী প্রচণ্ডচরিত কার্ত্তবীর্য্যের বধে যে মুনি সর্ব্বক্ষত্রিয়ের নাশানুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উপযুক্তরূপে দমন করিতে পারিলে, আমাদের ভয় উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মময় সৌম্যচরিত রামই বিশ্বপতি হইবেন।"

এই সমস্ত শুনিয়া শূর্পণখা কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান্ পরশুরামের উত্তেজনাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। শূর্পণখা তাঁহার পরাজয়ে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ব্যক্ত করিলে, মাল্যবান্ শক্তি প্রয়োগে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে বলিয়া উত্তর দেন। তবে ইহাও বলেন যে, রামের পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও শক্তি যদি লোকসাধারণ হয়, তাহা হইলে পরশুরামের পরাভব ঘটিবে না; কিন্তু রামদেহ ভূতসঙ্ঘের সংস্থানাতিরিক্ত অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ও তাঁহার শক্তিনিচয় পরা শক্তি হইলে, আশঙ্কার কথা বটে।

অবশেষে পরশুরামের উত্তেজনার বিষয়ই স্থির করিয়া মাল্যবান্ শূর্পণখাকে বলিলেন,—"এখন চল, মিথিলাগমনের জন্য জামদগ্ন্যকে উত্তেজিত করা যাউক; মহেন্দ্রদ্বীপে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সেই মাহাত্ম্যে গভীর, ক্ষমাগুণে পবিত্র, সৌজন্যপরিপূর্ণ, প্রসন্নপুণ্যরাশিতুল্য সর্ব্ব-সুখদ, মহামুনির দর্শনে তাঁহার প্রভুত্বের উৎকর্ষ ও তপঃপরাকাষ্ঠায় জাত বিশুদ্ধির অনুভবে বল বর্দ্ধিত ও পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

পরশুরাম হরধনুর্ভঙ্গের সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি ইহাকে স্বীয় গুরু মহেশ্বরের অবমাননা মনে করিতে লাগিলেন, ক্ষণমাত্র বিলম্ব

না করিয়া ভার্গব মহেন্দ্রদ্বীপ হইতে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে মিথিলায় বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে,—রামচন্দ্র অন্তঃপুর-মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরশুরাম ধৈর্য্যধারণে অশক্ত হইয়া, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশেরই অভিপ্রায় করিলেন। প্রথমে তিনি অন্তঃপুর-রক্ষীদিগের দ্বারা রামচন্দ্রকে সংবাদ দিবার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ অবগত করাইলেন যে, কৈলাসোত্তোলনের বল ও ত্রিভুবনবিজয়ের সামর্থ্য যাহার বাহুতে বিদ্যমান, সেই রাবণের রণমদ যে হেলায় অপহরণ করিয়াছিল, সেই কার্ত্তবীর্য্যের বাহুশাখাসকল কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া, যিনি তাঁহাকে স্থাণুতুল্য করিয়াছিলেন, যাঁহাকর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, যিনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের ভেদে ভূতলে হংসাবতরণ করাইয়াছিলেন এবং যিনি হেরম্ব, ভৃঙ্গী, প্রমথগণ ও কার্ত্তিকেয়ের বিজেতা, সেই জামদগ্ন্য স্বীয় গুরু শঙ্করের ধনুর্ভঙ্গরোষে উত্তেজিত হইয়া আগমন করিয়াছেন এবং রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।

রামচন্দ্র অবিলম্বে পরশুরামের আগমনসংবাদ পাইলেন। তিনিও সেই মহাভাগ, মহানিধি, শম্ভুশিষ্য, বেদাভ্যাসে বিশুদ্ধচরিত জামদগ্ন্যের দর্শনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু মুগ্ধা সীতা ভার্গবভয়ে, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুলোচিত নিভৃত অনুরাগবন্ধনে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখায়, রামচন্দ্র মহাসঙ্কটেই পড়িলেন। সীতার কাতরতায় সখীগণও রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পরাবজ্ঞায় উৎসবানুষ্ঠান নীরস করা উচিত নহে বলিয়া, তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহারা কিন্তু পরশুরামের একবিংশতিবার জীব-লোক নিঃক্ষত্রিয় করার কথা উল্লেখ করিয়া রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

রামচন্দ্র ভার্গবের সে দোষ অন্যান্য গুণের তুলনায় সামান্য বলিয়া

তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"এই ভার্গবই একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়ধ্বংস করিয়া এবং কার্ত্তিকেয়ের জয়ে বাহুবলে প্রশংসা লাভ করিয়া, অশ্বমেধে সমস্ত পৃথিবী কাশ্যপকে দান করিয়াছিলেন এবং শস্ত্র দ্বারা সমুদ্রকে দূরে অপসারিত করিয়া তাহার প্রদত্ত স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।"

রামচন্দ্রের উপস্থিতির বিলম্ব দেখিয়া পরশুরাম অন্তঃপুরমধ্যেই প্রবেশে উদ্যত হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই রক্ষিগণের বলনাশ হওয়ায় তাহারা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, এবং পুরবাসিগণের হাহাকার রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ভার্গবের অন্তঃপুরপ্রবেশচেষ্টা রামচন্দ্রের ভাল লাগিল না। শিষ্টাচারপদ্ধতির প্রণেতা ও বিদ্বান্ হইয়াও পরশুরামের অনবধানতা ঘটিতেছে দেখিয়া, তিনি একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে চারিদিক্ হইতে 'হা দেব চন্দ্রমুখ রামচন্দ্র, হা জামাতা' ইত্যাদি ধ্বনি উঠিতে থাকায়, সখীরা সীতাকে নিজেই পরিজনবর্গের এই কাতরোক্তি রামচন্দ্রকে জানাইতে বলিল। সীতাও রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সখীরা রামচন্দ্রকে বেগ-বিশৃঙ্খলা মরালবধূর ন্যায় উদভ্রান্তগমনা সীতাকে লক্ষ্য করিতে বলিলে, রামচন্দ্র তাহাদিগকে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে বলিলেন।

সখীরা তখন সীতাকে বলিতে লাগিল,—"সুরাসুর সমস্ত ত্রৈলোক্যের মঙ্গলকর ও ভুজজয়শ্রীলাঞ্ছিত বলিয়া যে কুমারকে বিভ্রমবিকশিত নেত্র-কুবলয়ে শোভিত মুখপুণ্ডরীকে লজ্জা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট সর্ব্বদা বর্ণনা করিতে, এক্ষণে তাঁহার বিজয়গমনে উৎকম্পিত হইতেছ কেন?"

সীতা পরশুরামকে সর্ব্বক্ষত্রিয়সন্তাপকারী বলিয়া উল্লেখ করিলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়ে, তুমি নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও, আতঙ্ক, শ্রম ও ভয়ের মিশ্রণে জাত উৎকম্প তোমার মুগ্ধমধুপপুষ্পরুচি ও লাবণ্যসার অঙ্গে কিরূপে সহ্য করিবে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তোমার বক্ষোভারে ও দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ মধ্যটি ভাঙ্গিয়া পড়ে।"

সেই সময়ে পরশুরাম চীৎকার করিয়া পরিচারকদিগকে বলিতেছিলেন যে, রামচন্দ্র কোথায় আছেন বলিয়া দেও। সীতা তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সেই সরল সাহসী ও প্রচণ্ডকর্ম্মার পুষ্করাবর্ত্তক-গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর বচননির্ঘোষ শুনিয়া রামচন্দ্রের কর্ণবিবর পরিতৃপ্ত হইল বলিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন।

তাহার পর আবার তিনি অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে, সীতা তাঁহার ধনুক ধারণ করিয়া পথাবরোধ করিলেন এবং বলিলেন,—"যতক্ষণ পিতা আগমন না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি যাইতে পারিবেন না।"

লজ্জা অপেক্ষা সীতার অনুরাগের প্রাবল্য দেখিয়া সখীরা তাহার আলোচনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতার অনুরাগে পরাজিত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে ধনুক পরিত্যাগ করিয়াই যাইবার অভিলাষ করিলেন। সেই সময়ে আবার পরশুরাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্রের যাওয়ার অভিপ্রায় দেখিয়া সীতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিবেন বলিয়া জানাইলেন, এবং তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"গর্ব্বিত তপঃপরাক্রমনিধির আগমনে একদিকে সংসর্গপ্রিয়তা ও বীরহর্ষোন্মাদ আকর্ষণ করিতেছে, অপরদিকে আনন্দকর হরিচন্দনসেক ও ইন্দুকরপতনের ন্যায়

স্নিগ্ধ বৈদেহীস্পর্শ মুহুর্মুহুঃ চৈতন্য বিলুপ্ত করিয়া আমায় যেন ফিরাইয়া আনিতেছে।”

এই সময়ে পরশুরাম নিকটবর্ত্তী হইলে সখীরা বলিয়া উঠিল,—“প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকের ন্যায় দেহদীপ্তিতে উজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল ও উদ্বেল সহস্র অগ্নিশিখার ন্যায় জটাগ্রপ্রভায় ভয়ঙ্কর ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরামকে সুনিশিত কুঠার সহ বিকট উরুভারে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া একেবারেই সম্মুখে উপস্থিতপ্রায় দেখিতেছি।

রামচন্দ্রও ভার্গবকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ইনিই ত সেই ত্রিভুবনৈকবীর ভার্গব মুনি,—যিনি মহান্ তেজোরাশির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, প্রতাপ ও তপস্যার মূর্ত্তিমান্ ও স্ফূর্ত্তিমান্ মিলনস্বরূপ এবং পিণ্ডীভূত প্রচণ্ড বীররস তুল্য। পুণ্যশীল হইয়াও এই তপোনিধি ও অমিতশক্তি মহাপুরুষ ভীমকর্ম্মা, অভিরাম-ঘোরা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অথর্ব্ববেদের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতেছেন। ভার্গব কল্পক্ষয়কর কালরুদ্রাগ্নিভাব ধারণ করিয়া, ত্রিপুরবিজয়ী ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের তীক্ষ্ণ নিখিলভুবনধ্বংসযোগ্য ব্রাহ্মণবেশে রাশীকৃত পুনরুত্থিত সামর্থ্যসারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন।”

পরশুরামের অপূর্ব্ব বেশসমাবেশ দেখিয়া রামচন্দ্রের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল; তাঁহার কণ্ঠে প্রদীপ্ত কুঠার, স্কন্ধে তূণীর, মস্তকে জটা, বামহস্তে ধনুক। কটিভাগে বল্কল, উরুদেশে অজিন, দক্ষিণ হস্তে বাণ এবং মণিবন্ধে অক্ষসূত্র বলয় দেখিয়া রামচন্দ্র উগ্র ও শান্তরসের মিলনে এক বিচিত্র শোভার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন।

তাহার পর তিনি গুরুজনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া সীতাকে অবগুণ্ঠনবতী হইবার জন্য উপদেশ দিলেন। ভার্গবকে সমাগত দেখিয়া সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—“প্রিয়ে! ভার্গব মুনি, বীর এবং

সেইজন্ত এই অপূর্ব্ব মিলন আমার প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি ভীত হইও না এবং মনে রাখিও যে, তুমি ক্ষত্রিয়া, জগতে বিস্তৃতকীর্ত্তি ও রণপ্রিয় ভার্গবের সেবায় রাঘব ক্ষত্রিয় অসমর্থ নহে।"

পরশুরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে বলিতেছিলেন,— "কি আশ্চর্য্য! এই দুরাত্মা ক্ষত্রিয়শিশু একেবারে আত্মজ্ঞানশূন্ত দেখিতেছি। সর্ব্বভূতে যাঁহার করুণা প্রবাহিত, সেই শান্তাত্মা ভগবান্ ভবানীপতি হইতে এই ধনুর্ভঙ্গকারীর যদি বা ভয় না হইতে পারে, কিন্তু মদান্ধ তারকবধে বিশ্বানন্দদাতা তাঁহার পুত্র স্কন্দের অথবা স্কন্দতুল্য তাঁহার প্রিয়শিষ্য আমার কথা কি একেবারেই শুনে নাই? আমার শান্তভাব অবলম্বনের এই দারুণ পরিণামই বটে। সর্ব্বক্ষত্রিয়-ধ্বংসের পর যাহারা আবার জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রিয়গণ আবার দেখিতেছি ধনুর্দ্ধারণ করিতেছে। ভুজবলে উন্মত্ত তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল চরিতকথা আমার কর্ণগোচরও হইতেছে।"

তপস্যা, তেজ ও বীর্য্যে গরীয়ান্, যশোনিধি, গর্ব্বিত জামদগ্ন্যকে রোষ-ভরে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, রামচন্দ্রের হস্ত অভিনব ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষাপ্রদানের ও ঋষির পদস্পর্শের জন্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এই সময় পরশুরাম সমীপবর্ত্তী হইয়া দাশরথি রাম কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র স্বয়ংই নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

স্বয়ং রামচন্দ্রের পরিচয়ে ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সত্য সত্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া অভিহিত করিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিতে লাগিলেন,— "তোমার বিনাশের জন্ত তোমাকে অন্বেষণ করায়, বিশুদ্ধহৃদয় তুমি

দর্পভরে গন্ধগজশিশুর করিকুম্ভবিদারক বজ্রহস্ত সিংহের নিকট উপস্থিতির ন্যায় আমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছ।"

এই কথা শুনিয়া নারীগণ "পাপ শান্ত হউক' 'অমঙ্গল দূরে যাউক' বলিয়া উঠিল।

জামদগ্ন্য তখন রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভার্গবের হৃদয় অধিকার করার উপক্রম করিল, রামচন্দ্রের চঞ্চল পক্ষশিখা বাল্য ও প্রৌঢ়ভাবমিশ্রণের ন্যায় শিশুগম্ভীর মনোহর প্রকৃতি, তাঁহার লাবণ্যপূর্ণ রূপ এবং সৌন্দর্য্যসার শোভা ভার্গবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার বধ করিতে হইবে বলিয়া পরশুরাম বীরব্রতের নিষ্ঠুরতাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিনি রামকে বলিলেন,—"পূর্ব্বে যে হরধনু সামান্যমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার ভঙ্গে জাত মহাক্রোধের প্রেরণায় ভীম ভার্গবের ভুজস্তম্ভক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত পরশু তোমার কণ্ঠপীঠের অতিথি হউক। এই পরশু দ্বারাই ভগবান্ মহেশ্বর খণ্ডপরশু নামে খ্যাত হইয়াছেন।"

"পরশুরামের প্রজ্বলিত ভাব দেখিয়া নারীগণ ভীত হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র ধৈর্য্য সহকারে ও সম্মানে কহিলেন,—"সসৈন্য কার্ত্তিকেয়জয়ে ভগবান্ নীললোহিত সন্তুষ্ট হইয়া সহস্র বৎসর শিষ্যত্ব স্বীকারের পর আপনাকে ত এই পরশুই প্রদান করিয়াছিলেন?"

তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া সখীরা সীতাকে বলিতে লাগিল,—"রাজকুমারি, দেখ, রাজপুত্র কেমন মনে মনে সম্মান করিয়া অথচ নিষ্কম্পধীরগম্ভীরভাবে ভগবান্ ভার্গবের অস্ত্রকে উপহাস করিতেছেন।"

শুনিয়া সীতা সবিস্ময়ে অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

জামদগ্ন্যের নিকটও রামচরিত্র বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইতেছিল। ভার্গবের পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অপেক্ষা রামচন্দ্র অন্য প্রকারই প্রতীত হন।

রামের অনির্ব্বাচ্য ও অনিরূপণীয় মাহাত্ম্য, সৌজন্য এবং উৎসাহ-গম্ভীর পৌরুষ-স্থৈর্য্য দেখিয়া পরশুরামের চিত্তে মহান্দোলন উপস্থিত হয়।

তিনি কিছু শান্তভাবে রামকে বলিলেন,—"তুমি যে পরশুর কথা বলিতেছিলে, এই সেই আমার গুরুদেবের প্রিয় পরশু।"

জামদগ্ন্যের আলাপনে সখীরাও কিছু আশ্বস্ত হইয়া উঠিল, এবং ভার্গবের ক্রোধোপশম হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতে লাগিল।

পরশুরাম আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অস্ত্রপ্রয়োগের অভ্যাস-পরীক্ষায় গণসৈন্যপরিবৃত কুমার আমাকর্ত্তৃক পরাজিত হন, এই সামান্য কারণেই আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গুণগ্রাহী ভগবান্ গুরুদেব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই পরশুই প্রদান করিয়াছিলেন।"

ভার্গবের কুমারবিজয়কে সামান্য ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করা রাম-চন্দ্রের নিকট তাঁহার গর্ব্বপ্রকাশই বলিয়া অনুমিত হইল। বিরক্তির ভাব না দেখাইয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"এই জন্যই স্বর্গে মর্ত্ত্যে আপনার বীরবাদ ঘোষিত হইয়াছে। যাহার জন্য ভগবান্ গুরুদেব প্রচণ্ড চণ্ডীপতি ত্রিভুবনে খণ্ডপরশু নামে বিখ্যাত, কুমারবিজয়ের পর তাহা লাভ করিয়া আপনিও পরশুরাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জমদগ্নি হইতে যাঁহার উৎপত্তি, ভগবান্ পিনাকী যাঁহার গুরু, যাঁহার শৌর্য্য বাক্যের অগোচর, কেবল কর্ম্মেই ব্যক্ত হয়, সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত মহীর অকপট দান যাঁহার ত্যাগ বলিয়া খ্যাত, সেই ধনুর্ব্বেদ ও তপস্যার আধার ভগবানের কোন্ কার্য্যই বা অলৌকিক নহে?"

সখীরা গুরুজনের প্রতি রামচন্দ্রের এই রমণীয় সম্ভাষণের প্রশংসা করিতে লাগিল।

"রামচন্দ্রের কথায় জামদগ্ন্যের মনে অত্যন্ত প্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি আনন্দোৎফুল্ল বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মানসামুদ্রাপিণী

নয়নাভিরামতায় শোভিত হইয়া রাম, তুমি না জানি কি অচিন্ত্যরূপ রমণীয় হইয়া উঠিয়াছ, তাই আমার এত প্রিয় বলিয়া অনুমিত হইতেছ। সত্যই বলিতেছি, হেরম্বদন্তে যাহার এক পার্শ্ব অঙ্কিত, কুমারের শরক্ষেপে যাহা ব্রণলাঞ্ছিত আমার সেই বক্ষ অদ্ভুত বীরলাভে রোমাঞ্চিত হইয়া যেন তোমায় আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে।”

সখীরা রামচন্দ্রের এই সৌভাগ্যের কথা সীতাকে শুনাইল, তাহারা আরও বলিল,—“তুমিই কেবল লজ্জাভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া থাক।”

শুনিয়া সীতা অশ্রুপাত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ভার্গবের বাক্যে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“ভগবন্, আলিঙ্গন-ব্যাপারটি কিন্তু উপস্থিত কার্য্যের বিপরীতই বোধ হইতেছে।”

রামচন্দ্রের ধীরমসৃণ মাহাত্ম্যশোভিত বিনয়ে সীতার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। জামদগ্ন্যের মনেও এই ক্ষত্রিয়শিশুর পরগুণগ্রাহী সৌজন্য-পূত অন্তঃকরণের এবং পারমার্থিক বিনয়ভঙ্গের নিপুণবুদ্ধিগ্রাহ্য অহঙ্কার-ভাবের কথা জাগিয়া উঠিতেছিল।

তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—“অসাধারণ মহনীয়-চরিত্রের অত্যদ্ভুত স্বভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও আমার অনাস্থা দূর হয় নাই। এই বীরবালকাকৃতি অপ্রমেয়সামর্থ্যসার অনির্বচনীয় পদার্থটি কি? ইহার শুভাকৃতি সপ্তভুবনের অভয়দানপুণ্যের সম্ভারই বলিয়া মনে হয়। তাহাতে আবার লাবণ্যশোভায় সাত্ত্বিক গুণদীপ্ত তেজ, ধর্ম্ম, মান, বিজয় ও পরাক্রম বিস্ফুরিত হইতেছে। লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রবেদতুল্য ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার নিমিত্ত শরীরী ক্ষাত্রধর্ম্মসম রাশী-ভূত সামর্থ্য ও পুঞ্জীভূত গুণের ন্যায় জগতের পুণ্যনির্ম্মাণরাশি যেন প্রাদুর্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে।”

কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া কঠোরতা প্রকাশচ্ছলে সীতাকে

অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য সখীদিগকে বলিলেন। রামচন্দ্রও বুঝিলেন যে, ভার্গব শান্তভাবে নিবৃত্ত হইতেছেন না। সেই সময়ে এইরূপ ধ্বনি উত্থিত হইল যে, ধনুর্ধর সীরধ্বজ ও জনকবংশের পুরোহিত শতানন্দ আগমন করিতেছেন।

সখীরা তখন সীতাকে বলিল,—"পিতা আসিতেছেন ; চল, আমরা অভ্যন্তরে যাই।"

সীতা সংগ্রামলক্ষ্মীর নিকট অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে সখীগণের সহিত সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা জনকের আগমন শুনিয়া জামদগ্ন্য বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই মনীষী রাজা জনক, যিনি পুরোহিত শতানন্দ কর্তৃক রক্ষিত এবং যাঁহাকে আদিত্যশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যমুনি পরব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনি সচ্চরিত্র বটেন, 'কন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়া আমার শিরঃশূল উপস্থিত হইতেছে।"

জনক ও শতানন্দ পরস্পর আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ভার্গবের আগমনে তাঁহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শতানন্দ জনককে কি করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, জনক উত্তর দিলেন,— "ঋষি যদি অতিথিভাবে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই শ্রোত্রিয়কে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পরে মধুপর্কও দান করিতে হয়। আর যদি তিনি শত্রুভাবে আমাদের পুত্রধনের প্রতি অকারণ দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই ন্যায়হীন কার্মুকাধিকারেরই ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত।"

রামচন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে জামদগ্ন্যের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। রাম তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভার্গব উত্তর দিলেন,—"এমন কিছু নহে, তবে তোমার দর্শনে সর্ব্বসুখ মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব ভূমানন্দের সৃষ্টি করিতেছে, নেত্রানন্দে পরমা প্রীতির সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু নবাবিবাহিত শ্রীমান্ চিত্তপ্রিয় তোমাকে

গুরুর অবমাননার জন্য বধ করিতে হইবে বলিয়া, পূর্ব্ব হইতেই পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে।”

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—“জানি, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুকম্পা আছে।”

পরশুরাম উত্তর দিলেন,—“তুমি অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছ দেখিতেছি। অমৃতপূর্ণ মেঘস্নিগ্ধকায় তোমার কম্বুকণ্ঠে, আহা, এই কুঠার এখনই নিপতিত হইবে।”

রামচন্দ্র তখন একটু উত্তেজিত হইয়া ব্যঙ্গভাবে বলিলেন,—“তাহা হইলে দেখিতেছি, সত্য সত্যই আমার প্রতি করুণা বিতরণ করিতেছেন।”

ভার্গব কহিতে লাগিলেন,—“আমার প্রতি তুমি ভ্রূকুটীভঙ্গি করিতেছ? অরে ক্ষত্রিয়শিশু! সম্প্রতি তুমি একটি বালিকা নব-বধূর পাণিগ্রহণ করিয়াছ, এবং নিজেও সুন্দর, সেইজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার এ ভাব পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই, লোকপরম্পরা এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, জামদগ্ন্য পরশুরাম মাতার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আর এ কথা সর্ব্বভূতেই বিদিত আছে যে, ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি রোষপরবশ হইয়া ভার্গব গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়শিশুদিগকে খণ্ড খণ্ড, একবিংশতিবার সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সংহার, তাহাদের রক্তপরিপূর্ণ হ্রদে স্নান এবং তজ্জনিত মহানন্দে ক্রোধাগ্নির শান্তি করিয়া সেই রক্ত দ্বারাই পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়াছিলেন।”

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—“নৃশংসতা পুরুষের গুণ নহে। সে বিষয়ে শ্লাঘাই বা কি?”

তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“অরে নির্ভয় ক্ষত্রিয়শিশু, তোমাকে অত্যন্ত ধৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইতেছে। শীঘ্রই ধনু আকর্ষণ করিয়া আমার প্রহার কর, আমি পূর্ব্বেই প্রহৃত হইতে ইচ্ছা করিয়া

থাকি। আমি আঘাত করিলে পরে আর কিছুই হইবে না। বহ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে যখন প্রদীপ্ত কুঠার স্কন্ধচ্ছেদ করিবে, তখন কবন্ধ হইয়া আর কি করিতে পারিবে ?"

তাঁহাদের এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার সময় জনক ও শতানন্দ নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। রামচন্দ্রও গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইলেন।

শতানন্দকে দেখিয়া জামদগ্ন্য সুখপ্রশ্ন করিলে, শতানন্দ তাঁহার দর্শনে বিশেষ সুখানুভব করিয়াছেন বলিয়া উত্তর দিলেন, এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্য সমস্তই প্রস্তুত আছে জানাইলেন।

জামদগ্ন্য, যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য গৃহমেধী সুচরিত পুরোহিতের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"আমি আতিথ্যকামী নহি।"

"তবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে" বলিয়া শতানন্দ উত্তর দিলেন।

জামদগ্ন্য তাহার উত্তরে বলিলেন,—"অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের গৃহব্যাপারে অনভিজ্ঞই হইয়া থাকে।"

ভার্গবের কথায়, রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইহার উত্তর ত্রিভুবনদাতার সামন্তের প্রতি উপযুক্ত গর্ব্বপ্রকাশই হইয়াছে।"

জনক রামচন্দ্রের প্রতি ভার্গবের পাপেচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জামদগ্ন্য উত্তর দিতে না দিতে কঞ্চুকী আসিয়া রামচন্দ্রের কঙ্কণমোচনের কথা জানাইলেন। জনক ও শতানন্দ তাঁহাকে শ্বশ্রূজনসমীপে গমন করিতে উপদেশ দিলে, রামচন্দ্র ভার্গবের অনুমতি চাহিলেন। জামদগ্ন্যও তাঁহাকে লোকধর্ম্ম পালন করিতেই বলিলেন। কিন্তু অরণ্যবাসী তিনি অধিকক্ষণ যে জনপদে থাকিতে পারিবেন না, সে কথাও জানাইলেন।

তাহার পর রামচন্দ্র অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এই সময়ে দশরথ-সারথি সুমন্ত্র আসিয়া সকলকে জানাইলেন যে, মহারাজ দশরথের নিকটে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন সকলে তাঁহাদিগের দর্শনের জন্য সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

(৩)

যেখানে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট ছিলেন, জামদগ্ন্য ও শতানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা আসনপরিগ্রহ করিলে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্যকে বলিতে লাগিলেন,—"ইষ্টাপূর্ত্তবিধির অনুষ্ঠানে, শত্রুপক্ষের দমনে, যিনি ইন্দ্রের প্রিয়সখারূপে সুপ্রসিদ্ধ, ইন্দ্রকর্তৃক অমরাবতীর ন্যায় বসুমতী যে বীরের দ্বারা সনাথা হইয়াছেন, আমরা যাঁহার নিত্যসন্নিহিত এবং যিনি বৈবস্বতকুলভূষণ, সেই তনয়প্রিয় প্রবীণ রাজা দশরথ তোমার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন। সেই জন্য বলিতেছি, শুষ্ক কলহ হইতে নিবৃত্ত হও। বিশেষতঃ তোমার জন্য মধুপর্কের ব্যবস্থা হইয়াছে, ঘৃতের দ্বারা অন্নের পাক হইতেছে। তুমি শ্রোত্রিয় এবং শ্রোত্রিয়ের গৃহে আগমন করিয়াছ; এক্ষণে আমাদের প্রীতিবর্দ্ধন কর।"

জামদগ্ন্য উত্তর দিলেন,—"রাম যদি মহাবীর না হইত, তাহা হইলে আমি ক্ষান্ত হইতে পারিতাম। দেখুন, রাম শিশু হইয়াও অদ্ভুত কর্ম্ম-সকলের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। গুরুধনুর্ভঙ্গরূপ অবমাননা অসহন ভার্গব গুরুজনদিগের গৌরবরক্ষার জন্য সহ্য করিয়া তাহার প্রতিকার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, এ কথা কেহ বা জানিতে পারিবে? জানিতে পারিলেও কেহ বা তাহা ব্যক্ত করিবে? কারণ, বীরব্রতের বিদ্বেষ্টার অভাব নাই। আবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বধবল যশে সামান্যমাত্র ছিদ্র পাইয়া, নীচ জনেরা তাহাকে এরূপ বাড়াইয়া তুলে যে, সেই মোহকরী কিংবদন্তীর কিছুতেই বিরাম ঘটে না।"

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"বৎস, যাবজ্জীবন এই আয়ুধপিশাচিকা অবলম্বন করিয়া কি হইবে? তুমি শ্রোত্রিয়, পবিত্র পন্থারই অনুসরণ কর। বিশেষতঃ তুমি আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করিয়াছ। এক্ষণে তোমার সুখীর প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যশীলে মুদিতা ও পাপিজনে উপেক্ষা এই ভাবনাচতুষ্টয়ের অনুশীলনে ঈর্ষ্যা, পরাপকার, অসূয়া ও অক্ষমার কলুষতা দূর করিয়া চিত্তপ্রসাদনের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। হৃদয়পদ্মে ধারণার দ্বারা যে ভাস্বর আকাশকল্প বুদ্ধিসত্ত্বের বিকাশ হয়, তাহাতে ধারণাকৌশলে সূর্যোন্দুগ্রহমণির প্রভারূপাকারে পরিণত হইয়া যে প্রবৃত্তি চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন করিয়া থাকে, সেই জ্যোতিষ্মতী নামে বিশোকা যোগবৃত্তি তোমার সান্নিহিতা হউক। তাহার প্রসাদে চিত্তমালিন্য দূর হইলে, যাহা সত্যকে ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও নাই, সেই ঋতম্ভরানামে কেবল মানসায়ত্তা অবাহ্যসাধনযোগ্যা সর্ব্বসামর্থ্যবিশিষ্ট অবিদ্যাস্মিতাদিক্লেশহারিণী, বল-শালিনী অন্তর্জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকাররূপিণী প্রজ্ঞা আবির্ভূত হইবে। ব্রাহ্মণের তাহারই আচরণ কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অপমৃত্যুতুল্য পাপ অতিক্রম করা যাইবে। তোমাকে ত অন্যদিকেও অভিনিবিষ্ট দেখা যাইতেছে। আর দেখ, এই ঋষিপরিষৎ, বীর যুধাজিৎ, অমাত্যগণসহ রাজা দশরথ, বৃদ্ধ রোমপাদ, অবিরতযজ্ঞ ব্রহ্মবাদী প্রবীণ জনককুলপতি তোমার প্রতি কোনরূপ অপরাধী না হইয়াও অভয় প্রার্থনা করিতেছেন।"

জামদগ্ন্য বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা সত্য বটে, কিন্তু শত্রুমূল উৎপাটন না করিয়া আচার্য্য ত্র্যম্বক ও আচার্য্যানী পার্ব্বতীকে দর্শন করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না।"

জামদগ্ন্যের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"গুরু-

জনের মানরক্ষাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার কথাটাও চিন্তা করা উচিত। আর হিরণ্যগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা যে তিন ঋষি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি সেই বশিষ্ঠ, এবং তুমিও ভৃগুবংশীয়, আর এই শতানন্দও অঙ্গিরার প্রপৌত্র।

জামদগ্ন্য উত্তর দিলেন,—"আপনাদের ন্যায় পূজনীয় ব্যক্তির বাক্য-লঙ্ঘনের জন্য বরঞ্চ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিব, তথাপি শস্ত্রধারণ মহা-ব্রতের লোপ করিতে পারিব না। মোক্ষের অপেক্ষা মানরক্ষাই স্বভাবতঃ আমার প্রিয় বটে, এবং আপনারাও আমার সম্মানার্হ জ্ঞাতিও বটেন। কিন্তু আমার এই জ্যাব্রণে লাঞ্ছিত কর্কশ বাহুটির প্রতিও লক্ষ্য করিবেন।"

জামদগ্ন্যের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"প্রশস্ত মাহাত্ম্য পদে পদে উদ্গিরণ করিয়া ইহার মর্ম্মভেদী বাক্যাবলী সত্য সত্যই আমাকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে।"

জামদগ্ন্য আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবন কুশিকনন্দন, ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত পূজনীয় বশিষ্ঠ এবং বীরচরিতে প্রবীণ গুরু আপনি বলুন ত, বিশুদ্ধ ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে শস্ত্রধারণ করিয়াছে, তাহার এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ?"

পরশুরামের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বশিষ্ঠ মনে মনে বলিতে-ছিলেন,—"ভার্গব গুণে মহান্ বটে, কিন্তু স্বভাবে অসুরতুল্য। সর্ব্ব-প্রকারে চরিত্রের উৎকর্ষ হওয়ায় সকল আকারেই ইহার গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।"

বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্যের কথায় উত্তর দিলেন,—"আমি এই বলিতে চাহি, তুমি এক ব্যক্তির অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া, সমস্ত ক্ষত্রিয়-

জাতিকে নির্ম্মূল করিয়া, ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ক্ষত্রিয়দিগকেও একবিংশতিবার বিনাশ করিয়াছ। অবশেষে স্বকীয় গুরুজন চ্যবনাদির দ্বারা নিবারিত হইয়া ক্রোধশান্তি করিয়াছিলে।”

পরশুরাম বলিয়া উঠিলেন,—“পিতৃবধকোপে ক্ষত্রিয়সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যে আবার নিবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা অস্বীকার করি না। আমার এই বজ্রসম প্রচণ্ড পরশু প্রিয়কার্য্য ক্ষত্রিয়সংহার হইতে ক্ষান্ত হইয়া সমিধচ্ছেদনে কি প্রযুক্ত হয় নাই? বাণদংষ্ট্রার শান্তভাব অবলম্বনে চাপদণ্ডও এক্ষণে প্রশমিত বিষবহ্নি ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। আমি চ্যবনাদির বাক্যে পরশু ও ক্রোধানলকে নিবারিত করিতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহারা রামকর্ত্তৃক গুরুধনুর্ভঙ্গে সত্য সত্যই আবার উত্থাপিত হইয়াছে; একমাত্র চপল রাঘবশিশুর শিরশ্ছেদের পর পুনর্ব্বার বনে গমন করিলে, রঘু ও জনকবংশীয়েরা চিরকালই নিরুপদ্রবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। তবে আবার যেন কোনরূপ ঔদ্ধত্যের অনুষ্ঠান না হয়।”

পরশুরামের কথা শুনিয়া শতানন্দের মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“আমার প্রিয় যজমান রাজর্ষি জনকের ছায়া অতিক্রম করিতে পারে, এমন শক্তি কাহার আছে? তাঁহার জামাতার কথা ত দূরে থাকুক, আমরা গৃহাগ্নির ন্যায় গৃহমেধিগণের সুচরিতমহাগুণাধার গৃহে চিরদিনই অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু তথায় যদি অন্যে অবমাননার সঞ্চার করে, তাহা হইলে প্রিয় তপস্যায়, ব্রাহ্মণ্যে ও আঙ্গিরসকুলে ধিক্।”

শতানন্দের কথায় উৎফুল্ল হইয়া বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন,— “সাধু বৎস গৌতম, তোমার ন্যায় পুরোহিতের দ্বারা রাজা সীরধ্বজ কৃতকৃত্য হইয়াছেন। তোমার তুল্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যেখানে রাষ্ট্ররক্ষক পুরোহিত, সে রাজ্য ব্যথিত, ভ্রষ্ট বা জীর্ণ হইতে পারে না।”

জামদগ্ন্য নিবৃত্ত হওয়ার লোক নহেন; শতানন্দও তাঁহার ভ্রূকুটি-ভঙ্গিকে গ্রাহ্য করিতেছিলেন না; সেজন্য উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরশুরাম বলিলেন,—"গৌতম, তোমার ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয়-পুরোহিতের ব্রহ্মতেজের স্ফুরণ দেখা গিয়াছে। কিন্তু জানিও, প্রাকৃত তেজোরাশি অপ্রাকৃত জ্যোতিতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়।"

ক্রুদ্ধ শতানন্দ তখন জামদগ্ন্যকে অনড্বান্, পুরুষাধম, নিরপরাধ-ক্ষত্রিয়হন্তা, মহাপাতকী, অশিষ্ট, বিকৃতবেশ, বাহসকর্ম্মা, অপূর্ব্ব পাষণ্ড, শরগ্রাহী, আয়ুধজীবী ইত্যাদি গালি বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানেও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেছ? তুমি কি ব্রাহ্মণ? মাতার শিরশ্ছেদ, গর্ভস্থ শিশুকে খণ্ড খণ্ড করা, যজ্ঞরত রাজার ব্রহ্মহত্যাসম বধ এই কি ব্রাহ্মণের আচার?"

ইহার পর আবার জামদগ্ন্যের গালিবৃষ্টি আরম্ভ হইল, তিনিও শতা-নন্দকে স্বস্তিবাচনিক, দুষ্ট, সামন্তপুরোহিত, অহল্যাপুত্র ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিয়া কহিলেন,- "আমি কি তোমার কল্পিত আয়ুধজীবী?"

শতানন্দ পুনর্ব্বার জামদগ্ন্যকে দুষ্ট, দুর্ম্মুখ, ভৃগুকুলাঙ্গার ইত্যাদি গালি দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রাজা ও গুরুজনেরা স্বমহিমায় ক্ষমাশীল, তাঁহারা তোমায় ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু শতানন্দ কিছুতেই ক্ষমা করিবে না।"

এই বলিয়া তিনি শাপ-প্রদানের জন্য কমণ্ডলুজল লইয়া আচমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় দূরে শব্দ উত্থিত হইল,—"কে কোথায় আছ, এই বাজনোৎকম্পিত, মন্ত্রপূত, দধিমিশ্রিত ঘৃতের অভিষেকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজোজ্যোতিঃ আঙ্গিরসকে নিবৃত্ত কর!"

শতানন্দ কিন্তু তাহাতে লক্ষ্য না করিয়াই শাপোদক লইয়া সক্রোধে

বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শত্রুর অভিঘাতে দ্রুতগতি হইয়া আপনাদের এই আততায়ীকে উৎপাতক্ষুব্ধ মরুতের দ্বারা সঞ্চালিত বজ্রাগ্নির ক্রমদাহনের ন্যায় ভস্মসাৎ করিতেছি।"

এই সময়ে রাজা দশরথ কিছুদূর হইতে শতানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্, প্রসন্ন হউন, গৃহাগতের প্রতি আপনার দুর্দ্ধর্ষ তেজ প্রশমিত হউক। দ্বিজবর ভার্গব স্বগুণে শ্লাঘ্য এবং আপনারও আত্মীয়; তাহাতে তিনি গৃহাগত; ইঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার কি আপনার উপযুক্ত? তিনি বিদ্বান হইয়াও যদি ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিবে; আপনি শান্তভাব অবলম্বন করুন।"

দশরথের কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ শতানন্দের হস্ত হইতে শাপোদক অপহরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের কুটুম্ব রাজা দশরথ যাহা বলিতেছেন, তাহাই করা উচিত। রামচন্দ্রের কল্যাণ আমরা মনে মনেই আচরণ করিব; তুমি জাবালি প্রভৃতির সহিত শান্তিহোমে প্রবৃত্ত হও; ভগবান্ বামদেব আমাদের শিষ্যগণসহ জয়শীল সূক্ত, সাম ও অনুবাকাদি বেদমন্ত্র জপ করিতে করিতে পাঠ করিতে থাকুন।"

বশিষ্ঠের কথায় শতানন্দ সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন জামদগ্ন্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এই ক্ষত্রিয়াশ্রিত বটুটার আস্ফালন দেখ, ইহাতে কি হইবে? অহে কোশলবিদেহরাজের অনুগৃহীত ব্রাহ্মণগণ, এবং সপ্তদ্বীপকুলাচলবাসী সমস্ত ক্ষত্রিয়, আমি যাহা বলিতেছি, শুন,—তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও তপস্যা বা শস্ত্রে অধিকার থাকে, আমার তেজ অসহ্য বোধ করিলে দর্পভরে তাহার খণ্ডনের চেষ্টা কর। জগৎ অরাম, অজনকদশরথ করিয়া অতৃপ্ত পরশুরাম তদ্বংশীয়গণেরও অবসান ঘটাইবে।"

রাজা জনক আসিতে আসিতে পরশুরামের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভার্গব, তুমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছ দেখিতেছি।"

জামদগ্ন্য তাঁহার গর্ব্বের জন্য জনক যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। নিমেষমধ্যে জনক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—শত্রুধ্বংসের, জরাপরিণতির, নিরন্তর গৃহকর্ম্মানুষ্ঠানের, এবং পরব্রহ্ম-তত্ত্বোপলব্ধির জন্য বিজয়সহজ যে ক্ষত্র তেজ শান্ত হইয়াছিল, তাহা আবার উদ্ভূত হইয়া কার্ম্মুককে স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে ত্বরান্বিত করিতেছে।"

জনকের কথা শুনিয়া জামদগ্ন্য বলিয়া উঠিলেন,—"অহে জনক, তুমি বেদ ও বৈদিক ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ, প্রবীণ, ধার্ম্মিক। ঋষিশ্রেষ্ঠ সূর্য্যশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তোমাকে বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি তোমার প্রতি নম্রতাচরণ করিতেছি। কিন্তু তুমি কিছুমাত্র ভয় না করিয়া এরূপ কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ কেন?"

তখন জনক কহিলেন,—"ইহার বাক্যে মর্ম্মভেদ করিতেছে, আবার তাহাতে বিনয়ও প্রকাশ পাইতেছে। অহে সভাসদ্গণ, সকলে শুনুন, ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ব্যক্তি তপস্যায় রত থাকায় আমাদের শত্রুতাচরণ করিলেও আমরা ক্ষমা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে যদি অবিনীতভাবে পুনঃপুনঃ তৃণবৎ সঞ্চালিত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি ধনুর ব্যবহার ভিন্ন আর কি উপায় আছে?"

পরশুরাম সক্রোধে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কি বলিতেছ? ধনুক, আশ্চর্য্য বটে! যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য বলিয়া অভিহিত করায় দেখিতেছি, মিথ্যাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া জরাজর্জ্জর এই ক্ষত্র-বন্ধু ক্ষত্রিয়দর্শনে ক্ষুব্ধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অট্টহাসযুক্ত অরিশিরঃশাণে সুনিশিত কুঠার দেখিয়াও প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে।"

জনক উত্তর দিলেন,—"অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। আমার এই

ধনুক জ্যাজিহ্বার বিস্তারে বলয়াকার উৎকট কোটিদংষ্ট্রা প্রদর্শন করিয়া ঘোর ঘনঘর্ঘর ঘোষ উদ্গিরণ করিতে করিতে স্বীয় বিশাল উদরকে জগদ্‌ভক্ষণে ব্যাপৃত সহাস যমবক্ত্রযন্ত্রের ব্যাদানানুকারী করিয়া তুলুক।"

এই বলিয়া জনক ধনুরাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথ আবার বলিয়া উঠিলেন,—"রাজা জনক, ক্ষান্ত হও, যে হস্তে তুমি অবিরত যজ্ঞে গোসহস্র বিতরণ করিয়া থাক, পলিতকেশ পুরাণ ধনুর্ধর তোমার সেই হস্ত বাণ আকর্ষণ করিতেছে কেন?"

জনক উত্তর দিলেন,—"সখে মহারাজ দশরথ, এ ব্যক্তি আমাদিগকে কটূক্তি করিলে তাহাতে কিছু বলিতে চাহি না; ব্রাহ্মণের কর্কশবাক্যে কাহার ক্রোধের উদ্রেক হয়? কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মকারী বটু বৎস রামভদ্রের অকল্যাণকর কটুবাক্য কর্ণসমীপে উচ্চারণ করায়, কিরূপে ইহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে?"

জনক জামদগ্ন্যকে বটু বলিয়া অভিহিত করায়, পরশুরামের মহাক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি জনককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"দুরাত্মা ক্ষত্রিয়াধম, আমাকে বটু বলিয়া গালি দিতেছ? তবে যতক্ষণ যকৃৎ, ক্লোম, অগ্রমাস হইতে নির্গত রক্তে পরিপ্লুতগাত্র এবং স্নায়ুগ্রন্থি ও অস্থিখণ্ডযুক্ত জীর্ণ গ্রীবার খণ্ডনকারী, আমার এই পরশু মস্তকচ্ছেদে ধমনিশিরা হইতে উদ্‌গত ফেনপিণ্ডের ন্যায় রক্তভারে ভয়ঙ্কর তোমাকে পশুর ন্যায় হনন না করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধচেষ্টা করিতে থাক।"

এই সময়ে রাজা দশরথ উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জামদগ্ন্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভার্গব, আমাদের মিত্র রাজা জনক নিজ শরীর অপেক্ষাও প্রিয়; তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কর্কশ বাক্যপ্রয়োগে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।"

জামদগ্ন্য 'তাহাতেই বা কি' বলিলে দশরথ উত্তর দিলেন,—"সেই কারণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না।"

জামদগ্ন্য কহিলেন,—"তুমি দেখিতেছি আর এক প্রভু হইয়া আমাকে শাসন করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু জানিও, জামদগ্ন্য পরশুরাম স্বভাবতই অপ্রতিবন্ধক, আর তুমিও ত ক্ষত্রিয়।"

দশরথ উত্তর দিলেন,—"তজ্জন্য তোমাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। ক্ষত্রিয়গণই দুর্দ্দান্তদিগের শাসন করিয়া থাকেন। তুমিও দুর্দ্দান্ত; সুতরাং আমরা ক্ষত্রিয়গণই তোমার শাসনকর্ত্তা। শান্ত হও, নতুবা এখনই শিক্ষালাভ করিবে। কোথায় প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ, আর ক্ষত্রিয়গণের ধারণীয় অস্ত্রই বা কোথায়?"

দশরথের কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিতে লাগিলেন,—"বহুকাল পরে তোমাদের ন্যায় ক্ষত্রিয়কে শিক্ষক পাইয়া জামদগ্ন্য সনাথ হইয়া উঠিল।"

সে কথায় দশরথ উত্তর করিলেন,—"তাহাতে কি কোন ভ্রম আছে? অজ্ঞ, জ্ঞানবিভ্রান্ত, অথবা সন্দিগ্ধ হইয়া যদি কেহ দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, গুরুই সে স্থলে ভ্রমসংশোধন করিয়া দেন। কিন্তু জ্ঞানে নিঃসন্দেহ ভ্রান্তিশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি বিরুদ্ধ ক্রিয়ার আচরণে প্রবৃত্ত হয়, রাজা যদি তাহাকে শাসন না করেন, তাহা হইলে, প্রজাবিপ্লবই সংঘটিত হইয়া থাকে।"

দশরথের বাক্য অনুমোদন করিয়া বিশ্বামিত্র ভার্গবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ দশরথ সত্যই বলিয়াছেন। যদি তোমার জ্ঞানোদয় না হইয়া থাকে, কিংবা সন্দেহবিধুর বা বিভ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে বশিষ্ঠের চরণসেবা কর। তোমার জ্ঞানে নিশ্চয়ই দোষ আছে, অন্যথা এরূপ দুর্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? আর যদি তুমি

বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পাপাচরণের ইচ্ছা কর, নৃপতিগণ তাহা কখনই সহ্য করিবেন না।”

জামদগ্ন্য বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“কৌশিক! ধর্ম্মে, বেদে ও কার্ম্মুকে ভগবান্ ঈশই আমার শিক্ষক। আমি সর্ব্বক্ষত্রিয়নিহন্তা; আমাকে ক্ষত্রিয়েরা কিরূপে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারে? আর প্রবীণ বলিয়াই বশিষ্ঠের সহিত মান্য সম্বন্ধ। কিন্তু অন্য কোন বিষয়ের প্রতি-যোগিতায় আমা অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তপস্যায় ও জ্ঞানে আমি কাহাকেও আমার সদৃশ বলিয়া মনে করি না।”

তখন বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন,—“ভার্গব হইতে আমার পরাজয়-স্বীকার প্রিয় বটে। কিন্তু দেখ, মহত্ত্বহেতু আমাদিগের পালনীয় প্রিয় পুরাতন আচারের আমাদের গৃহেই বিপ্লব ঘটিতেছে।”

সে কথায় বিশ্বামিত্র, জনক ও দশরথ ভার্গবকে লক্ষ্য করিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—“অনার্য্য, নির্ম্মর্য্যাদ, জগতের সনাতন গুরু বশিষ্ঠেও তুমি নিরঙ্কুশ। আমরা তোমাকে দুষ্টগজের ন্যায় বিনীত করিয়া শিক্ষা দিতেছি।”

সে সময়ে জামদগ্ন্য প্রকুপিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“কি! আমার এইরূপ অবজ্ঞা! যে ক্রোধ বৃদ্ধদিগের বচনে অন্তর্ধৈর্য্যভরে সংহত হইয়া মর্ম্মভেদী শল্যের ন্যায় দগ্ধ করিতেছিল, এক্ষণে তাহা ন্যকারে উদ্বেল হইয়া প্রলয়কালীন মরুদ্‌বিক্ষিপ্ত সমুদ্রের বাড়বানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে। ভাগ্যক্রমে আমার অবমাননায় পরশু মৃত্যুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত রাজা দশরথের পক্ষে উপস্থিত। প্রকুপিত কৃতান্তের উৎসবকর প্রলয়তুল্য দ্বাবিংশ ঘোরতর ক্ষাত্রিয়সংগ্রাম উপস্থিত হউক।”

পরশুরামের উত্তরোত্তর ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, বশিষ্ঠ দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন,—“এ ব্যক্তি আমাদের স্বজন বটে, কিন্তু দর্প-

ভরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব এ ব্যক্তি অ-বধ্য হইবে কেন? কিন্তু আমি যদি ক্রোধসহকারে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহা হইলে, ভার্গবশিশুর অমঙ্গলই ঘটিবে।”

তখন বিশ্বামিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“জামদগ্ন্য, তুমি কি জীবলোককে ব্রহ্মতেজোহীন ও শস্ত্রসামর্থ্যভ্রষ্ট মনে কর? তুমি সম্বন্ধতঃ আমাদের রক্ষণীয় হইয়াও ব্রহ্মক্ষত্রসমাজকে অবজ্ঞা করিতেছ; বৎস রামভদ্রের প্রতিও ক্রূরতাপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই প্রকার মর্য্যাদালঙ্ঘনে আমাদিগকে দুঃখ দিতেছ। সেইজন্য তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ আমার চঞ্চল দক্ষিণ হস্ত শাপোদক এবং পূর্ব্বসংস্কারবশে বামহস্ত শরাসন অন্বেষণ করিতেছে।”

জামদগ্ন্য উত্তর দিলেন,—“অহে কৌশিক, যদি তুমি ব্রহ্মতেজ দেখাইতে চাহ, তাহা হইলে আমার উগ্র তপস্যায় তোমার তপ দগ্ধ করিব। আর যদি স্বজাতির আচারানুসারে ধনুর্ধারণ কর, তাহা হইলে পরশু তাহার সদৃশ কার্য্যসাধন করিবে।”

এই সময় রামচন্দ্র কিছু দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন,—“কৌশিক-শিষ্য রাম প্রণাম করিয়া জানাইতেছে যে, পৌলস্ত্যবিজয়োদ্ধত কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনের, এবং ক্ষত্রিয়বীর্য্যের বিজেতাকে আমিই জয় করিতে সমর্থ হইব। আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।”

রামচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দশরথ বলিলেন,—“এ কি, বৎস রাম এখানে উপস্থিত কেন?”

জনক বলিতে লাগিলেন,—“আপনারা সম্যগ্‌রূপেই অনুমতি প্রদান করুন, রামভদ্র জয়লাভে সমর্থ হউন। এই একবীর জগৎ-পতিই গর্ব্বিতগণের শিক্ষক। বশিষ্ঠপ্রমুখ আমরা সকলে এই কার্য্যে প্রতিভূ রহিলাম।”

তখন আবার দশরথ বলিলেন,—"অদ্যই দেখিতেছি, রামভদ্র প্রখ্যাতকীর্ত্তি রক্ষাব্রতধর যাজ্য গুণবান্ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের গৃহে সত্য সত্যই জন্মলাভ করিল। জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা যাঁহারা ত্রিকালের সমস্ত ব্যাপারই জানিতে পারেন, সেই ব্রাহ্মণগণ না জানি এই শিশুতে কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির অনুভব করিতেছেন।"

জামদগ্ন্য সে সময় রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"অহে রাজপুত্র, তুমি কি মনে করিয়াছ জামদগ্ন্যকে পরাজিত করিবে? তবে অগ্রসর হও। কিন্তু কদাচ তাহাতে সমর্থ হইবে না; দুর্দ্দান্ত রেণুকানন্দনকে তোমারই অন্তক বলিয়া জানিবে। তবে ব্রহ্মাণ্ড-নিকুঞ্জে পুঞ্জীভূত ঘনজ্যাঘোষে ভয়ঙ্কর ধনু ছিন্নক্ষত্রিয়কণ্ঠকন্দর হইতে বিনির্গত শোণিতধারায় নির্ব্বাপিত এক্ষণে পুনরুত্থিত শিখাসমূহে ব্যাপ্ত অগ্নির ঝঙ্কারযুক্ত বাণনিকরের দ্বারা জগদ্ভক্ষক কালরুদ্রকবলের ব্যাপারাভ্যাসে প্রবৃত্ত হউক।"

তাহার পর সকলে তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

(৪)

শ্রীরাম ও পরশুরামের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বমণ্ডলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভার্গব অবশেষে রামচন্দ্রের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। দেবতারা বিমানচারীদিগকে মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে বলিলেন এবং তাঁহারাও এইরূপে স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইলেন,—"কৃশাশ্বশিষ্য ভগবান্ কৌশিক মুনির জয়, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের জয় এবং ক্ষত্রিয়ারির শিক্ষক, জগতের অভয়দাতা, লোকশরণ্য দিনকর-কুলেন্দু রামচন্দ্রের জয়।"

সেই সময় রাবণসচিব মাল্যবান্ সূর্পণখার সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া এক বিমানারোহণে আকাশমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। দেবতা-

গণের আনন্দোৎসবে মাল্যবানের চিত্তে দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি সূর্পণখাকে দেবতাদিগের একযোগ ও ইন্দ্রাদির স্তুতিগানের কথা লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

সূর্পণখা মাল্যবানের নিরুপম সত্য বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুইটি বরের প্রার্থনায় রাজার নিকট মন্থরা নামে পরিচারিকাকে অযোধ্যা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন; সে এক্ষণে মিথিলার উপকণ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে। চারগণের নিকট এই কথা শুনিয়াছি। তুমি এক্ষণে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ও অপর বরে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের দণ্ডকবনে গমন প্রার্থনা কর।"

সূর্পণখা, রাম তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি না এবং তাহাতেই বা কি ফললাভ হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান্ উত্তর দিলেন,—"ইক্ষ্বাকু-বংশে, বিশেষতঃ বিজয়কামী রামের নিকট পিতৃসত্য অমান্য হইবে না। তাহার পর সাম, দাণ, ভেদ, দণ্ডাদি যোগাচার নীতি অনুসারে রামকে দূরে আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগের নিকটে আনিতে হইবে। বিন্ধ্যারণ্যের অপরিচিত স্থানে বিচরণ করার সময় তাঁহাকে আক্রমণ করার বেশ সুযোগ উপস্থিত হইবে। দণ্ডকারণ্যে বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা প্রভুশক্তিহীন রামের উৎসাহশক্তিকে মায়াপ্রভাবে পরাভূত করিতে পারিবে। ইহাতে রাবণের সীতাহরণ সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।"

রামের সহিত লক্ষ্মণের আসার প্রয়োজন কি, সূর্পণখা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে মাল্যবান্ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মণও রামের ন্যায় অস্ত্র-পারদর্শী বীর, উভয়কেই একসঙ্গে ছদ্মভাবে দমন করা প্রয়োজন।"

সূর্পণখার কিন্তু এ সকল ভাল লাগিতেছিল না। তিনি দূরবর্ত্তী রামকে নিকটে আনিয়া ও সীতাহরণের দ্বারা স্ত্রীঘটিত বিরোধ উপস্থিত করা অমঙ্গলকরই মনে করিতেছিলেন। সূর্পণখা মাল্যবান্‌কে তাহা জানাইলেন।

মাল্যবান্ রামচন্দ্রের স্বমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট মণ্ডলে অবস্থিতির জন্য দূরবর্ত্তিতা অস্বীকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সুবাহু-মারীচের বিজেতা ও তাড়কা-হন্তার সহিত রাবণের বৈর অবশ্যম্ভাবী। আবার দেখ, রামচন্দ্র জগতের পালক, আমরা কিন্তু তাঁহার পীড়াদায়ক। সুতরাং এই নিত্যশক্রতার জন্য তাঁহার প্রতি সামনীতির ব্যবহার করা যাইতে পারে না। আর যাঁহাকে দেবতারা পতিরূপে স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার কিসেরই বা প্রয়োজন? কাজেই তাঁহার প্রতি দাননীতিরও প্রয়োগ করা যায় না। ভেদনীতির প্রয়োগও আমাদের সাধ্য নহে, একমাত্র দণ্ডনীতি অবশিষ্ট থাকে। তাহার মধ্যে এরূপ প্রবল শক্রতে প্রকাশদণ্ডের বিধান অসম্ভব। কাজেই গুপ্ত দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই জন্য বনে আকর্ষণ করিয়া সীতাহরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাতে শক্রকর্ত্তৃক স্ত্রীহরণে সলজ্জ রাম তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর আশ্রয় লইতেও পারেন, অথবা ক্ষীণবল হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন, কিংবা প্রতাপহীন হওয়ায় পরিতপ্ত হইয়া সন্ধির ব্যবস্থাও করিতে পারেন। আর যদি অবমাননাভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বিনাশের জন্য উদ্যত হন, তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী তাঁহাকে সমুদ্র নিবারণ করিতে না পারিলেও আমাদের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ ইন্দ্রনন্দন বালী নিহত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এ এ বিষয়ে চিন্তার অনেক প্রয়োজন।"

সূর্পণখার তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়ায়, মাল্যবান্ আবার কহিতে

লাগিলেন,—"বৎসে, তুমি রাবণের প্রিয় এবং কার্য্যজ্ঞও বটে, সেই জন্ত তোমার নিকট নিঃশঙ্কভাবে মনের খেদ জানাইতেছি। ক্ষত্রিয় রাম স্বমণ্ডলের সন্নিকৃষ্টমণ্ডলবর্ত্তী ও আমাদের অপকারী, এবং আমরাও তাঁহার অপকারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তিনি আমাদের প্রাকৃত ও কৃত্রিম দ্বিবিধ শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। আর আমার তৃতীয় দৌহিত্র ও রাবণের অনুজ বিভীষণ সহজশত্রু আছে। এই তিন প্রকার শত্রু নিকটবর্ত্তী হইয়া সর্পের স্থায় ভয় উৎপাদন করিতেছে। কুম্ভকর্ণ থাকিয়াও না থাকার মত; সে স্বেচ্ছাকৃত নিদ্রাব্যসন ও অবিনয়ে মগ্ন; বিভীষণ সুশীলতা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আত্মগুণসম্পন্ন হওয়ায়, অমাত্যগণ তাহার অনুরক্ত। খর, দূষণ প্রভৃতি সজ্ঞজীবিগণ রাজাকেই ভজনা করিয়া থাকে; তাহারা বৎসের ধেনুদুগ্ধদোহনের স্থায় রাজার অর্থ শোষণ করিতেছে; অমাত্যেরা বিরক্ত হইয়া উঠিলে, ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা কারবে। এইরূপ ভেদজর্জ্জর রাজকুল রামচন্দ্রের আক্রমণমাত্রেই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। নীতিশাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, বিপদ লঘু হইলেও আক্রান্তের নিকট তাহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে; সুতরাং বিভীষণের বিষয়ও চিন্তা করা উচিত। তাহার প্রতি প্রকাশদণ্ড, গুপ্তদণ্ড, কারাবন্ধন বা নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রকাশদণ্ডে সমসম্পর্কীয় রাক্ষসেরা সহ্য করিবে না; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা গুপ্তদণ্ডেরও অনুমান করিতে পারেন; তজ্জন্য অমাত্যেরা কুপিত হইলে, রামের আক্রমণে তাহা ভয়ানক হইয়া উঠিবে। তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলে, বিভীষণের সহিত একমত খর, দূষণ প্রভৃতি বিরোধী হইয়া উঠিবে; নির্ব্বাসন করিলে, তাহারা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে। তাহা হইলে খর-দূষণের বিষয় প্রথমেই চিন্তা করিতে হয়।"

মাল্যবান্‌কে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া, শূর্পণখা বলিয়া উঠিলেন,—

"সেবাবৃত্তির কি গুরুত্ব! রাবণ ও খরদূষণ সম্বন্ধে তুল্য হইলেও মাতামহ এক্ষণে তাহাদের বিষয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

মাল্যবান্ উত্তর দিলেন,—"ইহা সদ্বংশীয়গণের আচার বটে।"

খরদূষণ প্রভৃতি ব্যতীত বিভীষণ নিজে কি করিতে পারেন, সূর্পণখা সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান্ কহিতে লাগিলেন,—"আমাদের বিরুদ্ধভাব বুঝিতে পারিলে সে নিজেই অপসৃত হইবে। অথবা আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিলেও স্বজন হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই—এরূপ মনে করা উচিত নহে; কারণ, আশৈশব যাহার সহিত বিভীষণের সখ্য স্থাপিত আছে, এবং যে এক্ষণে বালিপ্রদত্ত ঋষ্যমূকে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সুগ্রীবের সে নিশ্চয়ই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেখানে বালী তাহাকে বধ করিবে। নিজেই অথবা সুগ্রীবের দ্বারা রামের আশ্রয় লইলেও বালী তাহা উপেক্ষা করিবে না।"

সূর্পণখা তখন বলিয়া উঠিলেন,—"পরশুরামের পরাভবের ন্যায় রাম যদি বালীকে বধ করেন, তবে রাম-বিভীষণসংযোগ অনর্থকর হইয়াই উঠিবে।"

সে কথায় মাল্যবান্ কহিলেন,—"বালীকে যিনি বিনাশ করিবেন, তাঁহাকে আমাদেরও নিহন্তা বলিয়া জানিবে। সেরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে, একমাত্র কুলতন্তু বিভীষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। ধর্ম্মময় রাম তাহাকেই রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিবেন।"

সূর্পণখা অগত্যা 'তাহাই হউক' বলিলে, মাল্যবান্ তাঁহাকে মিথিলায় পাঠাইতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন,—"তুমি এক্ষণে মিথিলায় গমন কর। জনক-দশরথের নিকট বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র না থাকিলে, আমাদের উদ্দেশ্য অনায়াসেই সাধিত হইবে। আমিও লঙ্কার দিকে চলিলাম।"

সূর্পণখা 'হা মাতঃ! না জানি তোমার ভাগ্যে কত কষ্ট আছে'

বলিলে, মাল্যবান্ বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎস খরদূষণ, তোমরা আমার ন্যায় পাপীর দ্বারাই নিহত হইবে! হা বৎস বিভীষণ, তুমিও আমার দ্বারা স্বস্থানচ্যুত হইবে! হা বৎস রাবণ, তোমার মহাসঙ্কটই উপস্থিত দেখিতেছি! হা বৎসে কেকসি! তুমি শীঘ্রই আর তিন পুত্র দেখিতে পাইতেছ না।"

তাহার পর শূর্পণখা মিথিলায় এবং মাল্যবান্ লঙ্কাভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে ভার্গবের পরাভবে মিথিলায় আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। জনক দশরথ পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন; বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

জনক দশরথকে বলিলেন,—"রাজন্! সৌভাগ্যক্রমে তুমি রামভদ্রের ন্যায় পুত্র লাভ করিয়াছ। সেই মহাবীরের অসামান্য সত্ত্বগুণান্বিত, অতিমানুষ মহাফলদ অদ্ভুতচরিত, কেবল আমাদের বলিয়া নহে, সমস্ত জগতেরই মঙ্গলকর বলিয়া জানিবে।"

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—"সখে কুশিকনন্দন! রামচন্দ্রের মহিমা আমাদের আশীর্ব্বাদের অতীত। কারণ, তাহার দ্বারা আমরা ও ত্রিভুবন কৃতার্থ হইয়াছি।"

সে কথায় বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"রামচন্দ্রের মহিমা তাহার প্রকৃষ্ট পুণ্যের ফলস্বরূপ, এ আতিশয্যের আমরা কেহই নহি।"

দশরথ বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবান্ কুশিকনন্দন, ও কথা বলিবেন না। আদিত্যবংশীয় পূর্ব্বনৃপতি দিলীপ প্রভৃতির কুলদেবতার ন্যায় তেজোরাশি অরুন্ধতীপতির ভক্তিভরে আরাধনায় এবং প্রচুরতপঃশালী অমোঘাশিষে দক্ষ ঋষিগণের আশীর্ব্বাদের ফলে মঙ্গলনিধি আপনাকে প্রসন্ন করায়, রামভদ্রের এই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে।"

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সত্য সত্যই বিশ্বামিত্র এইরূপই বটেন। বাক্য-মনের অগোচর, উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, প্রদীপ্ত, অপ্রমেয়মহত্ত্ব এই দুৰ্দ্ধর্ষ ব্রহ্মর্ষিতে তেজোভরে জ্বলিয়া উঠিতেছে।"

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"ভগবান্ মৈত্রাবরুণ, সনৎকুমার ও আঙ্গিরসের গুরুবিদ্যা-তপোময় আপনি যখন আমার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন সে গুণ আমাতে না থাকিলেও তাহা আছে বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কারণ, আপনার বাক্যই অমোঘপবিত্র। আর রামভদ্রের পক্ষে এ সমস্ত কার্য্য বিস্ময়করও নহে; কারণ, রাজা দশরথ তাহার জনক। বৈবস্বত মনুর বংশে সাক্ষাৎ পুণ্যোন্নতির ন্যায় আপনার উপদিষ্ট বিধি অনুসারে প্রজাপালনে রত, পবিত্রচরিত যে রাজগণ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ধুরন্ধর, বীর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, গুণনিধি রাজা দশরথ যে শ্লাঘ্য ধরিত্রীপতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার বৃত্রশত্রু জম্ভদহন বিশ্বপতি দেবরাজ মহেন্দ্র সেনাশিক্ষক অসুর-হন্তা এই বীরকে বহুবার যুদ্ধে বরণ করিয়াছেন। ঈদৃশ দশরথ বিসদৃশ পুত্রের কি জনক হইতে পারেন? সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? ভগবান্ ইন্দ্রের বিজেতা দশানন, দশাননের বিজেতা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, তাঁহার নিহন্তা ত্রিভুবনে প্রখ্যাতমহিমা মহাবীর পরশুরামকে জয় করিয়া বৎস রামভদ্র সমস্তই ত জয় করিয়াছেন বলিতে হইবে।"

এই সময়ে জামদগ্ন্য ও রামচন্দ্র সেই দিকে আগমন করায়, তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকসকলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। রাজা দশরথ তাঁহাদের আগমন লক্ষ্য না করিতে পারায়, লোকসকলের দ্বিধা বিভাগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বিশ্বামিত্র রাম-জামদগ্ন্যের আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বীরশ্রী ও বিনয়ে শোভিত হইয়া মান্য মুনির নিকট অবনত অথবা গুণোন্নত রাম গুরুসমীপে

প্রথমাপরাধী শিষ্যের ন্যায় হতবীরদর্প ভার্গবের কাছে লজ্জা প্রকাশ করিতে করিতে এ দিকে আসিতেছেন।"

আসিতে আসিতে রামচন্দ্র জামদগ্ন্যকে বলিতেছিলেন,—"ব্রহ্মবাদীদিগের উপাসিত, বন্দ্য পদযুগে শোভিত, বিদ্যাতপোব্রতনিধি, তেজস্বিগণের শ্রেষ্ঠ, ভগবান্ আপনার প্রতি যে অবিনয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিয়া, প্রসন্ন হউন। আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া আপনার প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি।"

জামদগ্ন্য বলিলেন,—"সে কি কথা, তুমি কোনই অপরাধ কর নাই; বরঞ্চ আমার উপকারই করিয়াছ। চৈতন্যমাত্র হরণ করিয়া যে দর্পব্যাধি পুণ্য ব্রাহ্মণজাতি, বংশগুণ ও আমার শ্লাঘ্য চরিত্রের ধ্বংস ঘটাইয়াছে এবং যে এক হইয়াও বহুদোষে গহন, ব্রাহ্মণবৎসল তোমা কর্ত্তৃক মঙ্গলের জন্যই তাহা শমিত হইয়াছে।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"আপনার বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণই আমার অপরাধ।"

জামদগ্ন্য কহিলেন,—"তাহা অন্যায্য নহে। কারণ, অন্যপ্রকারে রোগীর দোষ অসাধ্য বিবেচনা করিয়া যেমন বৈদ্য শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন, দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তির প্রতি রাজাকেও তাহারই অনুকরণ করিতে হয়।"

রামচন্দ্র জামদগ্ন্যের সহিত উক্তিপ্রত্যুক্তিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। জামদগ্ন্য কোথায় যাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র প্রথমে দশরথ-জনকের নিকট বলিয়া লজ্জিত হইয়া বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের নিকট যাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভার্গব লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু রামের নির্দ্দেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া অগত্যা সেই দিকেই চলিলেন।

যেখানে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র ও জনক-দশরথ অবস্থিত ছিলেন, রাম ও পরশুরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। জামদগ্ন্য তখন সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যাঁহার বিজয়ী শাসন জামদগ্ন্যেও প্রতিষ্ঠিত, এই সেই সৌম্যত্বে অচণ্ড চণ্ডশাসন রাম।"

জনক-দশরথ ভার্গবের অতিগম্ভীর সৌজন্য প্রকাশে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র সকলকে যথারীতি প্রণাম করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। জামদগ্ন্যও বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনাদের ন্যায় বৃদ্ধ গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যে মহাপাপের সঞ্চয় করিয়াছি, রামকর্তৃক দমিত হওয়ায় এক্ষণে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব, তাহার আদেশ প্রদান করুন। মন্বাদি আপনারাই ত প্রথম ধর্ম্মদ্রষ্টা এবং গুরুর নিকট হইতে অনেক প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া আপনারাই ত গ্রন্থসমূহ দ্বারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন,—"বৎস, অদ্যই দেখিতেছি, তুমি শ্রোত্রিয় আমাদের কুলে জন্ম লাভ করিলে। তোমার দুর্বিনয়ে আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আবার সুখী হইয়াছি। বৃদ্ধদের স্বভাবই এই; এক্ষণে প্রকৃত কল্যাণের অনুষ্ঠান হউক। তুমি এক্ষণে পরিশুদ্ধই হইয়াছ।"

বিশ্বামিত্রও কহিলেন,—"বৎস, রামচন্দ্রের দ্বারা যে তোমার পাপ-মোচন হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছি। কারণ, ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় রাজদণ্ডেও পাপের বিশুদ্ধি হয়; সুতরাং প্রজাপালকদিগের নিকটে বশিষ্ঠ আর কি আদেশ করিতে পারেন।"

রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"এই সকলই ভগবান্-সাক্ষাৎকৃত-ব্রহ্মর্ষিগণের প্রসন্নগম্ভীর পবিত্র বচনাবলী।"

দশরথও পরশুরামকে কহিতে লাগিলেন,—"ভগবন্—জামদগ্ন্য

স্বভাবতই পবিত্র। আপনার আবার পবিত্রতার প্রয়োজন কি? তীর্থোদক ও বহ্নির কি শুদ্ধির প্রয়োজন হয়?”

জামদগ্ন্য তখন নির্জ্জনবাসের অভিলাষ করিয়া ভগবতী বসুন্ধরাকে রন্ধ্রদানে প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করিলেন। জনক সে সময়ে তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলে, জামদগ্ন্য যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন সকলে তথায় উপবেশন করিলেন।”

ইহার পর রাজা দশরথ জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“আপনারা জনপদবহির্ভাগে অবস্থিতি করেন, আমরাও নিজ নিজ গৃহকার্য্যেই ব্যস্ত থাকি আমাদের মনোরথবাঞ্ছিত আপনাদের আগমন দীর্ঘকাল পরে বহু পুণ্যফলে আমি লাভ করিলাম। স্তুতিপথের অতীত প্রভাবে প্রদীপ্ত আপনার কি স্তুতি করিব? সমগ্র মহী যাঁহার অকপট দান, তাঁহাকে দান করিবারই বা কি আছে? বিষয়বিরত শান্ত মুনিজনের পরিজনই বা কি করিবে? তথাপি পুত্রগণ সহ দশরথকে আপনার বশংবদ বলিয়াই জানিবেন।”

জামদগ্ন্য উত্তর দিলেন,—“তোমাদের এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; মুনিগণ যাঁহাকে প্রদীপ্ত ধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতির্নিধি ভগবান্ সবিতাই তোমাদের প্রসবিতা; ইহা অপেক্ষা তোমাদের অন্য সম্পদের প্রশংসাবাদের প্রয়োজনই বা কি? আর অপ্রমেয়-মহিমা বশিষ্ঠ বেদের ন্যায় যাহাদের ধর্ম্মগুরু, সেই যাজ্ঞিক ইক্ষ্বাকুবংশীয় তোমরাই প্রকৃত রাজর্ষি। দেবাসুরযুদ্ধে অভয়প্রদ ধনুঃশাসন সপ্তদ্বীপে নিবিষ্ট যজ্ঞযূপশ্রেণীর দ্বারা অঙ্কিত ভূমিসকল, সনাতনকীর্ত্তি ভগবতী ভাগীরথী ও সাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কার্য্যাবলী তোমাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে।”

পরশুরামের কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন,—"রামচন্দ্রের নিকট হইতেই এ সমস্তের শিক্ষালাভ হইয়াছে দেখিতেছি।"

তাহার পর ভার্গব রামচন্দ্রকে তাঁহার বনগমনে অনুমোদন করিতে বলিলে, বিশ্বামিত্রও বিদায় চাহিয়া বলিলেন,—"রঘুজনকগৃহে বিবাহমঙ্গল দর্শন করিলাম। এক্ষণে ভার্গববিজয়ী বৎস রামভদ্রকে অভিনন্দন করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই।"

বিশ্বামিত্রের গমনকথা রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে জানাইলে, বিশ্বামিত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; কিন্তু অনুষ্ঠানের নিত্যতা আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া থাকে। আহিতাগ্নিগণের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম প্রত্যবায়সঙ্কট বলিয়াই জানিবে।"

বশিষ্ঠ বলিয়া উঠিলেন,—"স্বগৃহ হইতে স্বগৃহে যাতায়াত ত স্বেচ্ছাধীন।"

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"তাহাই যদি ভগবানের অনুরোধ হয়, তাহা হইলে, চলুন, দুইজনেই সিদ্ধাশ্রমে যাই। আপনাকে অগ্রে করিয়া উপস্থিত হইলে, মধুচ্ছন্দমাতার সমাদরই লাভ করা যাইবে।"

বশিষ্ঠ তাহাতেই সম্মতি দান করিলেন। জনক-দশরথ বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"ব্রহ্মর্ষিসঙ্গম কতই রমণীয়, কতই মধুর। যাঁহারা পরস্পরে পরস্পরেরই মাহাত্ম্য জানেন এবং অন্যে যাঁহাদের স্বরূপ অবগত নহে, তাঁহাদের বিরোধও পরোপকারের জন্যই উজ্জ্বল হইয়া উঠে; প্রণয়ের ত কথাই নাই।"

সেই সময়ে সীতা দূর হইতে গুরুজনদিগকে অভিবাদনের কথা জানাইলেন, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,—

"বৎসে জানকি! বর্ত্তমান বিজয়মঙ্গলে শ্রেষ্ঠক্ষত্রিয়গৃহিণীগণ তোমার বহুমানসহকারে যে পূজা করিতেছেন, তোমার বিজয়ী বীরপতিকর্ত্তৃক ইন্দ্রের মহাভয় নিবৃত্ত হইলে, শচীও তোমায় সেইরূপ পূজা করিবেন বলিয়া মানস করিয়া থাকুন।"

ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"রাক্ষসগণ অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হউক।"

তাহার পর ঋষিরা আসন হইতে উত্থিত হইলে, অপর সকলেও প্রণাম করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জামদগ্ন্য গমনোদ্যত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"তোমার শান্তি স্থির হউক, প্রত্যগ্‌জ্যোতির প্রকাশ হউক, এবং অন্তঃকরণ শুভ সঙ্কল্প হইতে অভিন্ন হউক।"

তাহার পর বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

জামদগ্ন্যও তাঁহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, পরশুরাম বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষত্রিয়ধ্বংস হইতে নিবৃত্ত হইয়াও আমি যে ধনুর্ধারণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সমিচ্ছেদনের জন্য পরশুর কিছু ব্যবহার হইতে পারে। আমার অভিলাষ এই যে, দণ্ডকারণ্যের পুণ্য সরিত্তটে যে সমস্ত ঋষি বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বিধ্বংসের জন্য লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা তথায় সতত বিচরণ করিয়া থাকে, সেই নিশাচরগণের প্রমথনের জন্য এই ধনুই উপযোগী হইবে, তাই এই ধনুর সহিত তোমাতেই রাক্ষসবধের অধিকার ন্যস্ত করিতেছি।"

এই বলিয়া পরশুরাম রামচন্দ্রকে ধনুঃ সমর্পণ করিলেন। রামচন্দ্রও "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া ধনুকটি আগ্রহসহকারে লইলেন।

ধনুঃসমর্পণ।

Mohila Press, Calcutta.

তাহার পর জামদগ্ন্য বাষ্পাকুললোচনে "আয়ুষ্মন্, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও" বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্রও অশ্রুপূর্ণনয়নে ভার্গবের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিনি কি উপায়ে দণ্ডকারণ্যে যাইবেন, তাহারই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্নেহপ্রবণ গুরুজনেরা যে তাঁহাকে যাইতে দিবেন, রামচন্দ্র তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ভার্গব তাঁহাকে অস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন, অথচ তিনিও পরাধীন; ওদিকে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক তপস্বীরা উৎসারিত হইতেছেন, এরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল।

মাল্যবানের উপদেশক্রমে শূর্পণখা মন্থরার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া মিথিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মন্থরা রামকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। রাম যখন অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ দূর হইতে মধ্যমা মাতার প্রিয়সখী মন্থরার আগমনসংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। রামচন্দ্র মন্থরাকে লইয়া আসিতে বলিলে, লক্ষ্মণ শূর্পণখাবিষ্টা মন্থরাকে লইয়া উপস্থিত হন।

পরশুরামবিজয়ী রামচন্দ্রকে দেখিয়া শূর্পণখার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। সমগ্র সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আবেশে লোচনরসায়ন রামচন্দ্রের সৌম্য শরীরনির্ম্মাণ নিরীক্ষণ করিয়া, সংসারসুখহারী বৈধব্যদুঃখে জর্জ্জরিত শূর্পণখার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র না থাকায়, তিনি সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া স্বকার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মন্থরার মুখ দিয়া কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরদ্বয় রাম-চন্দ্রের দ্বারাই রাজা দশরথকে জানাইবার জন্য প্রকাশ করিলেন।

লক্ষ্মণ মন্থরার হস্ত হইতে কৈকেয়ীর পত্র লইয়া পাঠ করিতে

লাগিলেন,—"এক বরে ভরত রাজ্যভোগ করিবেন, অপর বরে রামচন্দ্র অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে যাইবেন। তথায় বল্কল পরিধান করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিতে হইবে, সীতা ও লক্ষ্মণ ব্যতীত অন্য কোন পরিজন অনুগমন করিতে পারিবে না।"

রামচন্দ্র যে সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাই উপস্থিত দেখিয়া তিনি ইহাকে মহানুগ্রহ বলিয়া মনে করিলেন। কৈকেয়ীর বর তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া দিল; বিশেষতঃ লক্ষ্মণের বিরহ ঘটিবে না বলিয়া তাঁহার মনে আনন্দসঞ্চার হইল। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিতে পারিবেন জানিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বনগমনের ইচ্ছা মন্থরাকে জানাইলে, মন্থরা যে সংসারে রামলক্ষ্মণের ন্যায় কল্পদ্রুম জন্মে, তাহাকে প্রণাম করিতে করিতে অপসৃত হইল।

এই সময়ে মাতুল যুধাজিতের সহিত ভরত আসিতেছিলেন। লক্ষ্মণ সে কথা রামচন্দ্রকে বলিলে, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"ভরতকে আলিঙ্গন না করিয়া আমি ধীরভাবে বনে যাইতে পারিতেছি না; আবার আমাদের প্রবাসদুঃখে কাতর তাহাকে দেখিতে কষ্টবোধ হইতেছে।"

ভরত-যুধাজিৎ উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে জানাইলেন,—"প্রজাবর্গ একমত হইয়া নিবেদন করিতেছে,—"আপনার প্রসাদে ত্রয়ীত্রাতা আপনার পুত্র রাজা রামভদ্রের দ্বারা সনাথ হইয়া সকল লোক পূর্ণকাম হউক।"

দশরথ জনককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কল্যাণকামী প্রজাগণের অনুরোধ আনন্দকর বটে, কিন্তু রাম যাহাদের প্রিয়, সেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র এখানে উপস্থিত নাই।"

জনক উত্তর দিলেন,—"সৎকার্য্য তাঁহাদের পরোক্ষে অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা প্রীতই হইবেন। আর অভিষেককার্য্যের জন্য মন্ত্রজ্ঞ ভগবান্ বামদেবই উপস্থিত আছেন।"

তখন দশরথ বলিলেন,—"তবে জামদগ্ন্যবিজয়োৎসব ও অভিষেক-মহোৎসব এক সঙ্গেই সম্পন্ন হউক। এ মহোৎসবে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই পূরণ করা যাইবে।"

তখন রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া আপনাকে একজন প্রার্থী বলিয়া জানাইলেন। দশরথ তাঁহার কি প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"আপনি মধ্যমা মাতায় যে বরদ্বয়প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি এক্ষণে তাহাই যাচ্ঞা করিতেছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থী।"

দশরথ বলিলেন,—"রঘুবংশীয়েরা সত্যসন্ধ, এ বিষয়ে তোমার সংশয় কেন? তুমি যখন তাহার দূত হইয়া প্রার্থনা করিতেছ, তখন আমি প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদানেও স্বীকৃত।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বরদ্বয়ের কথা পাঠ করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ পড়িয়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল,—রাজা দশরথও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামলক্ষ্মণ তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা জনক বলিয়া উঠিলেন,—"ইক্ষ্বাকু-কুল-তিলক রাজা দশরথের পত্নী, বিশুদ্ধ রাজকুলকন্যা এবং নিজে সাধ্বী হইয়াও কৈকেয়ী এই লোকভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

রাজা দশরথ প্রকৃতিস্থ হইলে, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"তাত, যদি আপনারা সত্যসন্ধ হন, এবং রাম আপনাদের প্রিয় হয়, তাহা হইলে আমাকে এই প্রসাদভিক্ষা প্রদান করুন যেন, আমার মধ্যমা মাতা পূর্ণকামা হন।"

রাজা দশরথ 'তাহাই হউক, আর কি উপায় আছে' এই বলিয়া নীরব হইলেন।

জনক তখন বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎস রামচন্দ্র, হা লক্ষ্মণ! বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ পুত্রে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া যে আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করিতেন, দুগ্ধপোষ্য তোমাদিগকে তাহারই আচরণ করিতে হইল! তবে বৎসে সীতে, তুমিই ধন্যা; কারণ, গুরুজনের আদেশে তুমি পতির অনুগমন করিতে পারিলে!"

সে কথায় দশরথের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি—'হা বৎসে জানকি, বিবাহসূত্র হস্তে থাকিতেই তোমাকে রাক্ষসের উপহার করিতে হইল' এই বলিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে জনকও মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"বৎস, গুরুজন ত অত্যন্ত বিপন্ন দেখিতেছি, ইহার পরিণাম কি হইবে?"

লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—"স্নেহের আবেগে আমাদের বিয়োগদুঃখে ইঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু কি করা যাইবে? মধ্যমা মাতা বিলম্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সুতরাং আমাদিগকে স্নেহ কাতর হইলে চলিবে না।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অতিমানুষ চিত্তবলের প্রশংসা করিয়া সীতাকে আনিতে তাঁহাকে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের আদেশপালনে রত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ভরত তখন যুধাজিৎকে বলিতে লাগিলেন,—"মাতুল, ইহা কি আমাদের গৃহের উপযুক্ত হইল?"

যুধাজিৎ কহিলেন,—"বৎস, আমিও উদ্‌ভ্রান্ত ও সম্মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। পতি মৃত্যুমুখে পতিত,—পুত্রযুগল বনগামী,—অভাগিনী নববধূটিও

রাক্ষসের বলিরূপে প্রক্ষিপ্তা,—লোকসকল নিরাশ্রয়,—আমাদের কুলও কলঙ্কে পরিবৃত। আমার ভগিনীর দৌরাত্ম্যে দেখিতেছি সমস্ত জগৎ বিহ্বল হইয়া উঠিল।"

সেই সময়ে লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সীতা বলিতেছিলেন,—"ভাগ্যক্রমে আমাকেও গুরুজন বনগমনে অনুমতি দিয়াছেন।"

তাহার পর রামচন্দ্র সীতালক্ষ্মণের সহিত পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুধাজিৎকে বলিলেন,—"মাতুল! তাতদ্বয় ও পুত্রবৎসলা মাতারা রহিলেন,—আমরা চলিলাম, আপনি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবেন।"

এই বলিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। যুধাজিৎ, 'আমি তোমাদিগকে বনে বিসর্জ্জন করিতে পারিব না' বলিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন; ভরতও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি কি করিবেন, যুধাজিৎকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে জানাইলেন,—"ভরতও তোমার পাদপরিচারক-রূপে গমন করিতেছে।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"সে ত গুরুজনের আদেশে বর্ণাশ্রমরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছে।"

ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন তাহাই করুক।"

রাম বলিলেন,—"পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও স্বরুচিতে চালিত হওয়া উচিত নহে।"

ভরত উত্তর দিলেন,—"আমার কেবল আপনার অনুগমনমাত্রেই স্বরুচি।"

ইহা শুনিয়া রাম বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"আমি থাকিতে তুমি বা অপর কেহ পিতার নিয়োগ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।"

'তবে হতভাগ্য আমি সত্য সত্যই পরিত্যক্ত হইলাম' এই বলিয়া ভরত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যুধাজিৎ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভরত যুধাজিৎকে তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে বলিলে, যুধাজিৎ ভরতের সহিত পরামর্শ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"বৎস রামচন্দ্র, ভরত তোমার নিকট হইতে শরভঙ্গ ঋষির প্রদত্ত স্বর্ণপাদুকাযুগল প্রার্থনা করিতেছে, তাহার দ্বারা ভরতকে অনুগৃহীত কর।"

রামচন্দ্র তাহা ভরতকে প্রদান করিলে, ভরত পাদুকা লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। রামচন্দ্র দশরথ-জনকের মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য ভরতকে উপদেশ দিলেন। ভরত তখন বলিতেছিলেন,—"আমি নন্দীগ্রামে জটাধারণ ও আর্য্য-পাদুকার অভিষেক করিয়া, যতদিন তিনি প্রতিনিবৃত্ত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিব।"

তাহার পর তিনি রাম-সীতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলে, ভরত বাষ্পাকুল-লোচনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রামচন্দ্র পুনর্ব্বার দশরথ ও জনকের শুশ্রূষার জন্য ভরতকে বলিলেন।

ভরত দেখিলেন, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে জনকের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! হায়! আমার সমস্তই অপহৃত হইল।—"

তাহার পর দশরথ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎস রামচন্দ্র, যাইও না, আমার প্রাণবায়ু পলায়ন করিতেছে,—চারিদিকে আমায় অন্ধকারে ঘেরিয়াছে। মর্ম্মভেদী নবব্যাধি প্রসারিত হইতেছে,—তোমার

মুখচন্দ্রমা একবার চক্ষুঃসমীপে লইয়া আইস,—'বনে যাইব না' এ কথাটি একবার বল,—সহসা আমার প্রতি নিদয় হইও না।".

ক্রমে দশরথ উন্মাদপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, এবং 'হতভাগ্য আমি এক্ষণে কোথায় পবেশ করিব' বলিয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ভরত ও জনক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সে স্থান হইতে লইয়া গেলেন।

রামচন্দ্রের বনবাসসংবাদ সকলেই অবগত হইল। মিথিলাবাসী নর-নারীগণ তাহা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে তাহা লক্ষ্য করিতে কহিয়া বলিলেন,—"দেখ, ভিন্নরুচির লোক সকল এক হইয়া কিরূপ ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে। নরনারীগণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদের অশ্রুবর্ষণে পথসকল কর্দ্দমিত হইয়া মিথিলা নগরে অকালে বর্ষার সূচনা করিতেছে।"—

রামচন্দ্র কহিলেন,—"মাতুল, আপনি ফিরিয়া যান, ভরতকে আপনার হস্তেই সপর্পণ করিলাম।"

যুধাজিৎ উত্তর দিলেন,—"আমাকে তোমার অনুগমন করিতে দাও।"

সে কথায় রামচন্দ্র বলিলেন,—"ছি, ছি, ও কথা বলিবেন না। আপনারা গুরুজন, আমরাই আপনাদের অনুগমন করিব,—আপনাদিগকে আমাদের অনুগমন করা উচিত নহে। আর আমাদের তিনজনেরই বনে যাইবার জন্য আদেশ।"

যুধাজিৎ বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি একাকী অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি? ঐ দেখ, আবাল-বৃদ্ধ প্রজাবৃন্দ আগমন করিতেছে। আরও দেখ, অযোধ্যাবাসী পূজনীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ মিথিলাবাসীদের সহিত যজ্ঞপাত্রনিচয় স্কন্ধে গ্রহণ, পত্নীহস্তে হোমাগ্নি প্রদান ও হোমধেনুসকল অগ্রে স্থাপন করিয়া, বাজপেয় যজ্ঞে ব্যবহৃত স্ব স্ব ছত্রহস্তে তোমার আতপতাপ-নিবারণের জন্য ধাবিত হইতেছেন।"

এই সমস্ত দেখিয়া রামচন্দ্রও বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তিনি যুধাজিৎকে কহিলেন,—"মাতুল, গুরুজনেরাই শিশুদিগকে ধর্ম্মভ্রংশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি মহাজনদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করুন।"

এই বলিয়া যুধাজিতের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমি প্রজাদিগকে বুঝাইয়াই বা কোথায় যাইব? হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! হে জনকনন্দিনি! তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি,—এ পাপী কিন্তু নিবৃত্ত হইতেছে,—তোমাদের কল্যাণ হউক।"

এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধাজিৎ আবার বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীরামচন্দ্রের এই লোকপাবনী চারিত্রপত্রিকা প্রতি মন্বন্তরে সর্ব্বভূতদ্বারা গীত হইয়া পরিব্যাপ্ত হউক।"

তাহার পর তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রামলক্ষ্মণও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে লক্ষ্মণ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদপতি গুহের সেই প্রদেশ পর্য্যন্ত বিরাধ রাক্ষসের উপদ্রবের কথা রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

রামচন্দ্র তখন উত্তর করিলেন,—"তাহা হইলে, প্রথমে হতভাগ্য বিরাধের প্রমথনের জন্য প্রয়াগ-সন্নিহিত মন্দাকিনী-সংলগ্ন পবিত্রসানু চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া, রাক্ষসবিনাশের নিমিত্ত ঋষিগণের উপসেবিত পুণ্য-সলিল-পরিপূর্ণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইবে। অবশেষে গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকটবর্ত্তী জনস্থানে যাওয়া যাইবে।"

তাহার পর তাঁহারা সেই সেই স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন।

(৫)

রামচন্দ্রের বনগমনের কষ্ট রাজা দশরথ সহ্য করিতে পারিলেন না। পুত্রশোকে কাতর বৃদ্ধ রাজা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন,

অযোধ্যায় হাহাকার পড়িয়া গেল। ব্রহ্মবিদ্ জনকের চিত্তও আন্দোলিত হইতে লাগিল।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, রামচন্দ্র পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ পাইলেন। শোকে কাতর হইলেও ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মস্থ হইয়া উঠিলেন। বিরাধ-বিনাশের পর রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে শরভঙ্গমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন; সে সময়ে মুনিবর হোমাগ্নিতে তনু সমর্পণ করিতেছিলেন। তথা হইতে সুতীক্ষ্ণাদি মুনিগণের নিকট গমন করেন; অবশেষে অগস্ত্যমুনির বচনানুসারে পঞ্চবটীবনে আশ্রয় লন। সেইখানে সূর্পণখা কামভাব প্রকাশ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দেন: ইহাতে রাবণের অপমানবোধে রাক্ষসেরা রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণের জন্য প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতে থাকে। একাকী রামচন্দ্র চতুর্দ্দশাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং তাহাদের নেতা খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিমেষমধ্যে নিহত করিয়া ফেলেন। রাবণের নিকট সে সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কাবেরীবেষ্টিত মলয়াচলের কন্দরে গরুড়পুত্র বিহগবৃদ্ধ সম্পাতি গৃধ্ররাজভ্রাতা জটায়ুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। জটায়ু সে সময়ে আকাশতল হইতে নিপতিত হইতেছিলেন। তাঁহার বৃহৎ পক্ষ দুইটির সঙ্কোচবিকাশে দিক্‌সকল ক্ষণে দৃষ্ট ও ক্ষণে অদৃষ্ট হইতে লাগিল; নীহারীকৃত মেঘসমূহ হইতে মুক্তকম্পিত বিদ্যুদ্‌রাশি স্ফুরিত হইয়া উঠিল; পর্ব্বতের শিলাখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; পক্ষকম্পের বেগানিলে সমুদ্রবক্ষে বাড়বানল ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল; সলিলরাশি সঞ্চালিত হইয়া অসংখ্য রন্ধ্রের সৃষ্টি করিল এবং সেই সমস্ত রন্ধ্রদ্বারে বায়ু প্রবেশ করিয়া পাতালদেশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সেই বায়ুপূরিত পাতালতল আদিবরাহের কণ্ঠকুহর হইতে বিনির্গত ভৈরব

নিনাদের ন্যায় ও অকালে কালরাত্রির মেঘের মত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

মলয়পর্ব্বতে অবতরণ করিয়া জটায়ু পক্ষবিহীন দ্বিতীয় শৈলেন্দ্রের ন্যায় অগ্রজ সম্পাতির নিকট অগ্রসর হইতে হইতে নিজেরও জরা-জর্জ্জরিত দেহের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। প্রভাবশালী কালের জরাশক্তি যে অন্যান্য শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা তিনি উড্ডয়ন-ক্লান্তিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন। মন্বন্তর-পুরাণ গৃধ্ররাজ অগ্রজ সম্পাতিকে দেখিয়া জটায়ুর জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের কথা মনে পড়িল। পুরাকল্পে যখন তিনি ক্রীড়াচ্ছলে উড্ডীন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের নিকট গমন করিতেন, তখন উত্তাপনিবারণের জন্য সম্পাতি যে তাঁহার উপর স্বীয় পক্ষ বিস্তার করিয়া দিতেন, জটায়ু তাহাই স্মরণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিনি অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, সম্পাতিও তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"বীর গরুত্মান্‌কর্ত্তৃক পিতামহী বিনতার ন্যায় মাতা শ্যেনীও গৃধ্ররাজচক্রবর্ত্তী তোমা কর্ত্তৃক পুত্রবতী হইয়াছেন।"

তাহার পর উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া রামচন্দ্র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

রামচন্দ্রের পিতৃশোক, বিশ্রুতপোবয়োবৃদ্ধগণের সংযোগে, তাঁহার স্বাভাবিকী ধীরতায় ও ন্যায্য লোকরক্ষার অধিকারে তাহার উপশম, বিরাধবধ, শরভঙ্গের আশ্রমে গমন, সুতীক্ষ্ণাদি মুনিদর্শন, অবশেষে পঞ্চবটী-প্রবেশ—সমস্তই আলোচিত হইল।

পঞ্চবটীর কথা প্রথমে সম্পাতির স্মরণ হয় নাই; তাহার পর জনস্থানে গোদাবরীতটস্থ পঞ্চবটীর কথা তাঁহার মনে পড়িলে, তিনি বিষয়বাহুল্যে ও বহুকাল গত হওয়ার জন্য স্মৃতিলোপের কথা বলিতে লাগিলেন।

কল্পের আদিতে যে সময়ে চারুগঙ্গাপতাকাশোভী ত্রিবিক্রমের চরণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্কগণের সীমাবলয় সপ্তম সমুদ্রের সমীপগত লোকালোক পর্ব্বত-প্রান্তদেশে সন্নিবিষ্ট থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্তই তাঁহার সুপরিচিত ছিল বলিয়া সম্পাতি জানাইলেন।

পঞ্চবটীতে সূর্পণখার কামভাবপ্রকাশের আলোচনায় সম্পাতি বলিলেন,—"অনেকযুগজীবিনী এবং ত্রেতায় যাহার ত্রয়োদশ যুগ পূর্ণ হইয়াছে, সেই কামুকী দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি মনোভাব প্রকাশ করিতে কি বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হইল না!"

তাহার পর তাহার নাসাকর্ণ ও ওষ্ঠচ্ছেদনের কথা এবং খর-দূষণাদি রাক্ষসসমূহের বিনাশের প্রসঙ্গও আলোচিত হইল।

সম্পাতির নিকট এ সমস্ত প্রথমে বিস্ময়কর বোধ হইলেও, দাশরথি রামচন্দ্রের পক্ষে কিছুই অদ্ভুত নহে বলিয়া, তাঁহার ধারণা জন্মিল। কিন্তু ইহাতে রাবণের সহিত রামচন্দ্রের ঘোরতর শত্রুতা উপস্থিত হইবে, সে কথা তিনি জটায়ুকে বুঝাইয়া দিলেন।

সম্পাতি বলিতে লাগিলেন,—"দশানন সহোদরার বিকৃতি ও বারংবার স্বজনবধ কখনও সহ্য করিতে পারিবে না। সেই মদান্ধ মায়াবী প্রভাবশালী অমিতবীর্য্য ও সমীপচারী শত্রুর হস্ত হইতে শিশুদিগকে কৌশলে রক্ষা করিতে হইবে।"

তাহার পর তিনি সমুদ্রে আহ্নিকাদি করিয়া রামচন্দ্রপ্রভৃতির কল্যাণ-চিন্তার জন্য তথা হইতে অপসৃত হইলেন। জটায়ুও আকাশে উড্ডীন হইয়া, প্রলয়মরুতের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে বিপুল অন্তরীক্ষকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে যেন পান করিতে করিতে মলয়গিরি হইতে অতিক্রান্ত বৃক্ষসমাকীর্ণ স্বীয় নিবাস প্রস্রবণ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন।

জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী এই প্রস্রবণগিরি ঘনতরুরাজিতে নিবিড় স্নিগ্ধ-শ্যামল অরণ্যে সমাচ্ছন্ন গোদাবরীর সলিলরবে মুখর কন্দরসমূহে পূর্ণ হইয়া, সততপরিব্যাপ্ত মেঘমালায় মেদুরনীলশ্রী ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছিল। পঞ্চবটী তাহারই নিকটে অবস্থিত থাকে।

সূর্পণখার অবমাননায় রাবণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি প্রথমে সীতাহরণে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎপর হন। তাঁহার আদেশে মারীচ চিত্রমৃগরূপ ধারণ করিয়া, রামলক্ষ্মণকে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলে, রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সীতার নিকটে কুটীরে উপস্থিত হন। তাহার পর নিজ রূপ ব্যক্ত করিয়া সহস্রাধিক পিশাচবদন গর্দ্দভচালিত রথে সীতাকে আরোহণ করাইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করেন।

জটায়ু প্রস্রবণগিরি হইতে সে সমস্ত জানিতে পারিয়া রাবণকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া কহিলেন,—"যে বিশ্বেশ্বরগণ প্রলয়কালে বেদরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশকেতন বেদব্রতস্নাত পাত্তলজাত তপোদীপ্ত রাজসাধু তোমার এরূপ ক্ষুদ্রপ্রবৃত্তি নিন্দনীয় দুর্মতির উৎপত্তি হইল কেন?"

রাবণ সে কথায় কর্ণপাত না করায়, জটায়ু বলিতে লাগিলেন,—"কি! তুমি আমায় অবজ্ঞা করিতেছ? তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর,—এই শ্রেণীভূত শীঘ্রই তাহার বজ্র দ্বারা তোমার মস্তকাস্থি চূর্ণ করিয়া দেহবিবর হইতে ত্বক্, মেদ, ক্লোম, প্লীহা, যকৃৎ, উষ্ণরক্ত, স্নায়ু ও অন্ত্রমালা বাহির, এবং অত্যুগ্র নখকরপত্রে অস্থিনিকরে শব্দ উৎপাদন করিয়া ছিন্ন গ্রীবা-সকলের ধমনীযুক্ত অঙ্গে তৃপ্তিলাভ করিতেছে।"

এই বলিয়া জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করিবার জন্য বেগভরে ধাবিত হইলেন।

জটায়ু ও রাবণের সংঘর্ষে জটায়ুকেই প্রাণ হারাইতে হইল। প্রাণ-ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্মণকে রাবণকর্তৃক সীতাহরণের কথা জানাইয়া দিলেন। জটায়ুর অন্তিম সংকারের পর লক্ষ্মণ বনে বিচরণ করিতে করিতে সীতাকে স্মরণ করিয়া 'আর্য্যে, তুমি কোথায়' বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মারীচ-মায়ায় রামচন্দ্রের দশাবিপর্য্যয়ে তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল। সেই মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ ও চঞ্চলশোকাগ্নিস্বরূপ রামচন্দ্র অতিকষ্টে যে হৃদয়স্পর্শিনী জ্বালায় প্রপীড়িত দেহভার বহন করিতেছেন, তাহা লক্ষ্মণের মনে হইতে লাগিল। বাস্তবিক সে সময়ে কুটিলভ্রূভঙ্গিতে ব্যক্ত, অথচ অন্তঃস্ফুরিত ধৈর্য্যে স্তম্ভিত ও দুঃখে নিয়মিত প্রচণ্ড কোপানল বহন করিয়া রামচন্দ্রকে উদ্গতধূম প্রজ্বলিত বাড়বানলে আচ্ছন্ন সমুদ্রের ও বিদ্যুদ্দামে সূচিত বজ্রগর্ভ জলদের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল।

যে দিকে লক্ষ্মণ বিচরণ করিতেছিলেন, রামচন্দ্রও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিতেছিলেন,—"সীতা-হরণের অপমান সুতীক্ষ্ণ বজ্রকীলকের ন্যায় আমার হৃদয় ভেদ করিতেছে। সঙ্কোচিত চিত্ত যেন ঘোর অন্ধতমসে নিমগ্ন হইতেছে, পিতৃসম জটায়ুর মরণশোকও আমাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতীকারের কোনই উপায় দেখিতেছি না। আবার অভাগিনী সীতার প্রতি করুণা আমার মর্ম্মস্থলকে যেন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে।"

রামচন্দ্রের কথায় তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর বুঝিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন,—"আর্য্য, লোকোত্তর-কর্ম্মা পুরুষগণের অতিকষ্টেও মুহ্যমান হওয়া উচিত নহে।"

ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"বৎস, রামের কর্ম্মসকল লোকোত্তরই বটে,কারণ, যাঁহাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ত্রিভুবন অকুতোভয়ে

বিরাজ করিত, সেই সূর্য্যবংশকেতু প্রাচীন নৃপতিসকল আমারই দ্বারা অবমানিত হইয়াছেন; কল্পান্তস্থায়ী সাধু জটায়ু আমারই জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং লোকে যাহা না করে, আমি তাহাও করিয়াছি। কারণ, আমারই দোষে আমাকে পত্নী হারাইতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র জটায়ুকে স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তাত, কাশ্যপ শকুন্তরাজ, ভবাদৃশ মহাতীর্থভূত সাধুর উৎপত্তি আর কোথায় হইবে?"

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,—"এখনও তাতপাদের অন্তিম অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—'যাহাকে তুমি ওষধির ন্যায় বনে বনে অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতার সহিত রাবণ আমারও প্রাণ হরণ করিয়াছে।' অনন্তর তিনি বীরলোকে প্রস্থান করিলেন।"

জটায়ুর কথাগুলিতে যে রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এই সকল অবমাননার কিরূপ প্রতিশোধ লইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। পূর্ব্বে তাঁহার রাক্ষসবধের ইচ্ছা ছিল বটে, কারণ, তাহারা নানা কারণেই বধ্য; কিন্তু তাহাদের বধমাত্রে তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। আবার রাক্ষসকুল-বিধ্বংস ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড পিণ্ডীভূত রুদ্ধ অন্তর্মুখ ক্রোধানল তাঁহাকে শুষ্ক করিতে করিতে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া, অন্য কোন দাহ্যবস্তু না পাওয়ায়, বাড়বানলের সমুদ্রদহনের ন্যায় তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন তিনি আপনার পরিত্রাণের জন্য লক্ষ্মণের নিকট অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ আর কি করিবেন, তিনি তাঁহাকে সে স্থান হইতে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেই অভিলাষী হইলেন।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"মৃগ-যূথের বিচরণক্ষেত্রে ও শ্বাপদকুলের আবাসগহ্বরে ব্যাপ্ত এই অরণ্য দক্ষিণমুখে প্রসারিত হইয়াছে। চলুন, আমরা এই পথ ধরিয়া গমন করি।"

রামচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে লক্ষ্মণের সহিত যাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ইঁহারা আর কখনও জনস্থান-বিভাগ দেখেন নাই।

আসিতে আসিতে লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"তাত জটায়ুর অগ্নি-সৎকারের পর আমরা পঞ্চবটী হইতে অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, জনস্থানের সীমা আমাদিগের নিকট হইতে বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের সম্মুখস্থিত ভীষণ অরণ্য দেখিয়া মনে হইতেছে, জনস্থানের পশ্চিম এই বনস্থলই দনু-কবন্ধের আবাস কুঞ্জবন নামে দণ্ডকারণ্য-বিভাগ।

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"তাহা হইলে সেই কান্তার-মণ্ডুককে একবার দেখিতে হইবে।"

সেই সময় বনমধ্য হইতে এই শব্দ উত্থিত হইল,—"কে কোথায় আছ, দুরাত্মা রাক্ষস-কবন্ধের হস্ত হইতে অবলাকে রক্ষা কর। আমি সিদ্ধা তাপসী শ্রমণা,—মতঙ্গাশ্রমে আমার আবাস,—শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণে আমি যাইতেছি।"

রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে যাইতে আদেশ দিলেন; লক্ষ্মণও সে আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

নির্জ্জনে থাকিয়া রামচন্দ্র সীতার জন্ম আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"প্রিয়ে, তুমি কোথায়? একবার তোমার মধুর কথা শুনাও; অথবা পরাভূত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিলাপ-বিনোদও দুর্লভ। রাবণ অনিন্দ্য হইয়া বিচরণ করিতেছে, আর নিন্দা আমাকেই আশ্রয় করিল; কারণ, রাবণ নানাপ্রকারেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইল।"

অল্পক্ষণ পরে লক্ষ্মণ শ্রমণার সহিত উপস্থিত হইলেন। অবশ্য, তিনি কবন্ধ নিপাত করিয়া তাহার হস্ত হইতে শ্রমণাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাক্ষসকুতূহলী রামচন্দ্র যে সেই দীর্ঘবাহু কবন্ধের ক্রূরদন্ত-করপত্রে ছিন্ন প্রাণিগণের রুধিরধারায় সিক্ত শ্মশ্রুগুচ্ছে ভূষিত বক্ত্র ও বিকটাকার দেহ দেখিতে পাইলেন না, তজ্জন্য লক্ষ্মণের অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মণমুখে রামচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া, শ্রমণা তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার অন্বেষণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রমণা বলিতে লাগিলেন,—"রাবণানুজ বিভীষণ, খরদূষণত্রিশিরাদির নিধনের পর স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, মিত্র সুগ্রীবের আশ্রয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আপনাকে এই পত্রখানি দিয়াছেন।"

শ্রমণা পত্রখানি রামচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলে, লক্ষ্মণ তাহা লইয়া পড়িতে লাগিলেন,—"স্বস্তি, রামদেবকে প্রণামপূর্ব্বক বিভীষণ জানাইতেছে,—আমাদের ন্যায় হতভাগ্যদিগের দুইটিমাত্র উত্তমা গতি আছে,— এক উন্নত ধর্ম্মের সেবা, অথবা ধর্ম্মগোপ্তা আপনার আশ্রয়গ্রহণ।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"প্রিয়সুহৃৎ লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণের পত্রের কি উত্তর দেওয়া যায়?"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"যখন তাঁহাকে 'প্রিয়সুহৃৎ' বলিলেন, তখন আর কি অবশিষ্ট রহিল?"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তোমার কথা যথার্থই বটে।"

শ্রমণাও বলিয়া উঠিলেন,—'অনুগৃহীত হইলাম।' অনন্তর তিনি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার নিক্ষিপ্ত অনসূয়া-নামাঙ্কিত উত্তরীয় রামপক্ষপাতী সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান্-প্রভৃতির নিকট থাকার কথা উল্লেখ করিলে, রামচন্দ্র 'হা মহারণ্যবাস-প্রিয়সখি, বিদেহরাজপুত্রি' বলিয়া আক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি সেই অকারণহিতৈষী লোকপূজ্য মহিমা-মণ্ডিত মহাত্মাদিগকে এবং সীতার চিরপরিচিত অভিজ্ঞান দর্শন করিবার জন্য ঋষ্যমূকে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রমণা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

যাইতে যাইতে হনুমানের বীরত্বকথা-প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ ও শ্রমণার আলাপ হইতে লাগিল। হনুমান্ জন্মিয়াই অদ্ভুত কার্য্যকলাপের দ্বারা কিরূপে দেবাসুরগণকে ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—ইন্দ্র, বায়ু ও বালীর বীর্য্য কিরূপে একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান আছে, অঞ্জনানন্দন বায়ুপুত্রের সেই সমস্ত ক্ষমতার কথা তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে শ্রমণা বালীর ক্ষমতার পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"যাহারা নারিকেলরসের ন্যায় গণ্ডূষে সমুদ্রজলপান, মন্দার, ডুম্বর প্রভৃতি ফলের ন্যায় পর্ব্বতসকল উৎক্ষিপ্ত, এবং ব্রহ্মাণ্ডকে আপনাদের বাসক্রমের ন্যায় কম্পিত ও ভগ্ন করিতে পারে, হনুমানের ন্যায় সেইরূপ অসংখ্য বীর্য্যবান্ বানর বালীর চরণবন্দনা করিয়া থাকে।"

কিছু দূর যাইয়া সকলে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সজ্জিত কবন্ধের চিতাশয্যা দেখিতে পাইলেন। চিতা তখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই চিতাগ্নিতে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া নিত্যতৃপ্ত কবন্ধের বিপুল রুধিরপ্রবাহের পাক হইতেছিল। স্তূপমাংসের বন্ধনচ্যুত হইয়া নলকাস্থি-সকল টঙ্কার করিয়া উপরে উঠিতেছিল, মেদসকল তরল হইয়া বুদ্বুদযুক্ত তরঙ্গ তুলিতেছিল।

সহসা সেই শ্মশানতল হইতে এক দিব্য পুরুষ উত্থিত হইলেন। তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। দিব্যপুরুষ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, তিনি শ্রী-নামে অপ্সরার পুত্র দনু; শাপপ্রভাবে তিনি

রাক্ষস হইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রায়ে তাঁহাকে কবন্ধ হইতে হয়। তিনি রামচন্দ্রের আশ্রয়ে পবিত্র হইয়াছেন,—এ কথাও ব্যক্ত করিলেন।

রামচন্দ্র তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলে, দনু আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি মাল্যবান্‌কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য এই হিংসাদূষিত অরণ্যে আসিয়াছিলাম, সে পাপকথা আর স্মরণ করিয়া কাজ নাই। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমার যে সহজ জ্ঞানজ্যোতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,তাহাতে কোন একটি বিষয় আমার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতেছে,—আপনি আমার মহোপকারী; এজন্য আপনাদের প্রত্যুপকারার্থ তাহা বলিতেছি। মাল্যবানের প্রার্থনায় বালী আপনাদের বধের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, রাবণের সহিত মিত্রতার অনুরোধে তাঁহার এই অঙ্গীকার।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"চরিত্রবান্ বীরদিগের এইরূপ রীতিই বটে; তাঁহার সদৃশ ব্যক্তি সুহৃৎকার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন না, আমারও সেই মহাবীরকে দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিতেছে।"

সে কথায় সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"রামদেব ভিন্ন এ কথা আর কে বলিতে পারে?"

রামচন্দ্র দনুর সৌজন্যে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে স্বর্লোকে গিয়া আনন্দ করিবার জন্য বলিলে, দনু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ শ্রমণাকে বালী ও রাবণের মৈত্রী-বন্ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রমণা বলিতে লাগিলেন,—"কৈলাস উত্তোলন ও ত্রিভুবন জয় করিয়া গর্ব্বিত দশানন বাহুযুদ্ধের জন্য উৎসুক হইলে, বালী তাঁহাকে কক্ষমধ্যে স্থাপিত করিয়া সপ্তসমুদ্রে সন্ধ্যাসমাপনের পর, তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া, অবনত রাবণ বালীর নিকট মিত্রতা প্রার্থনা করায়, বালী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন।"

লক্ষ্মণ রাবণের বীরত্বের আতিশয্য মনে না করায়, রামচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"এইরূপ উত্তরোত্তর বীরভাবেই বীরলোক বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।"

ক্রমে তাঁহারা পর্ব্বতাকার এক প্রকাণ্ড অস্থিস্তূপের নিকট উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ শ্রমণাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রমণা তাহাকে বালীর যশোরাশির ন্যায় ও তাঁহাকর্ত্তৃক নিহত মহিষরূপধারী দুন্দুভিদৈত্যের অস্থিনিচয় বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তাহা অতিক্রম করা অসাধ্য মনে করিয়া লক্ষ্মণ অন্যপথে যাইবার ইচ্ছা করিলে, রামচন্দ্র পদাঙ্গুষ্ঠাঘাতে তাহাকে দূরে অপসৃত করিয়া দিলেন। দেখিয়া বিস্ময় সহকারে শ্রমণা বলিয়া উঠিলেন,—"ইন্দ্রতনয় কপীন্দ্র বালী দুন্দুভিদৈত্যের যে অস্থি হস্তদ্বয়ে গিরিবৎ মথিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অকালশুভ্রমেঘস্পর্দ্ধী তাহার সেই কঙ্কালস্তূপ রামদেব পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতেই এখান হইতে বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া উৎক্ষেপ করিয়া দিলেন।"

ইহার পরই ঋষ্যমূক ও পম্পাসরোবরের সমীপবর্ত্তিনী প্রশান্তগম্ভীরা নীলবিপুলশ্রী অরণ্যগিরিভূমি দেখা যাইতে লাগিল, এবং সম্মুখে মতঙ্গাশ্রমও তাঁহাদের নয়নপথে নিপতিত হইল। সেই আশ্রমপদ বহুকাল হইতে প্রাণিশূন্য হইলেও, তথায় সোমপত্রাদি নানা উপকরণ ও কুশরাশি বিস্তৃত ছিল, সমিধযুক্ত অগ্নিদেব ঘৃতগন্ধ বিকিরণ করিতে করিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া রামচন্দ্রের মনে তপস্বিগণের প্রয়োজন চিন্তার অতীত বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তথায় মত্তপক্ষিগণের আরোহণে বেতস লতা হইতে চ্যুত পুষ্পরাশিতে সুবাসিত, শীতস্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ, নির্ঝরিণীনিচয় শ্যামজম্বুনিকুঞ্জে নিপতিত পক্বফলের শব্দে মুখরিত হইয়া শতস্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্লুকগণের প্রতিশব্দগম্ভীর নিষ্ঠীবনযুক্ত আরাব-সকল

একটি মিলিত ধ্বনি বলিয়া বোধ হইতেছিল; গজবিদলিত শল্লকী-বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকলের রসোত্থিত শীতল, কটু ও কষায় গন্ধের মিলনও অনুভূত হইতে লাগিল। সেই মনোরমা বনস্থলীতে সমীরান্দোলিত কদম্বকুসুম-ভূষিত কাননের প্রতি রামচন্দ্র ধনুর্হস্তে ধীরভাবে বাষ্প-বিগলিত-লোচনে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। প্রস্ফুটিতকদম্বশোভিত তরুরাজি, কলকণ্ঠ ময়ূরগণের নৃত্য, গিরিশিখরে তমালকুসুম-নীল নব ঘন নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সেই সময় বনভূমি কম্পিত করিয়া শব্দ উত্থিত হইল,—"মাতামহ, আপনি ফিরিয়া যান; আপনার নিয়োগে, অনুচিত হইলেও আমি সেই সাধুর বিনাশসাধন করিব। আপনি পূজ্য ব্যক্তি। কারণ, যিনি মিত্রের গুরু, তাঁহাকে আমিও গুরু বলিয়া স্বীকার করি।"

বালী মল্যবান্‌কেই ঐ কথা বলিতেছিলেন। লক্ষ্মণ তাহা বুঝিতে না পারায়, কে এরূপ উক্তি করিতেছেন জানিতে চাহিলে, শ্রমণা বালীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ দেখুন, ইন্দ্রদত্ত হেম-কমল-মালায় ভূষিত, সন্ধ্যা-রাগ-জড়িত ও বিদ্যুদ্দাম-শোভিত জলদের ন্যায় কপিলাঙ্গ বালী স্ব-শরীরে পর্ব্বত আবরণ ও সেই গৈরিকাঙ্ক গিরির শোভা ধারণ করিয়া বেগভরে মধ্যাকাশে যেন সীমান্তরেখা বিস্তার করিতেছেন।"

লক্ষ্মণ তখন সেই সংগ্রাম-দান-প্রিয় ইন্দ্রতনয়কে দেখিতে পাইলেন; রামচন্দ্রও তাঁহাকে মহাবীর বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

আকাশতল প্রতিধ্বনিত করিয়া বালী তখন বলিতেছিলেন,—"আমি আলবাল-স্বরূপ লোকালোক পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া সপ্তম সমুদ্রের জলপ্রবাহ ছুটাইয়া ত্রিভুবনকে শিথিলগ্রন্থি, পাতালমূল একেবারে উৎপাটিত, আদিত্যচন্দ্রস্তবককে বিক্ষিপ্ত ও তারাপ্রসূনরাশি অধঃপাতিত করিয়া,

ব্রহ্মাণ্ডকেও কাঁপাইয়া তুলিতে পারি; কিন্তু ঐ কার্য্যে আমার অত্যন্ত বিষাদ জন্মিতেছে। লোকে ঈদৃশ অনুচিত কার্য্যের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অন্যায় গহ্বরে নিপতিত হয়। রাবণের সহিত মৈত্রীবন্ধন স্মরণ করাইয়া মাল্যবান্ কিনা রামচন্দ্রের বধে আমাকে নিযুক্ত করিল! হায়, কি কুগ্রহ! প্রাতঃকাল হইতে আমাকে অনুরোধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা পরিত্যাগ করাইয়া তবে সে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। নিজের সরলতায় শুদ্ধ রাম-চন্দ্র মায়াবী শত্রুগণের দৌরাত্ম্যে বঞ্চিত হইয়াও আমার গৃহে আগমন করিলেন; আমি কিন্তু সেই জগৎপূজ্য ধর্ম্মাত্মা অতিথির উপযুক্ত কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না; এমন কি, একটি প্রিয় বাক্যও উচ্চারণ করিলাম না। পাপী আমাকে ধিক্, আবার কিনা শত্রুর ন্যায় তাঁহার বধে উদ্যত হইতেছি। চরমুখে শুনিলাম, সুগ্রীবেরও অজ্ঞাতে বিভীষণ শ্রমণাকে রামচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছে। রামচন্দ্রও তাহাকে লঙ্কার আধিপত্যপ্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা মতঙ্গাশ্রমের নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব সেইখানেই অবতরণ করা যাউক।"

এই বলিয়া বালী ভূতলে নিপতিত হইলেন, এবং 'কে কে এখানে' এই বলিয়া রাম-লক্ষ্মণের নিকট যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"পরশুরামের বিজেতা, সত্যধর্ম্মাভিরাম, প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে আমি এখানে আসিলাম; তাঁহার দর্শনে চক্ষু সফল হইবে বটে, সঙ্গে সঙ্গে দর্পকণ্ডুয়নও রমণীয় ভাব ধারণ করিবে।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাঁহার অবস্থিতির কথা জানাইতে বলিলে, লক্ষ্মণ রামের অবস্থান জানাইয়া বালীকে অগ্রসর হইতে বলিলেন, বালীও তাঁহাকে লক্ষ্মণ বলিয়া বুঝিয়া লইলেন।

রামচন্দ্রকে দেখিয়া বালী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইনিই

কি সেই চরিতাভিরাম ধর্ম্মৈকবীর, প্রকাণ্ড পুরুষ রামচন্দ্র? যিনি আপনার অদ্ভুত পর-চরিত্রের দ্বারা পূর্ব্ব-চরিত্র অতিক্রম করিয়াছেন?”

তাহার পর তিনি প্রকাশ্যে বলিয়া উঠিলেন,—“রাম! আনন্দ, বিস্ময় অথবা দুঃখেরই জন্ম তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমার দর্শনের পর চক্ষুর তৃপ্তি আর কোথা হইতে আসিবে? আমি কিন্তু তোমার সঙ্গসুখ অনুভব করিতে পারিতেছি না। বৃথা বাক্যব্যয়ে আর প্রয়োজন কি? এক্ষণে যে হস্তে বিখ্যাত বীর জামদগ্ন্যকে দমন করিয়াছিলে, তাহাতে ধনুর্গ্রহণ কর।”

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“ভাগ্যে অদ্য তোমার দর্শনলাভ ঘটিল, এবং তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু অশস্ত্র তোমায় সশস্ত্র রাম কিরূপে আক্রমণ করিবে?”

সে কথা শুনিয়া বালী হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,— “অহে মহাক্ষত্রিয়, আমি তোমার অনুকম্পার যোগ্য নহি; তবে কেন আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ? জগতে সকলেই আমাদের চরিত্র বিদিত আছে। কথায় আর কি জানাইব, তুমি সজ্জিত হও; সত্যপ্রিয় তুমি মনুষ্য সত্য; সুতরাং তোমার অস্ত্রধারণের প্রয়োজন আছে। আমরা প্রায়ই বিনা অস্ত্রে জয়লাভ করিয়া থাকি। যদি তুমি শস্ত্রগ্রহণের জন্য নিতান্তই অনুরোধ কর, তাহা হইলে এই সমস্ত পর্ব্বতই আশ্রয় করা যাইবে, এবং উহারাই বানরদিগের শস্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। তাহা হইলে আইস, একটি যুদ্ধোপযোগী স্থলে আশ্রয় লওয়া যাউক।”

শুনিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—“এই মহাভাগ স্বজাতির রীতি অনুসারেই যুদ্ধধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হইতেছে।”

তখন বালী ও রাম পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—“তোমার

সহিত বীরলোকের মহোৎসব সংগ্রাম শ্লাঘ্য হইলেও তোমার আক্রমণে বসুন্ধরা অধীরা হইবেন।”

তাহার পর তাঁহারা যুদ্ধের জন্য রণস্থলের অন্বেষণে গমন করিলেন। উপযুক্ত স্থানলাভের পর উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। রামচন্দ্রের কার্ম্মুকাস্ফালনে বালী অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মেঘগর্জ্জনের মত অবিরত গম্ভীর হুঙ্কার করিতে করিতে, গুঞ্জাফলের স্থায় রক্তাভ বদনব্যাদানে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ক্রোধোত্থিত বিদ্যুন্নিভ উচ্চ পিঙ্গলবর্ণ লাঙ্গুল পতাকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। বালী গগনাঙ্ক স্থগিত করিয়া দর্পভরে ও উদ্‌ভ্রান্তভাবে অঙ্গসকল সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন।

বানরগণ এই রণরবে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল। সুগ্রীব বিভীষণকে বলিলেন,—“সখে, নবঘনগর্জ্জনের ন্যায় আর্য্য বালীর ধ্বনিই শুনা যাইতেছে, আর ঐ ভয়ানক জ্যানির্ঘোষই বা কাহার? পিনাকী কি পিনাক আস্ফালন করিতেছেন?”

তাহার পর সুগ্রীব ও বিভীষণ সেই সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া তাহাতে যোগদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। অন্যান্য বানরযূথপতিরাও পর্ব্বত-শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও তখন ধনুকে জ্যা আরোপণের জন্য উদ্যত হইলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র শরপ্রহারে বালীর শরীর, দুন্দুভিদৈত্যের খর্পর, সপ্ততাল, গিরি ও মহাতল ভেদ করিয়া ফেলিলেন।

বালী তখন স্বপক্ষকে বলিতে লাগিলেন,—“আমার হিংসা-শপথে বিভীষণ ও সুগ্রীবের মতি প্রসন্না হউক। হে বীর কপিযূথপতিগণ, আমি যদি তোমাদের প্রভু হই, তাহা হইলে তোমরাও শান্তভাব অবলম্বন কর। আমি রামচন্দ্রের নিকট হইতে বহুমূল্য বীরমরণই লাভ করিলাম। আমার

এই উপদেশ—আমি যেরূপ তোমাদের প্রভু ছিলাম, সুগ্রীব ও অঙ্গদকে তাহাই মনে করিবে।”

বালীর আদেশে বানরগণ যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ ও তজ্জন্ত অসহ্য দুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ও স্নেহভরে বাষ্পাকুল-লোচনে বালীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালীর হিংসা-শপথে বদ্ধ বিভীষণও শোকভরে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর প্রহারের বেদনাবেগ সহ্য করিয়া বালী আলিঙ্গনচ্ছলে সুগ্রীবের কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত কনককমলমালা পরাইয়া দিলেন। সে অবস্থাতেও তাঁহাকে বীরশ্রীতে দীপ্তিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

এই সময়ে সুগ্রীব, বিভীষণ, বালী ও রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও শ্রমণার নিকট উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র বলিতেছিলেন,—“অসাধারণ বংশ, বীর্য্য, যশ ও চরিত্রে ভূষিত, পুণ্যশ্রী, কুলপর্ব্বততুল্য সারবান্ ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বঙ্কষ দুর্ব্বিপাক বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে। হায়, কৃতান্ত বড়ই নিদারুণ!”

বালী বিভীষণকে বলিয়া উঠিলেন,—“দেখ, বৎস বিভীষণ, সুগ্রীবের বক্ষে সহস্রপদ্মমালা কেমন শোভা পাইতেছে।”

সুগ্রীব-বিভীষণও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—“অকস্মাৎ শুষ্ক অশনি-সম্পাতের ন্যায় বিধাতার এ কি নিদারুণ বিকার উপস্থিত হইল। আমরা আর্য্যের শপথে বদ্ধ; কিরূপেই বা তাহা লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হই? আর যুদ্ধে বিরত হইয়া কিরূপেই বা অবস্থিতি করি?”

সেই সময়ে বালী রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“রামভদ্র, অনভিমত হইলেও যে সত্যের দ্বারা আমি রাবণের সহিত বদ্ধ হইয়াছিলাম, আজ প্রাণদানে সে সত্য-ঋণ পরিশোধ করিলাম। আর এই

প্রাণত্যাগকালে সাধুদিগের ও গুণময় তোমার প্রতিও যথাশক্তি সমুচিত ব্যবহারে ত্রুটি করি নাই।”

সে কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের মুখে বিনয়, লজ্জা ও শোকের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুগ্রীব ও বিভীষণ শ্রমণাকে অমৃতহ্রদতুল্য রামদেব হইতে এরূপ দৈব-দুর্ব্বিপাক কেন ঘটিল ;—জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি চুপে চুপে মাল্যবানের প্রেরণায় বালী রামবধে উদ্যত হইলে, উভয়ের সংঘর্ষের কথা জানাইলেন।

বালী তখন সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া তিনিই বা সুগ্রীবের কে এবং সুগ্রীবই বা তাঁহার কে, এবং তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধই বা কি, জিজ্ঞাসা করিলে, সুগ্রীব উত্তর দিলেন যে, বালী গুরু ও স্বামী এবং সুগ্রীব শিষ্য ও ভৃত্য এবং তাঁহাদের পরস্পরের বশিত্ব ও বশ্যতা সম্বন্ধ।

‘তাহা হইলে আমি তোমাকে রামভদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম’ এই বলিয়া বালী রামচন্দ্রকে তাঁহার গ্রহণে অনুরোধ করিলেন।

‘পূজ্য গুরুবচন কে অমান্য করিতে পারে?’ এই বলিয়া রাম ও সুগ্রীব উত্তর দিলেন। বিভীষণও এই ধর্ম্মযুক্তিবিশুদ্ধ সংক্ষেপোক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বালী পুনর্ব্বার বলিলেন,—“বৎস সুগ্রীব, তুমি ব্রহ্মপুত্র আচার্য্য জাম্ববানের নিকট কিরূপ মৈত্রীধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছ?”

উত্তরে সুগ্রীব কহিলেন,—“প্রাণ দিয়াও হিত ব্যবহার, অহিংসা, কাপট্যবর্জ্জন, আত্মপ্রীতির ন্যায় প্রিয়ানুষ্ঠান এই সকলই মৈত্রী মহাব্রত।”

রামচন্দ্রও তাঁহাদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের নিকটে এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কি না, বালী জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র তাহাই স্বীকার করিলেন।

বালী পরে আবার বলিলেন,—"তাহা হইলে অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমরা মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হও, ইহাই আমার অনুরোধ। আমার আর সময় নাই, মতঙ্গমুনির যজ্ঞাগ্নিও নিকটে প্রজ্বলিত রহিয়াছে।"

তখন রাম ও সুগ্রীব পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"পবিত্র মতঙ্গযজ্ঞাগ্নির সমীপে আমরা মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইলাম। আমার হৃদয় তোমার ও তোমার হৃদয় আমার হউক।"

বালী আবার রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"রামভদ্র, তুমি ত শ্রমণার নিকট বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য দিতে অঙ্গীকার করিয়াছ।"

রামচন্দ্র তাহা যথার্থ বলিয়া উত্তর দিলেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন জানিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। চরমুখে বালী সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবও তাঁহার আজ্ঞাতে শ্রমণার দৌত্য সফল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

রামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণের হস্তে লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও তাঁহারাও লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। এই গম্ভীর ও সরস মৈত্রীস্বীকারে শ্রমণার হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

বালী আবার বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎস বিভীষণ, তুমি স্বার্থের জন্য লজ্জা করিও না। এই সকল ব্যাপারের এইরূপই পরিণাম ঘটে। আমার মরণে রাবণেরও মরণ নিশ্চিত বলিয়াই জানিবে। মাতামহ মাল্যবানের তোমাদের দুজনের প্রতি অপত্যস্নেহ সমান হইলেও রাবণের বৃত্তিভোগী হওয়ায় তাহারই হিতসাধন তাঁহার ধর্ম্ম। কিন্তু প্রিয় রামচন্দ্রের সহিত তোমার যোগদান সমীচীন বলিয়া তাঁহার নিজেরই যুক্তি। মহাপুরুষেরাই রাবণের ন্যায় অমিত-

বলশালীদিগের অবিনয়চলন জানিতে পারেন। আমার প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম করিতেছে, এক্ষণে আমায় শ্মশানপ্রপাতস্থলে লইয়া যাও।”

বালীর অন্তিম সময় উপস্থিত জানিয়া নীলপ্রভৃতি বানরযূথপতিগণ বলিয়া উঠিলেন,—“হা বীর! হা ইন্দ্রতনয়! মন্দরাদ্রির তুল্য সারবান্ জগদেকশূর! দুন্দুভিদৈত্যনিধননিপুণ! মহাবাহো! তুমি চলিলে, আমরাও হত হইলাম।”

এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে করিতে বালীকে ধরিয়া ফেলিলেন।

বালী তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে মহাত্ম-পুঙ্গবগণ, প্লবঙ্গপুত্রবর্গ, তোমাদের মধ্যে সুগ্রীব ও অঙ্গদের যে প্রভুত্ব, তাহা তোমাদেরই সৌজন্যের জন্য। আমার প্রতি অনুরাগের নিমিত্ত তাহাদিগকে অবমাননা করিও না; কারণ, তোমরা মহিমাশালী। এক্ষণে রামরাবণের যুদ্ধ সমাগতপ্রায়। সেই যুদ্ধে তোমাদের নিকট আমার এই স্নেহব্যঞ্জক অঞ্জলি। অথবা অঞ্জলিবন্ধনে প্রয়োজনই বা কি? তোমাদের বীরত্বের নিকট আমরা ত গণনীয়ই নহি; আনমিতকর্ণ দিগ্মাতঙ্গগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পীড়ন, পুচ্ছাস্ফালনে বিদীর্য্যমাণ সমুদ্রের রন্ধ্র দ্বারা পাতালে লম্ফ, কপিদিগের পৌরুষ ও গাঢ়ানুরাগে অরিদলনকারী ভুজদণ্ডের কর্ত্তব্য তোমাদিগকে যেন বিস্মৃত না হয়।”

তাহার পর সকলে বালীকে ধরাধরি করিয়া শ্মশানপ্রপাতস্থলে লইয়া গেলেন।

(৬)

বালীর দেহত্যাগের পর রামচন্দ্র, সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত যুক্তি করিয়া প্রথমে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে কপি-

পুঙ্গবেরা ধাবিত হইতে লাগিলেন, স্বয়ং হনুমান্ লঙ্কায় গমন করিলেন, তিনি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া সীতার সংবাদ লইয়া আসিলেন। তাহার পর সাগরে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কা আক্রমণের পরামর্শ স্থির হইল এবং তাহারই আয়োজন হইতে লাগিল।

বালিবধের সংবাদও লঙ্কায় পৌঁছিল। একান্তে বসিয়া মাল্যবান্ ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিলেন। রাবণের দুর্নীতি-বৃক্ষের কোরক যে চারিদিকেই বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সীতার প্রার্থনা এই বৃক্ষের বীজ, রামলক্ষ্মণের বঞ্চনার জন্য সূর্পণখার যাত্রা অঙ্কুর, মারীচের মায়া কিশলয়, সীতাহরণ মায়াজাল, খরদূষণাদি কোষাধ্যক্ষ-গণের নিধন, বিভীষণের গমন এবং রামলক্ষ্মণের সহিত সখ্যস্থাপন—এইগুলি তাহার স্ফুট কোরক বলিয়াই মাল্যবানের মনে হইতেছিল। তদ্ভিন্ন ইহা যে অচিরে ফলোন্মুখ হইবে, তাহাতেও তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। কারণ, তাঁহাদের ন্যায় পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎও বুঝিতে পারেন। ভাগ্যের প্রতিকূলাচরণ তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত করিয়া তুলিতেছিল। এই ঘোরতর বিপদে তিনি মন্ত্রশক্তির প্রভাবে যে সমস্ত প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অলসের কার্য্যের ন্যায় সে সমস্ত আপনা আপনিই ভ্রষ্ট হওয়ায়, মাল্যবান্ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। মন্ত্রি-পদের কষ্টে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রমত্ত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছামত অবাধে যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে, সেই সেই স্থলে বিধি বক্র হইলেও মন্ত্রিগণকে তাহার প্রতীকার চিন্তা করিতে হয়। কাজেই মন্ত্রিপদ সন্তাপদায়ক বলিয়াই তাঁহার মনে হইতেছিল। রামচন্দ্রের চরিত্রাতিশয্যে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। বিশেষতঃ কপিচক্রবর্ত্তী বালীর নিধনে রামচন্দ্রের কিছুই অসাধ্য নহে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। চারমুখে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে কপিপুঙ্গবগণের

সীতান্বেষণে চারিদিকে যাত্রা শুনিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া উঠিল।

সেই সময়ে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিতেছিলেন। প্রবল অগ্নিদেব সপ্তাধিক শিখার অরুণবর্ণ মণ্ডলে প্রথমে রাক্ষসবীরগণের হৈম ভবন দগ্ধ করিতে আরম্ভ করায়, অর্দ্ধদগ্ধ-কলেবর বীরগণ প্রলয়াগ্নি আশঙ্কা করিয়া পলায়ন করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রতীর হইতে ত্রিকূট পর্ব্বত পর্যান্ত সমস্ত লঙ্কায় ভীষণ অনলশিখা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। লঙ্কাবাসিগণ হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল বিকম্পিত করিয়া তুলে,—ইহাতে মাল্যবান্‌ও হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া উঠেন।

সহসা ত্রিজটা রাক্ষসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লঙ্কার শোচনীয় অবস্থার কথা জানাইতে আরম্ভ করিল। ত্রিজটা বলিতে লাগিল,— "অকস্মাৎ একটা দুষ্ট বানর আসিয়া নগর দগ্ধ ও রাক্ষসদিগকে মথিত করিতে থাকায়, কুমার অক্ষ তাহাকে বাধা-প্রদানে উদ্যত হইলে, সে তাঁহাকে নিহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

ত্রিজটার কথায় মাল্যবান্ বুঝিতে পারিলেন যে, হনুমান তূলার ন্যায় লঙ্কা দগ্ধ করিয়া লঙ্কাপতির তীব্র প্রতাপানল নির্ব্বাপিত করিয়া গেল। হনুমান সীতার কোনও সংবাদ পাইয়াছে কি না, এই কথা মাল্যবান্ ত্রিজটাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল,—"একটা ক্ষুদ্র বানরের সহিত সীতা কি পরামর্শ করিতেছিলেন বটে, পরে, নিজ কেশাভরণ অভিজ্ঞান-স্বরূপ তাহার হস্তে প্রদান করিলেন দেখিলাম।"

এই ক্ষুদ্রকায় বানরটির ক্ষমতা ও কৌশলের কথা শুনিয়া মাল্যবান্ সুগ্রীবের অধীন অসংখ্য বানরবীরের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সীতার জন্য এই সমস্ত উৎপাত ঘটিতেছে মনে করিয়া ত্রিজটা মাল্য-বান্‌কে বলিতে লাগিল,—"কনিষ্ঠ মাতামহ! মানুষী সীতা প্রিয়দর্শনা

ও মধুরভাষিণী হইয়াও আমাদের মধ্যে আসিয়া এরূপ রাক্ষসী হইয়া উঠিলেন কেন?”

মাল্যবান্ উত্তর দিলেন,—“উহা যথার্থই হইয়াছে, পতিব্রতা জ্যোতিঃ শান্ত ও দীপ্ত বলিয়াই ঘোষিত হয়। অভাগিনী সীতা আমাদের দুষ্কৃতির ফলরূপেই প্রজ্বলিত হইতেছেন।”

ত্রিজটা রাক্ষসগণের প্রতাপ-হীনতার উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল,—“পূর্ব্বে রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত বিবিধ পর্ব্বতপ্রদেশে বাস এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিত, এক্ষণে তাহারা এই নগরেও বাস করিতে অসমর্থ! ইহার কোন উপায় আছে কি?”

মাল্যবান্ বলিলেন,—“তুমি এরূপ কাতরা হইতেছ কেন? দেখিতেছ না,—এই দুর্গম ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর সপ্তধাতুনির্ম্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত নগর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গগনস্পর্শী উর্ম্মিমালায় পরিশোভিত সাগর তাহার পরিখারূপে অবস্থিতি করিতেছে। আর রক্ষোনাথের রিপুদলন-মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ভুজদণ্ড কি দেখিতে পাইতেছ না?”

সেই সময়ে মাল্যবানের বামাক্ষি স্পন্দিত হওয়ায়, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“দুর্ব্বিপাক বিধাতা কি আমাদের কথামাত্রও সহ্য করিতে পারিতেছে না?”

তাহার পর মাল্যবান্ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের কত বিলম্ব আছে জিজ্ঞাসা করিলে, ত্রিজটা উত্তর দিল,—‘আগামী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে চতুর্থমাস পরিসমাপ্ত হইয়াছে।’ মাল্যবান্ তাহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জাগরণের এখনও অনেক বিলম্ব রহিয়াছে। তিনি বিভীষণকেই দূরদর্শী বলিয়া স্থির করিতে লাগিলেন। বিভীষণের অবিমৃষ্যকারিতাও শুভফলদা বলিয়া মাল্যবানের মনে হইল, এবং তিনিই যে একমাত্র কুলতন্তুরূপে অবস্থিতি করিবেন, ইহাই তিনি বুঝিতে পারিলেন।

ত্রিজটা কিন্তু বিভীষণের কল্যাণে প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছিল না। মাল্যবান্ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আমি চারিদিক্ দেখিয়াই বলিতেছি যে, পরিণামে এরূপ ঘটিবে, প্রবল ভবিতব্যতা তাহাই ঘটাইবে। কারণ, বিশুদ্ধ বংশে জাত রাবণের পাপমতির সম্ভব হইতে পারে না। অস্তশিখর ব্যতীত অবিশ্রান্ত ভ্রান্ত সূর্য্য বা তাঁহার দিবা-রশ্মির কি অন্যত্র পতন হইতে পারে? জ্ঞানোদয় ভিন্ন ইহার প্রতীকারের আর কোনই উপায় নাই।"

রাবণ এক্ষণে কি করিতেছেন, মাল্যবান্ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে,ত্রিজটা বলিতে লাগিল,—"তিনি সর্ব্বতোভদ্র প্রাসাদে বসিয়া রাক্ষসকুলকাল-রাত্রির অধিষ্ঠিত অশোকবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তবে শুনিলাম যে, মহিষী মন্দোদরী নগরবৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহারাজকে প্রতিবোধিত করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন।"

শুনিয়া মাল্যবান্ কহিলেন,—"মন্দোদরী নারীশ্রেষ্ঠা; তিনি রাবণের চৈতন্যোদয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাবণ প্রতিবোধিত হইয়াও হইতেছেন না।"

তাহার পর তিনি রাবণের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্য তথা হইতে গমন করিলেন, ত্রিজটাও স্বস্থানে চলিয়া গেল।

সর্ব্বতোভদ্র প্রাসাদে বসিয়া সীতাকে চিন্তা করিতে করিতে রাবণ বলিতেছিলেন,—"তাহার বদনখানি থাকিতে চন্দ্রের প্রয়োজনই বা কি? চলাপাঙ্গ লোচন থাকিতে নীলোৎপল লইয়াই বা কি হইবে? তরঙ্গভঙ্গি ভ্রূ থাকিতে কামদেব ধনুক লইয়া কি করিবে? সুসংযত কুন্তলাবলী থাকিতে মেঘঘটায় কি হইবে? আর তাহার রমণীয় দেহযষ্টি থাকিতে লক্ষ্মীরও কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। সে যাহা হউক, হলকর্ষণে বিদীর্ণা বসুন্ধরা হইতে আবির্ভূত রমণীরত্নকে ধ্যান করিতে করিতে

এতদ্দিনে তাহার প্রাপ্তিকামনা সিদ্ধ হইল বলিয়া বোধ হইতেছে। অনুকূল বিধাতার এ কার্য্য বলিতে হইবে। কিন্তু সে বিধাতাই বা কে? যদি আমার আলস্যদোষ না থাকিত, তাহা হইলে, ব্রহ্মাণ্ড পেষণ করিয়া ব্রহ্মাকেও এই ভুবন হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া দিতাম; তাহার পর স্বকীয় অনুপমোজ্জ্বল যশ ও প্রতাপের জন্য চন্দ্রসূর্য্যকে স্বেচ্ছামত স্থাপন করিয়া অধিকতর সুখী হইতাম! কিন্তু সেই অনুকম্পনীয়গণের প্রতি অকারণেই বা কোপ করিতেছি কেন?"

এই সময়ে মহিষী মন্দোদরী দাসীর সহিত সোপানারোহণে দশাননের নিকট যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, তিনি অশোকবনের প্রতি অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণেও তিনি রাজকার্য্যে উদাসীন জানিয়া,মন্দোদরীর অন্তরে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল; মহিষী রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলে, রাবণ মুখভাব সংবরণ ও তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন।"

মন্দোদরী তখন রাবণকে শত্রুপক্ষের আক্রমণে তিনি কি চিন্তা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাবণ উপহাস করিয়া কহিলেন,—"কি, শত্রু? তাহার পক্ষ? আবার তাহার আক্রমণ? যে সকল কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, দেবি, তুমি তাহা শুনাইতে লাগিলে কেন? যে রণাঙ্গনে দুই বাহুতে যুগপৎ মত্ত দিগ্‌দন্তিগণের দন্তে বাধা দিয়া চারি-হস্তে দিক্‌পালগণকেও রোধ করিয়াছিল, প্রদীপ্ত বজ্রাদি প্রহরণের আঘাতে যাহার বক্ষচর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত, তাহার আবার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু উপস্থিত! এ অপূর্ব্ব প্রমাদ কোথা হইতে আসিল? আচ্ছা, শোনাই যাউক্, দেবি, কে সে শত্রু?"

মন্দোদরী উত্তর দিলেন,—"বানর-সমূহপরিবৃত সুগ্রীবের সহিত অনুজসহায় দাশরথি রাম উপস্থিত।"

শুনিয়া রাবণ অবজ্ঞাভরে কহিলেন,—"কি! অনুজের সহিত সেই তপস্বী রাম আসিয়াছে? তাহারা আমার কি করিতে পারে?"

মন্দোদরী বলিলেন,—"তাহাদের মিলিত শক্তিই ভয়ের কারণ; আবার তাহাদের ক্ষমতাও অদ্ভুত। সাগর-বেলায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া, রামচন্দ্র সাগরকে আহ্বান করিলে, সাগর বহির্গত না হওয়ায়, তিনি সমুদ্র-গর্ভে কি এক অস্ত্র বিক্ষেপ করেন। তাহার প্রভাবে ক্ষণার্দ্ধমধ্যে সমস্ত জল চক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাতে নক্র-চক্র মূর্চ্ছিত, কূর্ম্মসমূহ বিদলিত, জলমানুষ সকল মোহপ্রাপ্ত এবং শঙ্খ-শুক্তিনিচয় প্রচণ্ডরবে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার পর পুচ্ছমাত্র-দৃশ্যমান, শরনিকরে সমাচ্ছন্ন দেহভার বহন করিয়া সমুদ্র জলগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, রামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইলেন এবং তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন! সাহসিক রামচন্দ্র আবার সে পথকে সমাপ্ত করিয়া তুলিতেছেন।"

সমুদ্রে কিরূপ পথ হইতেছে জানিতে রাবণের কৌতূহল হওয়ায়, মন্দোদরী আবার বলিতে লাগিলেন,—"সহস্র সহস্র বানর অসংখ্য পর্ব্বত আনিয়া সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করিতেছে।"

শুনিয়া রাবণ উত্তর দিলেন,—"দেবি, নিশ্চয়ই কেহ তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে। সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ও মহিমা অতুলনীয়, জম্বুদ্বীপে ও অন্যান্য দ্বীপে যে সমস্ত পর্ব্বত আছে, তাহাতে সমুদ্রের কুক্ষি-কোণও পূর্ণ হয় না। আর সেই সাহসিকের কথাই বা কি বলিতেছ? আমার সাহসের কথা কি বিস্মৃত হইয়াছ? ছিন্ন কণ্ঠের ধমনী হইতে বিনির্গত নবরক্তপ্রবাহের পাদ্যে যাঁহার চরণযুগল প্রক্ষালন এবং আনন্দাশ্রুপ্লাবিত স্মিতসুধায় উদ্ভাসিত বদনকমলনিকরে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, সেই ভগবান্ মহেশ্বরই আমার সাহসের প্রমাণস্বরূপ।"

মন্দোদরীর আশঙ্কা কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছিল না। তিনি আবার রাবণকে বলিলেন,—"মহারাজ, কোন বানরের হস্তনৈপুণ্যে এরূপ রচনাকৌশল সম্পন্ন হইয়াছে কি না, একবার অবধারণা করিয়া দেখুন। কারণ, জলে কতকগুলি পর্ব্বত ভাসিতেছে।"

সে কথা শুনিয়া রাবণ কহিলেন,—"শিলা জলে ভাসে, অবলাদিগের মূর্খতা হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি! দেবি, আমি অধিক কি আর বলব, শ্রুতিকবি ব্রহ্মা আমার বেদজ্ঞানের পরিচয় অবগত আছেন, দেবেন্দ্র আজ্ঞা ও অশনি আমার ধৈর্য্যের কথাও জানে; ত্রিভুবনের নিকট আমার যশ অবিদিত নাই; কৈলাসাদ্রি আমার বলপরীক্ষা করিয়াছে; আর সেই মস্তকচ্ছেদে ক্ষরিত রক্তধারায় প্রক্ষালিতচরণ ভগবান্ খণ্ডপরশু আমার সাহসের ও প্রমাণ।"

সেই সময়ে নগরমধ্যে এক মহাকলরব উপস্থিত হইল। মহিষী মন্দোদরী ভীত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, রাবণকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাবণও তাঁহাকে সাহস প্রদান করিলেন। তখন আবার রক্ষঃসেনাপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"অহে লঙ্কাদ্বাররক্ষী রাক্ষসগণ, শীঘ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া লৌহ-নির্ম্মিত, সরল ও গুরু অর্গল সকল তাহাতে নিক্ষেপ কর; তাহার উপর শস্ত্রসকল স্থাপন করিতে থাক; আপন আপন পথ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হও; অকলুষপ্রাণ শিশুযুবতীগণকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখ; খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ কর; সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণে পরিবৃত হইয়া রামলক্ষ্মণ সমাগত হইয়াছেন।"

ইহার পর সেনাপতি প্রহস্ত প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইয়া, প্রতীহারীর দ্বারা রাবণের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, রাবণ তাঁহাকে আসিতে আদেশ দিলেন।

আসিতে আসিতে মানবসুত রামচন্দ্রের তেজোদীপ্ত চরিত্র স্মরণ করিয়া রাক্ষস-সেনাপতি বলিতেছিলেন,—"চারিদিকে কল্লোল-সমাকুল ভীম পারাবার উল্লঙ্ঘনের পর লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র কি না দুর্গম সুবেলশিখরে কটক স্থাপন করিলেন। পরে কতিপয় বানর-যূথপতির সহিত একেবারে পুরপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত !"

তাহার পর তিনি লঙ্কেশ্বরের নিকট আগমন করিলে, রাবণ তাঁহাকে কলরবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবণ কিছুই অবগত নহেন বুঝিয়া, প্রহস্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন তাঁহাদের কার্য্যজ্ঞাপনের জন্য বলিলেন,—"নগরের সমস্ত কপাটদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে এবং আপ্ত ও ভক্ত রাক্ষসগণ চারিদিক্ রক্ষা করিতেছে।"

রাবণ কি কারণে এ সকল হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রহস্তের বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি সুস্পষ্টরূপে বলিলেন,— "মানবসুত অনুজসহ মহারাজের পুরী অবরোধ করিয়াছে, এবং খাদ্য-সামগ্রীও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতীহারী আবার আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটি বানর আপনাকে রামদূত বলিয়া পরিচয় দিয়া দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে। রাবণ তাহাকে লইয়া আসিতে বলিলে, প্রতীহারী অঙ্গদের সঙ্গে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। অঙ্গদ 'পরমমাহেশ্বর লঙ্কেশ্বরের জয় হউক' বলিয়া রাবণকে অভিবাদন করিলেন। তিনি সুগ্রীবানুচর কি না, রাবণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন,—"আমি সুগ্রীবের অনুচর নহি, আমি যে জন্য আসিয়াছি, শ্রবণ কর, রাক্ষস-কুল-কাননের মহাদাবানলস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় আমি দূতরূপে আসিয়াছি; তাঁহার বাক্যানুসারে তোমাকে শাসন করিবার জন্যই আমার আগমন। সীতাকে পরিত্যাগ

কর, স্ত্রীপুত্রমিত্র ও জ্ঞাতিগণসহ লক্ষ্মণের চরণবন্দনায় রত হও; নতুবা তাঁহার বাণরাশি দুর্দ্দম তোমাকে শাসন করিবে।"

রাবণ হাসিয়া বলিলেন,—"বানরও বক্তা হইল দেখিতেছি।"

অঙ্গদ উত্তর দিলেন,—"আমি যাহা হই না কেন? তুমি এক্ষণে কি সিদ্ধান্ত করিতেছ, তাহাই জ্ঞাপন কর। তোমার মস্তক লক্ষ্মণের পাদাব্জনখ অথবা তাঁহার তীক্ষ্ণবাণমুখ স্পর্শ করিবে কি না, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।"

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কে ওখানে আছ, এই বানরটার মুখশুদ্ধি করিয়া দেও।"

সেনাপতি প্রহস্ত অঙ্গদকে দূত বলিয়া জানাইলেন। রাবণ বলিলেন,—"তাহা হইলেও ইহার মুখশুদ্ধিতে সেই তপস্বীর কথার উত্তর দেওয়া হইবে।"

তখন অঙ্গদ স্বীয় অঙ্গের রোমকূপ প্রস্ফুরিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি যদি শ্রীরামচন্দ্রের দৌত্যগ্রহণে পরাধীনতা স্বীকার না করিতাম, তাহা হইলে, তীক্ষ্ণ করপত্রসম ক্রূর নখরদ্বারা মথিত করিয়া তোমার শিথিল-শিরোবন্ধ দশ মস্তক দশদিকে উপহার প্রদান না করিয়া নিবৃত্ত হইতাম না।"

এই বলিয়া অঙ্গদ সরোষে লম্ফপ্রদানে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাবণ অঙ্গদের জাতিসুলভ চাপল্যের প্রতীকার নাই জানিয়া স্থির হইলেন।

অঙ্গদের গমনের পর প্রহস্ত লঙ্কেশ্বরের নিকট আদেশ প্রার্থনা করিলে, রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"এ বিষয়ে আর কি আদেশ দিব? বীর্য্যবান্ রাক্ষসদিগের দ্বারা দ্বারের অর্গলসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেল; শত্রুদমনক্ষম বীরগণ চারিদিকে যুদ্ধ আরম্ভ করুক; তাহাদের ভুজদণ্ডসকল অরি-

সংহারক অস্ত্রসঞ্চালনে বিলোড়িত হইতে থাকুক এবং নিমেষমধ্যে আস্ফালনকারী উৎকট মর্কটদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলুক।”

‘মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য’ বলিয়া সেনাপতি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আবার চারিদিক্ হইতে মহাকলরব উঠিতে লাগিল। সকলে বলিতেছিল,—“ভীমশরীর কপিযূথপতিগণ রাক্ষসপুঙ্গবদিগকে নিপাত করিতেছে; তাহাদের মস্তকরাশিতে চারিদিকে বেদী বদ্ধ হইতেছে; যে রক্ষোবীরগণ বাহিরে গমন করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত, তাহারা বহির্গমনের পূর্ব্বেই পুরমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতেছে; গণ্ডশৈল দ্বারা পুরদ্বার সকল চারিদিকেই ভগ্ন হইতেছে।”

সেই সময়ে ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া রাবণ দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতারা রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছেন। তখন তিনি মহিষী মন্দোদরীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“আমি এক্ষণে কতিপয় ভুজে প্রমত্ত বানরদিগকে চারিদিকে নিক্ষেপ, অন্য দক্ষ বাহুদ্বারা যুদ্ধাভিনয়রত সেই তাপসাঙ্কুর দুইটাকে পেষণ, এবং অবশিষ্ট হস্তসকলে মনঃকল্পিত বৃথারন্ধ্রে প্রবিষ্ট দুষ্ট দেবতাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিজ কারাগার পরিপূর্ণ করিতেছি।”

এই বলিয়া রাবণ রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন; মহিষী মন্দোদরীও অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে লঙ্কেশ্বর দশানন সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া রাক্ষসগণের হৃদয়ে অদ্ভুত উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহারা দ্রুতবেগে যাতায়াত করিতে করিতে প্রলয়কালীন সপ্তসিন্ধুর গর্জ্জনের ন্যায় মহাকোলাহল তুলিতে লাগিল। বানরগণের ঘোরতর আক্রমণ দেখিয়া, রাবণ পুত্র, বন্ধু, সেবকপ্রভৃতি সহস্র সহস্র রাক্ষসে

পরিবৃত হইয়া, সহসা বেগভরে কপাটসকল উদ্‌ঘাটন করিয়া, বানরযূথকে মথিত করিতে করিতে, নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

রাম-রাবণের এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্ত দেবতাগন্ধর্ব্বদিগের মধ্যেও কৌতূহল জন্মিল; দিব্যর্ষিরাও শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ বাসব সপরিবারে সারথি মাতলির সহিত এবং গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বিমানারোহণে আকাশতলে উপস্থিত হইলেন।

অলকাপতি রাবণভ্রাতা কুবের চিত্ররথকে এই যুদ্ধের পরিণামফল লক্ষ্য করিবার জন্ত পাঠাইয়া দেন। রাবণের জন্মদিন হইতে কুবের ত্রিলোকবাসিগণের সহিত মনস্তাপ ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, লঙ্কেশ্বর অলকেশ্বরের নিধি-পুষ্পকরথাদি হরণ করিয়া লন। কাজেই উভয়ের মধ্যে চিরশত্রুতা সংঘটিত হয়; বিশেষতঃ স্ববংশীয়গণের মধ্যে শত্রুতা স্বাভাবিকী। সে যাহা হউক, কেবল দেবতা গন্ধর্ব্ব বলিয়া নহে,—ত্রিলোকস্থ সমগ্র প্রাণীই রাবণকর্ত্তৃক পীড়িত হওয়ায়, প্রীতিভরে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবরাজ ও গন্ধর্ব্বরাজ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব রণক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

নগর হইতে বহির্গত হইয়া বীরাগ্রণী রাবণ পর্ব্বতশিখরসম রথারোহণে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষে দিক্‌প্রান্তস্থিত পর্ব্বতসকল প্রতিধ্বনিত হইয়া, সমগ্র গগনতল বধির করিয়া তুলিল। রাবণের অস্ত্রক্ষেপে সুবেলাদ্রির অধিত্যকা হইতে দিক্‌সকল কিলকিল কোলাহলে মুখরিত করিয়া বানরকটক ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল।

রাবণকে রথারোহণে এবং রামচন্দ্রকে ভূতলে অবস্থিত দেখিয়া, দেবরাজের মনে তাঁহাদের যুদ্ধসজ্জা সমান হয় নাই বলিয়া বোধ হইল। তখন তিনি মাতলিকে তাঁহার রথখানি রামচন্দ্রকে দিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং চিত্ররথের রথে আরোহণ করিলেন।

ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। অস্ত্রক্ষেপে হতজ্ঞান রক্ষঃকপিবীরসকল পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধারম্ভ করিল। অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে তাহারা মুষ্টামুষ্টি ও কেশাকেশির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের পরস্পর বিমর্দ্দনে শরীর-ক্ষরিত রক্ত-প্রবাহে পথসকল দুর্গম হইয়া উঠিল; বীরগণ প্রতিপক্ষগণের শিরশ্ছেদ করিয়া ভুজদণ্ডে শরীর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; তাহাতে রণক্ষেত্রে যেন চিত্রকূটের জীর্ণ শিখর আবির্ভূত হইল। শত্রুর দেহপাতে অসংখ্য ক্ষুরকীট বিলীন হইয়া গেল।

রণক্ষেত্রের একদিকে অস্ত্রাঘাতে আহত বীরগণের রুধিরাপ্লুত অগ্রমাংস-ভক্ষণেচ্ছু গৃধ্ররাজের লোমচ্ছায়ায় গ্রীষ্মনিবারণের অভিলাষে কেহ কেহ শোণিতসিক্ত দেহে অল্পক্ষণের জন্যও বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইল। আবার অন্যদিকে কোন কোন বীরের ত্বক্ বিদীর্ণ ও মাংস দলিত হইয়া গেল এবং ধমনী, অস্থি ও স্নায়ু ছিন্ন হওয়ায় অন্ত্র সকল বাহির হইয়া পড়িল। সে অবস্থাতেও তাহারা ধৈর্য্যসহকারে বক্ষঃ পাতিয়া বিপক্ষগণের অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিতে লাগিল।

সেবকসমূহকে সম্মুখভাগে, অনুজগণপরিবৃত পুত্র মেঘনাদকে দক্ষিণে, বীরগণসহ অকালজাগরিত কুম্ভকর্ণকে বামে এবং অতিবিকট মাতৃবন্ধু-দিগকে পৃষ্ঠদেশে সন্নিবেশিত করিয়া মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ রাবণ রথাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব সংগ্রামাবতরণ দেখাইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রও এই যুদ্ধনির্ভর শত্রুপক্ষকে দেখিয়া নিষ্কম্পভাবেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। চারিদিকে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইলে, সুদৃঢ় কুলপর্ব্বতসমূহ যেমন বিচলিত হয় না, গাম্ভীর্য্যগরিমাস্ফুরিত ঈশ্বরের জলমূর্ত্তি মহিমাশালী সমুদ্রনিকর যেমন বেলা অতিক্রম করে না,

রামচন্দ্রেরও সেইরূপ ধীর ভাবই লক্ষিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধ হইতে দেবরাজ ও গন্ধর্ব্বরাজ রাম-রাবণের যুদ্ধোদ্যমের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর উভয় পক্ষের সংগ্রামক্রীড়া আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ ব্যগ্র অঙ্গুলিকিশলয় দ্বারা কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া, মেঘনাদের বধে উদ্যত হইলেন। রামচন্দ্র অতিকষ্টে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, রণদক্ষ রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে লক্ষ্য করিয়া ধনুর্গুণ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। অগণিত রক্ষোবীর সূর্য্যবংশাঙ্কুরদ্বয়ের প্রত্যেককে পৃথগ্‌ভাবে চতুর্দ্দিক্ হইতে যুগপৎ অস্ত্রবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রতাপ ও মহিমায় মণ্ডিত রামলক্ষ্মণের শরক্ষেপে সে সমস্ত শস্ত্রজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, এবং রণস্থলে তাঁহাদের দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সেই সময়ে সুগ্রীব প্রভৃতি কপিপুঙ্গবেরা রামলক্ষ্মণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগ্রীব রথের অগ্রে, অঙ্গদ পূর্ব্বভাগে, জাম্ববান্ ও বিভীষণ উভয় পার্শ্বে এবং হনুমান্ লক্ষ্মণের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অক্ষতগাত্র স্বামিভক্তি ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিতেছিল। অন্যান্য বানরেরা কিন্তু রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ শরক্ষেপ-দক্ষতাপ্রভৃতি গুণে ন্যূন ছিলেন না; শূরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদও বলে সুপ্রসিদ্ধ। এই তুল্য বীরদ্বয়ও পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করেন। রাম-রাবণ পরস্পরের প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেও তাঁহাদের বাৎসল্যদৃষ্টি লক্ষ্মণ-মেঘনাদের উপরই নিপতিত হইতেছিল। ইন্দ্র ও চিত্ররথ ইন্দ্রিয়-বশীকরণের চূর্ণমুষ্টিস্বরূপ বাৎসল্যভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের বজ্রসম বাণে মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণ সচল পর্ব্বতনিকরের

ন্যায় রণস্থলে শায়িত হইতে লাগিল। রক্ষোনাথ রাবণও আপনার কতিপয় পুত্রকে পতিত দেখিয়া, রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া মেঘনাদের নিকট অগ্রসর হইলেন।

রাবণ মেঘনাদের সাহায্যার্থ গমন করিলে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মনে কিছু আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"কাকুৎস্থবংশীয়গণের মহিমা অতুলনীয়। সহস্র সহস্র রাক্ষসপুঙ্গব যে বীরের একেবারে লক্ষ্যস্থানীয়, সংগ্রামক্রীড়ায় বীরলোকের ভূষণস্বরূপ দশাননও তাঁহার নিকট সেইরূপই জানিবে।"

চিত্ররথ উত্তর দিলেন,—"অবশ্য অনেকের আক্রমণেও একজনের জয়লাভ হইতে পারে; কারণ, জয় সংখ্যাধীন নহে।"

রাবণ মেঘনাদের সাহায্যের জন্য নির্গত হইলে, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু রাঘবের শরাঘাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্র কুম্ভ, পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মূর্ত্তিমান্ গর্ব্ব অথবা সচল পর্ব্বতের ন্যায় বেগভরে ধাবিত হইল। সুগ্রীব মর্কটজাতির চিরপ্রসিদ্ধ ছিদ্রসঞ্চারিতা-বশে রামচন্দ্রকে আক্রমণোদ্যত কুম্ভের পথরোধ করিয়া, তাহাকে হস্ত দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া দলিত করিতে করিতে ক্রোধভরে মাষকলায়ের ন্যায় পেষণ করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া কুম্ভকর্ণ দ্রুতবেগে আসিয়া সুগ্রীবকে ধরিয়া ফেলিলে, সুগ্রীব কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণ তখন ভগিনী শূর্পণখার সদৃশ হইয়া উঠিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ রাবণ ও মেঘনাদের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, উভয়ে ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ দুর্ভেদ্য নাগপাশ ক্ষেপণ করিলে, লক্ষ্মণ মন্ত্রপ্রভাবে গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে ছিন্ন-

ভিন্ন করিলেন। রাবণ তখন ক্রোধভরে লক্ষ্মণের মর্ম্মস্থলে শতঘ্নী বিদ্ধ করায়, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া হনুমানের ক্রোড়ে নিপতিত হইলেন।

লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ে করুণ ও বীররসের সঞ্চার হইল। তিনি বিভীষণের নিকট হইতে লক্ষ্মণের অভিমুখে অগ্রসর হইলে, রাক্ষসসৈন্যগণ তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র তখন ত্রিপুরবিজয়কালীন মহেশ্বরের অবস্থা অবলম্বন করিয়া, নিমেষমধ্যে কুম্ভকর্ণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, অন্যান্য রাক্ষসগণকেও ভস্মীভূত করিলেন। তাহার পর বাৎসল্যভরে লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া, অনুজের অবস্থাকে নিজের ন্যায়ই বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাবণও কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন।

রাক্ষসেরা অত্যন্ত মায়াবী; রামচন্দ্রও অবশ; সহায়ক বানরগণও বিহ্বল। এরূপ অবস্থায় লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাভঙ্গের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অবশেষে মহাপ্রভাব বিজ্ঞ হনুমান্ রোমকূপ প্রস্ফুরিত করিয়া প্রলয়কালীন ধূলিরাশির ন্যায় লাঙ্গুলাগ্রের ঈষৎকুঞ্চনে নক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট ঔৎসুক্যের অনুযায়ী বিকট লম্ফ-প্রদানে নিমেষমধ্যে এক পর্ব্বত আহরণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রকরপতনে কুমুদের, চুম্বকমণিসংযোগে লৌহের, তত্ত্বামৃতপানে ভবসাগরগত জীবের ন্যায় হনুমানের আনীত অদ্রিবায়ুস্পর্শে রামলক্ষ্মণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বস্তুমহিমা যে দুর্জ্জ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দিব্যৌষধির প্রভাবে সংজ্ঞালাভ করিয়া লক্ষ্মণ শাণোৎকীর্ণ মণির, মেঘমুক্ত তপনের, কোষচ্যুত অসির ও ত্যক্তনির্ম্মোক ভুজঙ্গের ন্যায় দীপ্তিমান্ বলিয়া বোধ হইতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মনে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সে আশঙ্কা দূর করায়

চেষ্টা করিতেছিলেন ; সহসা লক্ষ্মণকে উজ্জীবিত দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

রামলক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া রাবণ প্রলয়কালীন সমুদ্রের সলিলাকর্ষণের ন্যায় রাক্ষসবল আহরণ করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এবার দশানন-মেঘনাদপ্রভৃতি রাক্ষস-প্রধানেরা ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন করেন নাই। তাহাতেও রামলক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র রাক্ষসকীটও রামলক্ষ্মণকে গ্রাহ্য না করিয়া ধাবিত হইল।

অগ্রবর্ত্তী কপি-রাক্ষস-বীরগণের মধ্যে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। অহমহমিকাক্রান্তমানসে তাহারা পৃথিবী বিদলিত করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহা হইতে উত্থিত ধূলিজালে মণ্ডিত হইয়া, চূর্ণগন্ধদ্রব্য-লেপিতের ন্যায় হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বাণের এবং বানরগণ নখরের দ্বারা পরস্পরকে মথিত করার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের বল প্রভাতে অন্ধকার ও অরুণালোকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল। যেমন রাক্ষসগণের ক্ষয় হইতে লাগিল, সেইরূপ বানরগণ শতগুণে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

ইতিমধ্যে রাম-রাবণের ও লক্ষ্মণ-মেঘনাদের আবার ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। তাঁহারা পরস্পরে কার্ম্মুকশিক্ষার এবং দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহারের পরিচয় দিয়া, প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় পরস্পরের সৈন্য নাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সিংহনাদে দিক্‌সকল কম্পিত হইয়া উঠিল ; বাণনিকরে ব্যোমমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া গেল ; শত্রুর ছিন্নদেহে ধরাতল পরিপূর্ণ হইল।

এই অদ্ভুত সমরদর্শনে দেবতা-গন্ধর্ব্বগণও অশ্রুসিক্ত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্রের বীরত্ব তাঁহাদিগকে অত্যন্ত

মুগ্ধ করিয়া তুলিল। সেই দাশরথি রামের বীরত্ব তাঁহাদের নিকট রাবণের অপেক্ষা দশগুণ প্রত্যক্ষ হইতেছিল। আবার পার্শ্বে পতিত রাক্ষসবীরগণকে দেখিয়া তাঁহারা সেই রঘুবীরের বীরত্বকে অনন্তগুণ অনুমান করিতে লাগিলেন।

বাহুবলগর্ব্বিত যে রাক্ষসগণ ভুজদণ্ডে অস্ত্র সঞ্চালিত করিতে করিতে অগ্রে ধাবিত হইতেছিল, তাহারা সকলেই রামহস্তক্ষিপ্ত বাণসমূহের পক্ষপবনে চালিত প্রতাপানলে পতঙ্গের ন্যায় আসিয়া নিপতিত হইল। ত্রিভুবনে যাহাদের স্থান হইত না, আজ তাহারা একমাত্র ভূতলেই বিলীন হইয়া পাঞ্চভৌতিকী সৃষ্টির পরিণাম দেখাইতে লাগিল।

রাম-লক্ষ্মণের ঘোরতর সংগ্রামে অনন্যোপায় হইয়া রাবণ-মেঘনাদ তখন মায়া অবলম্বনে তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুবীরদ্বয়ের তীব্রশরে ছিন্ন রাবণের এক একটি মুণ্ড অনন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। মেঘনাদও অতুলনীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু রামলক্ষ্মণের প্রভাব, উৎসাহ ও ধৈর্য্যের বিন্দুমাত্রও বিরাম ঘটে নাই, এবং তাঁহাদের বাণনিকরও শিরশ্ছেদ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই।

রাবণ ও মেঘনাদের পরাভবের বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া দিব্যর্ষিগণ কিঞ্চিৎ ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ব্যোমমার্গ হইতে বলিতে লাগিলেন,—"হে রামচন্দ্র, এ দুর্ব্বৃত্তকে এখনও উপেক্ষা করিতেছ কেন? আমরা যাহা বলিতেছি শুন; তুমি সীতা লাভ কর, ত্রিভুবনে আবার প্রীতি ফিরিয়া আসুক, বিভীষণের লঙ্কাপ্রাপ্তি ঘটুক। রাবণ দিব্যত্ব লাভ করুক, আর সাক্ষাৎকৃতপরমতত্ত্ব মুনিগণের প্রসন্নচিত্তে চিরশান্তি বিরাজ করিতে থাকুক।"

তাহার পর রাম ও লক্ষ্মণের ব্রহ্মাস্ত্র ও নারায়ণাস্ত্রের স্মরণে স্ফুরতি বাণনিকরে রাবণ ও মেঘনাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল; এবং তাহাদের

দেহ রণস্থলে পতিত হইল। লঙ্কার রাজান্তঃপুরবাসিনীগণ শোকাভিভূতা হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সেই সময়ে আকাশমণ্ডল হইতে রামলক্ষ্মণের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণের নিধনে ত্রিভুবনে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল; দেবতারা প্রীতিভরে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সুমনা মহর্ষিগণ মহোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন; দেবরাজ বাসব তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথও অলকেশ্বর কুবেরের নিকট এই শুভ সংবাদ লইয়া চলিলেন।

(৭)

অলকা ও লঙ্কা দুই ভগিনী; একজন কুবেরকে আর একজন রাবণকে আশ্রয় করেন। রাক্ষস-কুল-নিধনের পর লঙ্কা রাবণকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাবণের ত্রৈলোক্য-বীর-লক্ষ্মীর আকর্ষণ, রাক্ষসলোকপ্রতিপালন, পশুপতিচরণে ছিন্নমুখপুণ্ডরীকসমর্পণ, বন্ধুজনে বাৎসল্যপ্রদর্শন প্রভৃতি যতই মনে হইতে লাগিল, ততই লঙ্কার হৃদয় মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতির স্মরণেও তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

এদিকে চিত্ররথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিভীষণের রাজ্যাভিষেক দর্শনের ও রামচন্দ্রের সেবার জন্য বিমানরাজ পুষ্পককে উপদেশপ্রদানে অলকাপতি অলকাকে লঙ্কায় পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ ও রাক্ষসগণের ধ্বংসের এবং একমাত্র বিভীষণের জীবিত থাকার কথা চিন্তা করিতে করিতে অলকা লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, পতি-বিরহ-শোক-বিধুরা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী লঙ্কা একাকিনী ক্রন্দন করিতেছেন। অলকা তখন তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লঙ্কা বলিয়া উঠিলেন, —"কিরূপেই বা আশ্বস্ত হই ? আমার এক্ষণে যুবতীজনমাত্রই অবশেষ। একমাত্র কুলতন্তু বিভীষণ জীবিত আছে শুনিতেছি ; কিন্তু সেও শত্রুসেবায় রত।"

শুনিয়া অলকা কহিলেন,—"ভগিনি, ও কথা বলিও না ; রামচন্দ্র আমাদের শত্রু নহেন ; তিনি যাঁহার শত্রু ছিলেন, তিনি ত আর ইহ-জগতে নাই।"

তখন লঙ্কা অলকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাদের স্বামীর এরূপ পরিণাম ঘটিল কেন ?"

অলকা বলিতে লাগিলেন,—"অনুজ-সহায় রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনে দণ্ডকারণ্যে আগমন করিলে, রক্ষোনাথ সীতাহরণ করায় তাহারই পরিণামফলে এইরূপ ঘটিয়াছে।"

তাহার পর তিনি কুবেরের আদেশে আপনার উপস্থিতির কথা বলিলে, লঙ্কা পশুপতিমিত্র ধনেশকেও রামভদ্রের সেবায় ব্যগ্র জানিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। অলকা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? রামচন্দ্রই পরমার্থদর্শিগণের তত্ত্ব ; ইনিই সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তিনি সাধুদিগের ত্রাণের জন্য মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

রাবণ এ সব কথা জানিতেন কিনা, লঙ্কা জিজ্ঞাসা করিলে, অলকা উত্তর দিলেন,—"শাপপ্রভাবে তিনি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।"

রাবণগৃহে বাস করায় সীতার বিশুদ্ধির সন্দেহে তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। যিনি পতিব্রতাজ্যোতিঃস্বরূপিণী, লোকাচারের অনুরোধে তাঁহাকেও আবার অন্য জ্যোতির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে হইল ! অনল হইতে তাঁহার অক্ষত শরীরে বহির্গমনের পর বসু, আদিত্য ও রুদ্রগণ সহ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, সেই সাধ্বীকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন,

এবং রামচন্দ্রকে তাঁহার স্থিতিস্বরূপিণী সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ত্রিভুবনবাসিগণকেও সে কথা জানাইয়া দিলেন। চারিদিকে সুমঙ্গল তূর্য্যরব ও গীতধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। অপ্সরা ও দিব্যর্ষিগণ সীতাদেবীর বিশুদ্ধির অনুমোদনজন্য তথায় অবতীর্ণ হইলেন।

তাহার পর রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল। নবলঙ্কেশ্বর প্রভুর আজ্ঞায় বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের সমস্ত আদেশ পালন করিয়া বিভীষণ পুষ্পকরথ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অলকা ও লঙ্কা তখন সেই স্বাভাবিক মহিমায় মণ্ডিত মহাচরিত মহানুভব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।

পুষ্পকরথকে অগ্রে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট আসিতে আসিতে বিভীষণ বলিতেছিলেন,—"রামচন্দ্রের সমস্ত আদেশই প্রতিপালিত হইয়াছে। মাতলির সৎকারের পর সুরনারীগণকেও মুক্ত করিয়া দিয়াছি। এতদিন অবিরত অশ্রুধারায় যাহাদের গণ্ডস্থল রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহারা কনককঙ্কণত্যাগ ও একবেণী ধারণ করিয়া মলিন বসনে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিতা হইতেছিল, সেই বন্দী অমর-রমণীগণ মুক্তিলাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে গমন করিতেছে।"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"দেব, আপনার সমস্ত আদেশই প্রতিপালিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কারাগার বন্দিগণে পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা সুবর্ণশৃঙ্খল ও সুদর্শন পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সেই বিমানরাজ পুষ্পক; ইহার গতি অবাধ, প্রবৃত্তি

অভিলাষানুযায়ী, বশ্যতা অতুলনীয়, তাই মনোরথানুসারে সর্ব্বদাই ইহার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।”

নিয়োগমত বিভীষণ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন জানিয়া, রামচন্দ্র আনন্দসহকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, তাহার পর আর কি অবশিষ্ট আছে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলে, সুগ্রীব বলিতে লাগিলেন,—“বলদৃপ্ত ভুজদণ্ডে পূজিতমহিমা ত্রিভুবনকণ্টক উন্মূলিত, দেবীর অবমাননা প্রশমিত, বিভীষণের অভিষেক সুসম্পন্ন ও আপনার প্রতিজ্ঞাও প্রতিপালিত হইয়াছে। দ্রোণপর্ব্বত আহরণকালে হনুমানের নিকট সবিশেষ সংবাদ অবগত হইয়া কুমার ভরত বিষণ্ণ অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার নিকট হনুমানকেই দূতস্বরূপে পাঠাইয়া দিন, এবং স্বয়ং পুষ্পক বিমান অলঙ্কৃত করুন।”

‘প্রিয় বয়স্যের যাহা অভিরুচি তাহাই হউক’ বলিয়া রামচন্দ্র বিমানে আরোহণ করিলেন সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এদিকে হনুমান্ তাঁহাদের গমনবার্ত্তা লইয়া ভরতের নিকট অগ্রসর হইলেন।

বিমানরাজ পুষ্পক অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইল। সেই দিনই চতুর্দ্দশ বৎসরের অবসান ঘটিল। সীতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া চুপে চুপে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমরা এক্ষণে কোথায় যাইতেছি?”

লক্ষ্মণ তাঁহাকে অযোধ্যাগমনের কথা বলিলেন। সীতা পুনর্ব্বার বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ সেই দিবসকেই শেষ দিন বলিয়া জানাইলেন।

উপরে উঠিয়া পুষ্পকরথ ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, সকলে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; ঊর্দ্ধে অনন্ত

নীলাকাশ ও নিম্নে অসীম নীলসাগর মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সকলে বিস্ময়সহকারে তাহাই দেখিতেছিলেন।

দক্ষিণে নীলসমুদ্রের সীমা দেখিতে না পাইয়া এবং দূর হইতে তাহাকে বিস্তীর্ণ শ্যামল ভূমিখণ্ড মনে করিয়া, সীতা রামচন্দ্রকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"দেবি, উহা ভূমিখণ্ড নহে ; অষ্টমূর্ত্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জলরূপা প্রথমা মূর্ত্তি। লোকে ইঁহাকে সাগর বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া থাকে ; উঁহার মহিমাও অখণ্ডনীয়।"

শুনিয়া সীতা বলিলেন,—"বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের জ্যেষ্ঠশ্বশুরগণই নাকি ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

সেই সময়ে সমুদ্রবক্ষস্থিত রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ সীতার নয়নগোচর হওয়ায়, তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভিনব তৃণসমাচ্ছন্ন ভূমিতে ধবলাংশুকের ন্যায় ও কি দেখা যাইতেছে ?"

লক্ষ্মণ তখন বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যের শাসন মস্তকে ধারণ করিয়া, কুতূহলী বানর-নায়কগণ উৎসাহ-সহকারে দিগন্তস্থিত পর্ব্বত-সমূহের শিখরসকল আনয়ন করিয়া যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল, প্রলয়-পর্য্যন্ত-প্রখ্যাতমহিমা লোকের অবস্থিতিস্বরূপ আর্য্যচরিতের কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহাই সমুদ্রবক্ষে লক্ষিত হইতেছে।"

ক্রমে পরিচিত স্থানসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন,—"মিলিত তমাল-বৃক্ষের ছায়ায় অন্ধকারিত শীতল নিকুঞ্জপুঞ্জে পূর্ণ, মলয়াচলের তুঙ্গ-শৃঙ্গাগ্র হইতে নিপতিত নির্ঝরিণীনিচয়ের প্রসারিত জলধারায় সিক্ত ভূমিসকল চিনিতে পারিতেছ কি ?"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"আর্য্য, তাহাই বটে ; ইহাদের নিকটে সেই

জীর্ণ কন্দরটিও দেখা যাইতেছে। দিক্‌সকল গর্জ্জনে জর্জ্জরিত, বজ্র-নির্ঘোষে ব্যোমতল বধির, প্রচণ্ডবায়ুবেগে মুহুর্মুহুঃ মেঘরাশি-সঞ্চালিত বৃক্ষসকলের ঘোরান্ধকারে চক্ষু অন্ধীকৃত হইতে থাকায়, মেঘবর্ষণে দারুচিনিগন্ধে লক্ষীকৃত এই কন্দরেই আমরা রজনী যাপন করিয়া-ছিলাম।"

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়, কি প্রমাদ! এই মন্দভাগিনীর দুরদৃষ্টক্রমে এই মহানুভবদিগের এরূপ অবস্থাও ঘটিয়াছিল।"

তাহার পর আবার কাবেরীতীরভূমি দৃষ্টিপথে পড়িলে, বিভীষণ রামচন্দ্রকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তথায় প্রান্তস্থিত গিরিনিতম্বে তাম্বূলী-লতায় মাধবীকধারা উদ্গিরণে প্রফুল্ল পূগবনে ঘনীকৃততল পুরাতন বনস্পতিসমূহে সমাচ্ছন্ন বিবিধ আশ্রমপদ লক্ষিত হইতেছিল। সেই সমস্ত আশ্রমে স্থিরতপঃস্বাধ্যায়ে সাক্ষাৎকৃতব্রহ্ম কল্পান্তসাক্ষী মুনিগণ বাস করিতেছিলেন বলিয়া বিভীষণ জানাইলেন।

তাহারই নিকটে দক্ষিণ দিকে লোপামুদ্রার পরিষ্কৃত অগস্ত্যাশ্রমও দেখা যাইতেছিল। বিভীষণ রামচন্দ্রকে তাহার কথা বলিলে, রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আমরা কি অগস্ত্যাশ্রম অতিক্রম করিয়াছি? যাঁহার প্রভাবে সমুদ্র মরুস্থলে পরিণত হইয়াছিল, বিন্ধ্য আপনার বৃদ্ধিগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিল, যাঁহার কুক্ষিস্থিত অনলে বাতাপির দেহ জীর্ণ হইয়া যায়, সেই অচিন্ত্যপ্রভাব মুনি কাহারও বাক্যের বিষয় নহেন। সুতরাং অমিতবিভব বিশ্বাত্তরাত্মসাক্ষী এই সকল মহাত্মাদিগকে কিরূপে বন্দনা করা যায়?"

সেই সময়ে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল,—"তুমি অনুজের সহিত প্রজাগণকে পালন করিতে থাক, তোমার যশ কল্পান্তস্থায়ী

হউক, আর যাহারা রামনাম উচ্চারণ করিবে, তাহারা মোক্ষ লাভ করুক”।

রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—‘মহামুনির স্তুতিপাঠক আমি এই অশরীরী বাণীতে অনুগৃহীত হইলাম।’ অন্য সকলেও সেই মহামুনিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন।

বিভীষণ আবার পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—“দেব রামভদ্র! এই সেই পম্পাপ্রান্তবর্ত্তী ভূমিসকল। বহুকাল পরিচয়ের জন্য ইহারা যেন বলপূর্ব্বক চক্ষু দুইটিকে আকর্ষণ করিতেছে। সম্মুখে একবাণে বিদ্ধ জীর্ণ তালখণ্ড দেখা যাইতেছে। এইখানে বীর্য্যবান্ বালী বাণনিকরে অল্পক্ষণমধ্যে নিহত হওয়ায়, ক্রীড়াকপিতুল্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্থিপর্ব্বতও এইখানেই পদাঘাতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। আর এইখানেই হনুমানের নিকট দেবীর উত্তরীয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।”

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“আর্য্যপুত্র কি হনুমানের হস্তে আমার উত্তরীয় দেখিয়াছিলেন?” রামচন্দ্রও আবেগভরে তখন সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—“তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, আমরা ব্যাকুলভাবে বিচরণ করিতে করিতে, তোমার অঙ্গচ্যুত অনসূয়ানামাঙ্কিত উত্তরীয়খানি প্রথম অভিজ্ঞানস্বরূপ হনুমানের নিকট প্রাপ্ত হই। তাহা দেখিবামাত্র নয়নযুগলে যেন শরদিন্দুকিরণ স্পর্শ করিল, সর্ব্বাঙ্গ কর্পূর-পরাগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর অন্তঃকরণ যেন অমৃতক্ষরণে সিক্ত হইয়া উঠিল।”

এ কথায় সীতার মুখে লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল। তখন আবার লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—“এই সেই স্থান; পিতৃসখ গৃধ্ররাজ এইখানে সেই পাপাত্মার অনুসরণ করিয়া জরাজর্জ্জরিত দেহত্যাগের পর নবযশঃ-শরীর অবলম্বন করিয়াছিলেন।”

সীতা,'আমারই কারণে এইরূপ মহানুভবের এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল' বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এইবার সুগ্রীব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেব, দণ্ডকারণ্যের সীমা অতিক্রম করা হইয়াছে। যেখানে সূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের প্রতিশোধে আগত খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত।"

রাক্ষসের কথা শুনিয়া সীতা আবার কম্পিতা হইয়া উঠিলেন; রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"দেবি, ভয় করিও না; এক্ষণে তাহাদের নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে। সিংহগর্জনে হস্তিগণের বিনাশের ন্যায় লক্ষ্মণের ধনুষ্টঙ্কারে রাক্ষসগণের প্রলয় ঘটিয়াছে।"

সেই সময়ে পুষ্পক কিছু ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিভীষণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেব, সম্মুখে অত্যুচ্চ সহ্যাদ্রি দেখা যাইতেছে, ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিলে, আর্য্যাবর্ত্তে উপস্থিত হওয়া যাইবে। সেই জন্য বিমানরাজ পুষ্পক পৃথিবীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন করিতেছে।"

লক্ষ্মণ তখন বলিয়া উঠিলেন,—'তাহা হইলে পুরুষোত্তমের পদলাঞ্ছিত প্রদেশগুলি একবার দেখিতে হইবে। রথ ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে আরম্ভ করিলে, সকলে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুষ্পক সূর্য্যমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইলে, রামচন্দ্র তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"যিনি আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণের প্রসবিতা, তেজের আধার এবং ত্রিবেদের সারস্বরূপ, পুষ্পকারোহণে তাঁহাকে আমাদের সন্নিহিত দেখিতেছি।"

তাহার পর সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে

লাগিলেন। গগনমণ্ডলের চারিদিকে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যাইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"দিবসে তারকাচক্রের মত ও কি দেখা যাইতেছে।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"উহা তারকাচক্রই বটে; অতিদূরত্বনিবন্ধন রবিকিরণে প্রতিহত চক্ষু তাহাদিগকে দিনে দেখিতে পায় না। এক্ষণে বিমানারোহণে তাহা গত হইয়াছে।"

সীতা কৌতুকসহকারে আবার বলিতে লাগিলেন,—"গগনোদ্যানে যেন প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি দেখা যাইতেছে।"

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্র তখন কহিলেন,—"জগতের দিগ্বিভাগ এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন; দূরত্বের জন্য পৃথিবীর ভেদাভেদ কিছুই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে না; আবার এই অন্তরীক্ষদেশও সকল দিকেই একরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সুগ্রীব পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেব, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ-বশে দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করিয়া এ সকল স্থান আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। এই দেখুন, ঐ দুইটি উদয়াস্তগিরি; ইহাদের ক্রোড়ে চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তকাল নির্ভয়ে অতিবাহিত হইয়া থাকে। আর এ দিকে দৃষ্টিপাত করুন, ঐ যে চন্দন ও কস্তুরী-লেপিত পৃথিবীর স্তনযুগলের ন্যায়, শ্বেত ও নীল, সমুন্নত ও সমবিস্তৃত পর্ব্বত দুইটি দেখা যাইতেছে, উহাদের নাম কৈলাস ও অঞ্জন। আর এটি কাঞ্চনাচল, এবং এই দেখুন, গগনস্পর্শি শিরে গন্ধমাদনও শোভা পাইতেছে। তাহার পর ও সকল ভূমি আমাদের অগম্য।"

বিস্ময়সহকারে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"একেবারে সমস্তই যেন পরিলক্ষিত হইতেছে,—স্বর্গস্থিতিও বিভাগ করা যাইতেছে।"

এই সময়ে একটি কিন্নর-মিথুন তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সীতা তাহাদের বিস্ময়করী আকৃতি দেখিয়া বলিতেছিলেন,—"এই অদ্ভুত জীব ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, ইহারা মানুষ না পশু!"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"দেবি, ইহারা অশ্বমুখ কিন্নর-মিথুন। এই সকল স্থানে প্রায়ই ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে।"

তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিভীষণ বলিলেন,—"ইহারা এই দিকেই আসিতেছে, বোধ হয়, ইহারা অলকেশ্বরের দূত হইবে।"

কিছু দূর হইতে সেই কিন্নরমিথুন বলিতে লাগিল,—"দেব, দিনকরকুলমণি রামভদ্র, অলকেশ্বর কুবেরের আদেশে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য অযোধ্যায় যাইতে যাইতে, এইখানেই আপনার দর্শন লাভ করিলাম। তাঁহার আদেশপালনে আমাদের বিশেষরূপ উপকারই ঘটিল। কারণ, সেই পুরাণপুরুষের অভিব্যক্তি ও পর্য্যায়স্বরূপ মহাতেজের সাক্ষাৎকার ঘটিল।"

এই বলিয়া তাহারা রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পরে, কিন্নরটি গাহিয়া উঠিল,—"আপন্নবৎসল, জগজ্জনের একমাত্র বন্ধুস্থল, জ্ঞানি-হংসসমূহের সরোবরস্বরূপ রামচন্দ্র! জন্মকর্ম্মবধুর সুমনা চকোরগণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তোমার যশোগান করুক।"

কিন্নরীও গাহিতে লাগিল,—"যতকাল বাসুকির শিরোদেশে ভূমণ্ডল অবস্থিতি করিবে, যতকাল নভোমণ্ডল গ্রহগণে বিচিত্রিত হইয়া রহিবে, হে সীতে! ততকাল তোমার পুণ্যযশোরাশি মহাত্মগণ গান করিতে থাকুন।"

ইহাতে রামসীতার চক্ষে লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল। অন্য সকলে তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

তাহার পর রামচন্দ্র পৃথিবীর নিকটস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, নবলঙ্কেশ্বর বলিতে লাগিলেন,—"দেব, এই ত সুরনদীধৌতোপল, কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বল, জীর্ণ-ভূর্জবল্কলাচ্ছন্ন হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশসকল দেখা যাইতেছে। এইখানে তত্ত্বালোকে ধ্বস্তমোহান্ধকার, অধ্যাত্ম-বিদ্যাসেবী ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিসর্গমধুর সৌম্য তেজ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে।"

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সিদ্ধাশ্রম তাঁহাদের নয়নপথে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ যেন সেই সকল ভূমি হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু তিনি সেই সকল ভূভাগ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেও পারেন নাই। রামচন্দ্র তাহা অবগত হইয়া, সে স্থানগুলি স্মরণ করিতে করিতে আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস, এ সকল আমাদের সেই গুরু কৌশিকপাদের সঞ্চরণে পবিত্রীকৃত তপোবনভূমি। এই স্থানেই যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য রাজা কুশধ্বজের সহিত আলাপনে আনন্দ অনুভব করিতে করিতে গুরুদেব আমাদের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিতেন, এবং আমরাও বাল্যোচিত তারল্য প্রকাশ করিতাম।"

কুশধ্বজের নাম শুনিয়া সীতাও সস্পৃহনয়নে চারিদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন,—"লঙ্কেশ্বর! গুরুচরণপঙ্কজে পবিত্রীকৃত ভূমিভাগে বিমানারোহণ উচিত নহে বলিয়া আমি মনে করিতেছি।"

সেই সময়ে এই শব্দ হইল,—"হে রামলক্ষ্মণ, ভগবান্ বিশ্বামিত্র তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিতেছেন,—'অযোধ্যাপুরী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বিলম্ব করিও না। অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠদেব তোমাদের

প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমিও মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া মুহূর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি'।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে রামচন্দ্র বিমানাধিদেবতাকে ইঙ্গিত করিলে, বিমানরাজ স্থির হইল। তাঁহারা অবহিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া 'গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া, আবার বিমানে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের স্নেহপ্রকাশে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"আহা, মহাত্মারাও বাৎসল্যপরতন্ত্র; তপঃস্বাধ্যায়ের জন্য তাঁহাদের সময় বিভক্ত হইলেও, বাৎসল্যপ্রভাবে তাঁহাদিগকে আগমন করিতে হইতেছে। অথবা এইরূপ উচিতই বটে, কারণ, করুণাবশে তপোবনমৃগ, আশ্রমতরু কিংবা মনুষ্যের প্রতি তাঁহারা মৃদুভাবই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজগণের গৃহে জন্মমাত্র; শস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞানের মুখ্য সংস্কার এই মহাত্মাদিগের নিকট হইতেই আমরা লাভ করিয়াছি।"

সহসা নীহারজালের ন্যায় পার্থিব ধূলিরাশিতে দিক্‌সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বিভীষণ তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, সকলে বিস্ময়সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তখন চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমার মনে হইতেছে, হনুমানের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ভরত আমাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য সসৈন্যে আসিতেছে।"

সেই সময়ে হনুমান্ উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্রের চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'অন্তরে দেবের অপূর্ব্ব চরিত ধ্যান করিতে করিতে, ভরত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহুকাল পরে আপনার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তিনি

বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই ঐ দেখুন, সেই জটাবল্কলধারী মহাত্মা অমৃতময় রামনাম আস্বাদন করিতে করিতে, হর্ষোদ্‌ভ্রান্ত প্রজাগণের সহিত আগমন করিতেছেন।”

ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র উল্লাস সহকারে কহিলেন,—“চিরায়ুষ্মানের সৌহার্দ্দ্যলাভ ঘটিল। ইহা আমাদের সকল আনন্দের উপরই বলিতে হইবে।

লক্ষ্মণ তখন হনুমান্‌কে ‘ভরত কোথায়’ জিজ্ঞাসা করিলে, হনুমান্ তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। সীতা ভরতের নূতন বেশে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না।

বন্ধুসমাগম দেখিয়া বিভীষণ বিমানরাজকে স্থির হইতে বলিলেন, তখন সকলে পুষ্পক হইতে অবতরণ করিলেন।

সেই সময়ে কতিপয় প্রধান পুরুষে পরিবৃত হইয়া ভরত শত্রুঘ্ন তথায় উপস্থিত হইলেন। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইলে, তিনি তাঁহাকে তুলিয়া সাদরসম্ভাষণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—“প্রফুল্ল পঙ্কজের নালস্পর্শের ন্যায় তোমার রোমহর্ষ স্পর্শলাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকারের ন্যায় সুখ অনুভব করিতেছি।”

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। লক্ষ্মণ ভরতের পদতলে নিপতিত হইয়া, পরে তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। শত্রুঘ্নও রামলক্ষ্মণকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে ‘কুলস্থিতির অনুবর্ত্তন কর’ বলিয়া উপদেশ দিলেন।

তাহার পর ভরত-শত্রুঘ্ন সীতাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলে, সীতাও তাঁহাদিগকে ‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের অভিমত হও’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামচন্দ্র ভরত-শত্রুঘ্নের নিকট সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"ইহাঁরা আমাদের বিপদসাগরে পোতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগকে আলিঙ্গন কর।"

ভরত-শত্রুঘ্ন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া যথোপযুক্ত অভিনন্দন করিলেন। অবশেষে ভরত রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"আর্য্য, আমাদের কুলগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সিংহাসনারোহণের সমস্ত অভিষেক-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?"

রামচন্দ্র তখন মনে মনে বিশ্বামিত্রের আগমন প্রতীক্ষা এবং বশিষ্ঠদেবের আদেশপ্রতিপালন উভয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বশিষ্ঠের আদেশ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাই জানাইলেন। তখন সকলে মিলিয়া অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অযোধ্যায় রঘুকুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব পত্নী অরুন্ধতী ও রাণীদিগের সহিত রামচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজ্যাভিষেকেরও সমস্ত সামগ্রী সুসজ্জিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র নিকটবর্ত্তী হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে বলিতেছিলেন,—"ক্ষমার সুক্ষেত্র, গুণমণিগণের খনিস্বরূপ, আর্ত্তপ্রাণিগণের মূর্ত্তিমৎ পুণ্যফল, কৃপারাম রামচন্দ্র বাহ্যতঃ নয়নের দ্বারাই উপাস্য; সেই জন্য আমরা তাঁহার দর্শনলাভে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। যে যাহা হউক, এক্ষণে লোকযাত্রার অনুবর্ত্তন করা যাক্।"

তাহার পর তিনি কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া রামলক্ষ্মণের অক্ষত-শরীরে প্রত্যাগমনের কথা বলিলেন। তাঁহারাও তাহা কুলগুরুর আশীর্ব্বাদপ্রভাবের ফল বলিয়াই জানাইলেন।

কৈকেয়ী বিমর্ষভাবেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারই কারণে রামলক্ষ্মণের বনবাস ঘটিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার কলঙ্ক বিঘোষিত হয়; তজ্জন্য তিনি মনস্তাপ ভোগ করেন। অরুন্ধতী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সূর্পণখার মন্থরাশরীরে প্রবেশে এই সমস্ত ঘটিয়াছিল বলিয়া জানাইলেন। তখন সকলে 'রাক্ষসগণ অবলাজনকেও কষ্টপ্রদানে বিরত হয় না' বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে মঙ্গলসময়ে কোন প্রকার দুঃখ করা উচিত নহে বলিয়া শান্ত হইতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—"এখনও রাক্ষসগণের অত্যাচারের কথা কেন ?"

সেই সময়ে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া, বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া উল্লাস-সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"এই সেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব! ইঁহাকে দেখিয়া, চন্দ্রকান্তমণির পূর্ণসুধাকরদর্শনের ন্যায় আমার মন যেন গলিয়া পড়িতেছে।"

তাহার পর তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া কুলগুরুর চরণে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা নীতি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিশুদ্ধ দৃষ্টি লাভ কর।"

রামলক্ষ্মণ অরুন্ধতীকে প্রণাম করিলে, তিনি 'অভীষ্ট সিদ্ধ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা মাতৃগণকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সীতা বশিষ্ঠচরণে প্রণতা হইলে, তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'বীরপ্রসবিনী হও' বলিলেন। তাহার পর জানকী অরুন্ধতীকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "লোপামুদ্রা, অনসূয়া ও অরুন্ধতী সীতার সহিত মিলিতা হইয়া চারি পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হউন।"

সীতা শ্বশ্রূদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা 'বংশধর পুত্র প্রসব কর' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় শব্দ হইল—"কুশাশ্বশিষ্য ভগবান্ বিশ্বামিত্র আদেশ করিতেছেন,—অদ্য পুরবাসিসকলে গৃহে গৃহে রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত হইতে থাকুক, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অভিষেকের সামগ্রীসকল সজ্জিত করুন।"

তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস রামচন্দ্রের ভাগ্যমহিমায় স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বামিত্র সিংহাসনে অভিষেক করিবার জন্য সমাগত হইতেছেন।"

আর আর সকলেও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশ্বামিত্র অল্পক্ষণমধ্যেই শিষ্যের সহিত তথায় আগমন করিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"যজ্ঞবিঘ্নশান্তির জন্য দশরথের হস্ত হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া মনে যাহা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সে সকল সম্পন্ন হওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল। অনুকূল দৈববশে তাহা সফল হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি। তাই সমাহৃত দ্রব্যসম্ভারে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি।"

বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এই সেই কৌশিক! যাঁহার ক্ষত্রতেজ স্বাভাবিক ও ব্রহ্মতেজ বিশিষ্টতার পরিচায়ক, সেই লোকোত্তরচমৎকারের নিধিস্বরূপের কোন্ কার্য্যই বা অদ্ভুত নহে?"

তাহার পর বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উভয়ে পরস্পর অভিবাদন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে 'এখনও প্রতীক্ষার কারণ কি?' জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও বিশ্বামিত্রকে যথোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন।

তখন বিশ্বামিত্র দিব্যর্ষিগণকে উদ্দেশ করিয়া রামচন্দ্রের

রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিলে, অভিষেককার্য্য আরম্ভ হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও তথা হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, লোকপালদিগের সহিত দেবরাজ এই অভিষেককার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন।

অভিষেকমঙ্গল সম্পন্ন হইয়া গেলে, রামচন্দ্র বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বলিতে লাগিলেন,—"গুণারাম, রামভদ্র, ইক্ষ্বাকুবংশীয় মুখ্য ভূপালগণ যে রাজ্যভার ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণে শোভিত হইয়া তাহাই বহন করিতে থাক।"

'তাহাই হউক' বলিয়া সকলে ইহার অনুমোদন করিলেন।

তাহার পর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সুগ্রীব, বিভীষণ ও পুষ্পককে বিদায় দিতে বলিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"বৎস রামভদ্র, গুরুতর গুরুশাসন প্রতিপালিত এবং ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছে; রক্ষোবিনাশে ত্রিলোকের মনোব্যথা দূরে গমন করিয়াছে; দেবগণ সিদ্ধার্থ হইয়াছেন। অনুজ, সুহৃদ্ ও পত্নীসহ রাজ্যপ্রাপ্তিও ঘটিল। ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেয়স্কর কার্য্য আছে, তাহা ব্যক্ত কর।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"জগতের মঙ্গলকর এখন যাহা অবশিষ্ট আছে, ভগবানের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হউক। অতন্দ্রিত ক্ষিতিপালগণ ভূমণ্ডল পালন করিতে থাকুন। মেঘসকল যথাসময়ে বারিবর্ষণ করুক। রাজ্য-সমূহ অনাবৃষ্টিপ্রভৃতি ঈতিশূন্য হইয়া শস্যশালী হইয়া উঠুক। কবিগণ শ্লোকরচনায় লোকসকলের নিত্যানন্দ-বিধান করুন। আর পণ্ডিতগণ পরকৃত প্রবন্ধে সাতিশয় হর্ষলাভ করিতে থাকুন।"

বিশ্বামিত্র 'তাহাই হউক' বলিয়া উত্তর দিলেন তাহার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

বেদ ও ব্রাহ্মণরক্ষা এবং বেদদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষীদিগকে অপসারিত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাই—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ভগবানের এই মহাবাক্যের সার্থকতার জন্য রামাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ক্ষত্রশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি মিলিত হইয়াই ব্রহ্মদ্বেষিগণের ধ্বংসসাধন করে, এবং লোকশিক্ষার জন্য ভগবান্‌কে বীররসেরও অভিনয় করিতে হয়। মহাবীর-চরিতে ইহাই দেখান হইয়াছে।

উত্তর-রামচরিত।

(১)

সরযূতরঙ্গ-প্রক্ষালিতা অযোধ্যানগরী কয়েক দিবস ব্যাপিয়া মহানন্দে নিমগ্না হইয়াছিল ; পুষ্পপতাকায় পরিশোভিত হইয়া অযোধ্যা অমরাবতীর মনোমোহিনী শ্রীধারণ করে ; অবিরত গীতবাদ্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে ; গৃহে গৃহে উৎসবস্রোত প্রবাহিত হয় ; নানাদিগন্তপাবন ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের সমাগমে তাহার পবিত্রতাকে শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের জন্যই অযোধ্যা এইরূপ প্রীতিপ্রফুল্লা হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে উৎসবের শেষ হইয়াছে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। আবার মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতী ও মহিষীগণকে লইয়া তথায় চলিয়া গিয়াছেন। রাজর্ষি জনকও অভিষেকানন্দ উপভোগ করিয়া, এক্ষণে মিথিলায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। সেই জন্য সীতাদেবী অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন ; রামচন্দ্র তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; বিশেষতঃ সে সময়ে জানকী পূর্ণগর্ভা ছিলেন।

ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত হইয়া রামচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সীতা জনকের বিয়োগে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বৈদেহীকে শান্ত হইতে বলিয়া কহিলেন,—"গুরুজনেরা আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; কিন্তু নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাইয়া থাকে। অহিতাগ্নিগণের

গৃহস্থধর্ম্মাচরণে পদে পদে প্রত্যবায় উপস্থিত হওয়ায়, তাহা সঙ্কটপূর্ণ হইয়াই উঠে।”

সীতা উত্তর দিলেন,—“তাহা আমি জানি, কিন্তু স্বজনবিয়োগ সন্তাপ উৎপাদনই করিয়া থাকে।”

রামচন্দ্র কহিলেন,—“উহা যথার্থ বটে; এই সকল সংসারভাবেই হৃদয় ও মর্ম্মস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলে; সেই জন্য মনীষিগণ সংসারে বিরক্ত হইয়া, সকল প্রকার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকেন।”

এই সময়ে কঞ্চুকী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে প্রথমে ‘রামভদ্র’, পরে শঙ্কিত হইয়া ‘মহারাজ’ বলিয়া সম্বোধন করিলে, রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—“আর্য্য, পিতৃপরিজনের আমার প্রতি ‘রামভদ্র’ সম্বোধনই শোভা পায়,—আপনার যেরূপ অভ্যাস আছে, সেইরূপই বলিবেন।”

তখন কঞ্চুকী কহিলেন,—“ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে অষ্টাবক্র মুনি আগমন করিয়াছেন।”

রাম ও সীতা তখন তাঁহাকে শীঘ্রই আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন। কঞ্চুকীও অষ্টাবক্রকে সে কথা জানাইবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা দশরথের শান্তা নামে এক কন্যা জন্মে; তিনি অঙ্গরাজ লোমপাদকে সেই কন্যাটি প্রদান করেন, ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণয় সম্পন্ন হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বশিষ্ঠ অরুন্ধতী ও দশরথমহিষীদিগকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে গমন করেন। তাঁহারা আশ্রম হইতে রাম ও সীতাকে সংবাদ দিবার জন্য অষ্টাবক্রকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দেন। অষ্টাবক্র রাম-সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে

আশীর্ব্বাদ করিলে, তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন; অনন্তর গুরুজনদিগের এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ও শান্তার মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামচন্দ্র সোমপায়ী ভগিনীপতি ঋষ্যশৃঙ্গ ও ভগিনী শান্তার সংবাদটি বিশেষরূপে লইলেন। 'সকলে তাঁহাদিগকে স্মরণ করে কি না' সীতা জানিতে চাহিলে, অষ্টাবক্র উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অবশ্যই স্মরণ করিয়া থাকেন। দেবি, কুলগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তোমাকে বলিয়াছেন,—'ভগবতী বিশ্বম্ভরা তোমায় প্রসব করিয়াছেন, প্রজাপতিতুল্য রাজা জনক তোমার পিতা; বৎসে, সবিতা যে বংশের প্রসবিতা এবং আমরা যাহার কুলগুরু, তুমি সেই রাজকুলের বধূ; তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব,—তুমি বীরপ্রসবিনী হও'।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—'আমরা অনুগৃহীত হইলাম।' অনন্তর তিনি আরও বলিতে লাগিলেন,—"লৌকিক সাধুদিগের বাক্য অর্থেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থ আর্য্য ঋষিগণের বাক্যেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।"

তাহার পর অষ্টাবক্র আবার বলিলেন,—"ভগবতী অরুন্ধতী, মহিষীরা ও শান্তা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন যে, অবশ্য অবশ্য যেন জানকীর দোহদ পূর্ণ করা হয়।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"তাঁহার অভিলাষানুযায়ী সমস্তই সম্পন্ন হইতেছে।"

অষ্টাবক্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"দেবীর ননান্দৃপতি দেবীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'বৎসে, তুমি পূর্ণগর্ভা বলিয়া তোমাকে আনিতে পারি নাই, বৎস রামভদ্রকে তোমার চিত্তবিনোদনের জন্যই রাখা হইয়াছে। আয়ুষ্মতী তোমাকে পুত্রপূর্ণক্রোড়ে শোভমানাই দেখিব'।"

রামচন্দ্র আনন্দ ও লজ্জাসহকারে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“তাহাই হইবে, এক্ষণে ভগবান্ বশিষ্ঠ আমার প্রতি কোন আদেশ করিয়াছেন কিনা, জানিতে ইচ্ছা করি।”

অষ্টাবক্র উত্তর করিলেন,—“তবে শুনুন ; বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—‘আমরা জামাতার গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি ; তুমি বালক ; রাজ্যও নূতন। অতএব প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে ; কারণ, যশই তোমাদিগের পরমধন’।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“ভগবানের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে। লোকের আরাধনার জন্য যদি স্নেহ, দয়া, সুখ অথবা জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র বাধা অনুভব করি না।”

সে কথায় সীতা কহিলেন,—“এই জন্যই আর্য্যপুত্রকে লোকে রাঘবধুরন্ধর বলিয়া থাকে।”

তাহার পর রামচন্দ্র অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলে, অষ্টাবক্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া যাইতে যাইতে কুমার লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার কথা জানাইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য রামের উপদেশে লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরিতাবলী এক চিত্রকরকে অঙ্কিত করিতে বলেন। চিত্রকর তাহা সম্পূর্ণ করিয়া লক্ষ্মণের হস্তে অর্পণ করিলে, লক্ষ্মণ তাহাই লইয়া উপস্থিত হন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—“আমাদের উপদিষ্ট চিত্রকর চিত্রপটশ্রেণীতে আপনার যে চরিতাবলী চিত্রিত করিয়াছে, তাহা অবলোকন করুন।”

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“বৎস, কিরূপে বিমনা দেবীর চিত্তবিনোদন

করিতে হয়, তুমিই তাহা বিশেষরূপে জান। চিত্রপটে কতদূর পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহি।”

‘আর্য্যার অগ্নিপরিশুদ্ধি পর্য্যন্ত’ বলিয়া লক্ষ্মণ জানাইলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন,—“ও পাপ কথা আর তুলিও না; যিনি জন্ম-দ্বারাই পবিত্রা, তাঁহার অন্য পাবনে প্রয়োজন কি? তীর্থোদক ও বহ্নি কি অন্য কোন পদার্থদ্বারা বিশুদ্ধির অপেক্ষা করে? দেবি, দেব-যজনসম্ভবে, প্রসন্না হও, তোমার এ অপবাদ জীবিতাবধি থাকিবে। ইহা বড়ই কষ্টকর যে, কুলকীর্ত্তি-রক্ষাকারীদিগকে লোকসকলের মনোরঞ্জনই করিতে হয়। সেই জন্য তোমার প্রতি যে অশুভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া-ছিলাম, তাহা তোমার যোগ্য হয় নাই। সুরভিকুসুমের মস্তকে স্থিতিই স্বাভাবিকী ও চিরপ্রসিদ্ধা; কিন্তু চরণে দলন কদাচ তাহার যোগ্য নহে।”

শুনিয়া সীতা বলিলেন,—“আর্য্যপুত্র, ও কথা থা’ক; আসুন, এক্ষণে আমরা আপনার চরিতাবলী অবলোকন করি।”

তাহার পর তাঁহারা আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ চিত্রপটশ্রেণী খুলিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন। জৃম্ভকাস্ত্রগণের প্রতি সীতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করি-লেন,—“ইঁহারা কে উপরিভাগে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থিতি করিয়া, যেন আর্য্যপুত্রের স্তব করিতেছেন?”

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—“ইঁহারা সরহস্য জৃম্ভকাস্ত্র; কৌশিক ঋষি বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট হইতে এ সকল প্রাপ্ত হন; তিনিই তাড়কাবধের পর আর্য্যের হস্তে ইঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।”

রামচন্দ্র সীতাকে দিব্যাস্ত্রগণের বন্দনা করিতে কহিয়া বলিলেন,—

"ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরাণ গুরুগণ বেদরক্ষার জন্য সহস্রাধিক বৎসর তপস্যা করিয়া আপনাদিগের তপোময় তেজঃস্বরূপ ইঁহাদের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।"

সীতা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে, রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে তোমার সন্তানকেই আশ্রয় করিবেন।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া সীতা উত্তর দিলেন।

তাহার পর লক্ষ্মণ মিথিলাবৃত্তান্ত দেখাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের তৎকালীন সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"ও মা, এই যে আর্য্যপুত্রকে এইখানে অঙ্কিত করিয়াছে! বিকসিত নবনীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, স্নিগ্ধমসৃণ, সুন্দর ও পরিপুষ্ট দেহসৌভাগ্যে বিস্ময়স্তিমিত হইয়া পিতা ইঁহার সৌম্য ও সুন্দর শ্রী অবলোকন করিতেছেন, আর ইনি অবহেলায় হরধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। আহা, শিখণ্ডগুলিতে মুখমণ্ডলের কি মধুর শোভাই হইয়াছে!"

লক্ষ্মণ আবার চিত্রপট দেখাইয়া সীতাকে কহিলেন,—"আর্য্যে, এই দেখুন, আপনার পিতা ও জনকবংশের পুরোহিত গোতম শতানন্দ বিবাহসম্বন্ধে সংবদ্ধ বশিষ্ঠদেব প্রভৃতিকে অর্চ্চনা করিতেছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"ইহা দেখিবার বিষয় বটে, জনক ও রঘুবংশের সম্বন্ধ কাহার প্রিয় নহে? বিশেষতঃ যে সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ কৌশিক দাতা ও গ্রহীতা হইয়াছিলেন।"

সীতা আবার বলিতে লাগিলেন,—"সে সময়ে আপনারা চারি ভ্রাতায় গোদান-মঙ্গলানুষ্ঠানের পর যে বিবাহদীক্ষিত হন, তাহাও চিত্রিত হইয়াছে দেখিতেছি। আমার মনে হইতেছে, যেন সেই দেশে সেই সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছি।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"তাহা যথার্থই বটে। সুমুখি, যে সময়ে

গৌতমার্পিত কমনীয় বিবাহসূত্রভূষিত মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় তোমার এই কর আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল, সেই কালই যেন বিদ্যমান বলিয়া মনে হইতেছে।"

লক্ষ্মণ চিত্র দেখাইতে দেখাইতে বলিয়া উঠিলেন,—"এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, আর এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি।"

তিনি লজ্জায় উর্ম্মিলার চিত্রের কথা উল্লেখ না করায়, সীতা উর্ম্মিলার ছবি দেখাইয়া বলিলেন,—"বৎস, এটি আবার কে?"

তখন লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি পরশুরামের চিত্র দেখাইয়া কহিলেন,—"এই ভগবান্ ভার্গব।"

সীতা শঙ্কিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন, রামচন্দ্র ঋষিকে প্রণাম করিলেন।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের গৌরব-ঘোষণার জন্য 'আর্য্যে, দেখুন,—ইনি আর্য্যকর্ত্তৃক'—এই পর্য্যন্ত সীতার নিকট বলিবামাত্র রামচন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওহে, অনেক দেখিবার বিষয় আছে, অন্য দিকে দেখাও।"

সীতা রামচন্দ্রের প্রতি সস্নেহ ও সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এই বিনয়-মাহাত্ম্যই তোমার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।"

ইহার পর লক্ষ্মণ আবার চিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"এই আমরা অযোধ্যায় আসিলাম।"

তখন আবেগভরে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! সে সময়ের কথা এখনও মনে পড়িতেছে। পিতা তখন জীবিত আছেন, আমরা নূতন বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, মাতারা আমা-

দের কল্যাণচিন্তা করিতেছেন, আমাদের সে দিন এক্ষণে অতীতের গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আর এই জানকী, তখন ইনি বালিকা, ইঁহার মুখখানি কপোলচুম্বিত সূক্ষ্ম বিরল মনোহর কুন্তলগুচ্ছে ও দশনমুকুলে অতি সুন্দরই দেখাইত। আবার সুললিত জ্যোৎস্নার ন্যায় লাবণ্যে পূর্ণ, স্বভাব-সরল বিলাসে শোভিত সুচারু ক্ষুদ্র অবয়বগুলি জননীদিগের কতই না কুতূহল বৃদ্ধি করিত।"

লক্ষ্মণ মন্থরাবৃত্তান্ত দেখাইতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সীতাকে অন্য দিকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেবি বৈদেহি, এই দেখ, এই সেই ইঙ্গুদী-পাদপ, পূর্ব্বে শৃঙ্গবের-পুরে ইহারই নিকটে স্নেহভাজন নিষাদপতির সমাগমলাভ ঘটিয়াছিল।"

লক্ষ্মণ তখন হাস্য করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"মধ্যমা জননীর ব্যাপারটি আর্য্য গোপন করিলেন দেখিতেছি।"

সীতা জটাবন্ধন দেখাইতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,— "পুত্রে রাজলক্ষ্মী অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ যে পবিত্র আরণ্যক ব্রতের আচরণ করিতেন, আর্য্যকে শৈশবে তাহাই পালন করিতে হইয়াছে।"

তাহার পর সীতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা ভগবতী ভাগীরথীর চিত্র দেখাইলে, রামচন্দ্র সেই রঘুকুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি! পূর্ব্বে সগরের অশ্বমেধযজ্ঞে যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণে ব্যগ্র যে প্রপিতামহগণ পৃথিবী খনন করিতে করিতে পাতালে কপিল মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ক্রোধপ্রদীপ্ত তেজে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ভগীরথ শরীরপাত লক্ষ্য না করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বর্গ হইতে অবতারিত আপনার পবিত্র জলধারার স্পর্শে বহুকাল পরে তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। মাতঃ, সেই আপনি দেবী

অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার পুত্রবধূ সীতার কল্যাণচিন্তায় রতা হউন।”

লক্ষ্মণ আবার চিত্রপট দেখাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—“ভগবান্ ভরদ্বাজের কথিত চিত্রকূটের পথে যমুনাতটস্থিত শ্যামনামে বটবৃক্ষ এখানে অঙ্কিত হইয়াছে।”

শুনিয়া সীতা রামচন্দ্রকে কহিলেন,—“আর্য্যপুত্র, এ প্রদেশের কথা স্মরণ হয় কি?”

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“প্রিয়ে, কিরূপে তাহা বিস্মৃত হইব? এইখানে পথশ্রমে ক্লান্ত ও অলস তোমার মুগ্ধ দেহখানি আমার বক্ষের উপরে স্থাপন করায়, গাঢ়ালিঙ্গনে নিষ্পীড়িতা মৃণালিনীর ন্যায় দুর্ব্বল সেই অঙ্গলতাটির সংবাহনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, তুমি নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিলে।”

লক্ষ্মণ বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশকালে বিরাধাবরোধের চিত্র দেখাইলে, সীতা ‘তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই’ বলিয়া দক্ষিণারণ্যে গমনসময়ে রামচন্দ্র আতপনিবারণের জন্য স্বহস্তে তাঁহার মস্তকে আতপত্রচ্ছলে যে তালবৃন্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে দক্ষিণাটবীর তপোবনসমূহের চিত্র দেখিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“এই সেই গিরি-নির্ঝরিণী-তটস্থিত তপোবনসকল। এখানে বানপ্রস্থগণ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আর অতিথি-সৎকার-রত শম-পরায়ণ গৃহস্থগণ নীবার-মুষ্টি-পাকে জীবন ধারণ করিয়া পর্ণশালায় অবস্থিতি করিতেছেন।”

লক্ষ্মণ তখন প্রস্রবণপর্ব্বত দেখিতে দেখিতে বলিতেছিলেন,—“এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। ঘনতরু-নিবহে নিবিড় স্নিগ্ধ-শ্যামল অরণ্যে সমাচ্ছন্না গোদাবরীর সলিলরবে ইহার কন্দরসমূহ মুখরিত হইয়া

উঠে, আর সতত সঞ্চরমাণ মেঘরাজিতে ইহার নীলিমা স্নিগ্ধ ও ঘনীভূত হইতে থাকে।”

রামচন্দ্রের মনে তখন অনেক কথার উদয় হইতে লাগিল। তিনি সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—“সুতনু, প্রস্রবণ পর্ব্বতে লক্ষ্মণের সেবায় আমরা সুখে যে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি ? আর সেই মধুরতোয়া গোদাবরীর কথা মনে পড়ে কি ? তাহার তটপ্রদেশে আমাদের অবস্থানের কথাও স্মরণ হয় কি ? উভয়ের প্রগাঢ় মেলনে আমরা পরস্পরের কপোল পরস্পরের কপোলে সংলগ্ন এবং এক একটি বাহুতে উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, মনে যাহা কিছু উদিত হইত, তাহাই মৃদুস্বরে গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রিটি কাটাইয়া দিতাম, তাহাও কি মনে পড়ে ?”

লক্ষ্মণ তাহার পর পঞ্চবটী ও সূর্পণখার চিত্র দেখাইলেন। সূর্পণখার কথা মনে পড়ায়, সীতা বলিয়া উঠিলেন,—“হা আর্য্যপুত্র। এই পর্য্যন্ত তোমার দর্শন শেষ হইল !”

রামচন্দ্র চিত্র বলিয়া বিয়োগভীতা সীতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ‘যাহাই হউক না কেন, দুর্জ্জনের স্মৃতি অসুখই উৎপাদন করিয়া থাকে’ বলিয়া সীতা উত্তর দিলেন।

পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“জনস্থানের বৃত্তান্ত যেন বর্ত্তমান ঘটনার ন্যায়ই প্রতিভাত হইতেছে।”

সূর্পণখার চিত্রের পর সীতাহরণ লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছিলেন,—“পাপাত্মা রাক্ষসগণ কনকমৃগের ছলনা করিয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান হইলেও, উহার স্মরণে বেদনা উপস্থিত হয়। আর্য্যাশূন্য জনস্থানে বিহ্বলেন্দ্রিয় আর্য্যের কার্য্যাবলীতে পাষাণেও অশ্রুপাত করে, এবং বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়।”

অশ্রুমোচন করিতে করিতে সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,— "দেব রঘুকুলানন্দ! আমার জন্য আপনি এত ক্লেশও পাইয়াছিলেন।"

রামচন্দ্রের নয়ন হইতেও তখন অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, এ কি! আপনার এ অশ্রুনিচয় ছিন্নসূত্র মুক্তামণিহারের ন্যায় দর দর ধারায় ভূমিতলে নিপতিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকারে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। আতিশয্যে সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ করায়, আপনার শোকাবেগ নিরুদ্ধ হইলেও উচ্ছলিত হইয়া অধর ও নাসাপুটের কম্পনে অন্যের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"বৎস, প্রিয়জনের বিয়োগজাত তীব্র শোকানল তখন প্রতীকারের ইচ্ছায় সহ্য করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা মনোমধ্যে পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে সঞ্জাতব্রণের ন্যায় বেদনা প্রদান করিতেছে।"

সীতার হৃদয়ও শোকাবেগে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—"অধুনা আমিও প্রবল উদ্বেগে আপনাকে আর্য্যপুত্রশূন্য মনে করিতেছি।"

লক্ষ্মণ বড়ই গোলযোগে পড়িলেন। রামসীতার শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহার প্রতীকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অন্যদিকে তাঁহাদের চিত্ত সঞ্চারিত করিবার ইচ্ছায় জটায়ুর চিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"মন্বন্তর-পুরাণ পূজনীয় পিতৃস্থানীয় জটায়ুর চরিত্র ও বিক্রমের উদাহরণ অবলোকন করুন।"

সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন,—"হায় তাত! আপনি অপত্য-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।"

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"হা তাত কাশ্যপ পক্ষিরাজ, ভবাদৃশ মহাতীর্থভূত সাধুর উৎপত্তি আর কোথায় হইবে।"

লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যের অন্যান্য চিত্র দেখাইয়া বলিতেছিলেন,—"জনস্থানের পশ্চিম চিত্রকুঞ্জবননামে এই দণ্ডকারণ্যবিভাগে দনু-কবন্ধ বাস করিত; ঋষ্যমূক পর্ব্বতে এই মতঙ্গমুনির আশ্রমপদ চিত্রিত রহিয়াছে; এই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা, আর এই সেই সুপ্রসিদ্ধ পম্পা সরোবর।"

শুনিয়া সীতা কহিলেন,—"এইখানে আর্য্যপুত্র ক্রোধ ও ধৈর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন।"

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"দেবি, এই সরোবরটি পরমরমণীয়। মদমত্ত মল্লিকাক্ষ রাজহংসের পক্ষ-পবনে প্রকম্পিত চঞ্চলনাল শ্বেতপদ্মে ও নীলোৎপলে পরিশোভিত ইহার অংশগুলি আমি অশ্রুধারার পরিপতন ও পুনরুদ্গমনের অন্তরালে দেখিয়া লইয়াছিলাম।"

তাহার পর লক্ষ্মণ হনুমানের চিত্র দেখাইলেন। তাহা দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"এই মহানুভব মারুতি চিরদুঃখিত জীবলোকের উদ্ধার করিয়া মহোপকারই সাধন করিয়াছেন।"

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"ভাগ্যক্রমে মহাবাহু অঞ্জনা-নন্দনের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, ইঁহার প্রভাবে আমরা কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি, আর ত্রিভুবনও কৃতার্থ হইয়াছে।"

মাল্যবান্ পর্ব্বতের চিত্র দেখিয়া সীতা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, যে পর্ব্বতটিতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, আর্য্যপুত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলি-ধূসরিত শ্রীতে তরুতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার তেজোমাত্রই অবশিষ্ট দেখাইতেছে, আর তুমি সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ,—উহার নামটি কি জানিতে ইচ্ছা করি।"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"এই শৈলটির নাম মাল্যবান্; ইহা অর্জ্জুন-

পুষ্পের সৌরভে সুবাসিত, এবং নীলস্নিগ্ধ নবমেঘরাজি ইহার শিখরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।”

সহসা রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“বৎস, মাল্যবানের বর্ণনা হইতে নিবৃত্ত হও; আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না; জানকী-বিরহ আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছে।”

লক্ষ্মণ তখন চিত্রপ্রদর্শনে ক্ষান্ত হওয়ার ইচ্ছায় বলিলেন,—“ইহার পর আর্য্যের ও মহাত্মা কপিরাক্ষসগণের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অসংখ্য অদ্ভুত কর্ম্মসকলের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আর্য্যাও পরিশ্রান্তা হইয়াছেন; অতএব নিবেদন করি, এক্ষণে বিশ্রামলাভেরই ব্যবস্থা করা হউক।”

চিত্রদর্শনে সীতার মনে একটি অভিলাষ উৎপন্ন হওয়ায়, তিনি রাম-চন্দ্রকে তাহার পূরণজন্য অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র সে অভিলাষটি কি, তাহা জানিতে চাহিলেন।

সীতা উত্তর করিলেন,—“প্রসন্নগম্ভীর বনরাজিতে পরিভ্রমণ করিয়া ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র, নির্ম্মল ও শীতল জলে অবগাহন করার ইচ্ছা হইতেছে।”

রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে কহিলেন,—“বৎস, এইমাত্র গুরুজনেরা আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ইঁহার অভিলাষ অবিলম্বে পূর্ণ করিতে হইবে; অতএব অপ্রতিহতগতি একখানি রথ সজ্জিত কর।”

সীতা তখন পুনরায় বলিলেন,—“আর্য্যপুত্র, তোমাকেও যাইতে হইবে।”

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—‘অয়ি কঠিনহৃদয়ে, ইহাও কি বলিতে হয়।’

সে কথায় সীতা বলিলেন,—“তাহা হইলে আমার মনের মতই হইল।”

লক্ষ্মণও ‘আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য,’ এই বলিয়া আজ্ঞাপালনে তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে, রামচন্দ্র সীতার সহিত বাতায়নসমীপে ক্ষণকাল শয়ন করার ইচ্ছা করিয়া সে কথা তাঁহাকে জানাইলেন। সীতা তাহাতে সম্মত হইলেন। তিনিও তখন পরিশ্রমজনিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন। রামচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া, শয়ন করিবার জন্ত সীতাকে গাঢ়ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন, এবং আরও বলিতে লাগিলেন,—"ইন্দু-কিরণ-চুম্বনে জলনিস্যন্দী চন্দ্রকান্তমণিহারের ন্তায় ভয় ও শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দুসিক্ত তোমার বাহুটি আমার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুল।"

এইরূপ বলিতে বলিতে রামচন্দ্র সীতার বাহুটি আপনার কণ্ঠদেশে স্থাপন করিলেন এবং আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ে, এ কি! আমি সুখ অনুভব করিতেছি, না আমার দুঃখভোগ ঘটিতেছে! আমি জাগরিত, অথবা নিদ্রিত। আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে, কিংবা মদ্যপানজনিত মত্ততা আসিতেছে। কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। যতই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, ততই আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিহ্বল করিয়া কি এক অদ্ভুত বিকার আমার চৈতন্ত বিলোপ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহাকে উন্মীলিত করিয়া তুলিতেছে।"

সীতা তখন সহাস্যে বলিলেন,—"আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ চিরস্থির রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক প্রার্থনীয় হইতে পারে?"

সীতার কথায় রামচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আবেগসহকারে বলিতে লাগিলেন,—"কমলনয়নে, তোমার এই সুবাক্যগুলি পরিম্লান জীবন-কুসুমের বিকাশসম্পাদন করে, ইন্দ্রিয়সকলকে মোহিত ও তৃপ্ত করিয়া তুলে, কর্ণে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয় এবং মনের অবসাদ নষ্ট করিয়া তাহার পক্ষে রসায়ন তুল্য হইয়া উঠে।"

নিদ্রা তখন সীতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল, তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"প্রিয়ংবদ, আমার শয়নের ইচ্ছা হইতেছে।"

এই বলিয়া ইতস্ততঃ শয্যার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়ে, কি অন্বেষণ করিতেছ? অন্যের অনাশ্রিত যে রামবাহু বিবাহসময় হইতে গৃহে ও অরণ্যে এবং শৈশবে ও যৌবনে তোমার উপাধানের কার্য্য করিয়াছে, তাহাই ত বিদ্যমান রহিয়াছে।"

"তাহাই আছে বটে" এই বলিয়া সীতা নিদ্রিতা হইলেন। রামচন্দ্র দেখিলেন, সীতা তাঁহার বক্ষের উপরই নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সেই প্রিয়বাদিনীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন,—"ইনি আমার গৃহের লক্ষ্মী ও নয়নের অমৃতবর্ত্তিকা। ইহাঁর স্পর্শ যেন দেহে প্রভূত চন্দনরসের সেচন করিয়া দেয়! আর আমার কণ্ঠে অর্পিত এই বাহু যেন মসৃণ শীতল মুক্তাহারের ন্যায়ই বোধ হইতেছে। যদি অসহ্য বিরহ না ঘটে, তাহা হইলে প্রিয়তমার সম্বন্ধীয় কোন্ বস্তুই বা প্রিয়তর নহে?"

এই সময়ে প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজার আসন্ন পরিচারক দুর্ম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই দুর্ম্মুখকে রামচন্দ্র পুরবাসী ও জনপদবাসাদিগের মনোভাব জানিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অন্তঃপুর পর্য্যন্তও তাহার প্রবেশের অধিকার ছিল। রামচন্দ্র তাহাকে আসিতে বলিলে, প্রতীহারী ফিরিয়া গিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল।

প্রজাগণের মধ্যে সীতার রাবণ-গৃহে বাস লইয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল; দুর্ম্মুখ গোপনে সেই সমস্ত অবগত হয়। সীতা-দেবীর এইরূপ অচিন্তনীয় জনাপবাদ কিরূপে প্রভুর নিকট নিবেদন

করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে দুর্ম্মুখ অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সে যখন ঐরূপ কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত হইয়াছে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার ভাগ্যকেই ধিক্কার দিতে লাগিল।

সেই সময়ে সীতা কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া, নিদ্রিতাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন,—"হা আর্য্যপুত্র, হা সৌম্য, তুমি কোথায়?"

রামচন্দ্র মনে করিলেন, আলেখ্যদর্শনে সীতার হৃদয়ে যে ক্লেশদায়িনী বিরহভাবনা হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নেও উদ্বেগ জন্মাইতেছে। তিনি স্নেহভরে ধীরে ধীরে সীতার অঙ্গে করতল স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"যাহা সুখে দুঃখে একরূপ এবং সকল অবস্থাতেই অনুকূল, যাহা অবলম্বন করিয়া হৃদয় বিশ্রামসুখ লাভ করে, বার্দ্ধক্যেও যাহার রসের অভাব ঘটে না, কালক্রমে লজ্জাদি আবরণমুক্ত হইয়া যাহা স্নেহসারে পরিণত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ ও অকপট সজ্জনের প্রেম অতিকষ্টেই লাভ করা যায়।"

দুর্ম্মুখ তখন নিকটে আসিয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিল। রামচন্দ্র তাহাকে সমস্ত সংবাদ জানাইতে কহিলে, সে বলিতে লাগিল,—"প্রজারা বলিতেছে, আমরা রামচন্দ্রকে পাইয়া মহারাজ দশরথের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছি।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"ইহা স্তুতিবাদমাত্র; দোষের কথা কি শুনিয়াছ, বল। তাহা হইলে, আমি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারি।"

তখন দুর্ম্মুখ অনন্যোপায় হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে রাম-চন্দ্রের কর্ণে সীতার অপবাদের কথা নিবেদন করিল। সেই তীব্র বাগ্‌বজ্রে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুর্ম্মুখ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আহা, ধিক্ ধিক্, শত্রুগৃহে বাসের জন্ত সীতার যে অপবাদ অদ্ভুত উপায়ে প্রশমিত হইয়াছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহাই আবার ক্ষিপ্ত কুক্কুরের বিষের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে!"

রামচন্দ্র এক্ষণে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। অবশেষে লোকরঞ্জনই বিধেয় বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যে কোন কার্য্যে লোকের আরাধনা করাই সাধুদিগের মহাব্রত; পিতা আমাকে এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও তাহা পালন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবও ইহাই আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন। আবার লোকশ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশীয় ভূমিপালগণ যে সাধু ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, আমার সংসর্গে যদি তাহাতে মলিন লোকাবাদের সম্পর্ক ঘটে, তাহা হইলে, হায়! হতভাগ্য আমাকে ধিক্!"

তাহার পর তিনি সীতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হা দেবি! যজ্ঞভূমিসম্ভবে, তুমি জন্মপরিগ্রহরূপ অনুগ্রহে বসুন্ধরাকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছ। হা নিমি-জনক-বংশ-নন্দিনি, অগ্নি, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী তোমার চরিত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হা রামময়জীবিতে, তুমিই ত মহারণ্যবাসে মদীয় প্রিয়সখীর বৃত্তি আচরণ করিয়াছিলে। হা মধুর-মিত ভাষিণি, নারীশ্রেষ্ঠা তোমার এইরূপই পরিণাম ঘটিল? তোমার দ্বারা জগৎ পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু লোকে তোমার সম্বন্ধে অপবিত্র অপবাদ প্রচার করিতেছে! লোকে তোমাকর্ত্তৃক সনাথ হইয়াছে, আর তুমি অনাথার ন্যায় বিপন্না হইতে চলিলে?"

তাহার পর তিনি দুর্ম্মুখকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণকে গিয়া বল, নূতন রাজা রাম এইরূপ আদেশ করিতেছেন।

এই বলিয়া দুর্ম্মুখের কর্ণে সীতার নির্ব্বাসনের কথা জানাইলেন। শুনিয়া দুর্ম্মুখ কহিল,—"যিনি অগ্নিপরিশুদ্ধা, যাঁহার গর্ভে পবিত্র রঘুকুলের সন্তান রহিয়াছে, সেই দেবীর প্রতি দুর্জ্জনের বাক্য শুনিয়া মহারাজ এই রূপ অন্যায্য আচরণে উদ্যত হইলেন কেন?

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তুমি এরূপ কথা বলিও না; পুরবাসী ও জনপদবাসীরা দুর্জ্জন হইবেন কেন? ইক্ষ্বাকুবংশ প্রজাদিগের প্রিয়; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে নিন্দার বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নিপরীক্ষাকালে যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অতিদূরের সেই ঘটনায় কাহার প্রত্যয় জন্মিতে পারে? অতএব আমি যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি তাহাই প্রতিপালন কর।"

তখন দুর্ম্মুখ 'হা দেবি' বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্ম্মুখকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"হায়! কি কষ্ট! আমি অতি নৃশংস হইয়া পড়িলাম! আমার আচরণও ঘৃণিত হইয়া উঠিল। শৈশব হইতে যে প্রিয়াকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছি, প্রগাঢ় প্রণয়ের জন্য যিনি আমাভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় জানেন না, আমি কিনা ছলক্রমে মাংসবিক্রয়ীর গৃহপালিতা পক্ষিণীবধের ন্যায় তাঁহাকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছি! এই অস্পৃশ্য পাতকী তবে কেন দেবীকে দূষিত করিতেছে?"

এই বলিয়া রামচন্দ্র সীতার মস্তকটি ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া, আপনার বাহু সরাইয়া লইলেন এবং আবার বলিতে লাগিলেন,—"হে সরলে, আমি অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া চণ্ডাল হইয়া উঠিয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ কর। তুমি চন্দন-তরুভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে।"

তাহার পর রামচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হায়! সম্প্রতি জীবলোক একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল! রামের জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়া গেল! জগৎ এক্ষণে জনশূন্য ও জীর্ণারণ্যের ন্যায় হইয়া পড়িল! সংসার অসার বোধ হইতে লাগিল! শরীরধারণ কষ্টকর মনে হইতেছে, আমি অশরণ হইয়া পড়িলাম! এক্ষণে কি করি, কি গতিই বা আছে? অথবা কেবলই দুঃখভোগের জন্য রামের চৈতন্য বিধান হইয়াছে; নতুবা মর্ম্মোপঘাতী বজ্র-কীলকের ন্যায় আমার এই প্রাণ স্থির হইয়া রহিয়াছে কেন? হা মাতঃ অরুন্ধতি, হা ভগবন্ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, হা দেব পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, হা তাত জনক, হা মাতৃগণ, হা প্রিয়সখে সুগ্রীব, হা সৌম্য হনুমান্, হা পরোপকারিন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ, হা সখি ত্রিজটে, দুরাত্মা রাম তোমাদিগের সকলকে বঞ্চিত ও অবমানিত করিয়াছে। অথবা আমি এক্ষণে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবার কে? আমার মনে হয়, এই কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা সেই মহাত্মাদিগের নামোচ্চারণ করিতেছে বলিয়া তাঁহাদের যেন পাপস্পর্শ হইতেছে। কারণ, এ নৃশংস এক্ষণে বিশ্বাসভরে বক্ষে নিপতিতা, প্রসুপ্তা, গৃহলক্ষ্মী প্রিয়-গৃহিণীকে আতঙ্কস্ফুরিত পূর্ণগর্ভভারে অলসগমনা জানিয়াও অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসহস্তে উপহার প্রদানে উদ্যত হইয়াছে।"

তাহার পর তিনি সীতার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দেবি, রামের মস্তকে তোমার পাদপদ্মের স্পর্শ শেষ হইল।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র দরদর ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে 'অবধ্য ব্রাহ্মণের হত্যা, রক্ষা কর, রক্ষা কর,' বলিয়া এক শব্দ উঠিল। রামচন্দ্র কি ব্যাপার জানিবার জন্য আদেশ দিলে, পুনর্ব্বার শব্দ হইল, "যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিসমূহ লবণ-দৈত্যের ভয়ে ভীত হইয়া পরিত্রাণের জন্য মহারাজের শরণাগত হইয়াছেন।"

সে কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, এখনও রাক্ষসের ভয় আছে? আচ্ছা সেই দুরাত্মা কুম্ভানসী-পুত্রের বধের জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিলেন, এবং সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—হায় দেবি, এরূপ অবস্থায় তুমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? ভগবতি বসুন্ধরে, শ্লাঘ্যচরিতা দুহিতা জানকীকে অবেক্ষণ করিবেন। পবিত্র যজ্ঞভূমিতে জনক ও রঘুবংশের পূর্ণমঙ্গলস্বরূপা এই পুণ্যশীলাকে আপনিই ত উৎপাদন করিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

রামচন্দ্রের প্রস্থানের পর সীতাদেবী স্বপ্নাবেশে 'হা সৌম্য আর্য্যপুত্র, তুমি কোথায়?' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা জাগরিত হইয়া, তিনি প্রথমে আপনাকে দুঃস্বপ্নপ্রতারিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু চারিদিক অবলোকন করিয়া যখন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র সত্য সত্যই তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেন আজ এরূপ হইল, ইহা মনে করিয়া সীতা কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, তিনি রামচন্দ্রের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সে ভাব রাখিতে পারিবেন কি না, তাহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সীতা পরিজনদিগকে আহ্বান করিলেন। দুর্ম্মুখ উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—"কুমার লক্ষ্মণ জানাইতেছেন, রথ সজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে দেবী আরোহণ করিলেই হয়।"

"আচ্ছা, তবে আরোহণ করিতেছি" এই বলিয়া সীতা উত্থিত হইলেন

ও পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া তাঁহার মনে হইল, গর্ভভার স্পন্দিত হইতেছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ম্মুখ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সীতা তপোধনগণকে, রঘুকুলদেবতাদিগকে, গুরুজন সকলকে এবং শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলে প্রণাম করিতে করিতে রথারোহণের অভিলাষে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু এই রথারোহণে যে তাঁহাকে বনবাসে যাইতে হইবে, তখন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

(২)

স্বচ্ছতোয়া তমসা কুলুকুলু-স্বরে মধুর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীবক্ষে আত্মসমর্পণ করিতেছিল। তাহারই নিকটে মহর্ষি বাল্মীকির চিরশান্ত আশ্রমপদ তরুলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া শ্যামলতা ও পবিত্রতার স্রোত ছুটাইতেছিল। পক্ষীর কাকলী ও বেদধ্বনি মিশিয়া এক অপূর্ব্ব স্বরতরঙ্গে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া দিতেছিল।

লক্ষ্মণ এই আশ্রমের নিকটেই সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। অভাগিনী জানকী প্রসব-বেদনায় কাতরা হইয়া ভাগীরথী-সলিলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। তথায় যমজ পুত্রদ্বয় প্রসূত হইলে, ভগবতী ভাগীরথী ও পৃথিবী সীতাকে রসাতলে লইয়া যান। তাহার পর কুমারদ্বয় স্তন্যত্যাগ করিলে, দেবী জাহ্নবী তাহাদিগকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। ঋষিতপস্বী হইতে চরাচর প্রাণিসকলের হৃদয় তাহাদের জন্য স্নেহ-রসে আর্দ্র হইয়া উঠে।

মহর্ষি বাল্মীকি ধাত্রীকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, বালক দুইটির লালনপালন ও রক্ষণাদি সমস্তই করিয়াছিলেন। চূড়াকরণ সম্পন্ন হইলে, ঋষি বেদ ব্যতিরেকে সমস্ত বিদ্যাতেই তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন।

তাহার পর একাদশ বর্ষে ক্ষত্রোচিত বিধানানুসারে উপনয়ন-সংস্কার করিয়া, তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন করান। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা ও মেধার জন্য কোন ছাত্রই তাহাদের সহাধ্যায়ী হইতে পারে নাই। আবার জন্ম হইতেই সরহস্য জৃম্ভকাস্ত্রে তাহাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। কুমারদ্বয় কুশ ও লব নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠে।

এই সময় একদিন মধ্যাহ্নকালে ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি স্নানের জন্য তমসা-নদীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে শরবিদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হওয়ায় রসনায় অকস্মাৎ বাগ্‌দেবীর আবির্ভাব হইল। ঋষিও অমনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ব্যাধকে বলিলেন,—"হে নিষাদ, তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমোহিত একটিকে নিহত করায়, শাশ্বতী প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না।"

এই শ্লোকটি বৈদিক ছন্দ হইতে বিভিন্ন অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত হইয়া, এক নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছিল। শব্দব্রহ্মের আবির্ভাবে প্রদীপ্তশ্রী ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে সেই সময়ে ভূতভাবন পদ্মযোনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ঋষি, শব্দব্রহ্মের প্রকাশে তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছ; এক্ষণে তুমি রামচরিত বর্ণনা কর। তুমি অব্যাহতজ্যোতিঃ প্রতিভাময় আর্ষ চক্ষু লাভ করিয়া আদিকবি হইবে।"

এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হন। তাহার পর ভগবান্ বাল্মীকি মনুষ্যলোকে শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত রামায়ণনামে ইতিহাসের প্রণয়ন আরম্ভ করেন। তাহা হইতে সমস্ত সংসার পণ্ডিত হইয়া উঠে।

এদিকে রামচন্দ্র এক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর প্রয়োজন থাকায়, তিনি হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করান। ঋষি বামদেব মেধ্য অশ্বকে মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া বিমুক্ত

করিয়া দেন। শাস্ত্রানুসারে তাহার রক্ষিবর্গও নিযুক্ত হয়। দিব্যাস্ত্র-সমূহের প্রয়োগ-সংহারের উপদেশ লাভ করিয়া লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতু রক্ষিবর্গের অধিনায়করূপে চতুরঙ্গসেনা সহিত অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে আদিষ্ট হন।

এই সময়ে কোন একজন ব্রাহ্মণ আপনার মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রাজদ্বারে আসিয়া অভয় প্রার্থনা করিতে থাকেন। রাজার অপরাধ ভিন্ন প্রজার অকাল-মৃত্যু হয় না; সুতরাং আমারই দোষে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া করুণাময় রামচন্দ্র স্থির করিলে, সহসা দৈববাণী হইল,—"শম্বুকনামে শূদ্র পৃথিবীতে তপস্যা করিতেছে। অহে রাম, সে তোমার নিকট শিরশ্ছেদদণ্ডের যোগ্য; তাহাকে বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে সঞ্জীবিত কর।"

ইহা শুনিয়া জগৎপতি রামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া, সেই শূদ্র তপস্বীর অন্বেষণে চারিদিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

বাল্মীকির আশ্রমে অনেক তাপস-তাপসী অধ্যয়ন করিতেন। কুশ-লবের সহিত অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া এবং বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার জন্য অবকাশাভাবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অন্যান্য স্থানে গমন করেন। এই সময় আত্রেয়ী নামে জনৈকা তাপসী অগস্ত্যাশ্রমে অধ্যয়নের জন্য দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হন।

জনস্থান-দেবতা বাসন্তী তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়া, ফলপুষ্প-পল্লবে অর্ঘ্য সাজাইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই বন আপনি যথেচ্ছ ভোগ করুন। আজ আমার সুদিবস, পুণ্যফলেই সাধুদিগের সহিত সজ্জনের সমাগম ঘটিয়া থাকে। এ অরণ্যে তরুচ্ছায়া, জল, তপস্যার যোগ্য অশন, ফল কিংবা মূল, সমস্তই আপনি স্বাধীনভাবে ভোগ করিতে পারেন।"

আত্রেয়ী উত্তর করিলেন,—"এ বিষয়ে কি আর বলিব। সাধুদিগের আচরণ প্রায়ই লোকপ্রিয়; আলাপন সংযত ও বিনয়মধুর; মতি স্বভাবতঃ কল্যাণকরী এবং পরিচয় অনিন্দিত হইয়া থাকে। তাই অগ্রে পশ্চাতে অপরিবর্ত্তিত-স্বভাব অকপট নির্ম্মল তাঁহাদের গূঢ় চরিত্র সর্ব্বত্রই উৎকর্ষ লাভ করে।"

তাহার পর উভয়ে উপবেশন করিয়া পরস্পর আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসন্তী আত্রেয়ীর পরিচয় ও তাঁহার দণ্ডকারণ্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়ী নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"এই প্রদেশে অগস্ত্য-প্রমুখ অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট বেদান্তবিদ্যাশিক্ষার জন্য বাল্মীকির আশ্রম হইতে আমি আসিতেছি।"

মুনিগণ সমগ্র বেদাধ্যয়নের জন্য যে পুরাণ ব্রহ্মবাদী বাল্মীকির উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আত্রেয়ীর দীর্ঘপ্রবাস-স্বীকারে বাসন্তীর অত্যন্ত বিস্ময় উপস্থিত হইল। আত্রেয়ী কুশলবের বৃত্তান্ত ও তাহাদের তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও মেধার জন্য তাহাদের সহিত অধ্যয়ন অত্যন্ত দুরূহ জানাইয়া কহিলেন,—"দেখুন, গুরু বুদ্ধিমান্ ও জড়মতি উভয়বিধ শিষ্যকেই সমভাবে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন; ইহা নিশ্চিত যে, তিনি তাহাদিগের জ্ঞানশক্তির উন্মেষ বা ক্ষয় সাধন করেন না। কিন্তু ফলে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য ঘটে। তাহার কারণ এই যে, নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব-গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃত্তিকা-রাশির পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে।"

আত্রেয়ী বাসন্তীকে কুশ-লবের বৃত্তান্ত জানাইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সীতার পুত্র বলিয়া বা ভাগীরথী কর্ত্তৃক তাহাদের আনয়নের কথা জানিতেন না। তাহার পর আত্রেয়ী আবার

বাল্মীকির রামায়ণ-প্রণয়নেও অধ্যয়নবিঘ্ন ঘটিতেছে বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

পথশ্রম দূর করার পর আত্রেয়ী বাসন্তীকে অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখাইয়া দিতে বলিলে, তিনি তাঁহাকে পঞ্চবটী প্রবেশ করিয়া গোদাবরীর তীরে তীরে যাইতে বলিলেন। আত্রেয়ী ইতিপূর্ব্বে জনস্থানকে ভাল করিয়া জানিতে পারেন নাই, এক্ষণে পঞ্চবটী, গোদাবরী, গিরিপ্রস্রবণ এবং বনদেবতা বাসন্তীকে বুঝিতে পারিয়া, সীতার স্মরণে তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎসে জানকি, কথাপ্রসঙ্গে তোমার প্রিয়সুহৃদ্বর্গ আমার নেত্রপথে নিপতিত হওয়ায়, তুমি নামমাত্রা-বশিষ্টা হইলেও তোমাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

পঞ্চবটীবাসকালে বাসন্তীর সহিত সীতার সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছিল। আত্রেয়ীর কথা শুনিয়া বাসন্তী ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন এবং সীতার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে কি না জানিতে চাহিলেন।

আত্রেয়ী 'কেবল অমঙ্গল নহে, অপবাদও বটে' এই বলিয়া বাসন্তীর কর্ণে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আত্রেয়ী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলে, সীতাকে স্মরণ করিয়া, তিনি 'হা প্রিয়সখি, হা মহাভাগে, তোমার নির্ম্মাণের কি এই পরিণাম!' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাসন্তী রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা কহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে পর সীতার কি হইয়াছে, বাসন্তী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়ী আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাসন্তী আবার বলিলেন,—আর্য্যা অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেব, রঘুবংশীয়-দিগের অধিনায়ক এবং বৃদ্ধা মহিষীরা জীবিত থাকিতে এরূপ ঘটিল কেন?"

আত্রেয়ী তাহাতে উত্তর দিলেন,—"ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করায়, তাঁহারা তখন তাঁহার আশ্রমে ছিলেন; যজ্ঞসমাপনের পর অরুন্ধতী বধূশূন্য অযোধ্যায় গমন করিব না বলায়, বশিষ্ঠের প্রস্তাবে তাঁহারা বাল্মীকির তপোবনে বাস করার ইচ্ছা করিয়াছেন।"

'রামচন্দ্র এক্ষণে কি করিতেছেন,' বাসন্তী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়ী অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিলেন। যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর প্রয়োজন থাকায় বাসন্তী বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি রাজা আবার বিবাহ পর্য্যন্তও করিয়াছেন?"

আত্রেয়ী তখন হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতির কথা বলিলেন। শুনিয়া বাসন্তী বলিতে লাগিলেন,—"লোকোত্তর পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষাও মৃদু হইয়া থাকে; কেহই তাঁহাদের মনোভাব বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না।"

আত্রেয়ী পরে যজ্ঞীয় অশ্ব, তাহার রক্ষিগণ, তাহাদের অধিনায়ক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর কথাও বলিলেন।

শুনিয়া স্নেহভরে ও কৌতুকসহকারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাসন্তী বলিয়া উঠিলেন,—"কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র! আঃ, বাঁচিলাম।"

তাহার পর আত্রেয়ী শূদ্রমুনির তপস্যা, ব্রাহ্মণশিশুর মৃত্যু, রামচন্দ্রের শম্বূকবধের জন্য যাত্রা সমস্তই জানাইলে, বাসন্তী বলিলেন,—"ধূমপায়ী শূদ্র শম্বূক এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে। তাহা হইলে রামচন্দ্র এ দিকই অলঙ্কৃত করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে।"

আত্রেয়ী তখন বাসন্তীর নিকট বিদায় চাহিলেন, বাসন্তীও তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কারণ, সে সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে, তটস্থিত পক্ষিনীড়-নিচিত তরুসকলের বল্কল হইতে বায়সাদি পক্ষী কীটগুলিকে আকর্ষণ করিয়া ছায়ায় বসিয়া

আনন্দসহকারে ভক্ষণ করিতেছে, আর শাখাশ্রেণী ক্লান্ত কপোত-কুক্কুটকুলের কূজনে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষগুলিও আবার কপোল-কণ্ডূয়ন-নিবারণের জন্য হস্তিগণের গণ্ডঘর্ষণকম্পে নিপতিত রবিতাপে শিথিল-বৃন্ত কুসুমনিচয়ে গোদাবরীর অর্চ্চনা করিতেছে। তাহার পর উভয়ে সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

পুষ্পকারোহণে চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং তপস্যারত শূদ্রমুনিকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সদয়ভাবে খড়্গ উদ্যত করিয়া শম্বূকের বধে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্মণশিশুর পুনর্জ্জীবনের জন্য এই শূদ্রমুনির প্রতি কৃপাণের আঘাত কর। দুর্ব্বহগর্ভভারে খিন্না সীতার নির্ব্বাসনে পটু রামের বাহু তুমি; তোমার আবার করুণা কোথা হইতে সম্ভব হইবে ?"

তাহার পর তিনি অতিকষ্টে শম্বূকের শিরশ্ছেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"রামের উপযুক্ত কার্য্যই হইল, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণশিশু জীবন লাভ করিবে কি ?"

সেই সময়ে এক দিব্যপুরুষ উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—যমভয় নিবারণ-কারী অভয়দাতা আপনি দণ্ডবিধান করায়, সেই ব্রাহ্মণশিশু সঞ্জীবিত হইয়াছে, আমারও এই সম্পদ্‌লাভ ঘটিয়াছে। আমি শম্বূক, আপনার চরণযুগলে প্রণাম করিতেছি। সৎসঙ্গে নিধন ঘটিলেও তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।"

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণশিশুর পুনর্জীবনলাভ ও তোমার দিব্যশরীরপ্রাপ্তি এই উভয় ঘটনায় আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। অতএব উগ্র তপস্যার ফললাভ করিয়া আনন্দ-প্রমোদ ও পুণ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ বৈরাজ নামক অবিনশ্বর লোক প্রাপ্ত হও।"

দিব্যশরীরী শম্বূক উত্তর দিলেন,—"আপনার অনুগ্রহেই এই মহিমা-লাভ হইয়াছে ; এ বিষয়ে তপস্যায় কি করিয়াছে ? অথবা তপস্যার দ্বারাই মহোপকার ঘটিয়াছে বটে ; কারণ, জগতে অন্বেষণীয় ভূতনাথ শরণাগত-বৎসল আপনি এই অধম শূদ্রের অন্বেষণে শত শত যোজন অতিক্রম করিয়া যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাই তপস্যার ফল বলিতে হইবে ; নতুবা অযোধ্যা হইতে আপনার দণ্ডকারণ্যে পুনরাগমন ঘটিবে কেন ?"

শম্বূকের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র তখন বলিয়া উঠিলেন,—"এই কি সেই দণ্ডকারণ্য ?"

তখন তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই পরিচিত ভূমিকে চিনিতে পারিলেন। তাহার কোন স্থান স্নিগ্ধশ্যাম, আবার কোন স্থান ভীষণ বিস্তৃতর জন্তু রূক্ষ দেখাইতেছিল ; স্থানে স্থানে নির্ঝর-নিচয়ের ঝঙ্কারে দিক্‌সকল মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। তীর্থ, আশ্রম, গিরি, সরিৎ, গর্ত্ত ও কান্তারে মিশ্রিত সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অপূর্ব্বশোভাই বিস্তার করিতেছিল।

শম্বূক আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই দণ্ডকারণ্যেই আপনি পূর্ব্বে বাস করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই সিদ্ধক্ষেত্র জনস্থানে আমাদের ন্যায় ভীরু জনপদবাসীরাও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।"

তখন আবার রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা কেবল দণ্ডকারণ্য নহে, জনস্থানও বটে !"

শম্বূক উত্তর করিলেন,—"তাহা যথার্থ, এ সকল জনস্থানের প্রান্তস্থিত দক্ষিণাভিমুখ দীর্ঘারণ্য ; এখানে ভয়ে সকল প্রাণীর রোমহর্ষ উপস্থিত হয় ; আর ইহার বিকট গিরিগহ্বরগুলি উন্মত্ত ও প্রচণ্ড শ্বাপদকুল দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জনস্থানের এই প্রান্তসীমার কোন স্থল পক্ষিগণের কূজন-

বর্জ্জিত ও নিস্তব্ধ; আবার কোন স্থল শ্বাপদগণের প্রচণ্ড নিনাদে পরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গম্ভীরফণ ভুজঙ্গদিগের নিশ্বাসপবনে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার অভ্যন্তরস্থিত বিবরমধ্যে স্বল্পজল বিদ্যমান থাকায়, তৃষ্ণাতুর কৃকলাসগুলি অজগরদিগের স্বেদধারা পান করিতেছে।”

ভূতপূর্ব্ব খরালয় জনস্থান দেখিয়া রামচন্দ্র পূর্ব্ব-বৃত্তান্তগুলি যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“বৈদেহী কানন বড়ই ভালবাসিতেন; সম্মুখে সেই কান্তারগুলি দেখা যাইতেছে; ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কি ভয়ানক হইতে পারে?”

তাহার পর তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আবার বলিতে লাগিলেন,—“‘তোমার সহিত মধুগন্ধিবনে বাস করিব’ এই বলিয়া সীতা কতই না আনন্দিত হইতেন। তাঁহার স্নেহ এইরূপই ছিল; প্রিয়জন কিছু না করিলেও নিকটে থাকিয়া যে সুখ প্রদান করে, তাহাতেই দুঃখরাশি দূরীভূত হইয়া যায়। সেইজন্য যে যাহার প্রিয়জন, সে তাহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ।”

শম্বূক সে সময়ে বলিয়া উঠিলেন,—“এই ভীষণ অরণ্যদর্শনে আর কাজ নাই; এক্ষণে মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্য্যন্তপ্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত ঘনসন্নিবিষ্ট গাঢ়নীলচ্ছায় তরুণতরুরাজিতে মণ্ডিত, নির্ভয়ে বিচরণশীল বিবিধ মৃগযূথে পূর্ণ, প্রশান্তগম্ভীর এই মধ্যমারণ্যভাগ অবলোকন করুন। এখানে মত্ত পক্ষিগণের আরোহণে বেতসলতা হইতে চ্যুত পুষ্পরাশিতে সুবাসিত শীতস্বচ্ছসলিলে পরিপূর্ণ নির্ঝরিণী-নিচয় শ্যামজম্বুনিকুঞ্জে নিপতিত পক্বফলের শব্দে মুখরিত হইয়া শতস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্লূকগণের প্রতিশব্দগম্ভীর নিষ্ঠীবন-

যুক্ত আরাবসকল একটি মিলিতধ্বনি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছে। গজ-বিদলিত শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকলের রসোথিত শীতল, কটু ও কষায় গন্ধের মিলনও অনুভূত হইতেছে।”

রামচন্দ্র তখন শম্বূককে বলিলেন,—“ভদ্র, তোমার পথে কল্যাণ বর্ষিত হউক, তুমি দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া পুণ্যলোকে গমন কর।”

শম্বূক উত্তর করিলেন,—“পুরাণ ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যকে অভি-বাদন করিয়া শাশ্বত লোকে প্রবেশ করিব।”

এই বলিয়া তিনি অগস্ত্যাশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন।

শম্বূকের প্রস্থানের পর রামচন্দ্র হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“আবার সেই বন সম্মুখে দেখিতেছি। এইখানে সুদীর্ঘ কাল বাস করিয়া আমরা স্বধর্ম্মানরত বানপ্রস্থের ও সংসারসুখের রসজ্ঞ গৃহস্থের বৃত্তি আচরণ করিয়াছিলাম। এই সেই ময়ূরধ্বনি-নিনাদিত গিরি-নিবহ, মত্তমৃগের লীলাভূমি বনস্থলী, মনোহর বেতস-লতায় পরিশোভিত ও ঘনসন্নিবিষ্ট নীল-নিচুলে বিভূষিত সরিত্তট। আর দূর হইতে যাহাকে মেঘমালার ন্যায় বোধ হইতেছে, ঐ সেই প্রস্রবণগিরি; উহারই নিকটে গোদাবরী প্রবাহিতা হইতেছেন। এই পর্ব্বতের বিশাল শিখরে গৃধ্ররাজ জটায়ু বাস করিতেন; নিম্নে পর্ণকুটীরে আমরা অবস্থিতি করিতাম। নিকটে গোদাবরীর স্বচ্ছ সলিলে তরুনিচয়ের শ্যামশোভা প্রতিবিম্বিত করিয়া বিহগকুলের কূজনে মুখরিত বনান্তপ্রদেশ বিরাজ করিতেছে। এইখানেই সেই পঞ্চবটীবনে আমাদের বাসের জন্য তাহার বিভাগসকল স্বচ্ছন্দে বিহারের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রিয়ার প্রিয়সখী বাসন্তীও এখানে অবস্থিতি করিতেছেন।”

এই সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে রামচন্দ্র অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন,—"হতভাগ্য রামের এ কি ঘটিল? দীর্ঘকাল পরে বেগশীল তীব্রবিষরস সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, সুতীক্ষ্ণ শল্যখণ্ড দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে সঞ্জাত ব্রণ ফুটিয়া গেলে, দারুণ যন্ত্রণায় যেরূপ বিহ্বল ও হতচেতন করে, সেইরূপ প্রিয়াবিরহ-শোক আবার ঘনীভূত হইয়া আমাকে বিকল ও মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি একবার দেখিয়া লইতেই হইবে।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র সেই অরণ্যপ্রদেশ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালবশে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে যে স্থানে নদীস্রোত বহিয়া যাইত, এখন তথায় তট হইয়া গিয়াছে; বৃক্ষসমূহের ঘন ও বিরলতার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। বহুকাল পরে দর্শনের জন্য বনটিকে অন্যবন বলিয়া রামচন্দ্রের মনে হইতেছিল। কিন্তু শৈলগণের অপরিবর্ত্তিত অবস্থান তাঁহার সে ভ্রম দূর করিয়া দিতেছিল।

রামচন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেও পঞ্চবটী-স্নেহ তাঁহাকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি একাকী পঞ্চ-বটী দর্শনে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যে পঞ্চবটীতে প্রিয়ার সহিত সেই সুখের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, স্বগৃহে আসিয়া যাহার সুদীর্ঘ কথা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতাম, প্রিয়তমাকে বিসর্জ্জন দিয়া পাপাত্মা রাম এক্ষণে একাকী তাহাকে কিরূপে অবলোকন করিবে; আবার তাহাকে বিনা-সম্ভাষণে কেমন করিয়াই বা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?"

সেই সময়ে শম্বূক আবার উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"দেব ভগবান্ অগস্ত্য আমার নিকট হইতে আপনার আগমনসংবাদ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্নেহময়ী লোপামুদ্রা পুষ্পকাবতরণের মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য মহর্ষিরাও উপস্থিত আছেন। অতএব আপনি আশ্রমে আগমন করিয়া সকলকে সম্মানিত করুন। তাহার পর বেগশালী পুষ্পকে আরোহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য সজ্জিত হইবেন।"

'ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অগস্ত্যাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। গুরুজনের আদেশে পঞ্চবটীকে ক্ষণকাল অতিক্রম করার জন্য রামচন্দ্র তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে কুঞ্জকুটীরস্থিত পেচকগণের ঘুংকারে মুখরিত বেণুগুচ্ছে বায়সগণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। আর বিচরণশীল ময়ূরগণের কেকারব শুনিয়া উদ্বিগ্ন সর্পসমূহ পুরাতন চন্দনতরুর স্কন্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আবার দক্ষিণাদ্রিসমূহের কন্দরগুলি গোদাবরীর গদ্গদনাদে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। শিখরদেশকে মেঘালিঙ্গনে নীলবর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এবং পরস্পর প্রতিঘাতে নিবিড় চলোর্ম্মির কোলাহলে উত্তাল গভীরপয়ঃ-পবিত্র সরিৎসঙ্গমগুলিও বিরাজ করিতেছে।

(৩)

আজ সমগ্র পঞ্চবটী ব্যাপিয়া এক অপূর্ব্ব শোভার তরঙ্গ ছুটিয়াছে। তরুলতা ফলপুষ্পে সাজিয়া যেন নন্দন-কাননকেও লজ্জা দিতেছে। পর্ব্বতের নীল শিখরগুলি যেন আরও নীল হইয়া উঠিয়াছে। নির্ঝরিণী-

নিচয়ের কলধ্বনি যেন মধুর সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। বিহগকুল নিজ নিজ কূজন পঞ্চমে তুলিয়াছে ; ময়ূর-ময়ূরী নাচিয়া বেড়াইতেছে ; মৃগকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে ; করভ-করভী মদোন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সমস্ত বনভূমিতে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে বনদেবতা বাসন্তী এইরূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আবার গোদাবরীহ্রদেও আজ মহাসমারোহ। তথায় ভগবতী ভাগীরথীর সমাগম হইয়াছে ; তাঁহার সহিত সীতাদেবীও আসিয়াছেন ; তজ্জন্য গোদাবরীহৃদয়ে আনন্দ-কল্লোল ফুটিয়া উঠিতেছে। তমসাও ভাগীরথীর সহিত আসিয়া জনস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন ; পঞ্চবটীর প্রান্তবাহিনী মুরলাও গোদাবরীবক্ষে নিপতিত হওয়ার জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

সহসা তমসা ও মুরলার দেখা হইলে, তমসা মুরলাকে ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রধাবিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুরলা বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতী লোপামুদ্রা সরিদ্বরা গোদাবরীর নিকট আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন,'বধূ সীতাকে পরিত্যাগ করা অবধি রামচন্দ্রের শোক তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের জন্য বাহিরে প্রকাশিত হইয়া না পড়িলেও, অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে দারুণ বেদনা জন্মাইয়া নিরুদ্ধপাকপাত্রস্থিত সন্তপ্ত দ্রব্যের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়জনের বিরহজাত দীর্ঘকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন শোক-প্রবাহে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমাদের আশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সময় রামভদ্র বধূসহবাসে স্বচ্ছন্দ বিহারের সাক্ষিস্থল প্রদেশগুলি অবশ্যই অবলোকন করিবেন। সেই সেই স্থানে উদ্বেলিত শোকাবেগে নিসর্গধীর রামচন্দ্রেরও অনিষ্টপাতের আশঙ্কা

আছে। তজ্জন্ত তোমাকে সাবধান হইতে বলিয়া জানাইতেছি যে, রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, সলিলনিকরস্নিগ্ধ পদ্ম-কিঞ্জল্ক-সুরভি তরঙ্গবায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত করিয়া তাঁহার জীবাত্মাকে যেন তৃপ্ত করা হয়'।"

তমসা লোপামুদ্রার স্নেহদাক্ষিণ্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"রামচন্দ্রকে সঞ্জীবিত করার মৌলিক উপায় কিন্তু নিকটেই উপস্থিত আছে।"

মুরলার তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিলে, তমসা তখন সীতার বনবাসের পর তাঁহার ভাগীরথীজলে আত্মবিসর্জ্জন, কুশলবের প্রসব, ভাগীরথী ও পৃথিবীর সহিত তাঁহার রসাতলে গমন, ভাগীরথী কর্ত্তৃক কুমারদ্বয়ের বাল্মীকির আশ্রমে আনয়ন এই সমস্তের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"সরযূমুখে শম্বূকবধের জন্য রামচন্দ্রের জনস্থানে উপস্থিতি শুনিয়া, ভাগীরথীও ভগবতী লোপামুদ্রার ন্যায় আনন্দিত হইয়া উঠেন, পরে তিনি সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া কোন গৃহাচারচ্ছলে গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখানে আগমন করিয়াছেন।"

গঙ্গাপৃথিবীর সীতার জন্য এরূপ ব্যগ্রতা শুনিয়া মুরলা বলিয়া উঠিলেন,—"এরূপ ব্যক্তিদিগের দশাবিপর্য্যয়ও বিস্ময়াবহ। কারণ, গঙ্গা-প্রমুখ দেবতারাও ইঁহাদের সাহায্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন।"

ভাগীরথীর সীতাকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায়, মুরলা প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতী ভাগীরথী উত্তম বিবেচনাই করিয়াছেন। রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া জগতের মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, রামভদ্রের চিত্তবিক্ষেপ না ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু অনাসক্তভাবে ও শোকমাত্রই অবলম্বন করিয়া পঞ্চবটীপ্রবেশ যে তাঁহার পক্ষে অনর্থকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সীতা দেবী

কিরূপে রামভদ্রকে আশ্বস্ত করিবেন, তাহা জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিতেছে।”

তমসা উত্তর দিলেন,—“ভগবতী ভাগীরথী সীতাদেবীকে আদেশ করিয়াছেন যে,‘অদ্য কুশলবের দ্বাদশবার্ষিকী জন্মতিথি ; এই দিনে বর্ষানুযায়ী মঙ্গল-গ্রন্থি বন্ধন করিতে হইবে ; তজ্জন্য মনুসম্ভূত রাজর্ষিবংশের প্রসবিতা পাপনাশন তোমার পুরাণ শ্বশুর সূর্য্যদেবকে স্বহস্তে অবচিত পুষ্পরাশির দ্বারা অর্চ্চনা কর। তুমি যখন তজ্জন্য অবনিপৃষ্ঠে বিচরণ করিবে, তখন আমার প্রভাবে বনদেবতারাও তোমাকে দেখিতে পাইবে না ; মনুষ্যের ত কথাই নাই।’ ভগবতী আমাকেও আমার প্রতি স্নেহশালিনী জানকীর সহচরী হওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন।”

মুরলা এই সমস্ত বৃত্তান্ত লোপামুদ্রাকে জানাইবার জন্য তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। কারণ, রামচন্দ্রের আগমনের আর অধিক বিলম্ব ছিল না। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, সীতাও গোদাবরীহ্রদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার কপোল দুইটি পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গেলেও তাহাতেই মুখখানি সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং বিলোল কবরীতে আরও শোভা বিস্তার করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া করুণরসের মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায়ই তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। শরৎকালের দুঃসহ তাপে কেতকী-পুষ্পের গর্ভপত্র যেমন ম্লান হইয়া যায়, সেইরূপ দারুণ দীর্ঘশোক তাঁহার হৃদয়-কুসুমকে বিশুষ্ক করিয়া ছিন্নবৃন্ত মনোহর কিসলয়তুল্য আপাণ্ডুর ক্ষীণ শরীরটিকে মলিন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর মুরলা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ; তমসাও সীতার অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কুসুমরাশিতে ভূষিত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া সীতা পুষ্পচয়নে ব্যাপৃতা হইলেন ; তাঁহার হৃদয় শোকে ও উদ্বেগে আন্দোলিত হইয়া

উঠিতেছিল। সহসা 'কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ' বলিয়া বনমধ্য হইতে এক শব্দ উত্থিত হইল; সীতা তাহাকে বাসন্তীর স্বর মনে করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আবার শব্দ উঠিল,—"চঞ্চলভাবে সম্মুখে আগত যে করিশাবকটিকে সীতাদেবী স্বহস্তদত্ত শল্লকীপল্লবাগ্রে পরিপোষণ করিয়াছিলেন, বধূর সহিত জলবিহারে রত তাহাকে অন্য এক উদ্দাম যূথপতি বেগে আক্রমণ করিল।"

এ কথা শুনিয়া সীতা কয়েকপদ গমন করিয়া 'আর্য্যপুত্র, আমার এই পুত্রটিকে রক্ষা কর, রক্ষা কর,' বলিয়া উঠিলেন; ক্ষণপরেই সমস্ত কথা স্মরণ হওয়ায়, সীতা কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"পঞ্চবটীর দর্শনে এই হতভাগিনীর মুখ হইতে সেই চিরাভ্যস্ত অক্ষরগুলিই নিঃসৃত হইতেছে।"

তাহার পর তিনি 'হা আর্য্যপুত্র,' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে তমসা উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সহসা "বিমানরাজ, এইখানেই স্থির হও" বলিয়া এক গম্ভীর রব আকাশ-তল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সেই স্বরে সীতারও চৈতন্য-সম্পাদন হইল। অবশ্য ইহা যে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, সীতার তাহা বুঝিতে কিছুমাত্রও বিলম্ব হইল না। জলপূর্ণ মেঘের শব্দের ন্যায় সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি সীতার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

তমসা অশ্রুমোচন করিতে করিতে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসে, মেঘধ্বনিতে ময়ূরী যেমন চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কাহার এই অপরিস্ফুট স্বরে তুমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছ?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"ভগবতি! এই গম্ভীর রবকে কি আপনি অপরিস্ফুট বলিতেছেন? আমি কিন্তু ইহাকে আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।"

তখন তমসা কহিলেন,—"হাঁ, শুনিয়াছি বটে; ইক্ষ্বাকু-কুল-নৃপতি তপস্যারত কোন শূদ্রের দণ্ডবিধানের জন্য জনস্থানে আসিয়াছেন।"

শুনিয়া সীতা বলিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে সেই নৃপতির রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।"

সেই সময়ে আবার দূর হইতে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"যেখানে দ্রুমগুলি ও মৃগগুলি পর্য্যন্ত আমার বন্ধু হইয়াছিল, যথায় প্রিয়ার সহিত সুদীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলাম, বহু কন্দর ও নির্ঝরে ভূষিত গোদাবরীর প্রান্তস্থিত এইত সেই গিরিতটগুলি সম্মুখে দেখা যাইতেছে।"

সীতা তখন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। রামের দেহ প্রভাত-কালীন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় আপাণ্ডুর, পরিক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিয়াছিল; কেবল তাঁহার সৌম্য ও গম্ভীর তেজ দেখিয়া সীতা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের এইরূপ আকার দেখিয়া সীতার হৃদয়ে দারুণ বেদনা-সঞ্চার হইল। তিনি 'আমায় ধরুন' বলিয়া তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে পঞ্চবটীদর্শনে উদ্দামভাবে প্রজ্বলিত অন্তর্লীন দুঃখাগ্নির ধূম-রাশির ন্যায় মোহে রামচন্দ্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি 'হা, প্রিয়ে জানকি,' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত দেখিয়া তমসা মনে মনে বলিতেছিলেন,—"গুরুজনেরা এইরূপই আশঙ্কা করিয়াছিলেন।"

সীতা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! এ কি হইল?"

সেই সময়ে আবার রামচন্দ্র 'হা দেবি, দণ্ডকারণ্যবাসসখি, বিদেহ-রাজপুত্রি' বলিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাহা দেখিয়া সীতা আবার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"এই হতভাগিনীর উদ্দেশেই নয়ন-নীলোৎপল মুদ্রিত করিয়া, আর্য্যপুত্র মূর্চ্ছিত হইলেন দেখিতেছি। হায়! উৎসাহ-ভঙ্গে বিবশ হইয়া, তিনি একেবারে ধরণীপৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবতি তমসে, রক্ষা করুন, আর্য্যপুত্রকে বাঁচান।"

এই বলিয়া সীতা তমসার চরণতলে নিপতিত হইলেন। তমসা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"কল্যাণি, তুমিই জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর; তোমার করস্পর্শই তাঁহার অতীব প্রিয়; তাহাতেই তাঁহার সঞ্জীবনোপায় নিহিত রহিয়াছে।"

'যাহা হয় হউক, ভগবতী যাহা বলিতেছেন, তাহাই করিতেছি,' এই বলিয়া সীতা রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন।

ধরণী-বিলুণ্ঠিত রামচন্দ্রের অঙ্গে সজল-নয়না সীতার করস্পর্শমাত্রেই তিনি চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সীতা তাঁহাকে উৎসাহিত দেখিয়া হর্ষসহকারে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ত্রিলোকের জীবন আবার যেন ফিরিয়া আসিল বলিয়া মনে হইতেছে।"

রামচন্দ্র তখন বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! হরিচন্দনের পল্লব-দ্রবে কিংবা নিষ্পীড়িত ইন্দুকিরণাঙ্কুরের সেকে, অথবা সন্তপ্ত জীবন ও চিত্তের পরিতর্পণ সঞ্জীবনী ওষধির রসে কেহ কি আমার হৃদয় সিক্ত করিয়া দিল? মনের সঞ্জীবন ও পরিমোহন এই স্পর্শ নিশ্চয়ই পূর্ব্বপরিচিত। ইহা সন্তঃসন্তাপজাতা মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়া আনন্দভরে আবার আমায় বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে।"

সীতা তখন কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া কম্পিত-কলেবরে দূরে অপসরণ

করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ইহাই এক্ষণে আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে।"

ভূমি-শয়ন হইতে উঠিয়া আবার তাহাতেই উপবেশন করিয়া রামচন্দ্র বলিতেছিলেন,—"স্নেহময়ী সীতাদেবী কি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন ?"

সে কথা শুনিয়া সীতার মনে হইতে লাগিল যে, রামচন্দ্র তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে পারেন। বাস্তবিক রামচন্দ্র তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা তখন তমসাকে লইয়া দূরে অপসরণ করার ইচ্ছা করিলেন; পাছে রামচন্দ্রের বিনানুমতিতে তাঁহার আগমনে তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হন, সীতা তাহাই আশঙ্কা করিতেছিলেন।

তমসা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"বৎসে, তোমার সে আশঙ্কার কারণ নাই। তুমি এক্ষণে ভাগীরথীর বরপ্রভাবে বনদেবতা-দিগেরও অদৃশ্যা।"

সীতার তখন সে কথার স্মরণ হইল। রামচন্দ্র আবার 'হা প্রিয়ে জানকি' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তাহা শুনিয়া সীতা প্রণয়াভিমান-সহকারে গদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠি-লেন,—"আর্য্যপুত্র, এক্ষণে আর ও কথা সাজে না।"

তাহার পর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—"অথবা জন্মান্তরেও যাঁহার দর্শনলাভ অসম্ভব, এবং এই হতভাগিনীর প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া যিনি এরূপ বিলাপ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি বজ্রময়ীর ন্যায় নির্দ্দয় হইব কেন ? আমিত ইঁহার হৃদয় জানি; ইনিও আমার হৃদয় জানেন।" সেই সময় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্র সখেদে বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! এখানে ত কেহই নাই দেখিতেছি।"

সীতা তখন তমসাকে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি! অকারণে

আমায় পরিত্যাগ করিলেও এক্ষণে ইঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে যে কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।”

তমসা উত্তর দিলেন,—“বৎসে, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। তোমার হৃদয় নৈরাশ্যে একেবারে উদাসীন হইয়াছিল; স্বামীর অকারণ-পরিত্যাগরূপ অপ্রিয় কার্য্যে কোপকলুষ হইয়া উঠে, সুদীর্ঘ বিরহে এই আকস্মিক মিলন ঘটায়, এক্ষণে বিস্ময়স্তিমিতের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। আবার প্রিয়পতির সৌজন্যে প্রসন্নভাবও ধারণ করিতেছে, এবং তাঁহার শোকোচ্ছ্বাসে গাঢ়করুণায় পূর্ণ হইয়া প্রেমভরে যেন গলিয়া পড়িতেছ।”

রামচন্দ্র তখন বলিতেছিলেন,—“দেবি, তোমার স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহের ন্যায় আমাকে আহ্লাদিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু আনন্দদায়িনি, তুমি কোথায় রহিয়াছ?”

শুনিয়া সীতা বলিতে লাগিলেন,—“অগাধ স্নেহভাণ্ডার, আনন্দনিষ্যন্দী সুধামাখা আর্য্যপুত্রের বিলাপবচনগুলি শুনিয়া প্রত্যয়বশে আমার জন্ম-লাভ অকারণপরিত্যাগে শল্যবিদ্ধ হইলেও এক্ষণে আদরণীয় বলিয়াই মনে হইতেছে।”

সেই সময়ে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“প্রিয়তমা কোথায়? কল্পনার পরিশীলনপটুতায় রামের ভ্রমোৎপত্তি ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।”

সহসা বনমধ্য হইতে আবার ‘কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ।’ এই শব্দ উত্থিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘চঞ্চলভাবে সম্মুখে আগত যে করিশাবকটিকে সীতাদেবী স্বহস্তদত্ত শল্লকীপল্লবাগ্রে পরিপোষণ করিয়াছিলেন, বধূর সহিত জলবিহারে রত তাহাকে অন্য এক উদ্দাম যূথপতি বেগে আক্রমণ করিল,’ এ কথাও উচ্চারিত হইতে লাগিল।

এ সমস্ত শুনিয়া রামসীতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র প্রিয়তমার সেই পুত্রটির রক্ষার জন্য উত্থিত হইলে, সহসা

বনদেবতা বাসন্তী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে দেখিয়া 'এ কি, দেব রঘুনন্দনকে দেখিতেছি যে,' বলিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। রামসীতা তাঁহাকে বাসন্তী বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

তাহার পর বাসন্তী করিশাবকটির রক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"দেব, সত্বর অগ্রসর হউন; এখান হইতে জটায়ুশিখরের দক্ষিণে সীতা-তীর্থ দিয়া গোদাবরীতে অবতরণ করিয়া সীতাদেবীর পুত্রটিকে রক্ষা করুন।"

জটায়ুর নাম শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"হা তাত, আপনার অভাবে আজ জনস্থান শূন্য বোধ হইতেছে।"

বাসন্তীর কথায় রামচন্দ্রের হৃদয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। বনদেবতা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

সীতা তমসাকে কহিলেন,—"সত্য সত্যই কি বনদেবতারাও আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না?"

তমসা উত্তর দিলেন,—"সকল দেবতা অপেক্ষা মন্দাকিনীর প্রভাবই অধিক।"

তখন সীতা তমসাকে সঙ্গে লইয়া রাম ও বাসন্তীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র গোদাবরীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সীতার পুত্র করভকটি জয়লাভ করিয়া, বধূর সহিত বিচরণ করিতেছে। বাসন্তী তাহাতে রামচন্দ্রকে আনন্দ প্রকাশ করিতে বলিলে, রামচন্দ্র 'আয়ুষ্মন্, বিজয়ী হও' বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সীতাও করিশাবকটি এক্ষণে এরূপ হইয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেবি, তোমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, মৃণালস্নিগ্ধ উদ্গত দশনাঙ্কুরে যে

তোমার কর্ণপূর হইতে লবলীপল্লব আকর্ষণ করিত, তোমার সেই পুত্রটি মদমত্ত করিপতিকেও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে; সুতরাং যৌবনে যে কল্যাণের আশা করা যায়, সে তাহারই আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে।”

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—“চিরায়ুষ্মান্ সৌম্যদর্শনা কান্তা হইতে যেন বিযুক্ত না হয়।”

রামচন্দ্র বাসন্তীকে আবার বলিতে লাগিলেন,—“দেখ সখি, বৎসটি আবার কান্তানুরঞ্জনের চাতুর্য্যও শিখিয়াছে। প্রণয়ভরে লীলাচ্ছলে উৎপাটিত মৃণালস্তম্ব গ্রাসস্বরূপে প্রদান করিয়া, বিকসিত-পদ্মসুবাসিত জলগণ্ডূষ বধূর মুখমধ্যে ঢালিয়া দিতেছে,—আবার শুণ্ড দ্বারা জলকণা বর্ষণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া তুলিতেছে,—অবশেষে সরল-নালযুক্ত নলিনীপত্রের ছত্রটিও বধূর মস্তকে ধারণ করিতেছে।”

এদিকে সীতা তমসাকে বলিতে লাগিলেন,—ভগবতি, করিশিশুটিত এরূপ হইয়াছে, না জানি, আমার কুশলব এতদিনে কেমন হইয়া উঠিয়াছে।”

তমসা উত্তর দিলেন,—“তাহারাও এইরূপ হইয়াছে জানিবে।”

সীতা তখন আবার বলিয়া উঠিলেন,—“আমি এরূপ হতভাগিনী যে, আমার কেবল পতিবিরহ নহে, পুত্রবিরহও ঘটিতেছে।”

শুনিয়া তমসা কহিলেন,—“ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে?”

সীতা আবার বলিতে লাগিলেন,—“আর্য্যপুত্র যখন আমার পুত্র-দ্বয়ের ঈষদ্‌বিরল কোমলধবল দশনে ভূষিত উজ্জলকপোল-পরিশোভিত মধুর কাকলী ও হাস্যে মনোহর কাকপক্ষযুক্ত অমল মুখপদ্মযুগল চুম্বন না করিলেন, তখন আমার এ প্রসবের ফল কি?”

তমসা উত্তর দিলেন,—“দেবতার অনুগ্রহে তাহাই হইবে।”

তখন সীতা বলিয়া উঠিলেন,—“ভগবতি, বৎসদ্বয়ের স্মরণে আমার

স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের জনকও নিকটে অবস্থিত; তাই আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সংসারিণী হইয়া উঠিয়াছি।”

তমসা বলিতে লাগিলেন,—“এ বিষয় কি আর বলিব। স্নেহের শেষ সীমা সন্তানকেই আশ্রয় করে; অপত্যই পিতামাতার পরস্পরের সংযোগস্থল। পতিপত্নী উভয়েরই স্নেহের আস্পদ হওয়ায়, বিধাতা সন্তানরূপ আনন্দময় একটি গ্রন্থির দ্বারা তাহাদের হৃদয় দুইটিকে বন্ধন করিয়া দেন।”

সেই সময়ে নবোদ্গত মনোহর ও চঞ্চল পুচ্ছ-ভূষিত ছটালঙ্কৃত মণিময় মুকুটের ন্যায় একটি ময়ূর বধূর সহিত আনন্দবিহ্বল হইয়া, তাণ্ডব-নৃত্যসমাপনের পর কদম্বতরুশাখায় বসিয়া কেকাধ্বনি করিতেছিল। এই ময়ূরটিকেই সীতাদেবী পালন করিয়াছিলেন। বাসন্তী রামচন্দ্রকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সীতার দৃষ্টিও তাহার প্রতি নিপতিত হইল, এবং তিনি ময়ূরটিকে সেরূপ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র ‘তোমার আনন্দ বৃদ্ধি হউক’ বলিয়া ময়ূরটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সীতাও তাহাতে সম্মতি দিলেন।

রামচন্দ্র আবার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“তুমি যখন মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে, প্রিয়তমার চক্ষু দুইটিও সঙ্গে সঙ্গে তখন পুটমধ্যে আবর্ত্তিত হইত। সে সময় তাঁহার চটুল ভ্রূযুগলের নর্ত্তনে তাহাদিগকে কতই না সুন্দর দেখাইত! মুগ্ধা প্রিয়া কর-কিসলয়ের তালে তোমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় নাচাইতেন, এক্ষণে আমি তাহা স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি।”

যে কদম্ব-তরুশাখায় ময়ূরটি বসিয়াছিল, তাহাকেও সীতাদেবী পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সে কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি

বলিয়া উঠিলেন,—"আহা, পশুপক্ষীদিগেরও পরিচয়বোধ আছে। যে কদম্ববৃক্ষটিকে প্রিয়তমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি, তাহাতে দুই একটি কুসুমও বিকসিত হইয়াছে। দেবীর গিরি-ময়ূরটি তাহাকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থান করিয়া স্বজনসঙ্গের প্রীতি অনুভব করিতেছে।"

রামচন্দ্র কদম্বতরুটি চিনিতে পারিয়াছেন জানিয়া সীতা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

পঞ্চবটীতে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের জন্য বাসন্তী এক্ষণে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহাকে তথায় উপবেশনের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেব, কদলী-বনমধ্যবর্ত্তী যে শিলাতলে আপনি কান্তার সহিত শয়ন করিতেন, এই সেই শিলা-খণ্ডখানি পড়িয়া রহিয়াছে। এইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগুলির মুখে তৃণগুচ্ছ প্রদান করিতেন, সেইজন্য তাহারা এ স্থানটি পরিত্যাগ করিতে পারিত না।"

রামচন্দ্র তাহা দেখিতে অশক্ত হইয়া, সজলনয়নে অন্যস্থানে উপবেশন করিলেন। সীতা তখন বাসন্তীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সখি, তুমি আমাকে ও আর্য্যপুত্রকে এই স্থানটি দেখাইয়া এ কি করিলে? সেই আর্য্যপুত্র, সেই পঞ্চবটীবন, সেই সখী বাসন্তী, বিবিধ স্বচ্ছন্দবিহারের সাক্ষী সেই গোদাবরীকাননপ্রদেশ, পুত্রনির্ব্বিশেষ সেই মৃগপক্ষিপাদপকুল, আর সেই আমি! কিন্তু এ হতভাগিনী সে সকল দেখিলেও তাহার পক্ষে যেন ইহাদের অস্তিত্বই নাই। জীবলোকের পরিণাম এইরূপই বটে।"

রামচন্দ্রের কাতরভাব নিরীক্ষণ করিয়া বাসন্তী তখন সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন,—"সখি সীতে, রামচন্দ্রের এ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না কেন? সর্ব্বদাই ইচ্ছামাত্রেই দেখিতে পাইলেও

যাঁহার কুবলয়-দল-স্নিগ্ধ অঙ্গে তোমার নয়নের নব নব উৎসব সম্পাদিত হইত, এক্ষণে তিনি বিকলেন্দ্রিয়, পাণ্ডুবর্ণ ও শোকে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাকে অতি কষ্টেই অনুমান করিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থাতেও তাঁহাকে নয়নাভিরাম বোধ হইতেছে।"

বাসন্তীর কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সমস্তই দেখিতেছি।"

তাহা শুনিয়া তমসা কহিলেন,—"তুমি চিরদিনই এইরূপ ভাবে স্বামীকে দেখিতে থাক।"

সীতা আবার বলিতে লাগিলেন,—"হা দৈব! আর্য্যপুত্র আমাকে ছাড়িয়া এবং আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিব, এ কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, অশ্রুর পতন ও পুনরুদ্গমের অন্তরালে জন্মান্তরেও দুর্লভদর্শন সেই আর্য্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই।"

এই বলিয়া সীতা সস্পৃহ-নয়নে রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। তমসা স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আনন্দ ও শোকে উচ্ছলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে কান্তদর্শনস্পৃহায় বিস্ফারিত তোমার স্নেহনিষ্যন্দিনী শুভ্রা দৃষ্টি দুগ্ধধারার ন্যায় হৃদয়েশকে যেন স্নাত করিয়া তুলিতেছে।"

বাসন্তী এতক্ষণ রামচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা ও চিত্তবিনোদন ঘটে নাই মনে করিয়া, তিনি তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বনদেবতা তখন বলিতে লাগিলেন, —"রামদেবের স্বয়ং আবার এই বনাগমনে মধুবর্ষী তরুগণ ফলপুষ্পের অর্ঘ্য প্রদান করুক, প্রস্ফুটিত-কমল-সৌরভ-বাসিত বনবায়ু প্রবাহিত হউক, পক্ষিগণ রাগযুক্তকণ্ঠে অবিরল কলধ্বনি করিতে থাকুক।"

নিমেষমধ্যে সমস্ত পঞ্চবটীবন এইরূপই হইয়া উঠিল।

তাহার পর রামচন্দ্র বাসন্তীকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলে, বাসন্তী উপবেশন করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—"মহারাজ কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত ?"

রামচন্দ্র যেন তাহা শ্রবণ না করার ভাব দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মৈথিলী স্বীয় করকমলে অম্ব, নীবার ও শষ্প বিতরণ করিয়া যে বৃক্ষ, পক্ষী ও কুরঙ্গদিগকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়দ্রবের ন্যায় কি এক বিস্ময় উপস্থিত হইতেছে, এমন কি, তাহাতে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।"

বাসন্তী আবার বলিলেন,—"মহারাজ, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত ?"

বাসন্তীর 'মহারাজ' সম্বোধনটি রামচন্দ্রের নিকট প্রণয়শূন্য বলিয়া বোধ হইল। আবার কেবল লক্ষ্মণের কুশল জিজ্ঞাসা করায়, অশ্রূচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতে থাকায়, সীতার বৃত্তান্ত তিনি অবগত আছেন বলিয়া রামচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল। পরে রামচন্দ্র বাসন্তীর কথার উত্তর দিয়া কহিলেন,—"হাঁ, কুমারের কুশল বটে।"

এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"দেব, আপনি এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন ?"

সে কথা শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"সখি বাসন্তি, তুমি এরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিলে কেন ? আর্য্যপুত্র সকলের নিকটই প্রিয়-সম্ভাষণের যোগ্য ; বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখীর নিকট।"

বাসন্তী আবার "তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়নকৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গে অমৃতধারা, এইরূপ শত শত প্রিয়বাক্যে সেই সরলপ্রাণার চিত্তরঞ্জন করিয়া তাহাকেই—অথবা

থাক, ইহার পর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র 'উপযুক্ত স্থানেই বাক্যনিবৃত্তি ও মূর্চ্ছা হইয়াছে' বলিয়া বাসন্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া বাসন্তী আবার বলিলেন,—"দেব, আপনি এরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন কেন?"

সীতা বাসন্তীকে বিরত হওয়ার কথাই বলিতেছিলেন।

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"লোকে সহ্য করিতে পারে না বলিয়া।"

শুনিয়া বাসন্তী বলিলেন,—"তাহার কারণ কি?"

রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"তাহারাই জানে।"

তখন তমসা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাদিগকে তিরস্কার করাই উচিত।"

বাসন্তী আবার বলিতে লাগিলেন—"নিষ্ঠুর, তোমার নিকট যশই প্রিয় দেখিতেছি; কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অপযশ আর কি হইতে পারে? প্রভু, বলুন দেখি, গহনকাননে সেই হরিণনয়নার কি দশা ঘটিয়াছে এবং আপনিই বা সে বিষয়ে কি মনে করিতেছেন?"

সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"সখি, তুমিই নিঠুর ও কঠোর; কারণ, শোকসন্তপ্ত আর্য্যপুত্রকে আবার সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছ।"

তমসা বলিলেন,—"ইহা প্রণয় ও শোকাবেগেরই উক্তি।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, —"আমি কি আর মনে করিব? ভয়ব্যাকুল একবর্ষীয় কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলনয়না ও প্রস্ফুরিত গর্ভভারে অলসগমনা প্রিয়তমার কোমল নবমৃণালসমা জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতিকা হিংস্রজন্তুগণ নিশ্চয়ই গ্রাস করিয়াছে।"

সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এই দেখ আমি জীবিত রহিয়াছি!"

রামচন্দ্র আবার 'হা প্রিয়ে জানকি, তুমি কোথায় ?' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সীতা বলিলেন,—"হায়! আর্য্যপুত্রও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন দেখিতেছি।"

তমসা বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসে, উহা এ অবস্থারই উপযোগী বটে; দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখনির্ব্বাপণ করাই উচিত। কারণ, গভীর জলাশয়ের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে, জলনির্গমন করাই তাহার প্রতীকার; শোক ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিলে, প্রলাপাদির দ্বারাই হৃদয়কে শান্ত করিতে হয়। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের সংসারযাত্রা বহুবিধ ক্লেশে পূর্ণ; তাঁহাকে অভিনিবিষ্ট চিত্তে যথাবিধি এই বিশ্বসংসার পালন করিতে হয়। নিদাঘতাপে কুসুম যেমন বিশুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ প্রিয়াশোক তাঁহার জীবনকে পরিম্লান করিয়া তুলিতেছে। তিনি যে, বিলাপ করিয়া দুঃখ প্রশমন করিবেন, তাহারও উপায় নাই; কারণ, তিনি স্বয়ংই তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আবার এখনও পর্য্যন্ত যে তিনি জীবনধারণ করিয়া আছেন, তাহা কেবল বিলাপেরই জন্য; কাজেই রোদনটাকে পরম লাভই বলিতে হইবে।"

রামচন্দ্র আবার কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"হায়, কি কষ্ট! গাঢ়োদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে না! বিকল দেহভার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য হারাইতেছে না। অন্তর্দাহে অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত করিতে পারিতেছে না। মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু জীবন-সূত্র ত ছিন্ন হইতেছে না!"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"এইরূপই বটে।"

রামচন্দ্র আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিবর্গ, আমার গৃহে সীতাদেবীর স্থান আপনাদের অভিমত না হওয়ায়

তাঁহাকে নির্জ্জন অরণ্যে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি,—তজ্জন্য অনুশোচনাও করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল স্থানদর্শনে যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি ; কাজেই উপায়ান্তর না থাকায় এক্ষণে এইরূপ রোদন করিতেছি। আপনারা কিছু মনে না করিয়া প্রসন্ন হউন।"

রামচন্দ্রের কাতরভাব দেখিয়া তমসা বলিয়া উঠিলেন,—"ইঁহার শোকসাগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি।"

বাসন্তী তখন বলিলেন,—"দেব, অতীত বিষয়ে আর শোক করিয়া কি হইবে? এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"সখি, কি বলিলে? ধৈর্য্য! দেবীশূন্য জগতের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইতেছে ; সীতা এই নামও বিলুপ্ত হইতে চলিল ; কিন্তু রাম কি জীবিত নাই?"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্রের কথাগুলিতে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে।"

তমসা বলিতে লাগিলেন —"তাহা হইতে পারে বটে, এই স্নেহার্দ্র ও শোকদারুণ বাক্যগুলি নিতান্ত প্রিয় নহে। এগুলি তোমার উপরে বিষমিশ্রিত মধুধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে।"

রামচন্দ্র আবার বাসন্তীকে বলিলেন,—"অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্রাকার জলদঙ্গারশল্যের ন্যায়, অথবা সবিষ দশনের তুল্য মর্ম্মচ্ছেদী হৃদয়নিহিত তীব্র শোকশঙ্কু কি আমি সহ্য করিতেছি না?"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"আমি এরূপ মন্দভাগিনী, যে আবার আর্য্যপুত্রের ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিলাম।"

রামচন্দ্র স্বীয় হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করিলেও পূর্ব্বপরিচিত বস্তুসমূহের দর্শনে তাঁহার শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল ; তিনি বলিতে-

ছিলেন,—"চঞ্চল উর্ম্মিমালার ন্যায় ক্ষুভিত ইন্দ্রিয়গণের আবেগনিরোধের জন্য আমি অতিকষ্টে অন্তরে যে সমস্ত যত্ন করিতেছি, কেমন এক চিত্তবিকার অপ্রতিহতবেগ জলপ্রবাহের সৈকত-সেতুভেদের ন্যায় তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া প্রবলবেগে প্রসারিত হইতেছে।"

সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্রের এই দুর্ব্বার দারুণ শোকাবেগে আমারও দুঃখ প্রস্ফুরিত হইয়া যেন হৃদয়কে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।"

রামচন্দ্রকে শোকবিহ্বল ও বিপন্ন দেখিয়া বাসন্তী তাঁহার মন অন্য-দিকে আকৃষ্ট করার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"দেব,এই চিরপরিচিত জনস্থানপ্রদেশগুলি দেখিয়া আপনি চিত্তবিনোদন করুন।"

'তাহাই হউক' বলিয়া রামচন্দ্র উত্থিত হইলেন এবং চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সীতা কিন্তু বাসন্তীর এই বিনোদনো-পায়কে দুঃখসন্দীপনের কারণ বলিয়াই মনে করিতেছিলেন।

রাম ও বাসন্তী ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পরিচিত কুঞ্জের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাসন্তী সেই কুঞ্জটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেব, আপনি সীতার আগমনপথের দিকে চাহিয়া এই লতাগৃহেই উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি কিন্তু কৌতুকভরে হংসশ্রেণী দেখিতে দেখিতে গোদাবরী-সৈকতে বিলম্ব করিতেছিলেন; পরে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে অত্যন্ত বিমনা দেখায়, কাতরভাবে কমল-কোরক-নিভ প্রণামাঞ্জলি বন্ধন করেন।"

সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন,—"সখি বাসন্তি, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরা দেখিতেছি; কারণ, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবিষ্ট শল্য বারংবার আলোড়ন করিয়া এ হতভাগিনী ও আর্য্যপুত্রকে সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছ।"

রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"অয়ি চণ্ডি জানকি, তোমাকে

ছায়া-সীতা।

Mohia Press, Calcutta.

যেন ইতস্ততঃ দর্শন করিতেছি, কিন্তু তুমি ত আমার প্রতি অণুমাত্র অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ না। হায় দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, জগৎ শূন্য দেখাইতেছে, অবিরত জ্বালায় আমি অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছি. অন্তরাত্ম বিধুর ও অবসন্ন হইয়া যেন প্রগাঢ় অন্ধতমসে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, প্রবলমোহে চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে ; মন্দভাগ্য আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।”

এই বলিয়া তিনি আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া সীতা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। বাসন্তী রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সীতাও ‘হা আর্য্যপুত্র, এই হতভাগিনীর জন্যই সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার তোমার বারংবার এইরূপ জীবনসংশয়কর দশা-পরিণাম ঘটিতেছে। হায়! হায়! আমিও হত হইলাম,’ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তমসা তখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন,—“বৎসে, পুনর্ব্বার তোমারই পাণিস্পর্শ রামভদ্রের সঞ্জীবনোপায়।”

তখনও পর্য্যন্ত রামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করেন নাই দেখিয়া, বাসন্তী ব্যাকুলা হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“প্রিয়সখি সীতে, তুমি এখন কোথায়? তোমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা কর।”

সীতা তখন ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের চৈতন্য পুনরাগত হইল। তাহা দেখিয়া বাসন্তী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন।

চেতনা লাভ করিয়া রামচন্দ্র বলিতেছিলেন,—“সেই সংস্পর্শ ত্বক্, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি বাহিরের ও অন্তরের শরীরধাতুগুলিকে

অকস্মাৎ যেন অমৃতময় প্রলেপের দ্বারা লিপ্ত করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে—আবার নিরতিশয় আনন্দদানে অন্যপ্রকার মোহ আনয়নও করিতেছে।"

তাহার পর আনন্দে চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সখি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

বাসন্তীর তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিলে, রামচন্দ্র বলিলেন,—"আর কি, সীতাকে পুনর্ব্বার পাইয়াছি।"

বাসন্তী উত্তর দিলেন,—"তিনি কোথায় ?"

রামচন্দ্র তখন সীতার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে করিতে কহিলেন,—"এই দেখ, তিনি সম্মুখেই রহিয়াছেন।"

বাসন্তী সীতাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, কাজেই তাঁহার নিকট ইহা রামচন্দ্রের প্রলাপোক্তি বলিয়াই বোধ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"দেব রামচন্দ্র, একে ত হতভাগিনী প্রিয়সখীর শোকে দগ্ধ হইতেছে, তাহার উপর আপনি এইরূপ দারুণ মর্ম্মচ্ছেদী প্রলাপ-বাক্যে পুনর্ব্বার তাহাকে ভস্মীভূত করিতেছেন কেন ?"

সীতা তখন বলিতেছিলেন,—"আমি এখন এখান হইতে অপসৃত হওয়ারই ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু দীর্ঘকালের অনুরাগবশে সৌম্য ও শীতল আর্য্যপুত্রস্পর্শে সুদীর্ঘ ও দারুণ সন্তাপ হরণ করিয়া আমার হস্তকে বজ্রলেপ দ্বারা সংবদ্ধ করিতেছে ; তাহাতে সে স্বেদাক্ত ও অশান্ত জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া বিবশ হইয়া পড়িয়াছে এবং কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।"

বাসন্তীর কথায় রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"সখি, আমার কথা প্রলাপ-বাক্য হইবে কেন ? বিবাহকালে মঙ্গলসূত্রভূষিত যে পাণি গ্রহণ করিয়া ছিলাম, ইচ্ছামাত্রেই যাহার অমৃতশীতল স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া চির-

পরিচিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তুহিনকরকার ন্যায় মনোরম ও ললিত লবলীর অঙ্কুরতুল্য প্রিয়তমার সেই হস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছি !”

এই বলিয়া রামচন্দ্র সীতার হস্তখানি ধরিয়া ফেলিলেন। রামের মুখে স্বীয় হস্তের পরিচয় শুনিতে শুনিতে সীতা বলিতেছিলেন,—“আর্য্যপুত্র সেই আর্য্যপুত্রই আছেন দেখিতেছি।”

তাহার পর স্পর্শ যতই প্রগাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, সীতা ততই বিহ্বলা হইয়া পড়িতেছিলেন। রামচন্দ্রেরও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে, তিনি বাসন্তীকে বলিতে লাগিলেন,—“সখি, আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গণ নিমীলিতপ্রায় হইতেছে। পাছে আমি আবার সীতাকে হারাই, এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। অতএব তুমি ইঁহাকে ধরিয়া রাখ।”

বাসন্তী কিন্তু রামচন্দ্রকে উন্মত্তই মনে করিতেছিলেন। ধৃত হইবার ভয়ে সীতা তখন হস্ত আকর্ষণ করিয়া ব্যগ্রভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“হায়, কি কষ্ট উপস্থিত হইল ! স্বেদসিক্ত, কম্পিত, জড়তাপ্রাপ্ত প্রিয়ার করপল্লব, আমারও ঘর্ম্মাক্ত, কম্পযুক্ত, অবশ হস্ত হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল !”

ক্রমে রামচন্দ্র অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার নয়নদ্বয় কখনও চঞ্চল, কখনও নিস্পন্দ, কখনও অলস, আবার কখন বা আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সীতা তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ; তিনিও তখন স্বেদাক্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

স্নেহ, হাস্য ও আনন্দ সহকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তমসা বলিতেছিলেন,—“প্রিয়স্পর্শ-সুখে বৎসা স্বেদযুক্তা, রোমাঞ্চিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইয়া যেন নব-বারি-ধারায় সিক্তা সমীরান্দোলিতা স্ফুট-কোরকা কদম্ব-যষ্টির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন।”

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমার দেহ অবশ হওয়ায় ভগবতী তমসার নিকট বড়ই লজ্জিত হইতেছি। ইনি হয় ত মনে করিতেছেন, স্বামী আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগের হ্রাস হয় নাই।"

সেই সময়ে রামচন্দ্র আবার বিলাপ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, —"কৈ, প্রিয়তমা ত এখানে নাই। হা বৈদেহি, তুমি নিশ্চয়ই নির্দ্দয়া।"

সীতা তখন বলিতে লাগিলেন,—"আমি সত্য সত্যই নির্দ্দয়া; নতুবা তোমাকে এরূপ ভাবে দেখিয়াও এখনও জীবিত রহিয়াছি কেন?"

রামচন্দ্র আবার বলিয়া উঠিলেন,—"দেবি, তুমি কোথায়? আমার প্রতি প্রসন্না হও; আমাকে এরূপ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া তোমার পরিত্যাগ করা উচিত নহে।"

শুনিয়া সীতা কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, তুমি বিপরীত কথাই বলিতেছ; আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই; তুমিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ।"

বাসন্তী রামচন্দ্রকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—"দেব প্রসন্ন হউন; স্বয়ং লোকোত্তর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাভিভূত আত্মাকে সুস্থির করিয়া তুলুন; কোথায় আমার প্রিয়সখী রহিয়াছেন?"

রামচন্দ্র তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সত্য সত্যই সীতা এখানে নাই; নতুবা বাসন্তী তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? তবে কি ইহা স্বপ্ন? কিন্তু আমি ত নিদ্রিত হই নাই, রামের আবার নিদ্রা কোথা হইতে আসিবে? নিশ্চয়ই সেই বারংবার-মনঃকল্পিত সীতা-সমাগমে সম্ভূতা ভগবতী প্রতারণাদেবী আমার অনুসরণ করিতেছেন!"

সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"নিদারুণা আমিই আর্য্যপুত্রকে প্রতারিত করিতেছি।"

রামচন্দ্রের চিত্ত অন্যদিকে আকর্ষণ করিবার জন্য বাসন্তী তখন বলিতে লাগিলেন,—"দেব, দেখুন, দেখুন, জটায়ুকর্ত্তৃক ভগ্ন রাবণের কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত রথখানি পড়িয়া রহিয়াছে; আবার পিশাচ-বদন গর্দ্দভগুলির কঙ্কালাবশেষও দেখা যাইতেছে। এইখানে খড়্গ দ্বারা জটায়ুর পক্ষচ্ছেদের পর দীপ্তিমতী সীতাকে ধারণ করিয়া বিদ্যুদ্‌বক্ষ মেঘখণ্ডের ন্যায় রাবণ আকাশে উত্থিত হইয়াছিল।"

শুনিয়া সীতা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"হা আর্য্যপুত্র, তাত জটায়ু নিহত হইতেছেন, আমিও অপহৃত হইলাম, রক্ষা কর রক্ষা কর।"

রামচন্দ্রও সবেগে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"রে তাত-প্রাণহন্তা, সীতাপহারী পাপাত্মা, তুই কোথায় যাইবি?"

বাসন্তী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—"দেব, রাক্ষস-কুল-প্রলয়-ধূমকেতু, এখনও কি আপনার ক্রোধের পাত্র বিদ্যমান আছে?"

সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! আমিও যে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া উঠিলাম।"

রামচন্দ্র আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হা সত্যই আমি প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছি! তখন প্রিয়তমার উদ্ধারের নানা-প্রকার উপায় অবলম্বন এবং বীরগণের বিমর্দ্দনে জগতে অদ্ভুত রসের অবতারণা করায়, এই সমস্ত বিনোদনব্যাপারে, রিপুনাশের সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধাক্ষীর পূর্ব্ববিরহ শেষ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কিরূপে মৌনাবলম্বন করিয়া নিরবধি বিরহ সহ্য করিব?"

শুনিয়া সীতা কহিলেন,—"যদি সত্য সত্যই এ বিরহ নিরবধি হয়, তাহা হইলে আমিও ত হত হইলাম।"

রামচন্দ্রের বিলাপের শেষ হইতেছিল না, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"যেখানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত আমার সখ্য ব্যর্থ, কপিগণের বীর্য্য নিষ্ফল, জাম্বুবানের প্রজ্ঞা অকার্য্যকরী, বায়ুপুত্র হনুমানের গমন অসম্ভব, বিশ্বকর্ম্ম-তনয় নলের পথনির্ম্মাণ ক্ষমতার অতীত এবং লক্ষ্মণের বাণও প্রবেশে অসমর্থ, জগতের মধ্যে এমন কোন্ স্থানে প্রিয়তমা, তুমি লুক্কায়িত রহিয়াছ ?"

রামের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা অপেক্ষা পূর্ব্ব-বিরহ বরং ভালই ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পঞ্চবটীতে রামচন্দ্রের আর থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বাসন্তীকে বলিতেছিলেন,—"সখি, রামের দর্শন এখন কেবল সুহৃদ্‌গণের রোদনের কারণ; তোমাকে আর কতক্ষণ কাঁদাইব ? আমাকে বিদায় দাও।"

সে কথায় সীতা তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া উদ্বেগসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতি, আর্য্যপুত্র যে চলিয়া যাইতেছেন।"

তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—"চল, আমরাও আয়ুষ্মান্ কুশলবের বর্ষবৃদ্ধির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য ভগবতী ভাগীরথীর চরণ-প্রান্তে গমন করি।"

সীতা তখন কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি, প্রসন্না হউন; ক্ষণকালের জন্য এই দুর্লভ জনকে একবার দেখিয়া লই।"

রামচন্দ্র সেই সময় বলিতেছিলেন,—"অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য সহধর্ম্মচারিণী যে হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহাই দর্শন করিয়া এই বাষ্পাকুল চক্ষুর বিনোদন সম্পাদন করিব।"

রামচন্দ্রের সহধর্ম্মচারিণী পর্য্যন্ত উচ্চারণে সীতা উৎকম্পিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শুনিয়া

আবেগভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—আর্য্যপুত্র, তুমি আমার সেই আর্য্যপুত্রই আছ। আজ আমার পরিত্যাগ-লজ্জাশল্য উৎপাটিত হইয়া গেল। আর্য্যপুত্র যাহাকে আদর করেন, এবং যে আর্য্যপুত্রের চিত্তবিনোদন করিয়া জীবলোকের আশাবন্ধনস্বরূপ হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই ধন্য।"

সে কথায় তমসা সহাস্যে স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বৎসে, ইহা তোমারই আত্মপ্রশংসা।"

সীতা লজ্জিত হইয়া অধোমুখে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতী আমাকে পরিহাস করিলেন দেখিতেছি।"

সেই সময়ে বাসন্তী রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"এই সমাগমে আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিগমন সম্বন্ধে বলিতেছি যে, যাহাতে কার্য্যহানি না হয়, তাহাই করুন।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"বাসন্তীও দেখিতেছি আমার প্রতিকূল-চারিণী হইয়া উঠিল!"

তমসা সীতাকে বলিলেন,—"এস বৎসে, আমরাও যাই।"

সীতা অতিকষ্টে উত্তর দিলেন,—"চলুন, তাহাই করিতেছি।"

তমসা তখন বলিতে লাগিলেন,—"কেমন করিয়াই বা তুমি যাইবে? দর্শন-লালসায় প্রসারিত তোমার চক্ষু স্বামিশরীরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে! তাহাকে ফিরাইয়া লওয়ার চেষ্টায় তোমার মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া যাইতেছে!"

তাহার পর সীতা সে স্থানপরিত্যাগের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিলেন না। তিনি অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই আর্য্যপুত্রের চরণ-কমলে প্রণাম করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

চৈতন্ত লাভ করিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"মেঘের অপসরণ ও পুনরাবরণের মধ্যে আর কতক্ষণই বা পূর্ণচন্দ্র দর্শন করা যায়!"

সীতার ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে তমসা বলিতেছিলেন,—"আহা! কার্য্যকারণ ভাবের কি বিচিত্র রচনাকৌশল! জলরাশি যেমন আবর্ত্ত, বুদ্‌বুদ, তরঙ্গপ্রভৃতির আকারে নানারূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহারা সলিল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ একমাত্র করুণরস নিমিত্তভেদে ভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করে।"

রামচন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি বিমানরাজ পুষ্পককে অগ্রসর হইবার জন্ত আদেশ দিলেন। সকলে তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তমসা ও বাসন্তী যথাক্রমে সীতা ও রামকে লক্ষ্য করিয়া এই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন,—"আমাদিগের সহিত বসুন্ধরা ও মন্দাকিনী এবং নবচ্ছন্দের প্রথম-প্রবর্ত্তক কুলপতি বাল্মীকি ও অরুন্ধতী-সহায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেব তোমার প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন।"

এইরূপে অদৃশ্যা ছায়া-সীতার সমাগমে রামচন্দ্র আনন্দিত ও দুঃখিত হইয়া পঞ্চবটী হইতে বিমানারোহণে অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অন্তান্ত সকলেও স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

(৪)

বাল্মীকির তপোবনে আজ এক রমণীয় ভাবের সঞ্চার হইয়াছে; অনেকগুলি অতিথির সমাগমে অভ্যর্থনার আয়োজনের সীমা নাই। ভোজনের সুব্যবস্থায় সকলের যারপরনাই বিস্ময় জন্মাইতেছে; আশ্রম-মৃগ সদ্যঃপ্রসূতা প্রিয়ার পীতাবশিষ্ট নীবারান্নের মণ্ড পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে পান করিতেছে; বদরী-ফলের সহিত শাক-রন্ধনের গন্ধ সঘৃত অন্নের

সৌরভের সহিত মিলিত হইয়া চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। মধুপর্কদানের ব্যবস্থারও ত্রুটি হয় নাই; বিভিন্ন প্রকার অতিথির পক্ষে তাহারও ভিন্ন ভিন্ন বিধান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পত্নী অরুন্ধতী ও দশরথমহিষীদিগকে লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন এবং রাজর্ষি জনকও আগমন করিয়াছেন। তাই এই সকল সম্মাননীয় অতিথিগণের অভ্যর্থনায় মহর্ষি বাল্মীকি ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্বেতশ্মশ্রু অতিথিগণের আগমনে অনধ্যায় ঘটায়, ছাত্রগণের মধ্যে এক মহান্ আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইল। সৌধাতকি, ভাণ্ডায়ন প্রভৃতি তাপস-বালকগণ অতিথিগণের প্রসঙ্গ লইয়া নানারূপ আলোচনা আরম্ভ করিল। কেহ বা তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল; কেহ বা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমোদ-প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল।

বশিষ্ঠদেবের মধুপর্কের জন্য পশুবধের ব্যবস্থা হওয়ায়, কেহ তাঁহাকে ব্যাঘ্র বা বৃক বলিয়া উপহাস করিতেছিল, অপরে আবার তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের উপদেশ দিতে লাগিল। জনকের মধুপর্কে কেবল দধি ও মধুর এবং বশিষ্ঠদেবের মধুপর্কে পশুবধের ব্যবস্থা কেন, ইহারও তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে, পরে তাহার সিদ্ধান্তও স্থির হয়।

বেদের আদেশ যে, সমাংস মধুপর্ক দান করিতে হইবে; সেই জন্য শ্রোত্রিয় অতিথি উপস্থিত হইলে, গৃহস্থেরা মধুপর্কের জন্য পশুবধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; ধর্ম্মসূত্রকারগণ ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া বিধান করিয়াছেন; তবে যাঁহারা মাংসভোজনে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই কেবল মধুপর্কে দধি ও মধুরই ব্যবস্থা।

সীতার নির্ব্বাসনের পর জনক বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চন্দ্রদ্বীপে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই জন্য তিনি মাংসাদি পরিত্যাগ

করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল প্রিয়সুহৃৎ বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই তিনি তদীয় তপোবনে উপস্থিত হইয়াছেন। এ দিকে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতী ও রাজ্ঞীদিগের সহিত আগমন করিয়াছেন। কাজেই পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎকারের একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল। বৃদ্ধগণের ন্যায় ছাত্রগণও মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অনধ্যায়-মহোৎসব সম্পাদন করিতে লাগিল।

ব্রহ্মবাদী পুরাণ রাজর্ষি জনক বাল্মীকি ও বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া, আশ্রমের বহির্ভাগে বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন; হৃদয় প্রতিনিয়ত সীতাশোকে সন্তাপিত হওয়ায়, তাঁহাকে অন্তর্লীন পাবকে দগ্ধ বনস্পতির ন্যায় বোধ হইতেছিল।

দারুণ কষ্টে অভিভূত হইয়া বিদেহপতি বলিতেছিলেন,—"সীতার ভাগ্যে হৃদয়ভেদী ব্যথাপ্রদ অতিতীব্র যে অনর্থপাত ঘটিয়াছে, তাহা হইতে সমুৎপন্ন অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ দীর্ঘকাল গতেও নূতনের ন্যায় অনুভূত শোকাবেগ বিরত না হইয়া করপত্রের মত হৃদয়ের মর্ম্মস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। হায়, কি কষ্ট! জরায়, দুরতিক্রম দুঃখে, কষ্টসাধ্য পরাক, সন্তাপন প্রভৃতি তপস্যায় শরীরের রস ও ধাতু শুষ্ক হওয়ায় ইহা সর্ব্বপ্রকারেই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি এই দগ্ধ দেহের পতন হইতেছে না; আত্মঘাতী হইবার উপায় নাই। ঋষিরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মঘাতীরা আত্মজ্ঞানবিমুখ হইয়া অন্ধতামিস্র নামক ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসুরগণের গন্তব্য লোকে গমন করে। যদিও বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি প্রতিনিয়ত অনুভূত আমার এই দারুণ দুঃখসংবেগ নূতনের ন্যায়ই রহিয়াছে; কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। হা মাতঃ দেবযজনসম্ভবে সীতে! তোমার নির্ম্মাণভাগ্যের কি এইরূপই পরিণতি ঘটিল যে, আমি লজ্জায় স্বচ্ছন্দে ক্রন্দন করিতেও

পারিতেছি না! হা বৎসে, শৈশবে বিনা কারণে রোদন, আবার পরক্ষণেই হাস্যের সময় কোরকসদৃশ দন্তাগ্রগুলি প্রকাশিত হইয়া যাহার শোভা বর্দ্ধন করিত এবং যাহা হইতে অর্দ্ধস্ফুট মধুর বচনধারা প্রবাহিত হইত, তোমার সেই মুখ-কমলটি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। ভগবতি বসুন্ধরে, সত্য সত্যই তুমি অতি কঠিন। বহ্নি, মুনিগণ, দেবী অরুন্ধতী, ভগবতী ভাগীরথী, রঘুকুলগুরু স্বয়ং দেব দিনকর এবং তুমি নিজেও যাহার মাহাত্ম্য অবগত আছ, আর বাগ্‌দেবীর বিদ্যাপ্রসবের ন্যায় তুমি যাহার জন্মদান করিয়াছ, অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধিলাভের পর তোমার সেই দুহিতার এইরূপ বিনাশসাধন কিরূপে সহ্য করিলে?"

সেই সময়ে কিছু দূরে শব্দ হইল,—"ভগবতি ও মহাদেবি, আপনারা এইদিকে আসুন।"

তাহা শুনিয়া জনক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, গৃষ্টিনামক কঞ্চুকী ভগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি কাহাকে যে মহাদেবী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, বিদেহরাজ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই; পরে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী, তাঁহার প্রিয়সখী, কৌশল্যাও আগমন করিতেছেন।"

জনক তখন বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহাকে আর কৌশল্যা বলিয়া বুঝা যায় না; ইনিই দশরথের গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া প্রতীত হইতেন, অথবা উপমার প্রয়োজনই বা কি? বাস্তবিক লক্ষ্মী ছিলেন বলিলেই হয়। কিন্তু দৈববশে ইনি যেন এক্ষণে দুঃখময় অন্য একটি জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন। ভাগ্যের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! যাঁহাকে পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের মত বোধ হইত, এক্ষণে তিনি ক্ষতস্থানে লবণের ন্যায় অসহ্য হইয়া উঠিতেছেন।"

কঞ্চুকী অরুন্ধতী ও কৌশল্যাকে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। জনকের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কৌশল্যা কিন্তু চলিতে পারিতেছিলেন না। অরুন্ধতী শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় কৌশল্যাকে বলিলেন,—"তোমাদের কুলগুরুর আদেশ যে, তুমি স্বয়ং গিয়া বিদেহপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং সেই জন্য আমাকেও পাঠাইয়া দিয়াছেন। তবে পদে পদে এরূপ সংশয়ের ভাব দেখাইতেছ কেন?"

কঞ্চুকীও তাঁহাকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠের আদেশ-প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন কৌশল্যা উত্তর দিয়া কহিলেন,—"এ সময় মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার সকল দুঃখই যুগপৎ উদিত হইতেছে; হৃদয়ের মূলবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; আমি কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না।"

শুনিয়া অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন,—"এ বিষয়ে সন্দেহ কি? মনুষ্যগণের সদ্‌বন্ধুবিয়োগজাত দুঃখরাশি অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবাহিত হইলেও প্রিয়জনের দর্শনে তাহা আবার দুঃসহ হওয়ায়, সহস্রস্রোতে বিভক্ত হইয়া উচ্ছলিত হইয়া উঠে।"

কৌশল্যা আবার কহিলেন,—"বধূমাতার এইরূপ দুর্দ্দশার পর রাজর্ষির নিকট কিরূপেই বা মুখ দেখাইব?"

অরুন্ধতী বলিলেন,—"ইনি জনকবংশের কুল-ধুরন্ধর, তোমাদের শ্লাঘ্য কুটুম্ব; যাজ্ঞবল্ক্যমুনি ইঁহাকেই সমগ্র বেদের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।"

কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজের হৃদয়ানন্দ, বধূমাতার পিতা ইনিই ত সেই রাজর্ষি! ইঁহার উপস্থিতিতে আমরা সম্মানিত বোধ করিতেছি। কিন্তু হায়! হায়! অতিদুঃখের দিনেই ইঁহার আগমন

ঘটিয়াছে! হা ভাগ্য, পূর্ব্বের সে সমস্ত যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

তাঁহাদিগকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া জনক অগ্রসর হইয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন,—"ভগবতি! বৈদেহ সীরধ্বজ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। পুরাতন গুরুগণের শ্রেষ্ঠ আপনার পতি ভগবান্ বশিষ্ঠদেব পবিত্র তেজোরাশির নিধিস্বরূপ হইয়াও যাঁহার সংসর্গে আপনাকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন, উষাদেবীর ন্যায় ত্রিলোকের মঙ্গলবিধাত্রী জগদ্‌বন্দ্যা সেই আপনাকে অবনীতলে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিতেছি।"

অরুন্ধতী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"আপনার অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিভাত হউক, রজোগুণের অতীত ঐ যে দেব কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, উনি আপনাকে পবিত্র করিয়া তুলুন।"

এইবার জনক কৌশল্যার সহিত আলাপনের ইচ্ছা করিয়া, উপহাস-সহকারে কঞ্চুকীকে বলিলেন,—"আর্য্য গৃষ্টি, প্রজাপালকের মাতার কুশল ত?"

শুনিয়া কঞ্চুকী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"বিদেহরাজ আমা-দিগকে নিষ্ঠুর-ভাবেই তিরস্কার করিলেন দেখিতেছি।"

তাহার পরে তিনি প্রকাশ্যে বলিয়া উঠিলেন,—"রাজর্ষি, এই দুঃখেই মহিষী বহুকাল রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করেন নাই; অতি-দুঃখিতা দেবীকে আপনার দুঃখপ্রদান উচিত নহে। কি এক দুর্দ্দৈবের প্রেরণায় রামভদ্রের এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিল! লঘুচিত্ত পৌর ও জানপদ-গণ অগ্নিশুদ্ধিতে বিশ্বাস না করিয়া, অপবাদরটনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহাকে এইরূপ দারুণ কর্ম্মের অবতারণা করিতে হইয়াছে।"

জনক উত্তর দিলেন,—"অগ্নি আমার কন্যাকে বিশুদ্ধ করিবার কে?

হা কষ্ট! যে এরূপ কথা বলিতেছে, সে রামকর্ত্তৃক অবমানিত আমাদিগের পুনর্ব্বার অবমাননা করিতে বসিয়াছে।”

সে কথায় অরুন্ধতী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“তাহা সত্য বটে; বৎসার নিকট ‘অগ্নি’ এই অক্ষর কয়টি যে স্বল্পমাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই; ‘সীতা’নামই পর্য্যাপ্ত বলিতে হইবে। বৎসে, তুমি শিশুই হও বা আমার শিষ্যাই হও, তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার পবিত্রতার উৎকর্ষে তোমার প্রতি আমার ভক্তি সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। শিশুত্ব বা নারীত্ব তোমাতে যাহা থাকুক কেন, তুমি যে জগতের বন্দনীয়া, তাহা কে অস্বীকার করিবে? গুণিগণের গুণই পূজা আকর্ষণ করিয়া থাকে; স্ত্রীপুরুষ লিঙ্গভেদে বা বয়সে কিছুই করিতে পারে না।”

এই সমস্ত আলাপনে কৌশল্যার হৃদয়বেদনা যেন নবীভূত হইয়া উঠিল; তিনি তাহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া জনক বলিয়া উঠিলেন,—“হা কষ্ট! এ আবার কি ঘটিল?”

অরুন্ধতী কহিলেন,—“রাজর্ষি, আর কি ঘটিবে? প্রিয়সুহৃদ্ আপনার দর্শনে সেই রাজা দশরথ, সেই সুখ, সেই শিশুজন, সেই সুখের দিন, যুগপৎ এই সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, ঘোরতর দশাবিপর্য্যয়ে আপনার প্রিয়সখী বিমূঢ়া হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ, পুরস্ত্রীগণের চিত্ত কুসুম-সুকুমার হইয়া থাকে।”

সে কথায় জনক বলিতে লাগিলেন,—“হায়! আমি অতি নিষ্ঠুর হইয়াই উঠিয়াছি। কারণ, বহুকাল পরে প্রিয়সুহৃদ্ দশরথের প্রিয়পত্নীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করি নাই। দশরথ আমার শ্লাঘ্যকুটুম্ব, প্রিয়সুহৃদ্, আমার হৃদয় ও মূর্ত্তিমান্ আনন্দ এবং জীবনধারণের নিখিলফলস্বরূপ ছিলেন। তিনি আমার শরীর অথবা জীবন, কিংবা ইহা

অপেক্ষা যাহা কিছু অধিক প্রিয়তর, তাহাই বলিয়া প্রতীত হইতেন; মহারাজ শ্রীমান্ দশরথ আমার কি না ছিলেন? আর ইনি সেই কৌশল্যা, পতির সহিত ইঁহার যখন প্রণয়কলহ উপস্থিত হইত, তখন আমি উভয়ের নিকট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তিরস্কার লাভ করিতাম। তাহার পর প্রসন্নতাসম্পাদন বা কোপবৃদ্ধি আমারই আয়ত্ত ছিল। হৃদয়ের সন্তাপদায়ক সে সকল কথা এখন স্মরণ করিয়া ফল কি?"

তখন পর্য্যন্ত কৌশল্যার মূর্চ্ছাভঙ্গ না হওয়ায়, অরুন্ধতী বলিয়া উঠিলেন,—"হা কষ্ট! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ হওয়ায়, ইঁহার হৃদয় যে স্পন্দহীন হইয়া উঠিল!"

জনক তখন 'হা প্রিয়সখি' বলিয়া কৌশল্যার অঙ্গে কমণ্ডলুজল নিক্ষেপ করিলেন।

কঞ্চুকী বলিতে লাগিলেন,—"বিধাতা প্রথমে সুহৃদের ন্যায় সুখপ্রদ অবিমিশ্রা অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া, অসময়ে দারুণ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া মনোব্যথা বাড়াইয়া তুলিলেন দেখিতেছি।"

সংজ্ঞালাভ করিয়া কৌশল্যা বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎসে জানকি, তুমি কোথায় রহিয়াছ? নববিবাহকালীন অপূর্ব্ব শোভায় অলঙ্কৃত সমুজ্জ্বল হাস্যবিকাশে প্রফুল্লপদ্মপ্রতিম তোমার মনোহর মুখমণ্ডল কেবলই আমার মনে পড়িতেছে। প্রস্ফুরিত-জ্যোৎস্না-সন্নিভ অভিরাম অঙ্গ-লতিকাদ্বারা আবার আমার ক্রোড়দেশ সমুজ্জ্বল করিয়া তুল। মহারাজ সর্ব্বদাই বলিতেন, জানকী রঘুকুলশ্রেষ্ঠগণের বধূ বটে, কিন্তু জনকের সম্পর্কে আমি তাহাকে আমার কন্যার ন্যায়ই মনে করিয়া থাকি।"

কঞ্চুকী সে কথার অনুমোদন করিয়া কহিলেন,—"দেবী যাহা বলিতেছেন, তাহাই যথার্থ। রাজা দশরথের পাঁচটি অপত্যের মধ্যে

সুবাহুশত্রু রামই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; বধূচতুষ্টয়ের মধ্যে সীতাকেই প্রিয়কন্যা শান্তার ন্যায়ই মনে করিতেন।”

জনক বলিতে লাগিলেন,—“হা প্রিয়সখ মহারাজ দশরথ, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমার মনের মত ছিলে; তোমাকে কিরূপে বিস্মৃত হইব? কন্যার পিতা প্রভৃতি গুরুজন জামাতার আত্মীয়স্বজনেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমার সহিত সম্বন্ধে তাহার বিপরীতই দৃষ্ট হইত। কারণ, তুমিই আমার আরাধনা করিতে। কাল তোমাকে এবং সেই সম্বন্ধের বীজকেও হরণ করিয়াছে, এই ঘোর জীবলোক-নরকে পাপী আমার জীবনধারণে ধিক্!”

কৌশল্যা আবার বলিয়া উঠিলেন,—“বৎসে জানকি! আমি কি করিব? আমার এই দগ্ধজীবন সুদৃঢ় বজ্রলেপে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, হতভাগিনীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছে না।”

তখন অরুন্ধতী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—“রাজ্ঞি, আশ্বস্ত হও; মধ্যে মধ্যে অশ্রুপাতের বিরাম-সম্পাদন কর্ত্তব্য। আর ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে তোমাদের কুলগুরু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি মনে নাই? তাহাই ত ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার পরিণাম-ফল শুভ বলিয়াই জানিবে।”

কৌশল্যা উত্তর দিলেন,—“ভগবতি! মনোরথ অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।”

সে কথায় অরুন্ধতী বলিলেন,—“তবে কি রাজপত্নী তুমি মনে কর, তাহা মিথ্যা বাক্য, সুক্ষত্রিয়া তোমার এরূপ মনে করা উচিত নহে, ইহা নিশ্চতই ঘটিবে। যে ব্রাহ্মণগণের অন্তঃকরণে পরজ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাঁহাদিগের উক্তিতে সংশয় করিতে নাই। তাঁহাদের

বাক্যে কল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী নিহিতা থাকেন; তাঁহারা কখনও মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেন না।"

সহসা অদূরে এক মহান্ কলকল-ধ্বনি উত্থিত হইল; সকলে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। জনক তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"শিষ্টগণের আগমনে অনধ্যায় ঘটায় উদ্ধতভাবে ক্রীড়ারত ব্রাহ্মণকুমারগণ এই কলরব করিতেছে।"

কৌশল্যা শুনিয়া কহিলেন,—"শৈশবে সুখ অতি সুলভ।"

তাহার পর তিনি বালকদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে লবকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওমা, ইহাদের মধ্যে রামচন্দ্রের কৌমারশ্রীতে অলঙ্কৃত মনোহর ও সুললিত অঙ্গে শোভিত কে ঐ বালকটি আমাদের লোচন সুশীতল করিয়া তুলিতেছে?"

অরুন্ধতী তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"ভগবতী ভাগীরথী কর্ণে অমৃতবর্ষী যে গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, ইহা তাহাই বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এটি আয়ুষ্মান্ কুশ ও লবের মধ্যে কে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

জনক বলিতেছিলেন,—"কুবলয়-দল-সম স্নিগ্ধশ্যাম শিখণ্ডক-ভূষিত মুখমণ্ডলে ও পুণ্যশ্রীতে শোভমান কে এই শিশুটি দেহকান্তিতে ব্রাহ্মণবালকগণকে অলঙ্কৃত করিতেছে? মনে হইতেছে, আমার রামচন্দ্র পুনর্ব্বার শিশু হইয়া যেন অমৃতাঞ্জনে নয়ন স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছেন।"

কঞ্চুকী কহিলেন,—"ইহাকে দেখিয়া ব্রহ্মচর্য্যরত কোন ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়াই বোধ হয়।"

শুনিয়া জনক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা যথার্থ বটে; কারণ, বালকটি চূড়া-চুম্বিত কঙ্কপত্রযুক্ত শরপরিপূর্ণ তূণীরদ্বয় পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে বহন, ভস্ম-পূত-বক্ষঃস্থলে রুরু-চর্ম্ম-ধারণ, মৌর্ব্বী-মেখলায় বদ্ধ মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত

অধোবাস পরিধান, এক হস্তে ধনু ও অক্ষসূত্র-বলয় এবং অপর হস্তে অশ্বত্থ-দণ্ড গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বলিয়াই প্রতীতি জন্মাইতেছে।”

তাহার পর তিনি অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবতি! এ বালক কোথা হইতে আসিল, এ সম্বন্ধে আপনি কি অনুমান করেন?”

অরুন্ধতী উত্তর দিলেন,—“আমরা অদ্যই এ স্থানে আসিয়াছি।”

তখন জনক কঞ্চুকীকে কহিলেন,—“আর্য্য গৃষ্টি, আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ভগবান্ বাল্মীকির নিকট যাইয়া ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, এবং বালকটিকেও বলুন যে, কতিপয় প্রাচীন তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।”

কঞ্চুকী তখন জনকের আজ্ঞাপালনে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তখন কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন,—“ও কি মনে করিতেছিলেন, ওরূপ ভাবে বালকটিকে বলিলে, সে কি আমাদিগের নিকটে আসিবে?”

জনক উত্তর দিয়া কহিলেন,—“এ প্রকার আকৃতিতে কখনও সাধু ব্যবহারের অন্যথা হয় না।”

তাহার পর কৌশল্যা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই লব বিনীতভাবে গৃষ্টির বচন শুনিয়া ঋষিবালকদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে জনক বলিতেছিলেন,—“এই বালকে যে বিনয়স্নিগ্ধ ও শৈশবমসৃণ নিরতিশয় মহিমা লক্ষিত হইতেছে, তাহা সূক্ষ্মদর্শিগণই বুঝিতে পারেন। ক্ষুদ্র অয়স্কান্তমণিখণ্ড যেমন লৌহ-ধাতুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ প্রবল মোহে আমার নিশ্চল চিত্তকে হরণ করিয়া লইতেছে।”

সেই সময়ে লব তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। লব ইঁহাদের

নাম ও বংশপরিচয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং সেই বহুমানাস্পদ মহাত্মাদিগকে কিরূপ প্রণালীতে অভিবাদন করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি কিছু চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। অনন্তর বৃদ্ধদিগের উপদেশ স্মরণ করিয়া ভূমিতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—"লব আপনাদিগকে যথাক্রমে প্রণাম করিতেছে।" অরুন্ধতী ও জনক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"কল্যাণীয় তুমি দীর্ঘায়ু হও।"

কোশল্যাও 'চিরজীবী হও" বলিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিলেন।

তাহার পর অরুন্ধতী 'এস বৎস' বলিয়া লবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভাগ্যক্রমে কেবল আমার ক্রোড় নহে, মনোরথও পূর্ণ হইল।"

তখন কৌশল্যাও 'আমার ক্রোড়ে এস' বলিয়া লবকে টানিয়া লইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"এই শিশুটি যে কেবল ঈষদ্-বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল ও উজ্জ্বল দেহবন্ধনে এবং অরবিন্দকেসর-ভক্ষণে মধুরকণ্ঠ কলহংসের নিনাদের ন্যায় ধ্বনিতে রামভদ্রের অনুকরণ করিতেছে, তাহা নহে; প্রস্ফুটিত কমলের গর্ভদলের স্পর্শের ন্যায় ইহার স্পর্শও সুকোমল।"

তাহার পর তিনি 'বৎস, তোমার মুখচন্দ্র দেখি' বলিয়া লবের চিবুক তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং জনককে বলিলেন,—"রাজর্ষি, আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না? নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার মুখে বধূমাতার মুখচন্দ্রের সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে।"

জনক উত্তর দিলেন,—"আমিও তাহা লক্ষ্য করিতেছি।"

কোশল্যা ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"হায়! আমার হৃদয় যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, কি এক চিন্তায় আকুল হইয়া কত কি অসম্বদ্ধ কল্পনা করিতেছে।"

বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া জনক বলিতেছিলেন,—"এই বালকটির অবয়বে বৎসা সীতা ও রামভদ্রের যেন সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে। সেই আকৃতি, সেই দ্যুতি, সেই বাণী, সেই স্বাভাবিক বিনয়, সেই পবিত্র তেজোরাশি সমস্তই যেন দেখিতে পাইতেছি। হা দৈব, আমার চঞ্চল-চিত্ত যেন উন্মার্গে ধাবিত হইতেছে।"

কৌশল্যা লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, তোমার মাতা আছেন কি? তোমার পিতাকে কি মনে পড়ে?"

লব উত্তর দিলেন,—"না"।

কৌশল্যা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কাহার?"

'ভগবান্ বাল্মীকির' বলিয়া লব উত্তর করিলেন।

তখন কৌশল্যা বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিতে পার, তাহাই বল।"

লব কহিলেন,—"আমি এই মাত্রই জানি।"

সেই সময়ে কিছুদূরে শব্দ হইল,—"ওহে সৈনিকগণ, কুমার চন্দ্রকেতু আদেশ করিতেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আশ্রমের সমীপদেশে গমন করিও না।"

তাহা শুনিয়া জনক ও অরুন্ধতী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, —'যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষার জন্য আগত বৎস চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া লইব, আজ আমাদের কি সুদিবস।"

কৌশল্যা বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস লক্ষ্মণের পুত্র আদেশ দিতেছে, অমৃতবিন্দুসুন্দর এই অক্ষরগুলি কর্ণে প্রবেশ করিল।"

লব চন্দ্রকেতুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, জনক উত্তর দিবার প্রসঙ্গে কহিলেন,—"দশরথপুত্র রাম-লক্ষ্মণকে জান কি?"

লব বলিলেন,—"ইঁহারাই ত রামায়ণ-কথার প্রধান পুরুষদ্বয়।"

জনক আবার কহিলেন,—"তবে কেন লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতুর কথা অবগত নহ?"

লব তখন বলিতে লাগিলেন,—"তবে তিনি রাজর্ষি মিথিলাধিপের দৌহিত্র ও উর্ম্মিলার তনয়?"

অরুন্ধতী তখন হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসকে রামায়ণ-কথায় অতিশয় প্রবীণ বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যখন রামায়ণকথায় এরূপ অভিজ্ঞ, তখন বল দেখি, দশরথতনয়দিগের কাহার কি-নামক সন্তান কোন্ পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?"

লব উত্তর দিলেন,—"এরূপ কথাবিভাগ আমরা বা অন্যে কেহই পূর্ব্বে শুনে নাই।"

জনক বলিলেন,—"তবে কি কবি ইহা বর্ণনা করেন নাই?"

লব কহিলেন,—"তাহা বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কোন এক অংশ অন্য সন্দর্ভযোগে রসবান্ ও অভিনয়যোগ্য করিয়া এবং স্বহস্তে লিখিয়া ঋষি তাহা নৃত্যগীতবাদ্যের সূত্রকার ভরতমুনির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অপ্সরাগণের দ্বারা তাহা অভিনীত হইবে।"

শুনিয়া জনক বলিয়া উঠিলেন,—"এই সকল কথায় আমাদের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মাইতেছে।"

লব আবার কহিতে লাগিলেন,—"সেই অংশে ভগবান্ বাল্মীকির অত্যন্ত আস্থা। কারণ, কতিপয় ছাত্রের হস্ত দিয়া তাহা ভরতাশ্রমে পাঠাইয়াছেন; আবার তাহাদের অসাবধানতা নিবারণের জন্য ধনুর্দ্ধর আমার ভ্রাতাকেও তাহাদের সঙ্গে দিয়াছেন।"

লবের নিকট তাঁহার ভ্রাতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা বিস্ময়সহকারে বলিলেন,—"তোমার আবার ভ্রাতাও আছে নাকি?"

লব তাহার উত্তর প্রসঙ্গে কহিলেন,—"আর্য্য কুশ নামে আমার ভ্রাতা আছেন।"

কৌশল্যা বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, তিনি তোমার জ্যেষ্ঠ।"

লব কহিলেন,—"প্রসবক্রমে তাহাই বটে।"

তখন জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি তোমরা যমজ?"

'তাহাই বটে' বলিয়া লব উত্তর দিলেন।

জনক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল দেখি, রামায়ণকথার কোন্ অবধি বর্ণিত হইয়াছে?"

লব বলিতে লাগিলেন,—"অলীক লোকাপবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা দেব-যজন-সম্ভবা সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা করিলে, লক্ষ্মণ আসন্ন-প্রসবা তাঁহাকে একাকিনী অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

শুনিয়া কৌশল্যা বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎসে, মুগ্ধচন্দ্রমুখি, অসহায় তোমার কুসুম-সুকুমার শরীরের কি এক দুর্দ্দৈব-ফল-জাত পরিণাম ঘটিল!"

জনক বলিতেছিলেন,—"হা বৎসে, তুমি ঘোরতর নব অবমানে ও প্রসবকালে দুঃসহ ব্যথায় কাতর এবং হিংস্র জন্তুগণে চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া, ত্রাস-কম্পিত-কলেবরে 'পিতঃ রক্ষা কর' বলিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বারংবার স্মরণ করিয়াছিলে।"

লব কৌশল্যা ও জনকের পরিচয় জানিবার জন্য অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। লব তখন সম্মান খেদ ও ঔৎসুক্যের সহিত জনক ও কৌশল্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

জনক আবার বলিয়া উঠিলেন,—"দুরাত্মা পুরবাসিগণের কি নিষ্ঠুরতা

এবং রামভদ্রেরই বা কি হঠকারিতা! ঘোরবজ্রপাতোপম এই নৃশংস হত্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার রোষাগ্নি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং আমাকে চাপগ্রহণে বা শাপপ্রদানে প্রণোদিত করিতেছে।"

জনকের কথায় ভীত হইয়া কৌশল্যা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অরুন্ধতীকে অনুরোধ করিলেন।

তাহা শুনিয়া অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন,—"অবমানিত মনস্বীদিগের চিত্তের অবস্থা প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাজন্, রাম তোমার অপত্য এবং দীন প্রজাগণও তোমার পালনীয়।"

তখন জনক কহিলেন,—"তবে এই উভয়বিধ প্রতীকারই শান্ত হউক। আমার পুত্রস্থানীয় রামভদ্রে তাহাদের প্রয়োগ অসম্ভব এবং পুরবাসিগণের মধ্যেও অনেক দ্বিজ, বালক, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ ও স্ত্রীলোক আছে।"

সেই সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মণবালক উপস্থিত হইয়া লবকে কহিল,—"কুমার, অশ্বনামে যে একরূপ প্রাণী গ্রামে অবস্থিতি করে শুনা যায়, আমরা এক্ষণে তাহাই দেখিলাম।"

লব বলিলেন,—"পশুশাস্ত্রে ও যুদ্ধশাস্ত্রে অশ্বের কথা পাঠ করিয়াছি বটে। তাহা কিরূপ, ব্যক্ত কর।"

তখন ব্রাহ্মণবালকগণ 'তবে শুন' বলিয়া কহিতে লাগিল,—"তাহার পশ্চাতে একটি বৃহৎ লাঙ্গূল আছে, সেটি অবিরত কম্পিত করিতে থাকে; তাহার গ্রীবাও দীর্ঘ; তাহার চারিটি খুর আছে; সে আবার কোমল তৃণ ভক্ষণ করে; আম্রের পরিমাণে মলপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অথবা আর বর্ণনা করিয়া কি হইবে? সে অনেক দূরে চলিয়া গেল, এস, আমরা যাই।"

এই বলিয়া লবের পরিধেয় চর্ম্ম ও হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। লব তখন কৌতুক ও অনুরোধে ব্যস্ত হইয়া বিস্ময়-সহকারে বৃদ্ধদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন, ইহারা আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

তাহার পর তিনি বালকগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 'বৎস, কৌতুক নিবৃত্তি করুক' বলিয়া জনক ও অরুন্ধতী বলাবলি করিতে লাগিলেন।

লবের গমনে কৌশল্যা উদ্বিগ্ন হইয়া অরুন্ধতীকে বলিলেন,—"ভগবতি, আমার বোধ হইতেছে যেন, উহাকে না দেখিলে জীবনধারণ করিতে পারিব না; তাই চলুন, অগ্রসর হইয়া আয়ুষ্মান্ বৎসকে চলিয়া যাওয়ার সময়ও একটু দেখিয়া লই।"

অরুন্ধতী উত্তর দিলেন,—"সেই চপল বালক দ্রুতবেগে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখা সম্ভবপর নহে।"

সেই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া জ্ঞাপন করিলেন,—"ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন,—"সময়ে আপনারা সকলই জানিতে পারিবেন।"

শুনিয়া জনক কহিলেন,—"গম্ভীরভাবের যেন একটা কিছু হইবে বলিয়া মনে হইতেছে; চলুন, আমরা সকলে স্বয়ং গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ করি।"

এই বলিয়া তাঁহারা তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এ দিকে ব্রাহ্মণবালকগণ লবকে লইয়া অশ্বের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে দেখাইয়া কহিল,—"কুমার, সেই অদ্ভুত পদার্থটি অবলোকন কর।"

অশ্বটি নিরীক্ষণ করিয়া লব বলিলেন,—"ইহাকে দেখিলাম এবং বুঝিয়া লইলাম যে, এটি অশ্বমেধ-যজ্ঞেরই ঘোটক।"

বালকগণ লবকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি তাহা কিরূপে জানিলে?"

লব উত্তর করিলেন,—হে মূর্খগুলা, তোমরা ত সে প্রকরণটি পড়িয়াছ; এ কথা কি মনে হয় না যে, অশ্বের রক্ষক বর্ম্মধারী, দণ্ডধারী ও তূণধারী প্রত্যেকেই শতসংখ্যক, এই সৈন্যদলও প্রায়ই সেইরূপ। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।"

তখন বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"অহে, তোমরা বল দেখি, এ অশ্বটি কি প্রয়োজন সাধন করিবে এবং ইহা এরূপ বেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেছেই বা কেন?"

সস্পৃহ লব তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"অশ্বমেধযজ্ঞ বিশ্ব-বিজয়ী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাব-ব্যঞ্জক, সর্ব্বক্ষত্রিয়ের পরাভবসূচক, উৎকর্ষের মহতী পরাকাষ্ঠা।"

ও দিকে সৈনিকেরা বলিয়া উঠিল,—"এই অশ্বটি রাবণকুলনাশী সপ্তলোকে অদ্বিতীয় বীর রামদেবের বিজয়-পতাকা অথবা বীরত্বের ঘোষণা।"

শুনিয়া লব সগর্ব্বে বলিলেন,—"এ কথা শুনিতে শুনিতে ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।"

লবের কথায় বালকগণ তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিয়াই অনুমান করিতে লাগিল। লব আবার বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি তোমরা পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা মনে করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিতেছ?"

সৈনিকেরা উত্তর দিল,—"মহারাজের নিকট আবার ক্ষত্রিয় কোথায়?"

লব তখন বলিতে লাগিলেন,—"যদি কোন ক্ষত্রিয় থাকে বা না থাকে, তাহাতে এক্ষণে এ কি বিভীষিকা দেখাইতেছ? অথবা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমি এখনই তোমাদের সেই বিজয়পতাকা হরণ করিতেছি।

ওহে বালকগণ, তোমরা এই অশ্বটিকে বেষ্টন করিয়া লোষ্ট্রাঘাত করিতে করিতে লইয়া চল ; এটা হরিণগুলার মধ্যে বিচরণ করিতে থাকুক।”

সহসা একজন সৈনিকপুরুষ উপস্থিত হইয়া কহিল,—“ওহে চপল বালক,—ও কি বলিতেছ ? সুতীক্ষ্ণ আয়ুধসকল শিশুরও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করে না। রাজপুত্র চন্দ্রকেতুও দুর্দ্দান্ত ; তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব অরণ্য দর্শনে গমন করিয়াছেন ; তাই বলিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিনিবৃত্ত না হন, সেই অবকাশে দ্রুতবেগে ঘনতরুসমাচ্ছন্ন অরণ্যপথে পলায়ন কর।”

শুনিয়া বালকগণ বলিতে লাগিল,—“কুমার, অশ্ব লইয়া কাজ নাই, সৈনিকেরা অস্ত্র-শস্ত্র বিস্ফুরিত করিয়া তর্জ্জন করিতেছে, আশ্রমও অনেক দূরে ; এস, আমরা হরিণের ন্যায় লম্ফ দিতে দিতে পলায়ন করি।”

তখন লব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“কি, অস্ত্র বিস্ফুরিত করিতেছে, ভালই।”

তাহার পর তিনি ধনুকে গুণ আরোপণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“তবে আমারও ধনুক জ্যা-জিহ্বার বিস্তারে বলয়াকার উৎকট কোটিদংষ্ট্রা প্রদর্শন করিয়া, ঘোর ঘন-ঘর্ঘর ঘোষ উদিগরণ করিতে করিতে স্বীয় বিশাল উদরকে জগদ্‌ভক্ষণে ব্যাপৃত সহাস যমবক্ত্রযন্ত্রের ব্যাদানানুকারী করিয়া তুলুক।”

উহার পরই সকলে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৫)

সৈন্যগণের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে না পারিয়া, লব সত্য সত্যই তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ; সেই বীরশিশুর অবিরত শরবর্ষণে তাহারা অস্থির হইয়া উঠিল ; সেনাপতিগণও ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রকেতু

সে সংবাদ অবগত হইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেনাপতিরা সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ওহে সৈনিকগণ! আমাদিগের আশ্রয় ঘটিয়াছে। ঐ দেখ, তোমাদের যুদ্ধসংবাদ জ্ঞাত হইয়া কুমার চন্দ্রকেতু আগমন করিতেছেন। সুমন্ত্র সারথি দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বদ্বারা আকৃষ্ট রথখানি শীঘ্র শীঘ্র চালিত করিয়া, তাঁহাকে লইয়া আসিতেছে; নিম্নোন্নত ভূমিস্পর্শে কোবিদার-কাষ্ঠনির্ম্মিত ধ্বজদণ্ড কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

নিমেষমধ্যে চন্দ্রকেতু রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। হর্ষ, বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সহিত তিনি সারথিকে বলিতেছিলেন,—"আর্য্য সুমন্ত্র, দেখুন, দেখুন,—কে ঐ বীরশিশু ঈষৎ কোপবশে মুখশ্রী আরক্ত করিয়া, মস্তকের শিখা পাঁচটি কাঁপাইয়া, অবিরত জ্যা-ঘর্ষণে শব্দায়মান কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতে করিতে সমরাঙ্গনে আমাদের সৈন্যগণের উপর তুষার-পাতের ন্যায় শরবর্ষণ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! রঘুবংশের অপ্রসিদ্ধ নবাঙ্কুরের ন্যায় এই মুনিবালক একাকী সমগ্র সৈন্যব্যূহ বিদীর্ণ করি-কপোলগ্রন্থির টঙ্কারে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া আমার কৌতুক জন্মাইতেছেন।"

সুমন্ত্র তখন কহিলেন,—"সুরাসুরের অপেক্ষা প্রভাবসম্পন্ন এবং তাহারই তুল্যরূপ শিশুটিকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস-গণের মথনে রত ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রকেই স্মরণ করিতেছি।"

চন্দ্রকেতু আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই অসহায় বালকের প্রতি বহুসংখ্যক সৈনিকের অস্ত্রচালনায় আমাকে লজ্জিত করিয়া তুলিতেছে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ-ঘণ্টিকার নিক্কণে ঝণঝণায়িত রথে আরোহণ করিয়া অজস্র-মদধারাবর্ষী জলদপ্রতিম গজযূথ লইয়া শাণিতশস্ত্রজালহস্তে একাকী শিশুটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে!"

সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস, সেনা ও সেনাপতিগণ সকলে মিলিত হইয়াও ইহার কিছুই করিতে পারিতেছে না; ভিন্ন ভিন্ন হইয়া কি করিবে?"

লবের রণকৌশলে সৈন্যগণকে নিপতিত হইতে দেখিয়া, চন্দ্রকেতু আরও অগ্রসর হইবার ইচ্ছায় সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"আর্য্য, শীঘ্র শীঘ্র রথচালনা করুন; বালকটি আমাদের আশ্রিতদিগকে একেবারে মথিত করিয়া ফেলিতেছেন। ঐ দেখুন, আমাদিগের অসংখ্য দুন্দুভি-নিনাদে ইঁহার জ্যানির্ঘোষ দ্বিগুণীকৃত হইয়া সুদূর গিরিকুঞ্জস্থিত কুঞ্জর-সমূহের কর্ণপীড়া জন্মাইয়া, উৎকট বৃংহিতনাদের আবির্ভাব ঘটাইতেছে। আবার দেখুন, শরবর্ষণে রণস্থলে ভীষণ কবন্ধনিচয়ের ছিন্নমুণ্ড বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, মহাকালের করাল-বক্ত্র হইতে বিগলিত ভোজনাবশেষ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।"

সুমন্ত্র মনে মনে বলিতেছিলেন,—"এরূপ বীরের সহিত বৎস চন্দ্র-কেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিরূপে অনুমোদন করি? কিন্তু আমরা যখন ইক্ষ্বাকু-গৃহবৃদ্ধ, তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে আর কি উপায় আছে?"

সেই সময়ে সমস্ত সৈন্য রণপরাঙ্মুখ হওয়ায়, চন্দ্রকেতুর বিস্ময় ও লজ্জা উপস্থিত হইল। তিনি সুমন্ত্রের নিকট পরাজয়ের কথা প্রকাশ করিলেন। সুমন্ত্র তখন বেগে রথ চালিত করিয়া, চন্দ্রকেতুকে লবের নিকট লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে দেখাইয়া দিলেন।

চন্দ্রকেতু দূতগণের নিকট হইতে লবের নাম শ্রবণ করিয়াও বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুমন্ত্র তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন চন্দ্রকেতু লবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অহে মহাবাহো লব, এই সৈনিক-দিগের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন কি? এই আমি উপস্থিত হইয়াছি; এস, তেজ তেজেই প্রশমিত হউক।"

লব তখন সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবিত হইলেন। তাহা দেখিয়া সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"কুমার, দেখ দেখ, দৃপ্তসিংহশিশু মেঘগর্জ্জন শুনিয়া যেমন হস্তিযূথের মর্দ্দন হইতে বিরত হয়, সেইরূপ এই বীরশিশু তোমার আহ্বানে সৈন্যদলন হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।"

লব চন্দ্রকেতুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"সাধু, রাজপুত্র সাধু, তুমি সত্য সত্যই ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত, এই আমিও উপস্থিত হইয়াছি।"

সেই সময়ে চারিদিক্ হইতে সেনা ও সেনানীগণ এক মহান্ কোলাহল তুলিল; তাহা শুনিয়া লব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"কি, এইমাত্র পরাজিত হইয়াও চমূপতিগণ আবার ফিরিয়া আসিতেছে এবং আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে! মূর্খগুলাকে ধিক্! চারিদিক্ হইতে সমুত্থিত এই গম্ভীর ও তুমুল সৈন্যকোলাহল প্রলয়পবনে সঞ্চালিত সাগরাম্বুরাশির ন্যায় নির্মজ্জিত শৈলসংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত বাড়বানলতুল্য আমার রোষাগ্নির শিখায় সবলে প্রবেশ করুক।"

এই বলিয়া তিনি আবার সৈন্যদলনে ধাবিত হইলেন। তখন চন্দ্রকেতু বলিতে লাগিলেন,—"অহে কুমার, অদ্ভুত গুণাতিশয্যে তুমি আমার প্রিয়সখা হইয়া উঠিয়াছ; সুতরাং আমার যাহা, তোমারও তাহাই; তবে কেন নিজ পরিজনগণকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে নিহত করিতেছ? তোমার দর্পের নিকষপাষাণস্বরূপ এই চন্দ্রকেতু উপস্থিত।"

লব তখন আনন্দ ও সম্ভ্রমের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"মহানুভব সূর্য্যকুলকুমারের বীরবচনগুলি প্রসন্ন অথচ কর্কশ। এই সৈনিকগুলার সহিত যুদ্ধ করিয়া কাজ কি? ইঁহাকেই সম্মানিত করা যাউক্।"

সেই সময়ে আবার কোলাহল উত্থিত হইল। তাহাতে ক্রোধ ও বিরক্তিসহকারে লব বলিয়া উঠিলেন—"বীরসমাগমের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, ইহারা আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি আবার তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু চন্দ্রকেতুর প্রতিও একবারে লক্ষ্য পরিত্যাগ করিলেন না। তাহা দেখিয়া চন্দ্রকেতু সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য, একবার দেখুন, ইহা দেখিবারও বিষয় বটে; কৌতুকপূর্ণ দর্পভরে আমার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং পশ্চাদ্ভাগ হইতে সৈনিকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া, তাহাদের প্রতি ধাবমান এই বীরশিশু উত্তোলিত ধনুর্হস্তে বিপরীত দিগ্‌দ্বয় হইতে আগত বায়ুভরে চঞ্চল ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘখণ্ডের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছেন।"

শুনিয়া সুমন্ত্র কহিলেন,—"কুমারই ইহা দেখিতে জানে; আমরা কেবল বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া পড়িতেছি।"

সৈন্য ও সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক লবকে আক্রান্ত দেখিয়া চন্দ্রকেতু বলিতে লাগিলেন,—"অহে নৃপতিগণ, আপনারা অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথে উপবিষ্ট, বর্ম্মাচ্ছাদিতশরীর ও বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও একাকী, ভূমি-পৃষ্ঠে অবস্থিত, মৃগচর্ম্মোত্তরীয়ধারী, নবীনবয়স, কোমলকায় এই কুমারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধোদ্যম প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আপনাদিগকে ধিক্, আমাদিগকেও ধিক্!"

সে কথায় লব কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"ইনি যে দেখিতেছি, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন।"

তাহার পর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সৈন্যদিগকে জৃম্ভকাস্ত্রে স্তম্ভিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। লবের ধ্যানমাত্রে জৃম্ভকাস্ত্রসমূহ আবির্ভূত হইয়া, রঘুসৈন্যদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন।"

তখন চন্দ্রকেতুকে লক্ষ্য করিয়া লব বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে এই গর্ব্বিত ও প্রগল্‌ভ বালককে দেখা যাউক।"

সহসা সৈন্যগণের কোলাহল শান্ত হইল দেখিয়া, সুমন্ত্রের অত্যন্ত বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি অনুমান করিয়া চন্দ্রকেতুকে বলিলেন,—"আমার মনে হইতেছে, এই কুমারটি জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছে।"

চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন,—"তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, তমোরাশি ও বিদ্যুচ্ছটার ভীম সমাবেশে প্রযত্ননিক্ষিপ্ত চক্ষু গ্রস্ত ও নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। আর সৈন্যগণও চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে। নিশ্চয়ই অমিতবীর্য্য জৃম্ভকাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! পাতালগর্ভস্থিত কুঞ্জসমূহের পুঞ্জীভূত অন্ধকারসম নিবিড়কৃষ্ণ এবং উত্তাপসংযোগে প্রদীপ্ত পিত্তলধাতুর পিঙ্গলপ্রভার তুল্য জ্যোতীরাশিতে বিমণ্ডিত জৃম্ভকাস্ত্রে প্রলয়কালীন প্রচণ্ড প্রভঞ্জনে বিক্ষিপ্ত মেঘমালায় গাঢ় নীল ও তড়িদ্দামে সমুজ্জ্বল কুহরে পরিপূর্ণ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গসমূহের ন্যায় নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।"

কোথা হইতে লবের জম্ভকাস্ত্রের প্রাপ্তি ঘটিল, তাহা জানিতে সুমন্ত্রের কৌতূহল জন্মিল। চন্দ্রকেতু বলিলেন,—"বোধ হয়, ভগবান্ বাল্মীকির নিকট হইতে পাইয়া থাকিবেন।"

তাহাতে সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—"ভগবান্ বাল্মীকির শস্ত্রবিদ্যায়, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্রের ব্যবহারের প্রসিদ্ধি শুনি নাই। কারণ, ইহারা কৃশাশ্ব হইতে উৎপন্ন হন, ভগবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট ইঁহাদিগকে লাভ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার অনুগ্রহে ইঁহারা রামভদ্রে ব্যবস্থিত হইয়াছেন।"

শুনিয়া চন্দ্রকেতু কহিলেন,—"অন্যেও উৎকর্ষপ্রাপ্ত সত্ত্বজ্যোতির প্রকাশলাভে মন্ত্রদর্শনের শক্তিসম্পন্নও হইয়া থাকেন।"

লবকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস, সাবধান হও; তোমার প্রতিপক্ষ সম্মুখেই উপস্থিত।"

পরস্পর পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, লব ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় আরম্ভ হইল। উভয়ে উভয়কে স্নেহ ও অনুরাগের সহিত লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আহা, কুমার কি প্রিয়দর্শন! ইঁহাকে দেখিয়া হৃদয় যে একাগ্র হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ কি? এই আকস্মিক মিলন, অথবা বীরত্বাদি গুণের আতিশয্য, কিংবা জন্মান্তরে দৃঢ়বদ্ধ কোন পুরাণ পরিচয় বা ভাগ্যবশে অবিদিত কোন নিজ সম্বন্ধ, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তখন সুমন্ত্র কহিলেন,—"প্রায়ই প্রাণিগণের এইরূপ ধর্ম্ম যে, কাহারও প্রতি কাহারও সরল প্রীতিভাব জন্মিয়া থাকে; লোকে তাহাকে তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ বলিয়া অভিহিত করে; ইহার কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং কোন কারণও পাওয়া যায় না। এই ভাবকেই প্রেম নাম প্রদান করা হয়। যে পক্ষপাত অহেতুক, তাহার কোনই প্রতীকার নাই; উহা এক স্নেহময় সূত্রস্বরূপে হৃন্মর্ম্মগুলি গ্রথিত করিয়া রাখে।"

কুমারেরা আবার পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"মসৃণ রাজপট্টবসনসদৃশ ইঁহার শরীরে কিরূপে শরক্ষেপ করিব? আলিঙ্গনের অভিলাষে ঐ অঙ্গস্পর্শের জন্য আমার গাত্র যে পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইনি যখন কঠোর তেজোভাব ধারণ করিয়াছেন, তখন অস্ত্রগ্রহণ ব্যতীত আর কি উপায় আছে? আর এরূপ বীর যাহার লক্ষ্য না হইল, সে অস্ত্র লইয়াই বা ফল কি? আবার আয়ুধ

উদ্যত করিয়াও রণবিমুখ হইলে, এই কুমারই বা আমাকে কি বলিবেন? বীরগণের আচরণ নিদারুণই হইয়া থাকে, তাহাতে স্নেহের লেশমাত্রও নাই।"

লবকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে সুমন্ত্র মনে মনে বলিতেছিলেন,—"হৃদয়, তুমি অন্যরূপ কল্পনা করিতেছ কেন? আমাদের মনোরথবীজ বিধাতা প্রথমেই বিনষ্ট করিয়াছেন। লতা অগ্রে ছিন্না হইলে, তাহাতে কি কুসুমোদ্গমের আশা করা যায়?"

লবকে ভূমিতলে অবস্থিত দেখিয়া চন্দ্রকেতুরও অবতরণের ইচ্ছা হইল। তিনি সুমন্ত্রকে কহিলেন,—"এই বীরপুরুষের পূজা ও ক্ষত্রধর্ম্ম-পালনের জন্য আমার রথ হইতে অবতরণ করা উচিত। শাস্ত্রবিদেরা বলিয়া থাকেন যে, রথী কদাচ পদাতিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না।"

সুমন্ত্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি কিরূপে ন্যায্য অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ করিবেন, আবার কিরূপেই বা দুঃসাহসিক কার্য্যের অনুমোদন করিবেন, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

সুমন্ত্রকে চিন্তাকুল দেখিয়া চন্দ্রকেতু বলিলেন,—"ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, পূজ্যপাদ পিতৃগণ যখন তাঁহাদের পিতার প্রিয়সখা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তখন এ বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?"

সুমন্ত্র উত্তর করিলেন,—"বৎস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ধর্ম্ম-সঙ্গত। ইহাই সংগ্রামের রীতি ও সনাতন ধর্ম্ম। রঘুসিংহেরা এই বীরোচিত পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।"

তাহাতে চন্দ্রকেতু কহিলেন,—"এ কথা আর্য্যেরই অনুরূপ বটে। কারণ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং রঘুবংশীয়দিগের কুলস্থিতি আপনিই বিশেষরূপ অবগত আছেন।"

স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, তোমার পিতা ইন্দ্রজিজ্জয়ী বৎস লক্ষ্মণই বা কয়দিন হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! আবার তাঁহার পুত্র তুমিও বীরধর্ম্মপালনে রত হইয়াছ। তাহাতে দশরথের কুল প্রতিষ্ঠালাভই করিল।"

কষ্টসহকারে চন্দ্রকেতু বলিয়া উঠিলেন,—"কুলজ্যেষ্ঠেরই যখন কিছুই রাহল না, তখন আর আমাদের কুলের প্রতিষ্ঠা কি? এই দুঃখে অপর পিতৃত্রয় সন্তাপিত হইয়া থাকেন।"

শুনিয়া সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"চন্দ্রকেতুর বাক্যে যেন হৃদয়ের মর্ম্মস্থল ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।"

লব তখন বলিতেছিলেন,—"রসটি মিশ্রভাব ধারণ করিল দেখিতেছি; চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী যেমন আনন্দে প্রফুল্ল হয়, ইঁহার দর্শনে আমার দৃষ্টিও সেইরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। এ দিকে আবার ভীষণ রৌদ্ররসের সঞ্চারে বাহু কিন্তু যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গুণাস্ফালনের কঠোর ঝণ ঝণ শব্দে মুখরিত বিপুল চাপে অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে।"

তাহার পর চন্দ্রকেতু রথ হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন,— "আর্য্য, সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রকেতু আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।"

সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুকে বলিতে লাগিলেন,—"শাশ্বত বরাঙ্গদেব কল্যাণ-কারণে তোমাতে কাকুৎস্থের ন্যায় অজিত, পবিত্র ও ওজস্বি তেজ নিহিত করিয়া দিউন; তোমাদের বংশের আদিপুরুষ সূর্য্যদেব সমরাঙ্গনে তোমার প্রীতিবিধান করুন; আর তোমার গুরুদিগেরও গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে থাকুন; আবার ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, ও গরুড়ের ন্যায় তোমারও বলসঞ্চার হউক এবং রামলক্ষ্মণের ধনুর্জ্যা-ঘোষরূপ মন্ত্র তোমাকে বিজয়শ্রী প্রদান করুক।"

চন্দ্রকেতুকে ভূমিতলে দেখিয়া লব তাঁহাকে কহিলেন,—"কুমার,

আপনাকে রথারূঢ় অবস্থায় বেশ শোভাশালী বোধ হইতেছিল। আমার প্রতি অধিক আদরের প্রয়োজন নাই।"

তখন চন্দ্রকেতু বলিলেন,—"তাহা হইলে মহাভাগও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া তাহাকে অলঙ্কৃত করুন।"

লব সে কথায় লক্ষ্য না করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন,—"আর্য্য, রাজপুত্রকে পুনর্ব্বার রথে স্থাপন করুন।"

সুমন্ত্র উত্তর করিলেন,—"তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধ রক্ষা কর।"

লব উত্তর করিলেন,—"স্বীয় দ্রব্য-ব্যবহারে বিচারের প্রয়োজন কি? কিন্তু আমরা অরণ্যবাসী রথচর্য্যায় অনভ্যস্ত।"

শুনিয়া সুমন্ত্র কহিলেন,—"বৎস, তুমি দর্প ও সৌজন্যের অনুরূপ কথা বলিতে জান। এরূপ গুণসম্পন্ন তোমাকে ইক্ষ্বাকু-কুলাবতংস রামচন্দ্র দেখিলে, তাঁহার হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া যাইত।"

লব তখন বলিলেন,—"শুনিয়াছি, সেই রাজর্ষি অতি সুজন।"

তাহার পর তিনি একটু লজ্জার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"আমরাও এরূপ যজ্ঞবিঘ্নকারী নহি; জগতের কোন্ ব্যক্তি সেই নৃপতির গুণগরিমার জন্য তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারে? তথাপি তুরঙ্গরক্ষিগণের সমগ্র ক্ষত্রজাতির প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন দুঃসহ বোধ হওয়ায়, আমার ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল।"

শুনিয়া চন্দ্রকেতু বলিলেন,—"তাত রামচন্দ্রের প্রতাপোৎকর্ষ কি আপনার সহনীয়?"

তখন লব উত্তর করিলেন,—"অসহ্য হউক বা না হউক, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আমরা রাজা রামচন্দ্রকে শমদমাদি-গুণসম্পন্ন বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং দর্প প্রকাশ করেন না। তাঁহার প্রজাগণের মধ্যেও গর্ব্বের ভাব দেখা যায় না; কিন্তু তাঁহার এই লোকগুলা রাক্ষসী

কথা ব্যবহার করে কেন? উন্মত্ত ও দৃপ্ত ব্যক্তির উক্তিকে ঋষিগণ রাক্ষসী সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। এই রাক্ষসী বাণী লোকের অলক্ষ্মীস্বরূপা ও সর্ব্বপ্রকার বৈরের আকর, এইজন্য তাঁহারা ইহার নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার পক্ষান্তরে, সূনৃতা বাণীর স্তুতিবাদ করেন। যাহা সর্ব্ববিধ কামনার পূরণ করিয়া থাকে, অলক্ষ্মীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, কীর্ত্তি প্রসব করে এবং দুষ্কৃতির বিনাশসাধন ঘটায়, সর্ব্ব-মঙ্গলের মাতৃস্বরূপা সেই সূনৃতা বাণীকে পণ্ডিতগণ কামধেনু আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।"

লবের বাক্যে সুমন্ত্রের বিস্ময় জন্মিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এ কুমারটির স্বভাব অতি পবিত্র, ইঁহার মুখ হইতে আর্ষসংস্কারপূত বাক্য বিনিঃসৃত হইতেছে।"

লব আবার চন্দ্রকেতুকে বলিতে লাগিলেন,—"অহে চন্দ্রকেতু, আপনি বলিতেছিলেন যে, তাত রামচন্দ্রের প্রতাপোৎকর্ষও কি আপনার অসহনীয়! ভাল, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রধর্ম্ম কি কোন ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ থাকে?"

শুনিয়া সুমন্ত্র কহিলেন,—"তুমি সেই ইক্ষ্বাকু-কুলজাত নরপতিকে জান না, সে জন্য এরূপ বলিতেছ। ওরূপ প্রগল্‌ভতা হইতে তোমার নিবৃত্ত হওয়াই উচিত। সৈন্যদিগকে প্রমথিত করিয়া, তুমি ওজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছ বটে, কিন্তু জামদগ্ন্যবিজেতার প্রতি এরূপ বাক্য-প্রয়োগ ভাল দেখায় না।"

হাসিতে হাসিতে লব উত্তর করিলেন,—"জামদগ্ন্য-দমনে সে নৃপতির প্রশংসার কথা কি আছে? ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ যে, ব্রাহ্মণের শক্তি বাক্যেই নিহিত থাকে; ক্ষত্রিয়ই বাহুবলের অধিকারী; জামদগ্ন্য অস্ত্রধারী ব্রাহ্মণ; তাঁহার দমনে সেই নৃপতির প্রশংসার কি থাকিতে পারে?"

সে কথায় চন্দ্রকেতু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন; তিনি সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য, ইঁহার সহিত উত্তরপ্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই; ইনি একজন অভিনব পুরুষাবতার দেখিতেছি; ইঁহার নিকট ভগবান্ ভৃগুনন্দনও বীর বলিয়া গণ্য নহেন এবং ইনি সপ্তভুবনের অভয়দাতা তাত রামচন্দ্রের পবিত্র চরিতাবলীও অবগত নহেন।"

সে কথায় লব উত্তর দিলেন,—"রঘুপতির চরিত ও মহিমা কে না অবগত আছে? তবে কি না, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্যও আছে। অথবা তাহার উল্লেখেরও প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ; তাঁহাদের চরিতের বিচার করা উচিত নহে। তাঁহারা যেমন ভাবে আছেন, সেইরূপই থাকুন। কি আর বর্ণনা করিব? সুন্দ-স্ত্রীবধেও তাঁহাদের যশ অখণ্ড থাকে এবং জগতেও তাঁহারা পূজনীয় হন। আর খরের সহিত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়াও পশ্চাদ্‌ভাগে যে তিনটি পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন, অথবা ইন্দ্রতনয় বালীর নিধনে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাঁহাও সকলে জ্ঞাত আছে।"

শুনিয়া চন্দ্রকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"কি, তুমি তাতপাদের নিন্দা করিয়া মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিয়াছ ও যার পর নাই প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেছ?"

সে কথায় লব বলিলেন,—"আমার প্রতি ভ্রূকুটিভঙ্গ দেখাইতেছ?"

উভয়কে উত্তেজিত দেখিয়া সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহাদের দুজনেরই ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতেছি। রোষকম্পে উভয়ের চূড়াবন্ধন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; কোকনদ-দলের ন্যায় নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়াছে এবং নৃত্যশীল ভ্রূযুগলের ভঙ্গে পরিশোভিত মুখমণ্ডল প্রকটিত-কলঙ্ক চন্দ্রবিম্বের ও উদ্‌ভ্রান্তভৃঙ্গ কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

তাহার পর কুমারদ্বয় পরস্পরকে রণক্রীড়ার উপযুক্ত ভূমিতে অবতরণ

করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; সুমন্ত্রও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

(৬)

লব ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে মহাসমর বাধিয়া গেল; সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, এই সূর্য্যকুল-কুমারদ্বয়ের মূর্ত্তি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল; ক্ষত্রিয়-তেজোলক্ষ্মীর প্রকাশে তাঁহাদের কান্তিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; পরস্পরে অদ্ভুত বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া দেবাসুরগণ বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রান্তদ্বয়ে গুণসংযোগে ভীষণ শব্দ উৎপাদন করায়, কঙ্কণ-ঝণৎকারের ন্যায় কিঙ্কিণীরবে মুখরিত বিপুল কোদণ্ড বিস্ফারিত হইয়া, অবিরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; কুমারদ্বয়ের চূড়াগুলি কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। সেই সময়ে উভয়ের মঙ্গলের জন্য দিব্য দুন্দুভিও নিনাদিত হইতে লাগিল; বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী উজ্জ্বল বিমানে বসিয়া, সেই বীরদ্বয়ের মস্তকে প্রস্ফুটিত কমনীয় কনক-কমল-মালার সহিত দেবতরুর তরুণ মণিময় মুকুল-সমূহের মকরন্দ-বাসিত পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

চন্দ্রকেতুর আগ্নেয়াস্ত্র-প্রয়োগে অকস্মাৎ আকাশতল যেন তড়িচ্ছটায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল; ক্রমে বোধ হইতে লাগিল, যেন বিশ্বকর্ম্মার শাণযন্ত্রে বিঘূর্ণিত মার্ত্তণ্ডের জ্যোতিঃসম সমুজ্জ্বল ভগবান্ নীল-লোহিতের ললাট-নেত্রের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। বিমানগুলির পতাকা ও চামর সকল দগ্ধ ও বিচিত্রবর্ণ হওয়ায়, তাহারা দূরে অপসৃত হইল; আবার ধ্বজদণ্ডে বদ্ধ চেলাঞ্চলে অগ্নিশিখা পড়িয়া কুঙ্কুমচ্ছুরণের শোভা সম্পাদন করিল।”

দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বজ্রখণ্ডের প্রস্ফুটনের ন্যায় স্ফুলিঙ্গসমূহে পূর্ণ তাঁহার লেলিহান জ্বালামালা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; আশঙ্কায় বিদ্যাধর বিদ্যাধরীকে স্বীয় গাত্রে আচ্ছাদিত করিয়া পলায়নের উপক্রম করিল।"

বিদ্যাধরের অঙ্গস্পর্শে বিদ্যাধরী পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"ভাগ্যক্রমে বিমল মুক্তাফলের ন্যায় শীতল, স্নিগ্ধ, মসৃণ, মাংসল নাথ-দেহস্পর্শে আমার সকল সন্তাপ দূরে গিয়াছে; আনন্দে আমার নয়ন দুইটি ঈষৎ মুকুলিত ও বিঘূর্ণিত হইতেছে।"

শুনিয়া বিদ্যাধর কহিল,—"প্রিয়ে! আমি আর কি করিলাম, অথবা প্রিয়জন কিছু না করিলেও নিকটে থাকিয়া যে সুখ প্রদান করে, তাহাতেই দুঃখরাশি দূরীভূত হইয়া যায়; সেইজন্য যে যাহার প্রিয়জন, সে তাহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ।"

সেই সময় লব বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; তাহাতে নভোমণ্ডল চঞ্চল বিদ্যুল্লতায় সমুদ্ভাসিত মত্তময়ূরকণ্ঠের ন্যায় শ্যামল মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং অবিরল বারিধারার পতনে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। নিখিল প্রাণী প্রবল পবনে বিকম্পিত গম্ভীর শব্দে নিনাদিত মেঘজালের ঘনান্ধকারে গাঢ়নিরুদ্ধ হইয়া একেবারে সমগ্র বিশ্বের গ্রাসে সমুদ্যত নীলকণ্ঠের কণ্ঠকন্দরে অথবা যুগান্তে যোগনিদ্রাভিভূত নারায়ণের নিরুদ্ধসর্ব্বদ্বার কুক্ষিমধ্যে প্রবিষ্টের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া চন্দ্রকেতুও বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন সেই মেঘরাজি তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মায়াপ্রপঞ্চের ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার ন্যায় বায়ু-বেগে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সহসা রামচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি সসম্ভ্রমে উত্তরীয়াগ্র ঘূর্ণিত করিয়া, মধুর বাক্যে কুমারদ্বয়কে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে

বলিয়া বিমানরাজ পুষ্পককে অবতরণ করাইতে লাগিলেন। সেই মহাপুরুষের উচ্চারিত শব্দ শুনিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে লব শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং চন্দ্রকেতুও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী পুত্র-মিলিত রাজার কল্যাণ কামনা করিয়া আকাশ-মার্গ হইতে অন্তর্হিত হইল।

পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া, রামচন্দ্র চন্দ্রকেতুকে বলিতেছিলেন,—"দিনকর-কুল-চন্দ্র চন্দ্রকেতু, তুমি শীঘ্র এস—এবং আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর। তোমার তুহিনবর্ণ শীতল অঙ্গস্পর্শে আমার চিত্তদাহ উপশান্ত হউক।"

তাহার পর তিনি চন্দ্রকেতুকে উঠাইয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"দিব্যাস্ত্রধারী তোমার দেহের কুশল ত?"

চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন,—"এই অদ্ভুত প্রিয়বয়স্যের লাভে যে অভ্যুদয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতেই কুশল ঘটিয়াছে। তাই নিবেদন করিতেছি, আমাকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এই বীরবরকেও অবলোকন করুন।"

তখন রামচন্দ্র লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার বয়স্যটি গম্ভীর ও মধুরাকৃতি-সম্পন্ন। বীরশিশুটি যেন লোকসকলের পরিত্রাণার্থ মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রবেদতুল্য, ব্রহ্মাণ্ড-রক্ষার্থ শরীরী ক্ষাত্রধর্ম্মসম, রাশীভূত সামর্থ্য ও পুঞ্জীভূত গুণের ন্যায়, জগতের পুণ্যনির্ম্মাণরাশিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে।"

রামচন্দ্রকেও দেখিয়া লব বলিতেছিলেন,—"এই মহাপুরুষের আকার পবিত্রতা ও মহিমায় বিমণ্ডিত। আশ্বাস, স্নেহ ও ভক্তির একমাত্র মহাশ্রয়স্থল, অথবা প্রকৃষ্টধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ প্রসাদতুল্য বলিয়াই ইঁহাকে

বোধ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! ইঁহাকে দেখিয়া বিরোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, প্রগাঢ় আনন্দরসের সঞ্চার ঘটিতেছে, সে ঔদ্ধত্য যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছে, বিনয়ে আমাকে অবনত করিয়া তুলিতেছে, আমি সহসা কেমন যেন পরাধীন হইয়া পড়িতেছি; অথবা তীর্থস্থানের ন্যায় মহাত্মাদিগের কি এক অনির্ব্বচনীয় মহামূল্য উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।"

রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"এ বালকটি যেন আমার সন্তোদুঃখের অবসান ঘটাইতেছে এবং কোন অবিজ্ঞাত কারণে যেন অন্তরাত্মাকে স্নেহসিক্ত করিয়া তুলিতেছে। অথবা স্নেহ কারণের অপেক্ষা রাখে, ইহা নিতান্তই বিরুদ্ধ। কোন আন্তরিক কারণেই পদার্থনিচয় পরস্পর সংসক্ত হইয়া থাকে। প্রীতি কখনও কার্য্যকারণের উপর নির্ভর করে না। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম বিকসিত হয় এবং চন্দ্রোদয়েই চন্দ্রকান্তমণি দ্রব হইয়া যায়।"

লব চন্দ্রকেতুকে রামচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন,—"ইনি আমার তাতপাদ।"

শুনিয়া লব কহিলেন,—"তাহা হইলে, ধর্ম্মানুসারে ইনি আমারও তাহাই হইলেন।"

কিন্তু লব রামায়ণ-কথায় চারিজনেরই বিষয় জানিতেন; তাঁহাদের মধ্যে ইনি কে জানিতে চাহিলে, চন্দ্রকেতু সর্ব্বজ্যেষ্ঠতাত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তখন উল্লাসসহকারে লব বলিয়া উঠিলেন,—"কি! ইনি রঘুনাথ! তাহা হইলে অদ্য আমার সুপ্রভাত হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ, অদ্য এই দেবের দর্শন-লাভ ঘটিল।"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের প্রতি বিনয় ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে কহিলেন,—"তাত, বাল্মীকিশিষ্য লব আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।"

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"এস, আয়ুষ্মন্!"

তাহার পর তিনি লবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "তোমার বিনয়প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; তুমি আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর। পরিণত পূর্ণাবয়ব পদ্মের গর্ভদলের ন্যায় পীন, মসৃণ, সুকুমার এবং চন্দ্রকিরণ ও চন্দনরসের ন্যায় শীতল তোমার অঙ্গস্পর্শ আমাকে আনন্দিত করিয়া তুলিতেছে।"

লব তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আমার প্রতি ইনি এরূপ অকারণ স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, আমি কিন্তু ইঁহাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়া অস্ত্রধারণ পর্য্যন্ত করিয়াছি।"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রকে প্রকাশ্যে কহিলেন,—"তাত, লবের মূঢ়তা ক্ষমা করিবেন।"

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, তুমি কি অপরাধ করিয়াছ?"

সে কথার উত্তরে চন্দ্রকেতু কহিলেন,—"যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষিগণের নিকট আপনার প্রতাপ-ঘোষণা শুনিয়া, ইনি বীরোচিত আচরণ করিয়াছিলেন।"

তাহাতে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাই ত ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার। তেজস্বী কখনও অন্যের তেজঃপ্রসার সহ্য করিতে পারে না; উহা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ অকৃত্রিম স্বভাব। যদি দেব দিনকর অবিশ্রান্ত করবর্ষণে উত্তপ্ত করিয়া তুলেন, তাহা হইলে সূর্য্যকান্তমণি কি অবমানিতের ন্যায় তেজ উদ্গিরণ করে না?"

শুনিয়া চন্দ্রকেতু কহিলেন,—"ক্রোধও এ বীরের পক্ষে শোভা পায়। দেখুন, ইঁহার প্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্রে আমাদের সমস্ত সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে।"

সৈন্যগণের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, রামচন্দ্র লবকে অস্ত্র প্রতিসংহার

করিতে বলিলেন এবং চন্দ্রকেতুকেও সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

লবের ধ্যানমাত্রে অস্ত্র সকল প্রশমিত হইল ; এবং তিনি রামচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, যে সকল অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রয়োগ ও সংহার করিতে হয়, তাহা গুরূপদেশের অপেক্ষা করে। ব্রহ্মাদি পুরাতন গুরুগণ বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য সহস্রাধিক বৎসর তপস্যা করিয়া আপনাদের তপোময় তেজঃস্বরূপ এই সকল দিব্যাস্ত্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরে ভগবান্ কৃশাশ্ব সহস্রবৎসর পরিচর্য্যালাভের পর মিশ্বামিত্র ঋষিকে এই অস্ত্রবিষয়ক মন্ত্রোপনিষদের উপদেশ প্রদান করেন ; ভগবান বিশ্বামিত্র আমাকে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ গুরুপরম্পরাক্রমে এই অস্ত্রের লাভ ঘটিয়া থাকে। তুমি কাহার নিকট হইতে ইহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ, তাহাই এক্ষণে জানিতে চাহিতেছি।"

সে কথায় লব উত্তর দিলেন,—"এই অস্ত্রসকল আমাদের দুই জনের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছিল।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"জগতে কি না সম্ভব হয়? প্রকৃষ্ট-পুণ্যফলে এই অনির্ব্বচনীয় মহিমালাভও ঘটিতে পারে। কিন্তু তোমরা দুই জন কে?"

লব উত্তর দিলেন,—"আমরা দুইজন যমজ ভ্রাতা।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাহা হইলে দ্বিতীয়টি কোথায়?"

সে সময়ে অদূরে কুশ ঋষিবালককে বলিতেছিলেন,—"ভাণ্ডায়ন, শুনিলাম, রাজসৈন্যের সহিত নাকি আয়ুষ্মান্ লবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ কথা কি সত্য?"

ভাণ্ডায়ন 'তাহা যথার্থ' বলিলে, কুশ তখন বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে অদ্য ভুবনে অধিরাজ শব্দ অস্তমিত এবং ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রানল নির্ব্বাপিত হউক।"

কুশের প্রতি রামচন্দ্রের দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় শ্যামকান্তি বালকটি কে? ইহার ধ্বনিতে আমাকে নবনীল নীরধরের ধীরগর্জ্জনে উদ্ভিন্নকোরক কদম্বতরুর ন্যায় পুলকিত করিয়া তুলিতেছে।"

সে কথায় লব বলিলেন,—"ইনি আমার জ্যেষ্ঠ আর্য্য কুশ। এইমাত্র ভরতমুনির আশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কৌতূহলপরবশ হইয়া কুশকে আহ্বান করিবার জন্য লবকে অনুরোধ করিলেন। লবও তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্য কুশের নিকট অগ্রসর হইলেন।

কুশ তখন বিস্ময়, হর্ষ ও ধৈর্য্যের সহিত ধনুরাকর্ষণ করিয়া বলিতে-ছিলেন,—"ভগবান্ বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া, যাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে অভয়দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন, গর্ব্বিতগণের দহনের জন্য যাঁহারা স্বীয় ক্ষত্র প্রতাপাগ্নি প্রদীপিত করিয়া থাকেন, সেই আদিত্যবংশীয় নৃপতি-নিচয়ের সহিত যদি আমার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে শাণিত অস্ত্র-সমূহের উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্তগুণ আমার এই কার্ম্মুক ধন্য হইবে।"

এই বলিয়া কুশ বেগভরে ধাবিত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই ক্ষত্রিয়বালকটির কি অনির্ব্বচনীয় পৌরুষাতিশয়! ইহার দৃষ্টি ত্রিজগতের সত্ত্বসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছে! বীরোদ্ধত গতিতে বসুন্ধরা অবনত হইয়া পড়িতেছেন! কৌমারাবস্থায়ও গিরিসম গুরুত্বে বিমণ্ডিত হওয়ায়, বালকটিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সাক্ষাৎ বীররস বা স্বয়ং দর্পই যেন আগমন করিতেছে।"

ইতিমধ্যে লব কুশের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কুশকে অভিবাদন করিলে, কুশ তাঁহাকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'উহা কিছু নয়' বলিয়া লব উত্তর দিলেন এবং কুশকে ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-ভাবে অবস্থান করিতে বলিলেন। কুশ তাহার কারণ জানিতে চাহিলে, লব কহিলেন,—"দেব রঘুপতি এখানে রহিয়াছেন; তিনি আমাদের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিতেছেন এবং আপনাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন।"

শুনিয়া কুশ বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি তিনি সেই রামায়ণ-কথার নায়ক বেদরত্নের রক্ষক?"

লব 'তাহাই বটে' বলিয়া উত্তর দিলেন।

কুশ তখন বলিলেন,—"সেই পুণ্যদর্শন মহাত্মার সাক্ষাৎকার অভিলষণীয় বটে; কিন্তু কি ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

লব বলিয়া দিলেন,—"গুরুজনের নিকট যেরূপভাবে গমন করিতে হয়, সেইরূপ বিনয় সহকারে যাইতে হইবে।"

কুশ কহিলেন,—"এরূপ কথার কারণ কি?"

লব তখন বলিতে লাগিলেন,—"উদার-হৃদয় সুজন উর্ম্মিলা-তনয় চন্দ্র-কেতু প্রিয়বয়স্য বলিয়া সম্বোধন করিয়া আমার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া-ছেন। সেই সম্বন্ধে এই রাজর্ষি আমাদের ধর্ম্মপিতা হইয়াছেন।"

শুনিয়া কুশ কহিলেন,—"সম্প্রতি ক্ষত্রিয়ের নিকটও বিনয়প্রকাশ নিন্দনীয় নহে।"

লব আবার বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য, এই মহাপুরুষকে অবলোকন করুন। ইঁহার প্রভাব ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আকৃতি দেখিলেই বোধ হয়, ইনি বিবিধ লোকোত্তর চরিতের মহিমায় বিমণ্ডিত।"

সে কথায় কুশ রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য! ইঁহার আকৃতিটি কি প্রসন্নতাপূর্ণ এবং প্রভাবও কি পবিত্র! রামায়ণ-কবি বাগ্দেবীকে যে কথাকারে পরিণত করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে।"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,— "তাত, বাল্মীকিশিষ্য কুশ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।"

'আয়ুষ্মন্, এস এস' বলিয়া রামচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—"বাৎসল্য-ভরে আমি জলপূর্ণ জলধরের ন্যায় স্নিগ্ধকায় তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি।"

কুশকে আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্র মনে মনে কহিলেন,—"এ কি, এ বালকটি কি আমার পুত্র? আমার দেহজাত স্নেহসারটুকু কি সর্ব্বাঙ্গ হইতে ক্ষরিত হইয়া পড়িল? অথবা আমার চৈতন্যধাতু বাহিরে প্রাদুর্ভূত হইল? কিংবা সান্দ্রানন্দে ক্ষুভিত-হৃদয়ের দ্রবধারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল? কারণ, ইহার স্পর্শে আমার অঙ্গ যেন অমৃতরসে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে।"

সেই সময়ে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন; রামচন্দ্রের মুখমণ্ডলেও তাহা নিপতিত হইতেছিল। উহা দেখিয়া লব তাঁহাকে কহিলেন,—"তাত, তপনদেব আপনার ললাটদেশ সন্তাপিত করিতেছেন, তাই বলিতেছি, এই শাল-তরুর ছায়ায় ক্ষণকাল উপবেশন করুন।"

'বৎসের যাহা অভিরুচি' বলিয়া রামচন্দ্র কুশলবকে লইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তাহার পর তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,— "যদিও ইহাদের আচরণে বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি গতি, স্থিতি, আসন প্রভৃতিতে ভাবী সাম্রাজ্যলাভের সূচনা ঘটাইতেছে। সমুজ্জ্বল রশ্মিমালায় যেমন নির্ম্মল রত্নকে ও মকরন্দবিন্দু যেমন বিকসিত পদ্মকে

শোভিত করে, সেইরূপ ইহাদের স্বাভাবিক লাবণ্যবিলাস কান্তিময় দেহটিকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই বালক দুইটিতে রঘুকুল-কুমারদিগের ছায়া অনেক পরিমাণে নিপতিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইহাদিগের দেহ পূর্ণাবয়ব পারাবতের কণ্ঠসম শ্যামল, বৃষের ন্যায় বিশাল স্কন্ধ, বাহুমূল অবন্ধুর। প্রসন্ন সিংহের ন্যায় অচঞ্চল দৃষ্টি এবং ধ্বনিও মাঙ্গল্যমৃদঙ্গের ন্যায় গম্ভীর।”

রামচন্দ্র আবার লব ও কুশকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“কেবল যে আমার আকৃতির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে, তাহা নহে। নিপুণভাবে অবলোকন করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জনকসুতার অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবও এই শিশু দুইটিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার এইরূপ মনে হয় যেন, অভিনব শতপত্রের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন প্রিয়তমার বদনমণ্ডল আমার নয়নগোচর হইতেছে। মুক্তার ন্যায় শুভ্রদন্তপঙ্‌ক্তি, মনোহর ওষ্ঠ, সেই কর্ণপাশ এবং নয়নযুগল রক্তনীল হইলেও তাহাদের সৌন্দর্য্য গুণ কিন্তু সেইরূপই দেখিতেছি। এই ত সেই বাল্মীকির তপোবন ; এইখানেই ত দেবীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। ইহাদের আকৃতি, বয়স, প্রভাবও এইরূপ ; জৃম্ভকাস্ত্রসকল ইহাদের নিকট স্বতঃপ্রকাশিত হইয়াছেন। আমার স্মরণ হইতেছে, চিত্রদর্শন-সময়ে প্রসঙ্গক্রমে যে অস্ত্রসঞ্চারের কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহাই ঘটিয়াছে। গুরূপদেশ ব্যতীত অস্ত্রলাভ করা যায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণের পক্ষেও শুনি নাই ; আর হৃদয়ের সুখাতিশয্যে আমার আনন্দপ্লাবিত আত্মারও বিশ্বাস জন্মাইতেছে। দেবীর গর্ভভার যে দ্বিধা বিভক্ত ছিল, তাহা আমি অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।”

বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“পূর্ব্বসঞ্জাত প্রণয় পরিচয়ের আধিক্যে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, নির্জ্জন প্রদেশে বিশ্বাসভরে কিঞ্চিৎ লজ্জা পরিত্যাগ করিলেও স্বাভাবিক লজ্জায় মুকুলিতলোচনা প্রিয়ার উদরে করতল-পরামর্শকালে আমিই প্রথমে তাঁহার দুইটি গর্ভগ্রন্থি জানিতে পারিয়াছিলাম; কিছুদিন পরে তিনিও তাহা বুঝিতে পারেন। তবে কি উহাদিগকে কোন উপায়ে জিজ্ঞাসা করিব?"

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া লব বলিয়া উঠিলেন,—"তাত, এ কি, জগতের মঙ্গল-স্বরূপ আপনার বদনমণ্ডল অশ্রুসম্পাতে হিমসিক্ত কমলের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল কেন?"

কুশ তখন বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, সীতাদেবীর বিরহে রঘুপতি কি দুঃখই না ভোগ করিতেছেন! প্রিয়ানাশে সমগ্র জগৎ অরণ্য বলিয়াই বোধ হয়। সেই অগাধ প্রেম, আবার এই নিরবধি বিরহ। রামায়ণে অনভিজ্ঞের ন্যায় এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

লবকুশের কথাবার্ত্তা শুনিয়া রামচন্দ্রের চিত্ত আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—"ইহাদের আলাপ ত নিঃসম্পর্কীয় উদাসীনের ন্যায় বোধ হইতেছে; তবে আর উহাদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিব? হৃদয়! সহসা তোমার এরূপ স্নেহচঞ্চল বিকার ঘটিল কেন? হৃদয়াবেগ এইরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, শিশুরাও আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছে! যাহা হউক, এ ভাবকে দূর করিতেই হইতেছে।"

তাহার পর তিনি প্রকাশ্যে কুশলবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎসদ্বয়, শুনিয়াছি, ভগবান্ বাল্মীকির সরস্বতীধারা সূর্য্যবংশের প্রশস্তি রামায়ণ-কথায় পরিণত হইয়াছে। তাহার কিছু শুনিতে কৌতূহল হইতেছে।"

সে কথায় কুশ বলিলেন,—"আমরা সমগ্র রামায়ণ-কথাই পাঠ করিয়াছি। বালচরিতের শেষ অধ্যায়ের এই শ্লোক দুইটি স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।"

রামচন্দ্র তাহা উচ্চারণ করিতে বলিলে, কুশ বলিতে লাগিলেন,—"সীতা স্বভাবতঃই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন; তিনি কিন্তু নিজ গুণনিচয়ে সেই প্রিয়ভাবটিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। রামও সেই-রূপ সীতার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলেন; তাঁহাদের হৃদয়ই পরস্পরের প্রীতিযোগটি বিশেষরূপে জানিত।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! এ কথায় হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থলে দারুণ আঘাতই লাগিল। হা দেবি! তখন এইরূপই ছিল বটে; অকস্মাৎ দশাবিপর্য্যয়ে বিরস ও বিয়োগবহুল সংসারবৃত্তান্ত সন্তাপই প্রদান করিতেছে। নিরতিশয় বিশ্বাসপূর্ণ সে আনন্দ কোথায়? পরস্পরের সে যত্নই বা কোথায়? আর সেই প্রগাঢ় কৌতুকরস কোথায়? সুখে দুঃখে হৃদয়ের সেই একভাবই বা কোথায়? তথাপি এই পাপপ্রাণ এখনও রহিয়াছে, ইহার অবসান ঘটিতেছে না। কি কষ্ট! প্রিয়ার গুণরাশি যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া যে সময়কে মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল, এবং যাহা স্মরণ করিতে হৃদয়ে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই সময়ের কথা ইহারা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তখন মৃগাক্ষীর বক্ষঃস্থল ঈষৎ উন্নত হইয়া ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল এবং যদিও যৌবন, অনুরাগ ও মনোরথের সম্পর্কে মন্মথ প্রগাঢ়ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রগল্‌ভতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি দেহে সেরূপ অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই।"

কুশও আবার বলিতে লাগিলেন,—"মন্দাকিনী ও চিত্রকূটের নিকট বনবিহারকালে রঘুপতি সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া-

ছিলেন,—"এই সেই শিলাপট্টখানি তোমারই জন্য সম্মুখে বিন্যস্ত রহিয়াছে, উহার চারিদিকে বকুলবৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।"

লজ্জা, ঈষৎ হাস্য, স্নেহ ও খেদের সহিত রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শিশুজন বিশেষতঃ অরণ্যচারী মুগ্ধস্বভাবই হইয়া থাকে। হা দেবি, সেই সময়ের নিভৃত ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী সে প্রদেশের কথা স্মরণ হয় কি? শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দুর উদয়ে যাহা শীতল হইয়া উঠিত, মন্দ মন্দ মন্দাকিনীমারুতে চঞ্চল অলকগুচ্ছে যাহার ললাটচন্দ্রদ্যুতি আবৃত হইয়া পড়িত, কুঙ্কুমরাগবর্জ্জিত যাহার কপোলযুগল সমুজ্জ্বলই দেখাইত, আভরণশূন্য হইয়াও যাহার কর্ণপাশ সুন্দরই বোধ হইত, তোমার সেই মনোহর মুখখানি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রিয়জনের মূর্ত্তি যেন নির্ম্মিত ও সম্মুখে স্থাপিত হইয়া প্রবাসেও সান্ত্বনা দান করিয়া থাকে। কল্পনার নাশেই জগৎ জীর্ণারণ্য হইয়া উঠে। তাহার পর হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইয়া যায়।"

সেই সময়ে শিশুগণের কলহ শুনিয়া বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দশরথ-মহিষীগণ, জনক এবং অরুন্ধতী সভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। শীঘ্র শীঘ্র আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও আশ্রমের দূরত্বের জন্য শ্রমকাতর এবং জরাজীর্ণ তাঁহাদের আগমনে বিলম্ব ঘটিতেছিল। দূর হইতে কেহ কেহ তাহা ব্যক্ত করায়, তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ভগবতী অরুন্ধতী, ভগবান্ বশিষ্ঠ, মাতৃগণ এবং রাজর্ষি জনক সকলেই এখানে আগমন করিতেছেন! ইঁহাদের নিকট কিরূপে তবে মুখ দেখাইব?"

তাহার পর কাতরভাবে জনকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সম্বন্ধের স্পৃহনীয়তার জন্য বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ যাহাতে যোগদান

করিয়াছিলেন, পুত্রকন্যার বিবাহমঙ্গলস্বরূপ সেই উৎসবে তাত দশরথ ও তাত জনকের আনন্দমিলন দেখিয়াছিলাম। এই নৃশংস ব্যাপারের পর সেই পিতৃসম রাজর্ষির এরূপ অবস্থা দেখিয়া, আমি কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছি না! অথবা রামের পক্ষে দুষ্করই বা কি আছে?"

এই সময়ে জনকের দৃষ্টিও রামচন্দ্রের উপর নিপতিত হইল। তিনি প্রভামাত্রাবশিষ্ট রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন হইতে না হইতে রাজ্ঞীগণও সংজ্ঞা হারাইলেন। অন্য সকলে তাহা বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হা তাত, হা মাতৃগণ, হা রাজর্ষি জনক, জনক ও রঘুদিগের সমগ্র-গোত্র-মঙ্গল সীতায় অকরুণ এই পাপাত্মার প্রতি আপনাদের করুণা-প্রকাশ বৃথা।"

তাহার পর তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; কুশ-লবও তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

(৭)

পতিত-পাবনী ভাগীরথীর পবিত্র তীরে আজ এক অভিনব মহোৎসব উপস্থিত। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণ-কথা হইতে যে এক বিচিত্র নাটক রচনা করিয়া অপ্সরাদিগের দ্বারা অভিনয় করিবার জন্য ভরত মুনির নিকট পাঠাইয়াছিলেন, অদ্য ভাগীরথীতটস্থ রঙ্গভূমিতে তাহাই অভিনীত হইবে। মহর্ষি রামলক্ষ্মণপ্রভৃতিকে তাহা দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় একটি সমাজ সন্নিবেশ করিতে বলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি সে ভার প্রদান করিলে, লক্ষ্মণ তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই উপলক্ষে ভগবান্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়সহ পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাকুল, দেব, অসুর, তির্য্যক্ ও উরগবর্গের নেতৃগণের সহিত সমস্ত

স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহকে স্বীয় তপঃপ্রভাবে একত্র সমবেত করিয়াছেন। লক্ষ্মণই মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য প্রাণিগণের যথাযোগ্য স্থানে উপবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, রামচন্দ্রও বাল্মীকির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজ্যাশ্রমে বাস করিলেও কষ্টকর মুনিব্রত আচরণ করিতেছিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —রঙ্গ-দর্শকগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন কি না?"

'সকলেই উপবেশন করিয়াছেন' বলিয়া লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন। রামচন্দ্র কুশ-লবের জন্য চন্দ্রকেতুর ন্যায় সম্মানাস্পদ আসন প্রদান করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ কহিলেন,—"তাহাদের প্রতি আপনার ঐকান্তিক স্নেহ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রকে রাজাসনেই উপবেশন করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে, অন্যান্য সকলেও উপবেশন করিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ অভিনয় আরম্ভ করিবার জন্য বলিলেন।

তখন সূত্রধার উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"সত্যবাদী ভগবান্ বাল্মীকি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎকে আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা আর্ষনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র, করুণ ও অদ্ভুতরসে পূর্ণ যে সন্দর্ভ রচনা করিয়াছি, কার্য্যের গুরুত্বানুরোধে তোমরা তাহার প্রতি অবহিত হও।"

সে কথায় রামচন্দ্র বলিলেন,—"ইহাতে এই কথা বলা হইতেছে, যে মহর্ষিগণ ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবদ্‌গণের অমৃতসার রজোতীত প্রজ্ঞান অব্যাহত; সুতরাং তাঁহাদের কথায় সন্দেহ জন্মিতে পারে না।"

তাহার পর যবনিকার অন্তরালে শব্দ হইল,—"হা আর্য্যপুত্র, হা

কুমার লক্ষ্মণ, একাকিনী, মন্দভাগিনী, অরণ্যে অশরণা, আসন্নপ্রসববেদনা, জীবনে হতাশা আমাকে শ্বাপদকুলে গ্রাস করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এ হতভাগিনী ভাগীরথীবক্ষে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে।”

তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন,—“হায়, কি কষ্ট! আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম, ইহা তাহা অপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর বলিয়াই বোধ হইতেছে।”

সূত্রধার আবার বলিতে লাগিল,—“বিশ্বম্ভরার আত্মজা সীতাদেবীকে রাজা মহাবনে পরিত্যাগ করায়, তিনি প্রসববেদনায় কাতর হইয়া গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।”

এই বলিয়া প্রস্তাবনা শেষ করিয়া সূত্রধার চলিয়া গেল; রামচন্দ্রের হৃদয় শোকে অধীর হইয়া পড়িল; তিনি উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—“দেবি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।”

লক্ষ্মণ তাঁহাকে নাটকাভিনয় বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তথাপি রামচন্দ্র ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হা দেবি, দণ্ডকারণ্যবাস-প্রিয়সখি, রামই তোমার এই দৈবদুর্ব্বিপাকের কারণ।”

লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ‘বজ্রময় আমি প্রস্তুত হইয়াছি’ বলিয়া রামচন্দ্র অভিনয়দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাহার পর একটি শিশু ক্রোড়ে করিয়া গঙ্গা ও পৃথিবীর বেশধারিণী দুইটি অভিনেত্রী সীতাবেশধারিণী আর একটি অভিনেত্রীকে ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“বৎস লক্ষ্মণ, আমাকে ধর; আমি যেন কি এক অবিজ্ঞাত আকস্মিক অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছি।”

ওদিকে গঙ্গা ও পৃথিবী অভিনয় আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“কল্যাণি বৈদেহি, আশ্বস্তা হও ; তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ; জলমধ্যে তুমি রঘুবংশধর দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছ।”

সীতা তখন অভিনয় আরম্ভ করিয়া, ‘ভাগ্যক্রমে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছি ; হা আর্য্যপুত্র’ এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন,—“আর্য্য! আর্য্য! আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ; রঘুবংশের কল্যাণময় অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে।”

অবিরল বিগলিত অশ্রুধারার প্লাবনে রামচন্দ্র তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে রঙ্গস্থলে ‘আশ্বস্ত হও’ বলিয়া পৃথিবী সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সংজ্ঞালাভের অভিনয় করিয়া সীতা পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কে?”

পরে গঙ্গাকে দেখাইয়া কহিলেন, “ইনিই বা কে?”

পৃথিবী বলিলেন,—“ইনি তোমার শ্বশুরকুলের দেবতা ভাগীরথী।”

সীতা তখন ‘ভগবতি, আপনাকে প্রণাম করি’ এই বলিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিলে, ‘চারিত্র-মহিমায় বর্দ্ধিত কল্যাণসম্পৎ লাভ কর’ এই বলিয়া ভাগীরথী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সে কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—‘অনুগৃহীত হইলাম।’

ভাগীরথী আবার পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিলেন,—“ইনি তোমার জননী বিশ্বম্ভরা।”

সীতা পৃথিবীকে বলিলেন,—“মাতঃ, হায়! আপনাকে এরূপ অবস্থায় আমাকে দেখিতে হইল।”

এস বৎসে, ‘এস পুত্রি!’ এই বলিয়া পৃথিবী সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতা হওয়ার অভিনয় করিলেন।

লক্ষ্মণ তখন আনন্দসহকারে বলিতে লাগিলেন,—'সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী ও ভাগীরথী আর্য্যার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।'

রামচন্দ্রও ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়া আবার অভিনয় দেখিতেছিলেন; তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—'এ অতি করুণ দৃশ্য।'

ভাগীরথী আবার বলিতে লাগিলেন,—'বিশ্বম্ভরাও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন; অপত্যস্নেহেরই জয় বলিতে হইবে। এই অপত্যস্নেহই মোহ-গ্রন্থিরূপে সমস্ত চেতন প্রাণীর অন্তরে অবস্থিতি করে এবং ইহা এক দুশ্ছেদ্য সংসারতন্তু। বৎসে বৈদেহি, দেবি ভূতধাত্রি, আশ্বস্ত হও।'

সংজ্ঞালাভের অভিনয় করিয়া পৃথিবী বলিয়া উঠিলেন,—'দেবি, সীতাকে প্রসব করিয়া কিরূপেই বা আশ্বস্ত হই? একে রাক্ষসদিগের মধ্যে বাস, তাহার পর আবার পতিকর্তৃক ত্যাগ, এ সকল নিতান্তই দুঃসহ।'

ভাগীরথী বলিতে লাগিলেন,—'কোন্ জন্তু ফলোন্মুখ দৈবের দ্বাররোধে সমর্থ হইয়া থাকে?'

পৃথিবী কহিলেন,—'ভাগীরথি, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন; রামভদ্রের এরূপ আচরণ কি উপযুক্ত হইয়াছে? বালক রামচন্দ্র শৈশবে যে পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, কৈ, তাহার ত সম্মান রাখেন নাই। আমার ও রাজর্ষি জনকের গৌরবরক্ষা করিলেন কৈ? আর অগ্নি, ছায়ার ন্যায় অনুসরণ ও গর্ভস্থ সন্তানেরও কি সম্মান রাখিয়াছেন?'

সে সময় সীতা বলিলেন,—'হায়! আর্য্যপুত্রের কথা স্মরণ করিয়া দিলেন দেখিতেছি।'

পৃথিবী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"কে তোমার আর্য্যপুত্র?"

তখন সলজ্জভাবে অশ্রুমোচনের অভিনয়ের সহিত সীতা বলিলেন,—"অথবা জননী যাহা বলেন।"

তখন রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"মাতঃ পৃথ্বি! আমি এইরূপই হইয়াছি বটে।"

পৃথিবীর কথায় গঙ্গা বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি বসুন্ধরে, প্রসন্ন হউন। আপনি এ সংসারের শরীরস্বরূপ, তবে অবিজ্ঞাতের মত জামাতার প্রতি কোপপ্রকাশ করিতেছেন কেন? জগতে ঘোর অযশ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সুদূর লঙ্কাদ্বীপে যে অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, সকলের তাহাতে কিরূপে প্রত্যয় জন্মিবে? প্রজামণ্ডলীর মনোরঞ্জন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের কুলব্রত। সুতরাং এই ধর্ম্মসঙ্কটে বৎস রামভদ্র কি আর করিতে পারেন?"

লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"প্রাণিগণের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞানে দেবতাদিগের, বিশেষতঃ গঙ্গাদেবীর শক্তি অব্যাহত; সেই জন্য মা, তোমার উদ্দেশে এই অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি।"

রামচন্দ্রও বলিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, ভগীরথের কুলে আপনি চিরদিনই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।"

ভাগীরথীকে উত্তর প্রদান করিয়া পৃথিবী বলিলেন,—"দেবি, আমি নিত্যই আপনাদের প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছি; কিন্তু আপাতদুঃসহ স্নেহাবেগে এইরূপই বলিতেছি। রামভদ্রের সীতার প্রতি স্নেহও আমি জানি। দৈববশে বৎসা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া শোকদগ্ধচিত্ত রামচন্দ্র স্বীয় লোকোত্তর ধৈর্য্য ও প্রজাপুঞ্জের পুণ্যফলেই আজিও জীবিত রহিয়াছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"সন্তানের প্রতি গুরুজন করুণাপরবশই হইয়া থাকেন।"

সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন করার অভিনয় করিতে করিতে পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন,—"মা, আমাকে নিজ অঙ্গে লয় করিয়া দিন।"

সে কথায় রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা অপেক্ষা আর কি বলিতে পারেন?"

ভাগীরথী সে কথায় কিন্তু বলিলেন,—"ঈশ্বর না করুন, অবিলীন হইয়া তুমি সহস্রবৎসর জীবন ধারণ কর।"

পৃথিবীও বলিলেন,—"বৎসে, তোমার এই সন্তান-দুইটিকে ত পালন করিতে হইবে।"

তখন সীতা বলিতে লাগিলেন,—"আমি অনাথা, উহাদিগকে লইয়া কি করিব?"

রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"হৃদয়, তুমি ত বজ্রময়ই হইয়া আছ।"

সীতার কথায় ভাগীরথী উত্তর দিলেন,—"তুমি সনাথা হইয়াও কিরূপে অনাথা হইলে?"

সীতা বলিলেন,—"এই হতভাগিনীর সনাথত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

তাহা শুনিয়া গঙ্গা ও পৃথিবী বলিয়া উঠিলেন,—"জগতের মঙ্গল-স্বরূপিণী তুমি আপনাকে অবজ্ঞাত করিতেছ কেন? তোমার সংসর্গে আমাদেরও পবিত্রতা প্রকর্ষলাভ করিয়াছে।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সে কথা লক্ষ্য করিতে বলিলে, 'লোকে শুনুক' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। সেই সময়ে নেপথ্যে এক কলকল শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"বোধ হয়, আরও কিছু অদ্ভুততর ব্যাপার ঘটিতেছে।"

সীতা গঙ্গা ও পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমস্ত অন্তরীক্ষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল কেন?"

তাঁহারা উত্তর দিলেন,—"বুঝিয়াছি, কৃশাশ্ব হইতে বিশ্বামিত্র এবং

তাঁহার নিকট হইতে রামচন্দ্র যে অস্ত্রসকল গুরুপরম্পরাক্রমে লাভ করিয়াছিলেন, জৃম্ভকাস্ত্রের সহিত তাঁহারাও আবির্ভূত হইয়াছেন।”

আবার নেপথ্যে শব্দ হইল,—“দেবি সীতে, আপনাকে নমস্কার; আপনার পুত্রদ্বয় এক্ষণে আমাদের আশ্রয়স্থল। কারণ, দেব রঘুনন্দন আলেখ্যদর্শনসময়ে এইরূপই বলিয়াছিলেন।”

তখন সীতা বলিয়া উঠিলেন,—“হায়, কি সৌভাগ্য! অস্ত্রদেবতারা আবির্ভূত হইতেছেন।”

লক্ষ্মণ বলিতেছিলেন,—“আর্য্যাই ত বলিয়াছিলেন, এই অস্ত্রগুলি এক্ষণে তোমার সন্তানকে আশ্রয় করিবে।”

রামচন্দ্রও বলিতে লাগিলেন,—“হে পরমাস্ত্র দেবতাগণ, নমস্কার। আপনাদিগকে লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম, অনুধ্যানমাত্রে এক্ষণে বৎসদ্বয়ের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন; আপনাদের কল্যাণ হউক।”

তিনি আবার বলিলেন,—“বিস্ময় ও আনন্দের সমাবেশে আমার চঞ্চল শোকতরঙ্গ আন্দোলিত হইয়া যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় দশা ঘটাইতেছে।”

গঙ্গা ও পৃথিবী সীতাকে কহিলেন,—“বৎসে, আনন্দ প্রকাশ কর; তোমার পুত্রদ্বয় এক্ষণে রামভদ্রের তুল্য হইয়া উঠিল।”

সীতা উত্তর করিলেন,—“ভগবতীদ্বয়, তাহা হইলে কে ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারসাধন করিবেন?”

তখন আবার রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“বশিষ্ঠ-রক্ষিত রঘুবংশের বংশবর্দ্ধিনী হইয়া সীতাদেবী পুত্রদ্বয়ের সংস্কারকর্ত্তার সন্ধান করিতে পারিতেছেন না, ইহা অতীব কষ্টকর।”

সীতার কথায় গঙ্গা-পৃথিবী বলিলেন,—“বৎসে, তুমি ও বিষয়ের জন্য

বৃথা চিন্তা করিতেছ কেন? স্তন্যত্যাগের পর ইহাদিগকে বাল্মীকির হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিব; তিনিই ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারসাধন করিবেন। রঘুবংশীয়দিগের বশিষ্ঠের এবং জনক-বংশীয়দিগের শতানন্দের ন্যায় বাল্মীকি উভয় পক্ষেরই গুরু।”

সে কথায় রামচন্দ্র কহিলেন,—“ভগবতীরা এ বিষয়ে সুবিবেচনাই করিয়াছেন।”

লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—“আর্য্য, আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, এই সকল কারণেই কুশলবকে আপনার পুত্র বলিয়া মনে হইতেছে। এই বীরশিশু দুইটি আজন্ম-সিদ্ধাস্ত্র এবং ভগবান্ বাল্মীকির নিকট হইতেই সংস্কার লাভ করিয়াছে, তদ্ভিন্ন ইহাদের বয়সও দ্বাদশ বৎসর।”

রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; আমি যেন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি।”

তাহার পর পৃথিবী সীতাকে কহিলেন,—“এস বৎসে, রসাতল পবিত্র করিবে চল।”

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—“প্রিয়তমা তবে কি লোকান্তরে গমন করিয়াছেন?”

পৃথিবীর কথায় সীতা উত্তর করিলেন,—“মা, আপনার অঙ্গে আমায় লয় করিয়া লউন, আমি লোকান্তরপরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিব না।”

রামচন্দ্র তখন বলিতেছিলেন,—“না জানি, ইহার কি উত্তর আছে।”

পৃথিবী বলিলেন,—“স্তন্যত্যাগ পর্য্যন্ত তোমার পুত্রদ্বয়কে আমার আদেশে পালন কর, তাহার পর তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও।”

ভাগীরথীও কহিলেন,—“তাহাই উচিত বটে।”

তাহার পর গঙ্গা, পৃথিবী ও সীতাবেশধারিণী অভিনেত্রীত্রয় নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"তবে বৈদেহীর বিলয়ই সম্পন্ন হইল! হা দেবি, দণ্ডকারণ্য-বাস-প্রিয়সখি, চরিত্র দেবতে! তুমি লোকান্তরে গমন করিয়াছ?"

এই বলিয়া রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্ বাল্মীকে, রক্ষা করুন; এই কি আপনার কাব্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য?"

তখন দূর হইতে শব্দ হইল,—"মর্ত্ত্যামর্ত্ত্য স্থাবরজঙ্গম প্রাণিগণ সকলে বাল্মীকির আদিষ্ট পবিত্র অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন কর।"

সহসা যেন মন্থনদণ্ডে আবর্ত্তিত হওয়ার ন্যায় ভাগীরথীর জলপ্রবাহ আলোড়িত হইয়া উঠিল; দেবতা ও ঋষিগণে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তাহার পর ভগবতী ভাগীরথী ও বসুন্ধরার সহিত সীতাদেবী জলরাশি হইতে সমুত্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ সকলকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

গঙ্গা ও পৃথিবী বলিতে লাগিলেন,—"জগদ্বন্দ্যে অরুন্ধতি, আমাদিগকে ভজনা করুন। পুণ্যব্রতা বধূ সীতাকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিলাম।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিতে বলিয়া দেখিলেন যে, তখনও পর্য্যন্ত তিনি চৈতন্যলাভ করেন নাই।

দেখিতে দেখিতে অরুন্ধতী সীতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"বৎসে বৈদেহি, তুমি শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হও এবং লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাণির প্রিয়স্পর্শে বৎসকে সঞ্জীবিত করিয়া তুল।"

সীতা তখন সসম্ভ্রমে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, আশ্বস্ত হউন।"

সেই সময়ে তাঁহাদের সকল গুরুজনও তথায় আগমন করিলেন; ভাগীরথী এবং পৃথিবীও উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞালাভ করিয়া আনন্দসহকারে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি!"

তাহার পর সীতাকে দেখিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া কহিলেন,—"কি দেবি?"

আবার গুরুজনদিগকে দেখিয়া সলজ্জ ও সস্মিতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"এ যে দেখিতেছি, মাতা অরুন্ধতী এবং ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার সহিত সকল গুরুজনই উপস্থিত"।

অরুন্ধতী ভাগীরথীকে দেখাইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"বৎস, ইনিই সেই ভগীরথ-কুলদেবতা সুপ্রসন্না গঙ্গাদেবী।"

গঙ্গা তখন বলিলেন,—"জগৎপতি রামভদ্র, আলেখ্যদর্শনকালে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'মাতঃ, আপনি দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পুত্রবধূ সীতার কল্যাণচিন্তায় রতা হউন।' এক্ষণে তাহা স্মরণ করুন, আপনার সে বাক্যসম্বন্ধে আমি ঋণমুক্ত হইলাম।"

অরুন্ধতী আবার পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ইনি তোমার শ্বশ্রূ ভগবতী বসুন্ধরা।"

তখন পৃথিবী বলিতে লাগিলেন,—"সীতার নির্ব্বাসনের সময় বৎস, বলিয়াছিলে, 'ভগবতি বসুন্ধরে, শ্লাঘ্যচরিত্রা দুহিতা জানকীকে অবেক্ষণ করিবেন।' প্রভু ও বৎসের সে আজ্ঞা আমি পালন করিয়াছি।"

গঙ্গা ও পৃথিবীর কথায় রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমি মহাপরাধ করিলেও ভগবতীদ্বয় আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনই করিয়াছেন।"

তাহার পর দেবী অরুন্ধতী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অহে পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণ, ভগবতী জাহ্নবী ও বসুন্ধরা যাঁহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, পূর্ব্বেও ভগবান্ বৈশ্বানর যাঁহার পবিত্র চরিত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ যাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন, সেই সূর্য্যকুলবধূ দেব-যজন-সম্ভবা সীতাদেবীকে পরিগ্রহ করা হইতেছে। এ বিষয়ে তোমরা কি বিবেচনা করিতেছ ?"

তখন অরুন্ধতীকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রজাগণ ও সমস্ত প্রাণিসমূহ সীতাদেবীকে প্রণাম করিতে লাগিল ; লোকপাল ও সপ্তর্ষিগণ পুষ্পবর্ষণে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ তাহা সকলকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

অরুন্ধতী আবার রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"জগৎপতে রামচন্দ্র, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি পুণ্যপ্রকৃতি প্রিয়তমা সীতাদেবীকে এক্ষণে অশ্বমেধযজ্ঞে ধর্ম্মানুসারে সহধর্ম্মচারিণী নিযুক্তা কর।"

সে কথায় সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যপুত্র সীতার দুঃখ দূর করিতে বিশেষরূপেই জানেন।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য।"

লক্ষ্মণও কহিলেন,—"কৃতার্থ হইলাম।"

সীতাও বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ, বাঁচ্‌লাম।"

লক্ষ্মণ তখন সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যে, নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করিতেছে"।

সীতাও তাহার উত্তরে বলিলেন,—"বৎস, এইরূপ আচরণ করিয়াই দীর্ঘজীবী হইয়া থাক।"

অবশেষে অরুন্ধতী মহর্ষি বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"ভগবন্ বাল্মীকে, সীতা-গর্ভ-সম্ভূত রামভদ্রের পুত্র কুশলবকে আনয়ন করুন।"

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে কুশ-লবকে লইয়া বাল্মীকি তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাহাদের গুরুজনদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎস কুশলব, এই রঘুপতি তোমাদের পিতা, এই লক্ষ্মণ তোমাদের কনিষ্ঠ-তাত, সীতাদেবী তোমাদের জননী, আর এই রাজর্ষি জনক মাতামহ।"

হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ের সহিত জনকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"কি, পিতা!"

কুশলবও বলিতে লাগিলেন,—"হা তাত! হা মাতঃ! হা মাতামহ!"

রামচন্দ্র তখন কুমারদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বহুপুণ্য-ফলে তোমাদিগকে লাভ করিলাম।"

সীতাও বলিলেন,—"বৎস কুশ এস, বৎস লব এস, লোকান্তর হইতে আগত তোমাদের জননীকে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া আলিঙ্গন কর।"

কুমারদ্বয় তখন সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমরা ধন্য হইলাম।"

সীতা মহর্ষি বাল্মীকিকে প্রণাম করিলে, "বৎসে চিরদিনই এইরূপ হইয়া থাক" বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পর সীতা বলিতে লাগিলেন,—"ও মা, পিতা, কুলগুরু, শ্বশ্রূজন, পতিসহিত আর্য্যা শান্তাদেবী, লক্ষ্মণ ও সুপ্রসন্ন আর্য্যপুত্রের চরণ এবং কুশ ও লব সকলকেই যুগপৎ দেখিতেছি; তাই যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছি।"

সেই সময়ে কিছু দূরে কল কল শব্দ উত্থিত হইল, বাল্মীকি উত্থান করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"লবণহন্তা মথুরেশ্বর আগমন করিতেছেন।"

শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন,—"কল্যাণই কল্যাণের অনুসরণ করিয়া থাকে।"

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"এই সমস্ত অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু প্রত্যয় করিতে পারিতেছি না। অথবা অভ্যুদয়ের প্রকৃতিই এইরূপ।"

তাহার পর বাল্মীকি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"রামভদ্র, তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব বল?"

রামচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিলেন,—"ইহার পর কি আরও প্রিয়কার্য্য আছে? তথাপি এইরূপই হউক,—গঙ্গা ও জননীর ন্যায় জগতের কল্যাণ-করী মনোহরা এই রামায়ণী কথা পাপ বিনাশ করিয়া পবিত্রতা সম্পাদন ও মঙ্গল বর্দ্ধন করুক। আর অভিনয়ে বিন্যস্তরূপা শব্দব্রহ্মবিৎ পরিণত-প্রজ্ঞ কবির এই বাণী পণ্ডিতগণ পর্য্যালোচনা করিতে থাকুন।"

অবশেষে সকলে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মালতীমাধব।

(১)

ভগবান্ সুবর্ণবিন্দুর প্রভাবে সিন্ধু ও মধুমতীর সঙ্গম পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে প্রসন্ন-সলিলা পারা ধীরে ধীরে সিন্ধুবক্ষে নিপতিত হইতেছে; সিন্ধুর তটপ্রপাতে রসাতল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; নিকটে লবণা মধুর স্বরে গাহিয়া চলিয়াছে। পারা ও সিন্ধুর মিলনস্থলে দ্বিতীয় অমরাবতী পদ্মাবতী শোভা পাইতেছে; নগরীর সৌধমালার ছবি নদী-সলিলে প্রতিবিম্বিত তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে অরণ্যগিরিভূমিসকল শ্যামলতায় সমাবৃত হইয়া লোকলোচনে যেন স্নিগ্ধাঞ্জন ঢালিয়া দিতেছে। গাঢ় নীলিমায় বিমণ্ডিত পর্ব্বতমালা দূর হইতে মেঘ-খণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে; পর্ব্বতের কুহর-সকল নানাবিধ শ্বাপদের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। শোভাশালিনী পদ্মাবতী এই জন্য মালবদেশকে সুপ্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

পদ্মাবতীশ্বরের ভূরিবসু নামে এক পরাক্রান্ত অমাত্য ছিলেন; তাঁহারই গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপা মালতী জন্মগ্রহণ করেন। মালতীর লাবণ্যচ্ছটা দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, ভূরিবসু কন্যার ললিত-কলা-শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিদর্ভদেশস্থ কুণ্ডিনপুরের রাজমন্ত্রী দেবরাত অমাত্য ভূরিবসুর সতীর্থ ছিলেন। দেবরাতের মাধবনামে মাধবসম এক পুত্র জন্মে। দেবরাত ও ভূরিবসু আপনাদের পুত্রকন্যা জন্মিলে, পরস্পরে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হন। উভয়ে সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু ভূরিবসুকে স্বীয় প্রভু পদ্মাবতীশ্বরের অনুরোধে রাজার নর্ম্মসচিব নন্দনকে মালতী সমর্পণে স্বীকৃত হইতে হয়। এ দিকে

দেবরাত পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া মাধবকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের ছলে পদ্মাবতীতে পাঠাইয়া দেন।”

পদ্মাবতীতে কামন্দকী নামে এক পরিব্রাজিকা বাস করিতেন। দেবরাত ও ভূরিবসু উভয়েরই সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। মাধব বালমিত্র মকরন্দ ও বিশ্বস্ত ভৃত্য কলহংসের সহিত পদ্মাবতীতে উপস্থিত হইয়া কামন্দকীর আশ্রমে আশ্রয় লন। ভূরিবসু রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য নন্দনকে মালতীসমর্পণে স্বীকৃত হইলেও, যাহাতে মালতী-মাধবের পরিণয় ঘটে, তজ্জন্য গোপনে কামন্দকীকে অনুরোধ করেন; কামন্দকীও সে বিষয়ে সচেষ্ট হন। মাধব নগরীভ্রমণকালে মালতীর নয়নপথে নিপতিত হওয়ায় তিনি মাধবের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। পরে মালতী-মাধবের পরস্পর দর্শনলাভ ঘটিলে, ক্রমে উভয়ের প্রণয় প্রগাঢ় হইতে থাকে।

আশ্রমে বসিয়া কামন্দকী মালতীমাধবের পরিণয়ের কথা চিন্তা করিতেছিলেন; নিকটে প্রিয়শিষ্যা অবলোকিতা বসিয়াছিলেন। কামন্দকী তাঁহাকে কহিলেন,—“অবলোকিতে, কল্যাণীয় দেবরাত ও ভূরিবসুর পুত্রকন্যার শুভ পরিণয়কার্য্য কি সম্পন্ন হইবে মনে কর?”

সেই সময়ে তাঁহার বামনেত্র স্পন্দিত হইলে, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমার বামাক্ষিটি যেন মনোভাব জানিয়াই ভাবী কল্যাণের সূচনায় নাচিয়া উঠিয়া দাক্ষিণ্য অবলম্বন করিতেছে।”

অবলোকিতা উত্তর করিলেন,—“আপনার চিত্তবিক্ষেপের এই একটা গুরুতর কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কারণ, চীর-চীবর-ধারিণী ভিক্ষা-ভোজন-জীবিতা আপনাকে অমাত্য ভূরিবসু এই আয়াসকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার আত্মা মোক্ষের অন্তরায় সংসারভাব সকল উন্মূলিত করিলেও আবার এ

ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িল ?” সে কথায় কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—“না, না, ও কথা বলিও না। মহাত্মা ভূরিবসু আমাকে যে এই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা স্নেহের ফল ও প্রণয়ের উৎকর্ষ বলিয়াই জানিবে। যদি আমার প্রাণ অথবা তপস্যায় সুহৃদের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কথা তুমি জান না যে, আমাদের নিকট হইতে বিদ্যালাভের জন্য যে সময়ে নানাদিগন্তবাসিগণ সম্মিলিত হয়, তখন আমার ও আমার শিষ্যা সৌদামিনীর সমক্ষে দেবরাত ও ভূরিবসু আপন আপন পুত্রকন্যার বিবাহসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত কুণ্ডিনপুর হইতে পুত্র মাধবকে ন্যায়শাস্ত্র পাঠের জন্য যে পদ্মাবতীতে পাঠাইয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। প্রিয়সুহৃদ্ ভূরিবসুর কন্যাদানের প্রতিজ্ঞাস্মরণ ও বরবধূর পরস্পরের অনুরাগসঞ্চারে সম্বন্ধেচ্ছা উৎপাদনার্থই তিনি অলোকসামান্যগুণশালী পুত্রটিকে প্রেরণ করিয়াছেন।”

অবলোকিতা কহিলেন,—“তবে অমাত্য স্বয়ং মাধবহস্তে মালতীকে সমর্পণ না করিয়া, চৌর্য্যবিবাহে আপনাকে নিযুক্ত করিতেছেন কেন ?”

কামন্দকী উত্তর দিলেন,—“রাজার নর্ম্মসচিব নন্দন রাজার দ্বারাই অমাত্যের নিকট মালতীকে চাহিয়াছে। তাঁহার সাক্ষাৎ-নিষেধ নৃপতির কোপের কারণ হইতে পারে ; সেইজন্য এই শুভ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।”

অবলোকিতা বলিতে লাগিলেন,—“আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অমাত্য যেন মাধবের নামটি পর্য্যন্ত জানেন না,—এইরূপ নিরপেক্ষভাব দেখাইতেছেন।”

কামন্দকী কহিলেন,—“উহা গোপনভাবমাত্র। মালতীমাধব অপরিণতবয়স্ক ; তাহাদের মনোভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ারই সম্ভব ;

সেই জন্য তিনি নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়াই রাখিয়াছেন। উহাদের অনুরাগপ্রবাদ সকলে জানুক, তাহা আমাদেরও অভীষ্ট বটে; কারণ, তাহাতে রাজা ও নন্দন প্রতারিত হইবে। দেখ, সুবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ লোকে বাহিরে আকারপ্রকারে রমণীয় ব্যবহার দেখাইয়া, অপরের সূক্ষ্মতর তর্কসকলও নিবারণ করিয়া থাকেন। আবার কপটতা অবলম্বনে লোকসকলকে বঞ্চনা করিয়া নিজ প্রয়োজনসিদ্ধিও করেন এবং মৌনভাবেরও আশ্রয় লন।”

তখন অবলোকিতা বলিলেন,—“আমিও আপনার কথানুসারে নানা বাক্‌ছলে মাধবকে ভূরিবসুর ভবনের নিকট রাজপথে সঞ্চরণের জন্য পাঠাইয়া থাকি।”

শুনিয়া কামন্দকী উত্তর করিলেন,—“মালতীর ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকার নিকট তাহা শুনিয়াছি বটে। প্রাসাদশিখরস্থ গৃহের তুঙ্গ বাতায়ন হইতে সন্নিহিত রাজপথে সাক্ষাৎ নব কন্দর্পতুল্য মাধবকে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে দেখিয়া, রতিসমা মালতী গাঢ়োৎকণ্ঠায় সন্তাপিত অঙ্গ-লতিকার বহনে যারপরনাই ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে।”

অবলোকিতা বলিয়া উঠিলেন,—“মালতীর অনুরাগ যে প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই; উদ্বেগশান্তির জন্য তিনি মাধবের একখানি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন; সেখানি আবার লবঙ্গিকাকে দিয়া মন্দারিকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কামন্দকী কহিলেন,—“লবঙ্গিকা ভালই করিয়াছে। বিহারের পরিচারিকা মন্দারিকার প্রতি মাধবের অনুচর কলহংসের অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছে; তাই এই উপায়ে কার্য্যসিদ্ধির সূচনায় মাধবের ছবিখানি তাহারই হস্তে পতিত হওয়া লবঙ্গিকার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে।”

তখন অবলোকিতা বলিলেন,—"আমি মাধবের কৌতূহল উৎপাদন করিয়া প্রভাতে মদনোদ্যানে মহোৎসব দেখিতে পাঠাইয়াছি। সেখানে মালতীও আসিবে। তাহা হইলে পরস্পরের দর্শনলাভও ঘটিবে।"

শুনিয়া কামন্দকী কহিতে লাগিলেন,—"সাধু বৎসে, সাধু, আমার প্রিয়কার্য্যসম্পাদনের জন্য তোমার এই অভিনিবেশ আমার পূর্ব্বশিষ্যা সৌদামনীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।"

সে কথায় অবলোকিতা বলিলেন,—"শুনিয়াছি, তিনি নাকি এক্ষণে অদ্ভুত মন্ত্রসিদ্ধির প্রভাবসম্পন্ন হইয়া শ্রীপর্ব্বতে কাপালিকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।"

অবলোকিতা কোথা হইতে এ সংবাদ পাইলেন, কামন্দকী জানিতে চাহিলে, অবলোকিতা উত্তর দিলেন,—"এই নগরীর মহাশ্মশানে করালা নামে চামুণ্ডাদেবী আছেন; তাঁহার আয়তনে অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিক সাধক অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি সংপ্রতি শ্রীপর্ব্বত হইতে আসিয়াছেন; তাঁহার শিষ্যা মহাপ্রভাবা কপালকুণ্ডলার নিকট এ কথা শুনিয়াছি।"

শুনিয়া কামন্দকী কহিলেন,—"করালার নিকট নানা জীবের উপহার প্রদত্ত হয়, এ কথা শুনিতে পাই বটে; আর সৌদামিনীরও অসাধ্য কিছুই নাই।"

তাহার পর অবলোকিতা বলিতে লাগিলেন,—"ও কথা থাকুক, যদি মাধবের বালমিত্র মকরন্দের সহিত নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার পরিণয় ঘটে, তাহা হইলে, মাধবের আরও একটি প্রিয়কার্য্য সাধিত হয়।"

শুনিয়া কামন্দকী কহিলেন,—"তজ্জন্য প্রিয়সখী বুদ্ধরক্ষিতাকে নিযুক্ত করিয়াছি।"

অবলোকিতা উত্তর দিলেন,—'ভগবতী ভালই করিয়াছেন।'

এই সমস্ত কথাবার্ত্তার পরে কামন্দকী অবলোকিতাকে বলিলেন,—"চল, মাধবের সংবাদ লইয়া মালতীকে দেখিতে যাই।"

এই বলিয়া কামন্দকী উত্থিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে অবলোকিতাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কামন্দকী আবার বলিতে লাগিলেন,—'মালতী অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতি; সেই জন্য কৌশলে দূতীকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। শরজ্জ্যোৎস্নাসমা কল্যাণী মালতী কমনীয় কুমুদ-নিভ সুজাত মাধবের আনন্দ বর্দ্ধন করুক; মাধবও কৃতকৃত্য হউক; ইহাতে বিধাতার পরস্পরের গুণনির্ম্মাণকৌশল সফল ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠুক।"

অবশেষে উভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাধব মদনোদ্যানে মহোৎসব দেখিতে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিতেছিল। কলহংস ও মকরন্দ তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন এবং একটি উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কলহংস, পরে মকরন্দ গমন করেন; মকরন্দ কলহংসের গমনের কথা জানিতেন না।

কলহংসের হস্তে মালতীর অঙ্কিত মাধবের প্রতিমূর্ত্তিখানি ছিল। সে প্রভুর অনুসন্ধানে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী সৌন্দর্য্যবিলাসে মালতীহৃদয়ের গাম্ভীর্য্যহারী প্রভু মাধবকে দেখিতে না পাইয়া, কলহংস ক্ষণকাল উদ্যানমধ্যে বিশ্রাম করিতে করিতে সেই মকরন্দসহচরের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে মকরন্দও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি কলহংসকে লক্ষ্য করেন নাই।

মকরন্দ বলিতেছিলেন,—"অবলোকিতার নিকট শুনিলাম, মাধব মদনোদ্যানে গিয়াছেন, আমিও অগ্রসর হই।"

তাহার পর কিছুদূর গমন করিয়া, তিনি মাধবকে ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন; তখন আবার বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে, বয়স্য এই দিকেই আসিতেছেন; কিন্তু ইঁহার গমন অলস ও দৃষ্টি-শূন্য; শরীর বিকল— এ সমস্ত কি লক্ষিত হইতেছে? অথবা ইহা আর কি হইতে পারে? ভুবনে কন্দর্পের আজ্ঞা অপ্রতিহত; যৌবনকালও বিকার ঘটাইয়া থাকে; রমণীবদনচন্দ্রমাপ্রভৃতি ললিতমধুর উদ্দীপক ভাবসকলে ধৈর্য্যও অপহরণ করে।"

মাধব আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন,—"সেই চন্দ্রমুখীকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার মন্থর-বিবেক চিত্ত লজ্জাকে বিজিত, বিনয়কে নিবারিত ও ধৈর্য্যকে মথিত করিয়া অতিকষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমার যে হৃদয় তাঁহার নিকটে বিস্ময়স্তিমিত, তন্ময় ও অমৃতসেকে আনন্দজড়প্রায় অবস্থিতি করিতেছিল, সেখান হইতে আসিতে না আসিতে তাহা কিনা এক্ষণে জ্বলদঙ্গারে পরিচুম্বিতের ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।"

সেই সময়ে মকরন্দ 'সখে, এ দিকে, এ দিকে' বলিয়া মাধবকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রৌদ্রে ললাট তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই জন্য এস, উদ্যানমধ্যে কিছু কাল বিশ্রাম করা যাউক।"

তাহার পর উভয়ে শ্রমশান্তির জন্য অগ্রসর হইলেন। মাধবকে দেখিয়া কলহংস বলিতেছিল,—"প্রভুকে এই বাল্যোদ্যানেই যে দেখিতেছি; তবে কি অনুরাগিণী মালতীর অঙ্কিত তাঁহার ছবিখানি এখনই দেখাইব? আচ্ছা থা'ক; তিনি কিছুকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করুন।"

এ দিকে মাধব ও মকরন্দ বিকসিত-কুসুমরাশিতে আমোদিত ছায়া-সুশীতল একটি কাঞ্চনবৃক্ষের তলে বসিয়া পরস্পর আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে মকরন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বয়স্য, কামদেবের উদ্যানে নগরাঙ্গনাগণের মহোৎসব হইতে ফিরিয়া আসার পর তোমাকে যেন অন্যরূপ বোধ হইতেছে; তবে কি তুমি পঞ্চবাণের শরে বিদ্ধ হইয়াছ?"

সে কথায় মাধব লজ্জায় অধোমুখ হইলে, মকরন্দ আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার নিকট তোমার মুগ্ধ মুখপুণ্ডরীকটি অবনত করিতেছ কেন? দেখ, বিশ্ববিধাতা বা পরমেশ্বর অথবা অজ্ঞানাবৃত যাবতীয় প্রাণিসকলের প্রতিই মন্মথের সমান অধিকার; কাজেই তোমার উপর তাঁহার প্রভাববিস্তার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাই বলিতেছি, লজ্জা করিয়া মনোভাব গোপন করিও না।"

মাধব উত্তর দিলেন,—"সখে, তোমাকে কেনই বা বলিব না? তবে শুন, অবলোকিতার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, আমি কামদেবের মন্দিরে গিয়াছিলাম। এদিক্ ওদিক্ বিচরণে পরিশ্রম হওয়ায়, তাহা দূর করিবার অভিলাষে প্রাঙ্গণস্থ বাল-বকুল-বৃক্ষের আলবাল-সমীপে উপবেশন করিলাম। দেখিলাম, রমণীয় আভরণের ন্যায় মনোহর মুকুলাবলীতে ভূষিত তরুটির মধুর মদিরাসম পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া অলিকুল দলে দলে আসিয়া পড়িতেছে। তাহা হইতে নিরন্তর নিপতিত বিকসিত কুসুমরাশি স্বেচ্ছাক্রমে লইয়া নিপুণভাবে একগাছি মনোহর মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পর মদনদেবের সঞ্চারিণী জগদ্বিজয়িনী পতাকার ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্রাম্য ও সরল শৈশববেশভূষায় পরিশোভিত, কুমারীভাবে পরিপূর্ণ, মহানুভাবপ্রকৃতি কোন একটি ললনা উদারস্বভাব পরিজনে বেষ্টিত হইয়া ভবনমধ্য হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রমণীয়তাধারের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বা যাবতীয় সৌন্দর্য্যসারের নিকেতন বলিয়া বোধ হইতেছিল। নিশ্চয়ই সখে,

চন্দ্র, সুধা, মৃণাল ও জ্যোৎস্নাদি উপাদানে স্বয়ং মদনই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই চারুশীলা কুসুমচয়নে অভিলাষিণী, প্রণয়িনী সহচরীগণের অভ্যর্থনায় বকুলবৃক্ষের দিকে আসিলেন। তাঁহাতে যেন কোন ভাগ্যবানের নিমিত্ত চিরসঞ্চিত মদনব্যথার বিকার লক্ষিত হইতেছিল; কারণ, তাঁহার অঙ্গ নিষ্পীড়িত মৃণালসূত্রের ন্যায় ম্লান দেখাইতেছিল; পরিজনগণের প্রার্থনায় অতিকষ্টে তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতেছিল। সদ্যশ্ছিন্ন করিদন্তের ন্যায় তাঁহার পাণ্ডুর কপোল দুইটি যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের শোভা ধারণ করিতেছিল। দেখিবামাত্র তিনি যেন অমৃতবর্ত্তিকার ন্যায় আমার নয়নদ্বয়কে প্রীত করিয়া তুলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অয়স্কান্তমণি-শলাকার লৌহখণ্ড আকর্ষণের মত আমার অন্তঃকরণটি অপহরণ করিয়া লইলেন। অধিক কি আর বলিব, যখন অকারণে আমার চিত্ত তাঁহাতে আসক্ত হইয়াছে, তখন সন্তাপধারার দারুণ কষ্টে আমাকে ব্যথিত হইতে হইবে। কিন্তু উপায় কি? সর্ব্বহরা ভগবতী ভবিতব্যতা প্রায়ই প্রাণিগণের শুভাশুভের বিধান করিয়া থাকেন।"

সে কথা শুনিয়া মকরন্দ কহিলেন,—"বয়স্য, স্নেহ নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে, ইহা নিতান্তই বিরুদ্ধ কথা। কোন আন্তরিক কারণেই পদার্থনিচয় পরস্পরে সংসক্ত হইয়া থাকে; প্রীতি কখনও বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে না। দেখ, সূর্য্যোদয়েই পদ্ম বিকসিত হয় এবং চন্দ্রের প্রকাশেই চন্দ্রকান্তমণি দ্রব হইয়া যায়। পরে কি ঘটিল, শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মাধব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তাহার পর তাঁহার চতুর সখীজন আমাকে দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্টের ন্যায় 'এই সেই' বলিয়া পরস্পরে ভ্রূবিলাসের সহিত স্মিতসুধায় মধুর কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল।"

মাধবকে যে মালতী বা তাঁহার সখীগণ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাহা মকরন্দ জানিতেন না। কাজেই কিরূপে মাধবের পূর্ব্বদর্শন ঘটিল, তিনি মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মাধব বলিতেছিলেন,—“পরক্ষণে সেই পরিচারিকাগণ লীলাসহকারে করতালি দিতে দিতে কঙ্কণধ্বনি এবং মত্ত কলহংসের ন্যায় বিলাস-মন্থর পাদক্ষেপ করিতে করিতে, মনোহর নূপুর ও মেখলার মধুর শব্দ সৃষ্টি করিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী সেই লাবণ্যময়ীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—‘ভর্ত্তৃদারিকে, আমাদের কি সৌভাগ্য! দেখ দেখি, এখানে কেহ কাহারও আছে কিনা’?”

সে কথায় মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“ইহা যে প্রবল পূর্ব্বরাগের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহার পর কি হইল, বলিয়া যাও।”

এই আলাপন কলহংসের নিকট সরস ও রমণীয় স্ত্রীকথা বলিয়াই প্রতীত হইতেছিল।

মাধব আবার বলিতে লাগিলেন,—“সেই সময়ে পদ্মাক্ষীর কি এক বাক্যাতীত বৈচিত্র্যে পূর্ণ উল্লাসিতবিভ্রমযুক্ত প্রচুর-সাত্ত্বিক-ভাবময় ধৈর্য্য-বিনাশী অজেয় মন্মথাচার্য্যের শিক্ষাপরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সহসা আমার দর্শনলাভে তাঁহার দৃষ্টি কখন স্তিমিত, কখনও বা বিক-সিত ও ভ্রূবিলাসে উচ্ছ্বসিত, আবার মসৃণ ও মুকুলিত, পরক্ষণে অপাঙ্গ-বিস্তৃত এবং আমার নয়নপাতে আকুঞ্চিত হইয়া নানাভাবে আমার প্রতি নিপতিত হইতেছিল। তাহার পর সেই সুলোচনা অলস, বক্র, মুগ্ধ, স্নিগ্ধ, নিস্পন্দ, মন্দ এবং সুবিস্তৃত ও অন্তর্বিস্ময়ে উৎফুল্ল তারকা-যুক্ত কটাক্ষের ক্ষেপে আমার অসহায় হৃদয়কে অপহৃত, মথিত, পীত ও অবশেষে উন্মূলিত করিয়া তুলিল। আমি কিন্তু সেই সর্ব্বাকার-মনো-হারিণীর স্নেহরসে অভিষিক্ত ও অবশ হইয়াও পরিপ্লুত আত্মাকে

গোপন করিবার অভিলাষে পূর্ব্বারব্ধ বকুলমালাগাছি কোনরূপে গাঁথিয়া শেষ করিলাম। তাহার পর সেই ইন্দুমুখী বেত্রপাণি বর্ষবরপ্রায় পুরুষগণে পরিবৃত হইয়া গজবধূ আরোহণে নগরমার্গ অলঙ্কৃত করিয়া চলিতে লাগিলেন। গমনকালে বারংবার বক্র গ্রীবাভঙ্গে আনমিতবৃন্ত পদ্মের ন্যায় মুখখানি ফিরাইয়া সেই সুনয়না অমৃত ও বিষে লিপ্ত কটাক্ষ আমার হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে নিখাত করিয়া গেলেন। সেই অবধি পরিচ্ছেদাতীত বাক্যের অগোচর, পূর্ব্ব ও এই জন্মে অননুভূত বিবেক-ধ্বংসে বর্দ্ধিতমোহ এক বিকারে চিত্তকে জড়প্রায় ও সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছে। সমীপবর্ত্তী দ্রব্যও পরিচ্ছিন্ন করা যাইতেছে না; অভ্যস্ত বিষয়ের স্মরণ অযথার্থ ভাবের জন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। হিম-সরোবর বা হিমাংশু সন্তাপনাশে সমর্থ নহে। মন অধীর হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং আকাশকুসুমের ন্যায় কত কি কল্পনা করিতেছে।”

মাধবের কথায় মকরন্দ কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি এই প্রগাঢ় আসক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“তবে কি প্রিয়সুহৃদ্‌কে নিষেধ করিব, অথবা তাহাতে ফল কি? মদন তোমাকে মোহপ্রাপ্ত না করুক, তোমার মতি মলিন বিকারে ঘনীভূত না হইয়া উঠুক, এই সকল উপদেশ যে এ স্থলে নিরর্থক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কাম ও নবযৌবন উভয়েই এখানে আপন আপন শরাসনের গুণ বিজৃম্ভিত করিতেছে।”

তাহার পর তিনি মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বয়স্য, সেই মহিলার নাম ও পরিচয় জানিতে পারিয়াছ কি?”

সে কথায় মাধব উত্তর দিলেন,—“তবে শুন, তাঁহার করেণু আরোহণের সময় সখীমণ্ডল হইতে এক সহচরী বিলম্ব করিয়া কুসুমচয়ন-

ক্রমে আমার নিকটে আসিল এবং কুসুমাপীড়চ্ছলে (১) প্রণাম করিয়া কহিল,—'মহাভাগ, সুশ্লিষ্টগুণে (২) সুমনঃসংযোগে (৩) ইহা রমণীয় হইয়াছে। আমাদের ভর্ত্তৃদারিকা ইহার জন্য কুতূহলিনী হইয়া আছেন। এই কুসুমরোপণ-(৪) ব্যাপার তাঁহার পক্ষে অভিনব ও বিচিত্র, তাই বলিতেছি, বিদগ্ধতা (৫) চরিতার্থ হউক এবং বিধাতার (৬) নির্ম্মাণ-রমণীয়তা ফলবতী হইয়া উঠুক। এই সরস বস্তুটি (৭) স্বামিদুহিতার কণ্ঠাবলম্বনের মহার্ঘতা লাভ করুক।' আমি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দিল,—'আমার ভর্ত্তৃদারিকা অমাত্য ভূরি-বসুর কন্যা; তাঁহার নাম মালতী; আমি তাঁহার অনুগ্রহপাত্রী ধাত্রী-পুত্রী লবঙ্গিকা'।"

মকরন্দ লবঙ্গিকার বচন-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত শুনিয়া কলহংস সহর্ষে বলিতেছিল,—'তবে কি মালতীরই কথা হইতেছে? তাহা হইলে ভগবান্ পুষ্পবাণের লীলা বিকসিত হইয়াছে দেখিতেছি। আমাদেরও জয়।"

তাহার পর মকরন্দ আবার কহিলেন,—"অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, ইহা সমধিক গৌরবের কথা বটে; আবার ভগবতী কামন্দকীও 'মালতী মালতী' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটা

---

(১) মালা ও কামদেব।

(২) সুলগ্ন সূত্রে ও পরস্পর উপযোগী গুণে।

(৩) পুষ্পসংযোগে ও শোভনমতিদের যোগে।

(৪) কুসুমবিন্যাস ও কামদেব (রোপ=বিন্যাস, বাণ)।

(৫) গ্রন্থননৈপুণ্য ও কলাভিজ্ঞতা।

(৬) মাল্যরচয়িতা ও ব্রহ্মা।

(৭) নূতন মালাগাছি ও প্রণয়রসসিক্ত মাধব।

প্রবাদও শুনিয়াছি যে, রাজা তাঁহাকে নাকি নন্দনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।”

মাধবের কথা তখনও শেষ হয় নাই; তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“লবঙ্গিকার বারংবার অনুরোধে আমি নিজ কণ্ঠ হইতে মালাগাছি লইয়া তাহাকে অর্পণ করিলাম। মালতীর মুখচন্দ্রদর্শনে ব্যাকুল হওয়ায়, তাহার শেষভাগের রচনা সুন্দর হইয়া উঠে নাই; তথাপি সে অভিনিবেশসহকারে দেখিতে দেখিতে তাহারই প্রশংসা করিতে লাগিল এবং অসামান্য প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিল; তাহার পর যাত্রাভঙ্গে প্রচলিত পৌরজনের বিপুল জনতার মধ্যে সে অন্তর্হিত হইল; আমিও ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছি।”

তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“বয়স্য, মালতীরও প্রণয়দর্শনে বোধ হইতেছে যে, এ কার্য্যটি সুন্দরভাবেই সংঘটিত হইয়াছে; তাঁহার কপোল-পাণ্ডুতাদি চিহ্নে যে পূর্ব্বরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা তোমারই জন্য মনে হয়। কিন্তু তোমাকে যে পূর্ব্বে তিনি কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। সেই মহাকুল-জাতা একের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অপরের প্রতি চক্ষুরাগ প্রকাশ করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। সখীদিগের পরস্পর মুখাবলোকনে ‘এখানে কাহার কে আছে’ এই জিজ্ঞাসায় এবং ধাত্রীপুত্রীর চতুর বচনে তোমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বানুরাগের চিহ্নই প্রকাশ পাইয়াছে।”

এই সময়ে কলহংস তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া মালতীর অঙ্কিত মাধবের ছবিখানি দেখাইয়া কহিল,—“ইহাও বটে।”

তখন মাধব ও মকরন্দ চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। পরে মকরন্দ কলহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মাধবের এ চিত্র কে অঙ্কিত করিল?”

কলহংস উত্তর দিল,—"যিনি ইঁহার চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন।"

মকরন্দ বলিলেন,—"তবে কি মালতী ?"

কলহংস কহিল,—"তাহাই বটে।"

মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, তাহা হইলে তোমার বিতর্কই যথার্থ হইল।"

মকরন্দ আবার কলহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইহা কোথা হইতে পাইলে ?"

কলহংস উত্তর করিল,—"আমি মন্দারিকার নিকটে পাইয়াছি, তাহাকে আবার লবঙ্গিকা দিয়াছে।"

মকরন্দ আবার বলিলেন,—"মাধবের চিত্রাঙ্কনে মালতীর প্রয়োজন কি, সে বিষয়ে মন্দারিকা কি বলিল ?"

তাহাতে কলহংস কহিল,—"উৎকণ্ঠা-বিনোদনের জন্য—এইমাত্র বলিয়াছে।"

তখন মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, আশ্বস্ত হও; যিনি তোমার নয়ন-চকোরের কৌমুদীসমা, তাঁহারই আবার তুমি মনোরথ-বন্ধের বন্ধুস্বরূপ; তোমাদের মিলনের প্রতি আর কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, বিধি ও মদন ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছেন। যে রূপে তোমার বিকার ঘটাইয়াছে, তাহা যে দর্শনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; এক্ষণে তাহা চিত্রিত করিয়া দেখাও।"

'তোমার যাহা অভিরুচি' এই বলিয়া মাধব মালতীর চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মালতীর স্মরণে তাঁহার হস্ত অবশ হইয়া পড়িতেছিল, তিনি মকরন্দকে বলিতে লাগিলেন,—"সখে, অশ্রুপ্রবাহে বারংবার আমার দৃষ্টি আচ্ছাদিত করিতেছে; তাঁহার ধ্যানজাত জড়তায় শরীর স্তম্ভিত হইয়া উঠিতেছে; সন্তঃস্বেদাক্ত অবিরত-কম্পিত চঞ্চলাঙ্গুলীযুক্ত

হস্ত লিখিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইতেছে বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না। এক্ষণে কি করি বল, সে যাহা হউক, চেষ্টা করিয়া দেখি।”

এই বলিয়া তিনি বিলম্বে চিত্রখানি শেষ করিয়া মকরন্দকে দেখাইলেন। তাহাতে একটি শ্লোকও লিখিত হইয়াছিল।

চিত্র দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“এতক্ষণে তোমার আসক্তির কারণ বুঝিলাম।”

তাহার পর কৌতুকসহকারে আবার বলিতে লাগিলেন,—“চিত্র-খানি এত শীঘ্র অঙ্কিত হইয়া, আবার তাহাতে একটি শ্লোকও লিখিত হইয়াছে দেখিতেছি।”

মকরন্দ সেই শ্লোকটি পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—“জগতে নবশশি-কলাপ্রভৃতি স্বভাবসুন্দর বিজয়ী বস্তু এবং মনের আনন্দকর অন্য পদার্থও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ভুবনে যে বিলোচনচন্দ্রিকা আমার নয়নগোচর হইয়াছে, তাহাই আমার জন্মের মধ্যে একমাত্র মহোৎসব।”

সেই সময়ে মন্দারিকা কলহংসের অন্বেষণে আসিয়া তাহার পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তথায় উপস্থিত হইল এবং মাধব ও মকরন্দকে দেখিয়া কিছু লজ্জিত লইয়া পড়িল; পরে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। মাধব ও মকরন্দ তাহাকে বসিতে বলিলে, সে উপবেশন করিয়া কলহংসের নিকট চিত্রফলক চাহিল। কলহংসও ‘এই লও’ বলিয়া ফলকখানি তাহার হস্তে দিল।

চিত্র দেখিয়া মন্দারিকা বলিয়া উঠিল,—“কে এখানে কি নিমিত্ত মালতীকে আঁকিয়াছে?”

কলহংস উত্তর দিল,—“যাহাকে মালতী যে নিমিত্ত আঁকিয়াছেন।”

শুনিয়া মন্দারিকা কহিল,—“সৌভাগ্যক্রমে বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল সফল হইল।”

মকরন্দ তখন বলিলেন,—"মন্দারিকে, তোমার প্রিয়জন চিত্রের কথা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য ?"

'মহাভাগ, তাহাই বটে' বলিয়া মন্দারিকা উত্তর দিল।"

মকরন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মালতী মাধবকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিলেন ?"

মন্দারিকা কহিল,—"লবঙ্গিকা বলে, বাতায়ন হইতে।"

তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"এতক্ষণে সমস্তই বুঝিলাম ; আমরা প্রায়ই অমাত্যভবনের নিকটস্থ রাজপথে ভ্রমণ করিয়া থাকি বটে।"

তাহার পর মন্দারিকা বিদায় চাহিয়া কহিল,—"মহাভাগ, অনুমতি করুন, এক্ষণে মদনদেবের এই সুচরিত প্রিয়সখী লবঙ্গিকার নিকট গিয়া ব্যক্ত করি।"

এই বলিয়া সে চিত্রফলকখানি লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

সেই সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায় মকরন্দ মাধবকে লইয়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে মাধব বলিতেছিলেন,—"আমি মনে করিতেছি, স্বেদবিন্দুর ক্ষরণে এক্ষণে সেই মুগ্ধাক্ষীর সহচরীগণের প্রাতঃকালে লিখিত বিচিত্র কুঙ্কুমপত্ররেখা কপোলদেশ হইতে অপসৃত হইতেছে।"

তখন ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছিল ; মাধব তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অহে সমীরণ, তুমি অর্দ্ধবিকসিত কুন্দকুসুমের ক্ষরিত ঘন মকরন্দগন্ধ বহন করিয়া প্রথমে সেই বিক্ষিপ্তলোচনা ও অবনতাঙ্গীকে ঈষৎ আলিঙ্গন করিয়া পরে আমার প্রতি অঙ্গই স্পর্শ করিও।"

মাধবকে এইরূপ দেখিয়া মকরন্দ কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"বিকারে দারুণ অন্যথাভাব

ঘটাইয়া কঠোর করিজ্বরে যেমন করিশিশুকে ব্যথিত করিয়া তুলে, সেইরূপ হায়! অপ্রতিহতবেগ মদনহতক কোমলকায় মাধবকে পীড়ন করিতেছে। এক্ষণে ভগবতী কামন্দকীই আমাদের আশ্রয়।"

মালতীর ধ্যানে মাধব তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"বিকসিত মনোহর কনক-কমল-নিভ অনুরাগ-ভরে বক্রদৃষ্টিযুক্ত বদনে প্রিয়তমাকে যেন পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্রই নবনবরূপধারিণী দেখিতেছি।"

তাহার পর তিনি মকরন্দকে বলিয়া উঠিলেন,—"বয়স্য, এক্ষণে আমার কি এক মথনোন্নত দেহদাহ প্রসারিত হইতেছে, প্রমোহে ইন্দ্রিয়বৃত্তির তিরোভাব ঘটাইতেছে, প্রবল উৎকণ্ঠায় আবর্ত্তিত হইয়া হৃদয় অন্তরে জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার তন্ময়ও হইয়া পড়িতেছে।"

ক্রমে তাঁহারা কামন্দকীর আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন।

(২)

আশ্রমে আসিয়া মকরন্দ মদনোদ্যানের সমস্ত বৃত্তান্ত কামন্দকীকে জানাইলেন। কামন্দকী যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে জানিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং মালতীর অবস্থার অনুসন্ধানের জন্য অবলোকিতাকে পাঠাইয়া দিলেন। অবলোকিতা অমাত্যভবনে আসিয়া সহচরীগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, মালতী লবঙ্গি-কাকে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

মালতী তখন ক্রীড়াগৃহের অলিন্দে বসিয়াছিলেন। লবঙ্গিকা বকুল-মালা হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে অন্য পরিচারিকাগণের গমনও নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই তাঁহারা যে মাধবের বিষয় আলাপন করিতেছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে লাগিল এবং মদনো-

দ্যানে উভয়ের পরস্পরদর্শনে মালতীর অনুরাগ যে প্রবল হইয়া উঠে, তাহাও কাহার অবিদিত ছিল না।”

ওদিকে রাজা নন্দনের জন্য মালতীকে চাহিলে, অমাত্য উত্তর দিয়াছিলেন যে. নিজ কন্যার প্রতি মহারাজেরই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব; এরূপ স্থলে ভগবতী কামন্দকীরই প্রভাব কার্য্যসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া সহচরীগণ আলোচনা করিতে থাকে। অবলোকিতা কামন্দকীকে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলে, তিনি আবার তাঁহাকে লইয়া মালতীর নিকট অগ্রসর হইলেন।

মালতী লবঙ্গিকার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বকুলমালাহস্তে লবঙ্গিকাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া উঠিল। মালতী লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি পুষ্পচয়নচ্ছলে তাঁহার নিকট গমন করিলে, তাহার পর কি ঘটিল বল।”

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—“তাহার পর সেই মহানুভব বকুল-মালাগাছি আমার হস্তে প্রদান করিলেন।”

এই বলিয়া সে মালাগাছি মালতীকে দিল। মালা লইয়া মালতী সহর্ষে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন,—“ইহার এক পার্শ্বের রচনা যেন তত ভাল হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।”

লবঙ্গিকা কহিল,—“তাহাতে তুমিই অপরাধিনী।”

মালতী তাঁহার অপরাধ কিসের জিজ্ঞাসা করিলে, লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—“সেই দূর্ব্বাদলশ্যামল যুবাটিকে তুমিই ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিলে।”

শুনিয়া মালতী কহিলেন,—“সখি লবঙ্গিকে, তুমি ত বেশ আশ্বাস দিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি।”

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—“আমি আর কি আশ্বাস দিতেছি! তবে বলি

শুন। যখন মন্দ মারুতে কম্পিত প্রফুল্লপদ্মের ন্যায় নয়ন দুইটি আরব্ধ বকুলমালা রচনাচ্ছলে সংযমাবলম্বনে প্রযত্নসহকারে বিস্তৃত এবং কামদেবের শরাসনলীলার অনুকারিণী চঞ্চলা ভ্রূলতা পুনঃ পুনঃ বিস্ময়-স্তিমিত দীর্ঘ অপাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া তোমার প্রতি তিনি চতুর-ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা কি তুমি প্রত্যক্ষ কর নাই ?”

মালতী তখন লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—“কিন্তু সখি, সেই ক্ষণসন্নিহিত জনের উহা কি স্বাভাবিক বিলাস এবং তাহাতেই কি আমরা প্রতারিত হইলাম, কিংবা তুমি যাহা মনে করিতেছ, ইহার কোন্‌টি প্রকৃত, তাহা ত স্থির করিতে পারিতেছি না।”

হাসিতে হাসিতে একটু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—“তোমাকেও যে তখন বিনা সঙ্গীতে স্বভাবে নাচাইয়া তুলিয়াছিল।”

মালতী লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“আচ্ছা বেশ, তাহার পর কি হইল, বল।”

লবঙ্গিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—“অবশেষে যাত্রাভঙ্গে বিপুল জনতার মধ্যে তিনি মিশিয়া গেলে, আমি মন্দারিকার গৃহে আসিলাম। প্রভাতে তাহারই হস্তে চিত্রফলকখানি অর্পণ করা হইয়াছিল।”

মালতী ‘কি নিমিত্ত’ জিজ্ঞাসা করিলে, লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—মন্দারিকার প্রতি মাধবের অনুচর কলহংসের অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছে; মন্দারিকা তাহাকে চিত্রখানি দেখাইবে বলিয়া তাহার হস্তে চিত্রফলক দিয়াছিলাম; এক্ষণে আবার তাহার নিকট প্রিয়সংবাদও পাইলাম।”

মালতী সানন্দে মনে মনে বলিতেছিলেন,—“তাহা হইলে নিশ্চয়ই কলহংস প্রভুকে ছবিখানি দেখাইয়াছে।”

তাহার পর তিনি লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—"সখি, তোমার প্রিয়-সংবাদটি কি বল।"

লবঙ্গিকা তখন বলিয়া উঠিল,—"দুর্লভ মনোরথের আবেশে দুঃসহ কষ্টে দগ্ধচিত্ত সেই সন্তাপকারী ও সন্তাপিতের ক্ষণমাত্র নির্ব্বাপক তোমার চিত্রখানি অবলোকন কর।"

এই বলিয়া লবঙ্গিকা চিত্রফলক দেখাইতে লাগিল।

হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে মালতী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হায়! এখনও পর্য্যন্ত আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইতেছে না; এরূপ আশ্বাসকেও প্রতারণা বোধ করিতেছে। আবার যে ইহাতে লিখিত অক্ষরও দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি মাধবের রচিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—"মহাভাগ, আপনার রচনমাধুরী নিজ-মূর্ত্তির অনুরূপই বটে, আপনার দর্শন দৃষ্টিকালে মনোহর, কিন্তু পরিণামে সুদীর্ঘ সন্তাপে নিদারুণ হইয়া উঠে। যাহারা আপনাকে দেখে নাই, বা দেখিয়া চিত্তসংযম করিতে পারে, সেই নারীগণই ধন্য।"

তখন লবঙ্গিকা কহিল,—"সখি, ইহাতেও কি তোমার আশ্বাস হইতেছে না?"

মালতী উত্তর দিয়া কহিলেন,—"কিসেই বা হইবে?"

লবঙ্গিকা আবার বলিতে লাগিল,—"যাঁহার জন্য তুমি নবমালিকা-কুসুমকোমলা হইয়াও ছিন্নবৃন্ত অশোকপল্লবের ন্যায় হৃদয়টি ধারণ করিয়া, মদনতাপে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছ, ভগবান্ মন্মথ তাঁহাকেও দুঃসহসন্তাপে দগ্ধ করিতেছেন।"

সে কথায় মালতী বলিয়া উঠিলেন,—"সখি, এক্ষণে সেই মহানুভবের কুশল হউক; আমার কিন্তু আশ্বাস সুদুর্লভ হইয়াই রহিল;

বিশেষতঃ আজ মথনকর মনোরাগ তীব্র বিষের মত অবিরত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; উদ্দীপিত নির্ধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে এবং গুরুতর জ্বরের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ পীড়ন করিতেছে। পিতা, মাতা কিংবা তুমিও আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছ না।"

এই বলিয়া তিনি অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তখন লবঙ্গিকা কহিল,—"সজ্জন-সমাগম এইরূপই ঘটাইয়া থাকে; প্রত্যক্ষে তাহা অশেষ সুখ জন্মায় বটে, কিন্তু পরোক্ষে দুঃসহ দুঃখই উৎপাদন করে। আবার বাতায়ন হইতে যাঁহার ক্ষণমাত্রদর্শনে পূর্ণচন্দ্রকেও অগ্নিসম বোধ করিয়া, নিদারুণ মদনব্যথায় তোমার জীবনসংশয় শরীরাবস্থা ঘটিয়াছে, তাঁহাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তুমি যে আজ সন্তাপিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কি আর বলিব? তবে এইমাত্র জানি যে, পরস্পরের গাঢ়ানুরাগের অনুরূপ মহানুভব প্রিয়জনের সমাগম জীবলোকের পক্ষে দুর্ল্লভ মনোরথের শ্লাঘনীয় ফলস্বরূপ।"

মালতী উত্তর করিলেন,—"সখি, মালতীর জীবনই তোমার অতি প্রিয়; তাই এরূপ সাহসবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; তুমি যাও; অথবা তোমার দোষ কি? আমিই তাঁহাকে বারংবার দেখিতে দেখিতে অতি কষ্টে নিজ হৃদয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, লজ্জা ও বিনয় বিসর্জ্জন দিয়া অপরাধিনী হইয়া উঠিয়াছি। তবুও প্রিয়সখি! প্রতিরাত্রি গগনে পূর্ণচন্দ্র প্রজ্বলিত হউক,—মদনও দগ্ধ করিতে থাকুক,—মরণের পর তাহারা আর কি করিবে? আমার শ্লাঘ্য পিতা, নির্ম্মলকুলপ্রসূতা জননী ও অকলঙ্ক কুলই প্রিয়; হৃদয়স্থ সেই জন অথবা এ জীবন কিছুই নহে।"

এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইয়া উঠিল। মালতীর অবস্থা দেখিয়া, লবঙ্গিকা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল; সে কি উপায় স্থির করিবে, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

এই সময় প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, মালতীকে দেখিবার নিমিত্ত ভগবতী কামন্দকী উপস্থিত হইয়াছেন। মালতী ও লবঙ্গিকা তাঁহাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবার কথা বলিলেন। প্রতীহারী কামন্দকীকে তাহা জানাইবার জন্য গমন করিলে, মালতী চিত্রফলকখানি গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা মনে করিল, ইহা ভালই হইল।

কামন্দকী প্রতীহারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া, অবলোকিতার সহিত মালতীর নিকট অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি বলিতেছিলেন,—"সাধু, সখে ভূরিবসু, সাধু! নিজ কন্যার প্রতি মহারাজেরই প্রভুত্ব; এই উত্তরে উভয় লোকেরই অবিরুদ্ধ আচরণ করা হইয়াছে। আবার আজ মদনোদ্যানের বৃত্তান্তে ভগবান্ বিধাতারও অনুকূলতা জানা যাইতেছে। বকুলমালা, চিত্রফলকাদির ব্যাপারে অদ্ভুত আনন্দরসে উল্লসিত করিয়া তুলিতেছে। পরস্পরের অনুরাগই বিবাহকার্য্যে পরম মঙ্গলসাধন করে। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—যে নারীতে মন ও চক্ষুর আসক্তি জন্মে, তাহাতে অভ্যুদয়ের সঞ্চার হয়।"

অবলোকিতার দৃষ্টি তখন মালতীর উপর নিপতিত হইতেছিল। কামন্দকীও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গী, সরস কদলীগর্ভের মত কোমলা এবং চন্দ্রের কলামাত্রশেষ মূর্ত্তির ন্যায় নেত্রোৎসবকরী কল্যাণী মালতী বিরহ-বিধুরাবস্থায় আমাদিগের চিত্ত আনন্দিত করিতেছে; আবার কম্পিত করিয়াও তুলিতেছে। আহা, পাণ্ডু ও রুক্ষ কপোলে ভূষিত মুখখানিতে তাহাকে কতই মনোহর বোধ হইতেছে; অথবা রমণীয়জন্ম জনে ললিত মদনবিধি পরিভ্রমণ করিয়া বিজয় লাভই করিয়া থাকে। মালতী সর্ব্বদাই মনে মনে প্রিয়সমাগম অনুভব করিতেছে। কারণ, নীবীবন্ধের স্খলন, অধরস্পন্দন,

ভুজলতার শিথিলতা, স্বেদোদ্গম, মসৃণ মধুর বক্র, স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ চক্ষু, গাত্রস্তম্ভ, অবিরত বক্ষঃকম্প, গণ্ডস্থলে পুলকসঞ্চার, মূর্চ্ছনা আবার পরক্ষণেই চেতনাপ্রভৃতিতে তাহাই পরিলক্ষিত হইতেছে।"

মালতী সত্য সত্যই মাধবের ধ্যানে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামন্দকী তাঁহাদের নিকটে পঁহুছিলে, মালতী প্রথমে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। লবঙ্গিকা তাঁহার গাত্রচালনা করিলে, মালতী কামন্দকীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং 'ভগবতি, বন্দনা করি' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কামন্দকী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,— "মহাভাগে, অভিমত ফলভাজন হও।"

লবঙ্গিকা তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া উপবেশন করিতে বলিল। তাহার পর সকলে উপবেশন করিয়া আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মালতী কামন্দকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 'এক প্রকার কুশল বটে' বলিয়া উত্তর দিলেন।

লবঙ্গিকা তখন মনে মনে বলিতেছিল,—"ইহা নিশ্চয়ই কপট-নাটকের প্রস্তাবনা।"

তাহার পর সে বলিয়া উঠিল,—"বাষ্পভরে স্তম্ভিত ও মন্থরকণ্ঠ হইতে দীর্ঘশ্বাসের সহিত নির্গত ভগবতীর বচন যেন অন্তরূপ বোধ হইতেছে। তাই বলিতেছি, আপনার উদ্বেগের কারণটি কি, জানিতে ইচ্ছা করি।"

কামন্দকী কহিলেন,—"তাহার পরিচয় আমাদের চীরচীবর-ধারণের উপযোগী নহে।"

লবঙ্গিকা 'তাহা কিরূপ' আবার জিজ্ঞাসা করিলে, কামন্দকী বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি জান না, মদনের বিজয়ী আয়ুধস্বরূপ নৈসর্গিক বিলাসের আধার আমাদের এই মালতী অনুচিত বরে সমর্পিত হওয়ায়

যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সকল গুণই বিফল করিয়া তুলিতেছে।”

সে কথায় মালতীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—“সত্য বটে, রাজার অনুরোধে নন্দনকে মালতীসমর্পণের ইচ্ছা করায় সকলে অমাত্যকে নিন্দা করিতেছে।”

মালতী মনে মনে বলিতেছিলেন,—“তবে কি পিতা আমাকে রাজার উপহারসামগ্রী করিয়া তুলিলেন?”

কামন্দকী আবার বলিতে লাগিলেন,—“ইহা আশ্চর্য্য বটে যে, অমাত্য গুণের অপেক্ষা না করিয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; অথবা কুটিল-নীতি-বিশারদগণের অপত্যস্নেহ কোথায়? কন্যাদানে নৃপতির নর্ম্মসচিব নন্দন আমার মিত্র হইবে, এই অভিপ্রায় ভিন্ন ইহাতে আর কি প্রকাশ পাইতে পারে?”

সে কথায় মালতী মনে মনে বলিতেছিলেন,—“তাহা হইলে রাজার আরাধনাই পিতার প্রধান কার্য্য দেখিতেছি,—মালতী তাঁহার নিকট কিছুই নহে?”

কামন্দকীর কথার উত্তর দিয়া লবঙ্গিকা কহিল,—“ভগবতী যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই সত্য বটে; তাহা না হইলে সেই কুরূপ অতিক্রান্তযৌবন বরটায় কন্যাদানের বিষয় অমাত্য একবারও বিচার করিয়া দেখিলেন না!”

মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“হায়, আমি হত হইলাম! এ মন্দভাগিনীর ভাগ্যে অনর্থ-বজ্রপাতই উপস্থিত হইল!”

লবঙ্গিকা কিছু ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে আবার কামন্দকীকে বলিয়া উঠিল,—“ভগবতি, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া এই জীবিতমরণ হইতে প্রিয়সখীকে রক্ষা করুন। ইহাকে আপনার কন্যা বলিয়াই জানিবেন।”

সে কথায় কামন্দকী কহিলেন,—"অয়ি সরলে, আমার ক্ষমতায় কি হইবে? পিতা ও দৈব প্রায়ই কুমারীদিগের প্রভু হইয়া থাকেন। তবে যে শকুন্তলার দুষ্যন্তে, উর্ব্বশীর পুরুরবায় এবং বাসবদত্তার পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট বর সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া উদয়নে আত্মসমর্পণ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সাহসের কথাই বলিতে হইবে। এরূপ কার্য্যে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। কাজেই অমাত্য কার্য্যগৌরবে রাজার প্রিয়সুহৃৎ সচিবকে কন্যাদান করিয়া সুখী হউন! মালতীও সেই বিরূপ বরের হস্তগত হইয়া রাহুগ্রস্তা বিমলা শশিকলার ন্যায় অবস্থিতি করুক।"

মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হা পিতঃ, তুমিও আমার প্রতি এরূপ হইলে? হায়! ভোগতৃষ্ণা তোমাকেও পরাজয় করিল!"

কামন্দকীর বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অবলোকিতা তাঁহাকে মাধবের অসুস্থতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পরিব্রাজিকা তখন মালতীর নিকট বিদায় চাহিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

লবঙ্গিকা মালতীকে গোপনে কহিল,—"এই সময়ে ভগবতীর নিকট হইতে সেই মহানুভবের পরিচয়টি জানিয়া লই।"

মালতী উত্তর দিলেন,—"আমারও তাহাতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে।"

তখন লবঙ্গিকা কামন্দকীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভগবতি! যে মাধবের জন্য আপনি সর্ব্বদা স্নেহসিক্ত হইয়া থাকেন, তিনি কে, জানিতে ইচ্ছা করি।"

কামন্দকী উত্তর দিলেন,—'এক্ষণে সে অপ্রাসঙ্গিক ও সুদীর্ঘ কথার উল্লেখের অবসর নাই।'

লবঙ্গিকা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিল,— "তাহা হইলেও সে কথা বলিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে হইবে।"

কামন্দকী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বিদর্ভরাজের সর্ব্বমন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ দেবরাত নামে অমাত্য আছেন। ভুবনে তাঁহার পুণ্য ও মহিমার তুলনা নাই। তিনি অমাত্য ভূরিবসুর সতীর্থ; দেবরাত কে এবং কিরূপ ব্যক্তি, ভূরিবসু তাহাও বিলক্ষণ জানেন। অথবা যাঁহাদের শুভ্রযশে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, যাঁহারা প্রবল পুণ্যপরিণামের স্থলস্বরূপ, অগাধ-মহিমায় পরিপূর্ণ, মঙ্গলের কেতনসম, ভুবনে তাঁহাদের ন্যায় লোকের উৎপত্তি বিরল বলিয়াই বোধ হয়।"

কামন্দকীর কথা শুনিয়া মালতী লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—"সখি, ভগবতী যাঁহার নাম করিতেছেন, পিতা সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন।"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল—"প্রাচীনেরাও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা দুই-জনে এক স্থানেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।"

তাহার পর কামন্দকী আবার বলিতে লাগিলেন,—"সেই দেবরাতরূপ উদয়গিরি হইতে প্রস্ফুরিত, গুণদ্যুতিতে সুন্দর, সর্ব্বকলায় বিভূষিত, লোক-লোচনের মহোৎসব-কারণ একই বালচন্দ্র উদিত হইয়াছে।"

লবঙ্গিকা তাঁহাকেই মাধব স্থির করিয়া গোপনে মালতীকে জানাইল। কামন্দকীও নিজ কথা শেষ করিয়া বলিলেন,—"সেই বিদ্যানিধি দেবরাত-তনয় শিশু হইলেও ভবন হইতে বিনির্গত হইয়া এক্ষণে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার বদনখানি শরতের পূর্ণ শশধরের ন্যায় মনোহর; তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য যখন পুরসুন্দরীগণ উন্মাদ-তরল কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তখন বোধ হয়, যেন নগরীর বাতায়নগুলি কুবলয়-দামে বিভূষিত হইয়া উঠে। অমাত্য-তনয় এখানে বালসুহৃৎ মকরন্দের সহিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারই নাম মাধব।"

তাহা শুনিয়া মালতী আনন্দসহকারে চুপে চুপে লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—"সখি, শুনিলে ত?"

লবঙ্গিকা উত্তর দিয়া কহিল,—"মহোদধি ভিন্ন আর কোথায় পারিজাতের উৎপত্তি হইতে পারে ?"

সহসা চারিদিক্ হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া সন্ধ্যাসমাগম জ্ঞাপন করিল। সেই সান্ধ্য শঙ্খরাব প্রথমে ক্রীড়াজনিত পরিশ্রমে আনীত চক্রবাকমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিয়া, রাজভবনের নিবিড় নিকুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিল ; পরে প্রবলবেগে আকাশতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। বেলা অতিক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া কামন্দকী বিদায় লইয়া উত্থিত হইলেন।

মালতী চুপে চুপে বলিতেছিলেন,—"হায় ! সত্য সত্যই কি পিতা আমাকে রাজার উপহারসামগ্রী করিয়া তুলিলেন ! রাজারাধনাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল ! মালতী কি কিছুই নহে ! হা পিতঃ, তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হইলে ! ভোগতৃষ্ণা তোমাকেও পরাজিত করিল ! সে মহাভাগ ত মহাকুলপ্রসূত। প্রিয়সখী কি সুন্দর কথাই বলিয়াছে, মহোদধি ভিন্ন আর কোথায় পারিজাতের উৎপত্তি হইতে পারে ? আবার কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব ?"

তাহার পরে সকলে যাইতে উদ্যত হইলে, লবঙ্গিকা পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। গমনকালে কামন্দকী গোপনে অবলোকিতাকে বলিতে লাগিলেন,—"আমার উদাসীনভাবে মালতীর নিকট দূতীকার্য্যসাধন ভালই হইয়াছে ; ইহাতে আমার ভার কতকটা লঘু হইয়া গেল। আমি মালতীর বরে দ্বেষসঞ্চার করিয়াছি ও পিতার প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়াছি। পুরাবৃত্তের উদাহরণে কার্য্য-পদ্ধতিও বলা হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে বৎস মাধবের বংশ ও গুণের মহিমাকীর্ত্তনের ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে ইঁহাদের সমাগম বিধাতার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে।"

পরে সকলে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

(৩)

ফাল্গুন মাস, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনার জন্য পুরনারীগণ শঙ্কর-মন্দিরে আগমন করিয়াছেন; মালতীও মাতার সহিত লবঙ্গিকাকে লইয়া তথায় আসিয়াছেন; কামন্দকীও মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। পরিব্রাজিকা এক্ষণে আর মালতীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তাঁহার ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের বেলাও অতিক্রম করিতে হয়; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি মালতীর অনুবর্ত্তন করেন। আজ যে তিনি শঙ্কর মন্দিরে আসিবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

মন্দিরে আসিয়াও কামন্দকী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আর একবার মালতী-মাধবের পরস্পর-দর্শনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের নিকট সুকুমার নামে এক উদ্যান ছিল; শঙ্করের অর্চ্চনার জন্য মালতীকে স্বহস্তে পুষ্পচয়নের ছলে তিনি উদ্যানমধ্যে লইয়া গেলেন। ও দিকে অবলোকিতাকে মাধবের নিকট পাঠাইয়া উদ্যানে আসিতে বলিলেন এবং কুব্জক-নিকুঞ্জপর্য্যন্ত বিস্তৃত রক্তাশোকবনে তাঁহাকে অবস্থিতি করিবার জন্য উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

পরিব্রাজিকার আদেশে বুদ্ধরক্ষিতাও নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার নিকট মকরন্দের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে 'এরূপ সেরূপ' বলিয়া এতদূর পর্য্যন্ত পরোক্ষ অনুরাগের সঞ্চার করেন যে, মকরন্দকে প্রত্যক্ষ করাই অবশেষে মদয়ন্তিকার একমাত্র মনোরথ হইয়া উঠে।

মদয়ন্তিকাও শঙ্কর-মন্দিরে গিয়াছিলেন এবং বুদ্ধরক্ষিতাকে তথায় যাইতে আনয়ন করিয়া পাঠান। মন্দির-পথে বুদ্ধরক্ষিতার সহিত অবলোকিতার দেখা হইল। উভয়ে তখন মালতী-মাধব ও মকরন্দ মদয়ন্তিকার বিষয় আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের মিলনের

জন্ত কামন্দকীর আগ্রহের কথাও আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

উদ্যানে যাইতে যাইতে কামন্দকী বলিতেছিলেন,—"এই কয়দিনের মধ্যেই আমার বিহিত সেই সেই উপায়ে বিনয়নম্রা মালতীও আমাকে সখীর ন্যায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন সে আমার বিয়োগে অন্যমনস্ক হইয়া উঠে, নিকটে থাকিলে প্রসন্না হয়, আমার সহিত নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে, প্রীতিসহকারে কথার উত্তর দেয়, সর্ব্বদা অনুবর্ত্তন করে এবং গমনসময়ে বাহুপাশে কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বারংবার পথরোধ করিতে থাকে; অবশেষে দিব্য দিয়া প্রণাম করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে বলে। প্রসঙ্গক্রমে শকুন্তলাদির কথা উঠিলে, তাহা শুনিয়া আমার অঙ্কে নিজ অঙ্গটি ঢালিয়া দেয় এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তায় স্তিমিতপ্রায় হইয়া থাকে। আশার পক্ষে এক্ষণে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। সে যাহা হউক, আজ মাধবের সমক্ষেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে।"

মালতী ও লবঙ্গিকা পরিব্রাজিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন; তিনি তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে আহ্বান করিলেন। আসিতে আসিতে মালতী মনে মনে বলিতেছিলেন,—"হায়! সত্য সত্যই কি পিতা আমাকে রাজার উপহার-সামগ্রী করিয়া তুলিলেন? রাজারাধনাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল? মালতী কি কিছুই নহে? হা পিতঃ, তুমিও আমার প্রতি এরূপ হইলে? ভোগতৃষ্ণা তোমাকেও পরাজিত করিল! সে মহাভাগ ত মহাকুলপ্রসূত, প্রিয়সখী কি সুন্দর কথাই বলিয়াছে,—'মহোদধি ভিন্ন আর কোথায় পারিজাতের উৎপত্তি হইতে পারে?' আবার কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?"

তখন উদ্যানমধ্যে মলয়-মারুত প্রবাহিত হইতেছিল; মধুর মকরন্দে

সিক্ত মঞ্জরীসকল কবলিত করিয়া কোকিলকুল কোলাহল তুলিতেছিল; তাহাতে আকুলিত হইয়া চঞ্চল অলিদল সহকারশাখা হইতে উড়িয়া বিকসিত চম্পকসকল বিদলিত করিতে লাগিল। বিমর্দ্দিত চম্পকরাশি হইতে উত্থিত অধিবাসে সমীরণ শীতল ও সুরভি হইয়া উঠিল।

মরালগামিনী মালতী মন্থর উরুভরে স্খলিত-চরণে অগ্রসর হইতেছিলেন। পাদক্ষেপে সঞ্জাত সুধাবিন্দুর ন্যায় স্বেদশীকরে তাঁহার মুগ্ধ মুখচন্দ্রখানি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল; শীতল ও সুরভি সমীরণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যেন অঙ্গে চন্দনরস ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল। লবঙ্গিকা মালতীকে তাহাই বলিতেছিল।

সেই সময় মাধবও তাঁহাদের নিকট আসিলেন এবং প্রথমেই পরিব্রাজিকাকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে ভগবতী এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। প্রিয়তমার পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাবে বৃষ্টির অগ্রে ক্ষণপ্রভার উদয়ে নিদাঘতপ্ত ময়ূর-যুবার ন্যায় সন্তাপদগ্ধ আমার অন্তঃকরণটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।"

তাহার পর মালতী ও লবঙ্গিকার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইলে, মাধব বলিতে লাগিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়তমা ও তাঁহার প্রিয়-সখীকে উপস্থিত দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য! পদ্মাক্ষীর অমল বদনেন্দুর সন্নিধানে আমার মন মুহুর্মুহুঃ জড়তায় আচ্ছন্ন হওয়ায়, চন্দ্রোদয়ে পর্ব্বতাস্থিত বিশুদ্ধ চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় দ্রব হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়-তমাকে এক্ষণে রমণীয়ই বোধ হইতেছে। নিষ্পীড়িত চম্পকমালার ন্যায় তাঁহার আবিল অলস অঙ্গলতিকা দেখিয়া অনুরাগানল জ্বলিয়া উঠিতেছে, হৃদয় উন্মত্ত হইয়া পড়িতেছে, চক্ষুও কৃতার্থ হইতেছে।"

সেই সময়ে মালতী লবঙ্গিকাকে বলিতেছিলেন,—"সখি, এস, এই কুব্জক-নিকুঞ্জে কুসুম চয়ন করি।"

সে কথা শুনিয়া মাধবের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মাধব আর কখনও মালতীর কথা শুনেন নাই ; তাই তিনি বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমার কথা এই প্রথমে শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলক-সঞ্চার হওয়ায়, আমাকে যেন মেঘরাজি হইতে নিপতিত নব-বারিধারার সেকে ক্ষণ-বদ্ধকোরক কদম্বতরুর ন্যায় করিয়া তুলিল।"

মালতীর কথায় লবঙ্গিকা কহিল,—"এস সখি, তাহাই করা যাউক।"

তাহার পর উভয়ে পুষ্পচয়নে রত হইলেন। এই সমস্ত কামন্দকীর উপদেশ-কৌশল বুঝিয়া মাধব যার পর নাই আশ্চর্য্য অনুভব করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে পুষ্পচয়ন করিয়া মালতী লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—"চল সখি, অন্য দিকে যাই।"

কামন্দকী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আর কুসুম-চয়নে প্রয়োজন নাই,—ক্ষান্ত হও ; তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ দেখিতেছি ; পরিশ্রমে তোমার কথা স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ; সর্ব্বাঙ্গ শিথিলপ্রায় হইতেছে, মুখচন্দ্রে উজ্জ্বল স্বেদবিন্দু প্রকাশ পাইতেছে এবং নয়নযুগলও মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে। মনে হয়, প্রিয়জনকে অথবা প্রিয়জনের দর্শনের তুল্য অবস্থা তোমার ঘটিয়াছে।"

সে কথায় মালতী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"ভগবতী যথার্থ আজ্ঞাই করিয়াছেন।"

মাধবও বলিতেছিলেন,—"ভগবতীর পরিহাসটি মনোগত ও মনোহর বটে।"

পরিব্রাজিকা আবার কহিলেন,—"এখন এখানে ব'স, আমি একটি গল্প শুনাইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

তাহার পর সকলে উপবেশন করিলে, কামন্দকী মালতীর চিবুক

স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"শুন সুভগে, গল্পটি বড়ই বিচিত্র।"

মালতী অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পরিব্রাজিকাও আরম্ভ করিলেন,—"আমি একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলাম যে, মাধব নামে একটি কুমার তোমার মত আমার হৃদয়ের দ্বিতীয় বন্ধন।"

লবঙ্গিকা বলিল,—"হাঁ, মনে হইতেছে বটে।"

কামন্দকী কহিলেন,—"তিনি মদনোদ্যানযাত্রার দিন হইতে অত্যন্ত বিমনা হইয়া শরীরতাপের পরবশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাই চন্দ্রে বা প্রিয়জনে তাঁহার প্রীতি নাই। মাধব অতি ধীর হইলেও, তাঁহার উৎকট মনস্তাপ ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার শ্যাম কলেবর এক্ষণে পাণ্ডুবর্ণ ও মধুর দেখাইতেছে এবং দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতেও তাঁহাকে রমণীয় বোধ হইতেছে।"

লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—"সত্য বটে, সে দিন মাধবের অসুস্থতার জন্য অবলোকিতা আপনাকে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিতেছিলেন।"

কামন্দকী তখন আবার বলিলেন,—"যখন শুনিলাম, মালতীই তাঁহার চিত্তবিকারের হেতু, তখন আমারও তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল; কারণ, নিশ্চয়ই মাধব এই বদনেন্দু অবলোকন করিয়াছেন; তাহা না হইলে, সেই ধীরপ্রকৃতির চিত্ত চন্দ্রদর্শনে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুব্ধসলিলরাশির ন্যায় উৎকণ্ঠাচঞ্চল হইয়া উঠিবে কেন?"

সে কথা শুনিয়া মাধব বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতীর বচনবিন্যাসের কৌশল কি চমৎকার এবং আমার মহত্ত্বারোপণে বা কতই যত্ন! তাহা না হইবে কেন? কারণ, শাস্ত্রে নিষ্ঠা, সহজ জ্ঞান, প্রগল্‌ভতা, গুণশালিনী বাণী, কালবোধ এবং প্রতিভাপ্রভৃতি গুণক্রিয়াসকল কামধেনুর ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে।"

ও দিকে কামন্দকী বলিতেছিলেন,—"মাধব এক্ষণে জীবনাশা বিসর্জ্জন দিয়া দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মরণের জন্যই তিনি মুকুলিত বালসহকার দর্শন, কোকিলকূজন শ্রবণ এবং বকুলগন্ধবাহী সমীরণ সেবন ও কেবল নলিনীপত্রেই অঙ্গ আচ্ছাদন করিতেছেন। তাঁহার ম্লানমূর্ত্তি যেন দাবানলের প্রীতিতেই বারংবার চন্দ্রকিরণের আশ্রয় লইতেছে।"

পরিব্রাজিকার কথায় মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতীর কথন-ভঙ্গী অতুলনীয় ও অপূর্ব্ব।"

মালতীর মনেও মাধবের কার্য্যগুলি দুষ্কর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

কামন্দকী আবার বলিলেন,—"সেই সুকুমার কুমারটি পূর্ব্বে কখন কোথায়ও ক্লেশ পান নাই, এক্ষণে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা ঘটিতেছে।"

সে কথায় মালতী চুপে চুপে লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—"সখি, আমার জন্য সেই সর্ব্বলোকের ললামভূতের অনিষ্টাশঙ্কায় ভগবতী আমাকে ভীত করিয়া তুলিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার কথার কি উত্তর দিব, স্থির করিতে পারিতেছি না।"

মাধব বলিতে লাগিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রতি ভগবতীর অনুকম্পা বিতরিত হইতেছে।"

এ দিকে মালতীর কথা শুনিয়া লবঙ্গিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—"ভগবতি, আপনি যখন এরূপ বলিতেছেন, তখন আমার কথাটিও শুনুন। কুমার মাধব আমাদের নিজ ভবনের সন্নিহিত রাজপথ মুহূর্ত্তের জন্য অলঙ্কৃত করিতেন; ভর্ত্তৃদারিকা তথায় তাঁহাকে বারংবার দেখিয়া, মদনব্যথায় রবিকরে ম্লান মৃদু মৃণালের মত অঙ্গভার-বহনে রমণীয় হইয়াও পরিজন-দিগকে কষ্ট প্রদান করিতেছেন। কেলিকৌতুকে তাঁহার রুচি নাই,

কেবল কপোলে করকমল বিন্যাস করিয়া, দিবস অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আবার পদ্ম-মকরন্দ ও কুন্দ-সহকারের মধুবিন্দু বহন করিয়া ভবনোদ্যানে যে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতেও শুকাইয়া উঠিতেছেন। সেই যাত্রাদিবসে কুমার যখন মদনোদ্যান উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন স্বয়ং অনঙ্গ-দেবই অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া নিজ মহোৎসব দেখিতে আসিয়াছেন। সে সময়ে উভয়ের পরস্পর দর্শন ঘটিল, সুখময় সে দর্শন বিবিধ বিলাসে রমণীয় হইয়া উঠিল। অনুরূপ অবিচ্ছিন্ন অনুরাগে যৌবনারম্ভকে মহার্ঘ করিয়া তুলিল। তাহা পরস্পরের দৃষ্টিবিনিপাত পরিহার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে আবার চিত্ত খিন্ন হওয়ায়, দর্শনেচ্ছাকে আরও বলবতী করিতে আরম্ভ করিল এবং ভয়জনিত জড়তায় মন্থর অবয়বে স্বেদ, পুলক ও কম্পের সঞ্চারে প্রবৃত্ত হইল। সখীগণ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে অবধি প্রিয়সখী দুঃসহ কষ্টে বর্দ্ধিত প্রবল দেহদাহে নিদারুণ দশাপরিণাম অনুভব করিয়া, ক্ষণমাত্র পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে নবকমলিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া উঠিতেছেন। তবে হৃদয়ে মুহূর্ত্ত-মাত্র প্রিয়সমাগম অনুভব করিয়া, নব-বারিধারা-সেকে নিদাঘতপ্তা মেদিনীর ন্যায় যে শীতলও হইতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। কারণ, প্রস্ফুরিত অধরে, উজ্জ্বল মুক্তাবলীর ন্যায় দশনপংক্তিতে, আনন্দাশ্রু-প্লাবিত ও পুলকিত কপোলে, ঈষদ্‌বিকসিত নিস্পন্দ মন্দ তারকাযুক্ত ঊর্দ্ধবিস্তৃত মসৃণ মুকুলিত নেত্রনীলোৎপলে, অবিরলোদ্ভূত স্বেদবিন্দুতে, সুন্দর নবচন্দ্র-লেখা-মনোহর ললাটে তাঁহার মুগ্ধ মুখ-কমলটি থাকিয়া থাকিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। তাই সুচতুর সখীগণের মনে তাঁহার কুমারীভাবের প্রতি সন্দেহ জন্মাইতেছে। আবার চন্দ্রকরে চুম্বিত দ্রবীভূত চন্দ্রকান্তমণির হারে, কর্পূররসে শীতল ও চন্দনরসে লিপ্ত নবকদলী-

পত্রে, সংবাহনাদি ব্যাপারে রত সহচরীগণের বিরচিত ও আনীত কমলিনীদলের স্থায় আর্দ্রবস্ত্রের শয়নেও তিনি অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতেছেন। যদিও কখন অতিকষ্টে একটু নিদ্রাসুখ অনুভব করেন, অমনি স্বেদজালে পদপল্লবের অলক্ত-রাগ প্রক্ষালিত হইয়া যায়; পীবর উরুমূল থর থর কাঁপিয়া উঠে এবং তাহা হইতে নীবীবন্ধন স্খলিত হইয়া পড়ে। উচ্ছলিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট উত্তরঙ্গ নিশ্বাসে বক্ষঃস্থল উচ্ছ্বসিত ও রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। তিনি তখন কম্পিত ভুজলতায় তাঁহাকে বেষ্টন করিতে করিতে সহসা জাগরিত হইয়া উঠেন এবং কটাক্ষনিক্ষেপে শয্যাতল শূন্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সখীগণ আবেগভরে মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, অবশেষে তাঁহার যে দীর্ঘনিশ্বাস নিপতিত হয়, তাহাতেই তাঁহাকে জীবিত বলিয়া জানিতে পারা যায়। আমরা তখন কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, প্রথমেই আপনাদের জীবনাবসানের প্রার্থনা করি এবং দুর্ব্বার দৈবের তিরস্কারে প্রবৃত্ত হই। তাই বলিতেছি, ভগবতি, দেখুন, এই লাবণ্যময় সুকোমল অঙ্গে মন্মথের নিদারুণ বিকাশ যে কতদিনে শুভফল প্রসব করিবে, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে আরক্ত, উদ্বেল ও বিমল চন্দ্রিকা তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া প্রদোষসময়কে রমণীয় করিয়া তুলিতেছে; আবার বাসন্তী রজনীতে দুগ্ধধারার ন্যায় সেই শুভ্র ও উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাশি গগনাঙ্গন প্রক্ষালিত করিয়া দিতেছে। পাটল, বকুল প্রভৃতি পুষ্পের মথনে উত্থিত পরিমল-সম্ভারে পরিপুষ্ট মন্দ মলয়-মারুতে দিগ্‌বধূগণের মুখমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিতেছে। এ সকল প্রিয়সখীর পক্ষে অনর্থকর হইবে বলিয়াই আমরা মনে করিতেছি।”

লবঙ্গিকার কথা শুনিয়া কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—“যদি মাধবের

জন্য মালতীর এইরূপ প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইহাতে গুণজ্ঞতার ফল ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। সে জন্য যার পর নাই আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার এরূপ নিদারুণ অবস্থায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।”

এই সকল কথা শুনিয়া মাধব বলিতে লাগিলেন,—“ভগবতীর হৃদয়োদ্বেগ সমীচীনই বটে।”

পরিব্রাজিকা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হায়! কি প্রমাদ, মালতীর শরীর স্বভাবসুন্দর ও সুকুমার এবং ইহাও সত্য যে, পঞ্চবাণ অতি নিদারুণ; আবার মলয়পবনে কম্পিত, চূতমুকুলে শোভিত এবং চারুচন্দ্রাবতংসে ভূষিত কালও উপস্থিত।”

লবঙ্গিকা তখন বলিয়া উঠিল,—“ভগবতীকে আরও জানাইতেছি, এই দেখুন, মাধবের প্রতিমূর্ত্তি-সনাথ চিত্রফলক।”

তাহার পর সে মালতীর বক্ষোবসন উন্মোচন করিয়া বলিতে লাগিল,—“আবার দেখুন, এই সেই কুমারের স্বহস্তরচিত বকুলমালা; সে এখন প্রিয়সখীর কণ্ঠলগ্না হইয়া তাঁহার জীবনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।”

সস্পৃহ-নয়নে বকুলমালার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মাধব বলিতেছিলেন;—“সখি বকুলাবলি, এ ভুবনে তোমারই জয়। কারণ, তুমি প্রিয়তমার প্রিয়তমা হইয়াছ। তাই তাঁহার মৃণাল-ধবল বক্ষঃস্থলে বিলাস-বৈজয়ন্তী-রূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ।”

এই সময়ে এক ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইল। শঙ্করমঠে এক ভীষণ ব্যাঘ্র লৌহপিঞ্জরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল; সেই দুষ্ট শার্দ্দূলটা সহসা নবযৌবনের গর্ব্বে অমর্ষ ও ক্রোধভরে সবলে লৌহপিঞ্জর ভগ্ন ও উন্মুক্ত করিয়া, তাহাতে আবদ্ধ শৃঙ্খলও ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নিজ

লীলাবিলাসে স্থূল ও বৃহৎ লাঙ্গুলটি বিকট পতাকারূপে উর্দ্ধে প্রসারিত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার শরীর অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অবশেষে সে মঠ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে পতিত প্রাণিগণকে কবলিত করিতে লাগিল। মুখকন্দরের দংষ্ট্রারূপ করপত্রে কটকট শব্দে অস্থি-সকল বিচূর্ণিত হইয়া গেল। বজ্রপাতের ন্যায় দারুণ চপেটাঘাতে নর-তুরঙ্গসকল পাতিত করিয়া, সে তাহাদের মাংস-ভক্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাতে কণ্ঠবিবর হইতে যে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহা শুনিয়া লোকসকল সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার কঠোর নখরে ছিন্ন প্রাণিগাত্র হইতে নির্গত রক্ত-প্রবাহে বনপথ কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। এইরূপে সে কৃতান্তলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল।

সকলে আপন আপন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া অপর সকলকে সাবধান করিতে লাগিল। ক্রমে সে ব্যাঘ্রটা নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করিতে আসিল। তাঁহার লোক-জন কতক হত এবং কতক বা পলায়িত হইল। সহসা বুদ্ধরক্ষিতা কামন্দকী প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়া মদয়ন্তিকার প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মালতী প্রমাদ গণিলেন।

তখন মাধবও সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধরক্ষিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাঘ্রটা কোথায় ?"

মাধবকে দেখিয়া মালতী সানন্দে ও সভয়ে মনে মনে বলিলেন,—"ও মা, ইনিও এখানে আছেন ?"

সে সময়ে তিনি বিস্তারিত-লোচনে মাধবকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাহা লক্ষ্য করিয়া মাধবও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আহা ! আমি কি পুণ্যবান্ ! আমার অতর্কিত দর্শনে প্রিয়তমার নয়ন উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি যেন আমাকে অবিরত শ্বেতপদ্মমালায় আচ্ছাদিত,

বহুল দুগ্ধধারায় স্নপিত, বিস্ফারিত-নেত্রে নিঃশেষে কবলিত এবং সান্দ্র অমৃতসেকে সবলে সিক্ত করিয়া তুলিলেন।"

মাধবের কথায় উত্তর দিয়া বুদ্ধরক্ষিতা কহিলেন,—"মহাভাগ, সেটা উদ্যানের বাহিরে রাজপথে দাঁড়াইয়া আছে।"

তাহা শুনিয়া মাধব প্রবলবেগে ধাবিত হইলেন। কামন্দকী তাঁহাকে সাবধানে অগ্রসর হইতে বলিলেন।

মালতী চুপে চুপে লবঙ্গিকাকে বলিতেছিলেন,—"আমার মন কিন্তু সংশয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।"

তাহার পর সকলে মাধবের পশ্চাতে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে লাগিলেন। ব্যাঘ্রটাকে দেখিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি দেখিতেছি। ছিন্ন অন্ত্রজালে পরিব্যাপ্ত, মস্তকহীন দেহনিবহে আচ্ছাদিত, রক্তমিশ্রিত গুল্‌ফ-পরিমাণ পঙ্কে চিহ্নিত হইয়া শার্দ্দূলটার পথ যে অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। হায়! কি প্রমাদ, আমরা দূরে রহিলাম, আর এই পশুটা কুমারীর আক্রমণে উদ্যত হইল?"

তখন সকলে 'হা মদয়ন্তিকা' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সহসা মকরন্দ কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া, ভূমিবিলুণ্ঠিত এক ব্যক্তির হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, ব্যাঘ্র ও মদয়ন্তিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে কামন্দকী ও মাধব আনন্দিত হইয়া এই প্রসঙ্গে বলাবলি করিতে লাগিলেন। অন্য সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

ব্যাঘ্র তখন মকরন্দকেই আক্রমণ করিয়া বসিল; কিন্তু তিনি নিমেষ-মধ্যে তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। মকরন্দের প্রতি ব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রথমে সকলে ভীত হইয়া পড়েন; পরে তাহাকে পাতিত দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

ব্যাঘ্রের নখপ্রহারে মকরন্দের শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল ; তিনি অবলম্বন-যষ্টির ন্যায় ভূমিতলে অসিলতাখানি সংলগ্ন করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মদয়ন্তিকা উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। শোণিত-ক্ষরণে মকরন্দ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন।

কামন্দকী সকলকে এ সকল লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, প্রবল প্রহারে মকরন্দ ক্লান্ত হইয়াছেন। তখন মাধব পরি-ব্রাজিকাকে বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি বয়স্য মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন ? ভগবতি, আমাকেও রক্ষা করুন।"

কামন্দকী উত্তর দিলেন,—"বৎস, তুমিও অতি কাতর হইয়াছ ; এস, এক্ষণে গিয়া মকরন্দের অবস্থা অবলোকন করি।"

তাহার পর সকলে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

(৪)

মকরন্দের নিকটে গিয়া মাধব সংজ্ঞা হারাইলেন ; লবঙ্গিকা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ওদিকে মদয়ন্তিকা তখনও পর্য্যন্ত মকরন্দকে পরি-ত্যাগ করেন নাই। পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া মদয়ন্তিকা বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতি, প্রসন্না হউন ; আমার নিমিত্ত যাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত, সেই বিপন্ন দয়ালু মহাভাগকে রক্ষা করুন।"

এই শোচনীয় দৃশ্যে অন্য সকলেও বিলাপ করিতে লাগিলেন। কমণ্ডলুজল হস্তে লইয়া কামন্দকী তখন মাধব ও মকরন্দের প্রতি প্রক্ষেপ করিলেন এবং মালতীপ্রভৃতিকে বস্ত্রাঞ্চলে ব্যজন করিতে বলিলেন ; তাঁহারাও তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মকরন্দ চৈতন্যলাভ করিয়া মাধবকে মূর্চ্ছিত দেখিতে

পাইলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, তুমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে কেন? এই দেখ, আমি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি।"

তখন মদয়ন্তিকা সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! মকরন্দ-পূর্ণচন্দ্র এক্ষণে জাগরিত হইয়াছেন।"

ওদিকে মালতী মাধবের ললাট স্পর্শ করিয়া লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—"প্রিয়সখি, নিশ্চয় বলিতেছি, সৌভাগ্যক্রমে তুমিও সুখী; তোমার প্রিয়-বয়স্য জাগরিতপ্রায়; মহাভাগ মকরন্দ ত চৈতন্যলাভই করিয়াছেন।"

মালতীর করস্পর্শে মাধবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন 'এস, সাহসিক বয়স্য' এই বলিয়া মকরন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। মাধব ও মকরন্দের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরিব্রাজিকা বলিয়া উঠিলেন,— "আমিও সৌভাগ্যক্রমে জীবিত-বৎসা হইয়া উঠিলাম।"

অন্য সকলেও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর বুদ্ধরক্ষিতা চুপে চুপে মদয়ন্তিকাকে কহিলেন,—"সখি, বুঝিয়াছ কি, ইনিই সেই।"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"জানিয়াছি, সখি, ইনি মাধব, আর ইনিই তিনি।"

তখন বুদ্ধরক্ষিতা বলিয়া উঠিল,—"এক্ষণে আমার কথা সত্য কি না বল।"

তাহার উত্তরে মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"তোমাদের মত লোকে কি অন্যপ্রকার ব্যক্তির পক্ষপাতিনী হইতে পারে? কিন্তু সখি, এই মহানুভবের প্রতি মালতীরও অনুরাগ-প্রবাদ রমণীয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে মদয়ন্তিকা মকরন্দের প্রতি সস্পৃহনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মকরন্দ-মদয়ন্তিকার এই দৈবাৎ দর্শন

কামন্দকীর মনে রমণীয় যোজন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। এক্ষণে মকরন্দের সহসা আগমনের কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়ায়, পরিব্রাজিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস মকরন্দ, মদয়ন্তিকার জীবনরক্ষার জন্ম ভগবান্ দৈব তোমাকে কি উপলক্ষে নিকটে আনিয়া ফেলিলেন?"

মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমি নগরমধ্যে একটি জনশ্রুতি শুনিয়া তাহাতে মাধবের চিত্তোদ্বেগ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবলোকিতার নিকট হইতে কুসুমাকরোদ্যানের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। তাহার পর এখানে সত্বর উপস্থিত হইয়া, এই অভিজাত কুমারীকে শার্দ্দূলের আক্রমণে নিপতিত দেখিতে পাইলাম।"

মকরন্দের কথা শুনিয়া, মালতী-মাধবের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কামন্দকীর মনে জনশ্রুতিটি নন্দনকে মালতীপ্রদান বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন মাধবকে বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস মাধব, তোমার প্রিয়সুহৃদের মোহনাশে মালতী তোমাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, প্রীতিদানের অবসরই এই।"

মাধব উত্তর দিলেন,—"ভগবতি, মালতী যখন করুণাবশে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুহৃদের মোহে মুগ্ধ আমার বেদনা দূর করিয়াছেন, তখন আনন্দোৎসবে প্রিয়নিবেদকের পূর্ণপাত্র আকর্ষণের ন্যায় আমার হৃদয় ও জীবন আয়ত্ত করিয়া যথেচ্ছ বিনিয়োগ করুন।"

এই কথা শুনিয়া লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"এই প্রসাদ আমার প্রিয়সখীরও অভীষ্ট বটে।"

মদয়ন্তিকাও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"মহানুভব ব্যক্তিরা অবসরমত শ্রবণ-মধুর বচন প্রয়োগ করিতে জানেন।"

মালতী কিন্তু মকরন্দ কি উদ্বেগকারণ শুনিয়াছেন, তাহাই চিন্তা

করিতেছিলেন। সেই সময়ে মাধবও বলিয়া উঠিলেন,—"বয়স্য, সেই উদ্বেগাধিক্যের জনশ্রুতিটি কি ?"

সহসা জনৈক লোক আসিয়া মদয়ন্তিকাকে কহিতে লাগিলেন,—"বৎসে, আজ পদ্মাবতীশ্বর তোমাদের ভবনে আসিয়া, ভূরিবসুর কথায় বিশ্বাসে তোমার ভ্রাতা নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মালতী সমর্পণ করিয়াছেন। তাই নন্দন আমোদ-প্রমোদের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।"

তখন মকরন্দও মাধবকে বলিলেন,—'বয়স্য, এই সেই জনশ্রুতি।'

তাহাতে মালতী-মাধব বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। মদয়ন্তিকা আনন্দভরে মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি মালতি, এক নগরে বাস করায় ও একসঙ্গে ধূলিখেলা অবধি তুমি আমার প্রিয়সখী ও ভগিনী ছিলে; এক্ষণে আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিলে!"

পরিব্রাজিকা একটু উপহাস করিয়া কহিলেন,—"বৎসে মদয়ন্তিকে, সৌভাগ্যক্রমে ভ্রাতার মালতীলাভে তোমাদের সুখবৃদ্ধি হইল।"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"এ সকল আপনাদের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে ঘটিল বলিতে হইবে।"

তাহার পর তিনি লবঙ্গিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"সখি, তোমাদের লাভে এতদিনে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।"

লবঙ্গিকা কহিল,—"আমাদেরও তাহাই বক্তব্য।"

তাহার পর মদয়ন্তিকা বিবাহমহোৎসবে যোগদানের জন্য বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলে, তিনিও তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং দুই সখীতে উত্থিত হইয়া গমনে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হইতে লাগিল। লবঙ্গিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে

কামন্দকীকে কহিল,—"ভগবতি, হৃদয়পরিপূর্ণ উদ্বেলিত বিস্ময় ও আনন্দে সুন্দর, আন্দোলিত ধৈর্য্যে মনোহর, মকরন্দ-মদয়ন্তিকার বিকসিত নীলোৎপলদামসদৃশ কটাক্ষবিক্ষেপ দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, ইঁহারা মনোরথ-নিষ্পন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।"

পরিব্রাজিকা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—"ইহারা পরস্পরে মানস-সমাগম অনুভব করিতেছে। কারণ, ইহাদের ঈষৎ বক্র অপাঙ্গে সঙ্কুচিত, প্রেমসঞ্চারে স্তিমিত ও ললিত, আকুঞ্চিত ভ্রূ অন্তরানন্দানুভবে মসৃণ, স্রস্ত ও নিষ্কম্পপক্ষ্ম বঙ্কিম নয়নের দৃষ্টি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।"

তাহার পর সেই লোকটি মদয়ন্তিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে চুপে চুপে বলিতেছিলেন,—"সখি, এই জীবনদাতা পুণ্ডরীকলোচনকে আর কি দেখিতে পাইব?"

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিয়া কহিলেন,—"দৈব অনুকূল হইলে, তাহা অসম্ভব নহে।"

পরে তাঁহারা সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাধব তখন চুপে চুপে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভঙ্গুর মৃণালসূত্রের ন্যায় চিরসঞ্চিত আশাতন্তু এক্ষণে ছিন্ন হইয়া যাউক্; মহান্ আধিব্যাধি নিরবধি প্রসারিত হউক,; চিত্তচাঞ্চল্য অকপটভাবে আমাকে আশ্রয় করুক এবং বিধি নিরাকুল ও মদনও কৃতার্থ হউন। দৈব যখন প্রতিকূল, তখন সমপ্রেমিক হইলেও সেই দুর্লভ জনের প্রার্থী আমার এই পরিণাম সমুচিতই হইয়াছে, ইহাতেও খেদ নাই। কিন্তু নন্দনে অর্পণ শুনিবার সময় প্রিয়তমার বদনখানি যে প্রভাক্ষরণে ম্লান প্রভাতচন্দ্রের কান্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহাতেই অন্তর দগ্ধ করিতেছে।"

কামন্দকীও মনে মনে বলিতেছিলেন,—"মাধব ও মালতী বিমনা হইয়া পড়ায়, আমাকে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিতেছে। নিরাশায় প্রাণ-ধারণ দুষ্কর।"

তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস মাধব, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে কর যে, ভূরিবসু আমাদিগকে মালতী সমর্পণ করিবেন?"

সলজ্জভাবে 'না না' বলিয়া মাধব উত্তর দিলেন।

তাহাতে কামন্দকী আবার বলিলেন,—"তাহা হইলে পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা তুমি হীন হইলে কিসে?"

মকরন্দ সে কথার উত্তরে কহিলেন,—"মালতী দত্তপূর্ব্বা বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।"

শুনিয়া পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন,—"সে জনশ্রুতি আমি জানি; ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা যে, রাজা ভূরিবসুর নিকট নন্দনের জন্য মালতী প্রার্থনা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'নিজ কন্যার প্রতি মহারাজেরই প্রভুত্ব'; সেই লোকটি বলিয়া গেল, আজ আবার রাজা নিজেই মালতীকে দান করিয়াছেন। তাই বলিতেছি,—বৎস, লোকসকলের ব্যবহার-তন্ত্র বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত; পুণ্যাপুণ্যের কারণসকল বাক্যেই ব্যবস্থিত; সমস্তই বাক্যের আয়ত্ত। ভূরিবসুর বাক্যটি অসত্যাত্মক। মালতী কিছু রাজার নিজ কন্যা নহে; কন্যাদানে রাজাদের অধিকার এরূপ ধর্ম্মাচারসিদ্ধান্তও শুনা যায় না। কাজেই ইহাতে বিমর্ষের কারণ নাই। আর আমাকেই বা অনবধানা মনে করিতেছ কেন? দেখ, তোমার বা মালতীর যে পাপাশঙ্কা হইতেছে, তাহা শত্রুরও যেন না হয়। তাই বলিতেছি, আমি প্রাণব্যয় করিয়াও তোমাদের মিলনের জন্য যত্ন করিব।"

তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতীর আদেশ শোভন

ও সঙ্গত বটে; নিজ সন্তান মাধব ও মালতীর প্রতি দয়া ও স্নেহবশে আপনার সংসারবিরত চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া উঠিতেছে। তাই আপনার প্রব্রজ্যাচারের বিরোধী যত্নের বিরাম নাই; ইহার পর সমস্তই দৈবায়ত্ত।”

সেই সময়ে অমাত্যপত্নীর আদেশে মালতীকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের পরিজনেরা কামন্দকীকে আহ্বান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সকলে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। মালতী ও মাধব অনুরাগভরে পরস্পরের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মাধব মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হায়, কি কষ্ট! মালতীর সহিত মাধবের লোকযাত্রা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল! আহা! বিধাতা প্রথমে সুহৃদের ন্যায় নিরন্তর এরূপ সুখকর আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া, অবশেষে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে নিদারুণ হইয়া মনঃপীড়া জন্মাইতে লাগিলেন!”

মালতীও চুপে চুপে বলিতেছিলেন,—“মহাভাগ, লোচনানন্দকর, এই পর্য্যন্তই তোমার দর্শন!”

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—“হা ধিক্, অমাত্য অবশেষে আমাদের প্রিয়সখীর জীবনসংশয় করিয়া তুলিলেন!”

মালতী আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমার জীবনতৃষ্ণার ফল ফলিল। পিতার নিষ্করুণ ব্যবহারে তাঁহার কাপালিক-ব্রতের আচরণকে সত্য করিয়া তুলিল। দুষ্ট দৈবের নিদারুণ আরম্ভের ন্যায় পরিণামও ঘটিল। হতভাগিনী আমি কাহারই বা দোষ দিব,—আর অশরণা হইয়া কাহারই বা শরণ লইব?”

লবঙ্গিকা তখন তাঁহাকে লইয়া কামন্দকীর সহিত প্রস্থান করিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে, মাধব মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“মাধবের প্রতি সহজ স্নেহকাতরা ভগবতীর ইহা আশ্বাসমাত্র।”

তাহার পর উদ্বেগসহকারে মনে মনেই বলিতে লাগিলেন,—“আমার জন্মসাফল্যে সংশয় ঘটিল, এক্ষণে কি করি!”

পরে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“মহামাংস বিক্রয় ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি না।”

অবশেষে মকরন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বয়স্য, মদয়ন্তিকার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা হইতেছে কি?”

মকরন্দ উত্তর দিয়া কহিলেন,—“অবশ্যই, আমার রক্তাক্তপ্রহারে উত্তরীয়স্খলন অগ্রাহ্য করিয়া, চকিত একবর্ষীয় কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টিতে শোভিতা সুন্দরী অমৃতসিক্ত অঙ্গে যে আমায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাতেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে।”

শুনিয়া মাধব বলিলেন,—“বুদ্ধরক্ষিতার প্রিয়সখী দুর্লভা হইলেন বলিয় মনে হয় না। আবার প্রাণান্তকালে হিংস্রজন্তুবিনাশী রক্ষিতার আলিঙ্গন লাভ করিয়া তিনি কি আর কোথাও অনুরক্ত হইতে পারেন? তৎপরে সেই কমলনয়নার নয়নব্যাপার তোমার প্রতি স্নেহ ব্যক্ত করিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তিমিতপ্রায় থাকিয়া রমণীয় হইয়া উঠে। এক্ষণে চল, পারা ও সিন্ধুর সঙ্গমে অবগাহন করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করি।”

যাইতে যাইতে তাঁহারা মহানদীদ্বয়ের মিলনস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে লাগিলেন যে, তাহাদের তীরভূমি সদ্যঃস্নাতা ও সমুত্থিতা বধূগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আর্দ্রবস্ত্রে শরীরের নিম্নোন্নত স্থান সকল ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, তাঁহারা মনোহর কনককুম্ভনিভ পীনোন্নত বক্ষঃস্থল হস্ত-স্বস্তিকদ্বারা আবরণ করিতেছেন।

(৫)

সন্ধ্যার শেষ ও রাত্রির আরম্ভ; তমালগুচ্ছের ন্যায় অন্ধকারাবলী আকাশ-সীমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; প্রান্তভাগে পৃথিবীও যেন নূতন জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। প্রারম্ভ-সময়ে রজনী বায়ুবেগে চারিদিকে বিস্তারিত, বলয়াকার, স্ফীত ধূমমণ্ডলীর প্রকাশে বনস্থলীতে নিজ নীলিমা প্রগাঢ় করিয়া তুলিতেছে।

সেই সময় একটি ভীষণ ও উজ্জ্বলবেশে ভূষিতা রমণী আকাশতলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। মন্ত্রন্যাসে অর্পিত ষড়ঙ্গচক্রে নিহিত হৃদয়পদ্মে প্রকাশিত শিবরূপী নিজ আত্মাকে একাগ্রচিত্তে দেখিতে দেখিতে নাড়ী-সকলের বায়ুপূরণে ও জগতের পঞ্চামৃত আকর্ষণে তিনি শূন্যভ্রমণ-ক্লেশ দূর করিয়া, সম্মুখস্থিত মেঘসকল বিভক্ত করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে আসিতেছিলেন। তাঁহার চঞ্চল ও স্খলিত কপালকণ্ঠমালার সংঘর্ষে তাহাতে স্থাপিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকাগুলি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই জন্য তাঁহাকে রমণীয় ও ভীষণ দেখাইতেছিল। রমণীর ঘনগ্রন্থিবদ্ধ জটাভার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া সঞ্চালিত হইতেছিল। ধারাবাহী শব্দে পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত বাদ্যঘণ্টা দীর্ঘ ও রমণীয় শব্দ করিতেছিল। শবশিরঃশ্রেণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুঞ্জন ও কিঙ্কিণীনিকরকে অনবরত ধ্বনিত করিতে করিতে উত্তাল বেগানিল বাদ্যযন্ত্রে বদ্ধ পতাকা কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল।

রমণী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতেছিলেন,—"ষোড়শ নাড়ী-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আত্মস্বরূপ তাঁহাকে জ্ঞাত যোগিগণের হৃৎপদ্মস্থিত ধ্যানমূর্ত্তি সিদ্ধিদাতা স্থিরচিত্ত সাধকগণের অন্বেষণীয় শক্তিত্রয়ে পরিপুষ্ট ও অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত শক্তিনাথের জয় হউক।"

রমণী ক্রমে পুরাতন নিম্বতৈলাক্ত চিতা-ধূমে ব্যাপ্ত শ্মশানভূমির নিকট করালায়তনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই করালায়-

তনেই অঘোরঘণ্ট নামে কাপালিক বাস করিতেন। তিনি শ্রীপর্ব্বত হইতে পদ্মাবতীতে উপস্থিত হন। রমণী তাঁহার শিষ্যা, নাম কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলাও শ্রীশৈল হইতে আসিতেছিলেন।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রজনীতে করালার অর্চ্চনার জন্য গুরু কপালকুণ্ডলাকে পূজাসম্ভার লইয়া আসিতে আদেশ দেন। কাপালিক দেবীর নিকট স্ত্রীরত্ন উপহার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সে স্ত্রীরত্ন নগরমধ্যেই ছিল এবং সকলে তাহা জানিত। কপালকুণ্ডলা তাহারই আহরণের ইচ্ছা করিতেছিলেন।

সেই সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি গম্ভীর ও মধুরাকৃতি যুবক কুটিল কুন্তলভার জটাবদ্ধ করিয়া কৃপাণহস্তে শ্মশানে প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহার ইন্দীবর-শ্যাম অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছিল। সেই শ্রীমান্‌ও মৃগাঙ্ক-নিভানন, ললিত চরণ বিক্ষেপ করিতেছিলেন; কেবল তাঁহার বাম হস্ত বিগলিতরক্ত নরমাংসধারণে সাহস ও অবিনয় প্রকাশ করিতেছিল। এই যুবকই মাধব। কপালকুণ্ডলা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন এবং মাধবকে মহামাংস-বিক্রেতা বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। তাহার পর নিশারম্ভের অন্ধকারমধ্যে বিলীন হইয়া, তিনি নিজ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্মশানে প্রবেশ করিয়া মাধব বলিতেছিলেন,—"মুগ্ধাক্ষীর প্রেমার্দ্র, প্রণয়স্পর্শী এবং পরিচয়জাত প্রগাঢ় অনুরাগে পূর্ণ সেই সেই নিসর্গ-মধুর বিলাসাদি আবার কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? আহা! সন্দেহ করিতে করিতেও যখন তাহাদের কল্পনা করা যায়, তখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ করিয়া, ক্ষণমধ্যে সান্দ্রানন্দময় তন্ময়ভাবে অন্তঃকরণকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। মুক্তাহারহীন, আমার রচিত বকুলমালায় অধিবাসিত প্রিয়তমার বক্ষঃস্থল আমার বক্ষে অর্পণ এবং আমার

কর্ণমূলে তাঁহার আননসন্নিবেশ প্রভৃতি অঙ্গবিনিময় কখনও কি লাভ করা যাইবে? এ সকল ত বহুদূরে! এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা, যাহা দর্শনমাত্রে যাবতীয় সুখ যেন সম্মিলিত হইয়া পরম ভূমাভাব বিস্তার করিতে থাকে, নেত্রোৎসবে অনুরাগ জন্মায়, নবশশিকলারাশির সারে গঠিতের ন্যায় অনঙ্গ-মঙ্গলগৃহ প্রিয়তমার সেই মুখখানি আবার যেন দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার দর্শনে সত্য সত্যই অত্যল্পমাত্রও পার্থক্য অনুভূত হইবে না। কারণ, পূর্ব্বের সুদৃঢ় অনুভব হইতে জাত সংস্কারের উদ্বোধে বিস্তারিত, প্রিয়তমা ভিন্ন অন্য জ্ঞানে অবাধিত তাঁহার স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তিধারা এক্ষণে আমার অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে তাঁহার আকারে আকারিত করিয়া, চৈতন্যকেও তন্ময় করিয়া তুলিতেছে। প্রিয়তমা আমার চিত্তে যেন লীলা-প্রতিবিম্বিতা, লিখিতা, উৎকীর্ণা, খচিতা, বজ্র-লেপ-যোজিতা, অন্তর্নিখাতা, মদনের পঞ্চবাণে বিদ্ধা, চিন্তা-সূত্রজালে ঘন গ্রথিতা হইয়াই সংলগ্না রহিয়াছেন।”

মাধব বিচরণ করিতে করিতে রক্ষঃপিশাচগণে পরিবৃত শ্মশান-ভূমির ভীষণতা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তথায় তখন চিতাজ্যোতির প্রান্তদেশে তাহার বিস্তার রোধ করিয়া, মেদুর ঘন পিণ্ডীভূত বহুদূর-ব্যাপী ভীষণ অন্ধকার গুণোৎকর্ষের জন্য জ্যোতীরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। মিলিত হইয়া আকুলভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে কটপূতনপ্রভৃতি পিশাচ ও অন্যান্য বিকট জন্তুগণ কিল কিল কোলাহল তুলিয়া হর্ষভরে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল।

মাধব মহামাংসবিক্রয়ের জন্যই শ্মশানে আসিয়াছিলেন; পিশাচ-দিগকে সম্বোধন করিয়া নিজের আনীত মাংস দেখাইয়া তিনি তখন বলিতে লাগিলেন,—“ওহে শ্মশানবাসী কটপূতনসকল, অমন্ত্রপূত অকপট পুরুষমাংস বিক্রীত হইতেছে, তোমরা গ্রহণ কর।”

মাধবের ঘোষণায় পিশাচগণ তুমুল কোলাহল তুলিয়া এরূপ ভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, যেন তাহাতে সমগ্র শ্মশানদেশ কম্পিত হইয়া উঠিল। মাধব বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিলেন যে, কতক লক্ষ্য ও কতক অলক্ষ্য বিশুষ্ক ও দীর্ঘ দেহে ভীষণ উল্কামুখ পিশাচদিগের আকর্ণ বিস্তারিত বিকট ব্যাদানে প্রদীপ্তানল, উন্মুক্ত দশনকোটি, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত বিদ্যুৎপুঞ্জনিভ কেশ, নয়ন, ভ্রূ ও শ্মশ্রুজালে মণ্ডিত বদনসকলে নভস্তল আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

কোন স্থানে পূতনপ্রেতগণ বৃকদিগকে ঘর্ঘর রবে কাঁদিতে দেখিয়া, গ্রাস হইতে অর্দ্ধমুক্ত উচ্ছিষ্ট নরমাংসে পরিপুষ্ট করিতেছে; তাহাদের খর্জ্জুর বৃক্ষের মত জঙ্ঘা, কৃষ্ণবর্ণ ত্বকে আচ্ছাদিত স্নায়ুগ্রন্থিতে ঘন অস্থিপঞ্জরমাত্র জীর্ণ কঙ্কাল ভীতি জন্মাইতেছে।

আর এক প্রকার পিশাচ বিবর্ণ দীর্ঘদেহে মুখব্যাদান করিয়া জিহ্বা সঞ্চালিত করিতেছে; তাহাতে তাহাদিগকে চঞ্চল অজগরে বাসিত-কোটর দগ্ধ পুরাতন চন্দন তরুর ন্যায় বোধ হইতেছিল।

একটি দীন প্রেত প্রথমে শবদেহের চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া স্কন্ধ, জঘন, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা প্রভৃতি মাংসল স্থানের পূতিগন্ধ মাংস অনেকপরিমাণে গ্রাস করিল; পরে স্নায়ু, অন্ত্র, নেত্র প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া, ক্রোড়-দেশে কঙ্কাল লইয়া সন্ধিস্থল হইতে মাংসভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার দন্তকবল প্রকাশিত হইয়া ভীষণভাব ধারণ করিল।

শবভোজী পিশাচেরা উত্তাপে ক্ষরিত-রক্ত, পাকে গলিতমেদ, অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ সকল চিতারাশি হইতে লইয়া পকশ্লথমাংসযুক্ত সন্ধিনির্মুক্ত জঙ্ঘাস্থি পৃথক্ করিয়া প্রবাহিত মজ্জাধারা পান করিতেছে।

সেই প্রদোষসময়ে পিশাচাঙ্গনারা অঙ্গে মঙ্গলসূত্রবলয়, স্ত্রীহস্ত-রক্তপদ্মে কর্ণভূষণ, হৃৎপুণ্ডরীকে কণ্ঠমালা, শোণিত-কর্দ্দমে কুঙ্কুম লেপ

করিয়া, কান্তগণ সহ মিলিত হইয়া, কপাল-পানপাত্রে মজ্জা-সুরাপানে প্রীত হইয়া উঠিতেছে।

মাধব আবার তাহাদিগকে মহামাংস-বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমেষমধ্যে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল; সমগ্র শ্মশানভূমি প্রাণিশূন্য হইয়া উঠিল।

তখন মাধব বিচরণ করিতে করিতে শ্মশানপ্রান্তবাহিনী নদীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে লাগিলেন যে, কুঞ্জ-কুটীরস্থ পেচককুলের ঘুৎকারে বর্দ্ধিত শৃগালের প্রচণ্ডরবে অগ্রভাগ পরিপূর্ণ হওয়ায়, তীরভূমিকে ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। আবার নদীগর্ভে ভগ্ন কঙ্কালরাশি বেগরোধ করায়, স্রোত প্রবল হইয়া তটস্থল ভঙ্গ করিতেছে এবং ঘোর ঘর্ঘর রবে নির্গত হইতেছে।

সেই সময়ে কিছুদূরে 'হা নির্দ্দয় পিতঃ, দেখ, তোমার রাজচিত্ত-আরাধনার উপকরণ বিনষ্ট হইয়া যায়' এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মাধব ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বিকল কুররীকূজনের ন্যায় কাহার এই চিত্তাকর্ষক স্নিগ্ধ তারস্বর শুনা যাইতেছে? স্বরটি যেন পরিচিতের ন্যায় কর্ণের পূর্ব্বোপলব্ধি জন্মাইতেছে। ইহাতে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও অস্থির হইয়া উঠিল! অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিহ্বল হইয়া পড়িল! গাত্রস্তম্ভে গতি স্খলিত হইতে লাগিল! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে এবং এই ব্যাপারই বা কি? করালায়তন হইতেই এই করুণধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। উহা এরূপ অনিষ্টকর ব্যাপারের উপযুক্ত স্থানই বটে! যাহাই হউক, ব্যাপারটা কি, দেখিতে হইল।"

এই বলিয়া মাধব দ্রুতবেগে করালায়তনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, বধ্যবেশা মালতীকে লইয়া দেবার্চ্চনাব্যস্ত অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা তথায় রহিয়াছেন। কাপালিক চামুণ্ডাকে

উপহার দিবার জন্য কপালকুণ্ডলাকে যে স্ত্রীরত্ন আহরণের আদেশ দিয়াছিলেন, মালতীই সেই স্ত্রীরত্ন! মালতী সৌধশিখরের আলিন্দে নিদ্রিতা ছিলেন; কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া আসেন।

মালতী বলিতেছিলেন,—"হা নির্দ্দয় পিতঃ, দেখ, এক্ষণে তোমার রাজচিত্ত-আরাধনার উপকরণ বিনষ্ট হইয়া যায়! হা স্নেহময়ি মাতঃ, দৈবের দুঃখকর লীলায় তুমিও হত হইলে! হা মালতীময়জীবিতে ভগবতি কামন্দকি, আমার কল্যাণসাধনই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য; আমার প্রতি স্নেহই আপনার দুঃখের কারণ! হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, এখন হইতে আমাকে কেবল স্বপ্নসময়েই দেখিতে পাইবে!"

তখন মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"এই ত সেই মদিরেক্ষণা! এক্ষণে সন্দেহ দূর হইল। প্রিয়তমা জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার সংবর্দ্ধনা করা যাউক।"

অনন্তর তিনি দ্রুতবেগে সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা করালাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছিলেন,—"দেবি চামুণ্ডে! তোমাকে প্রণাম। আর সদর্প-পদমর্দ্দনে আনমিত ভূগোলের নিপীড়নে অধোগামী কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ডস্থিতি স্খলিত এবং পাতালপ্রতিম গগন-বিবরে সপ্তার্ণব প্রক্ষিপ্ত করিয়া বিভব বিকাশ করিতে করিতে, যাহা নীলকণ্ঠের সভাকে আনন্দিত করিয়া তুলে, তোমার সেই ক্রীড়াকেও বন্দনা করি। সঞ্চালিত গজাজিনপ্রান্তে স্থিত, নখরাবলির আঘাতে বিদীর্ণ, চন্দ্ররেখা হইতে ক্ষরিত অমৃতধারায় জীবিত তোমার কণ্ঠমালার কপালসমূহের প্রচণ্ড অট্টহাসে ভীত ভূতগণ যাহার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহাতে শ্রান্ত শ্বাসত্যাগী কৃষ্ণভুজঙ্গ-চয়ের কেয়ূর-সন্নিভ নিষ্পীড়নে প্রসারিত ফণপীঠ হইতে নিঃসৃত বিষজ্যোতিতে ভয়ঙ্কর, তোমার প্রসারিত বাহু-সমূহে ভূধর সকল বিক্ষিপ্ত

হইতে থাকে, প্রজ্বলিত অনলে পিঙ্গল ললাটনেত্রের ছটাভারে ভীষণ মস্তকের ঘূর্ণনে জ্বলন্ত কাষ্ঠচক্রক্রিয়ার প্রবর্ত্তনে দিগন্তসকল গ্রথিত দেখায়, তুঙ্গ খট্টাঙ্গের অগ্রভাগে বদ্ধ পতাকাসকলে তারাগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং প্রমুদিত পূতন-বেতালপ্রভৃতির তালে বিদলিতশ্রবণা উদ্‌ভ্রান্তা গৌরীর আলিঙ্গনে হৃষ্টচিত্ত ত্রিলোচনকে আনন্দ প্রদান করে, তোমার সেই তাণ্ডব নৃত্য আমাদিগের অশুভ নাশ ও হর্ষ প্রদান করুক।"

এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া মাধব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হায়, কি প্রমাদ! অলক্তকরাগে রঞ্জিত এবং রক্তমাল্য ও রক্তবসনে ভূষিত হইয়া, বসুতুল্য ভূরিবসুর কন্যা বৃকদ্বয়ের গোচরে পতিতা মৃগীর ন্যায় এই দুই পাষণ্ড চণ্ডালের হস্তে পড়িয়া মৃত্যুমুখে অবস্থান করিতেছেন! হায়, কি কষ্ট,—হায়, কি অনিষ্ট এবং বিধাতার এ কি নির্দ্দয় কার্য্যারম্ভ!"

কপালকুণ্ডলা মালতীকে বলিতেছিলেন,—'যদি তোমার কোন প্রিয়জন থাকে ত, এই সময়ে স্মরণ করিয়া লও। কারণ, দারুণ কৃতান্ত তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র আকর্ষণ করিতেছে।"

তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,—"হা দেব মাধব, পরলোকগমন করিলেও এ অভাগিনীকে স্মরণ করিও। প্রিয়জন যাহাকে স্মরণ করে, সে কখনও মৃতা হয় না।"

ইহা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা বলিয়া উঠিলেন,—"হায়, এ তপস্বিনী মাধবের অনুরক্তা!"

অবিলম্বে খড়্গ উত্তোলন করিয়া 'যাহাই হউক, ইহাকে বলিপ্রদান করি' বলিয়া অঘোরঘণ্ট দেবীর উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি চামুণ্ডে! মন্ত্রসাধনার পূর্ব্বে সংকল্পিত ও আনীত পূজোপহার গ্রহণ কর।"

সহসা মাধব উপস্থিত হইয়া, মালতীকে প্রকোষ্ঠমধ্যে টানিয়া লইলেন

এবং বলিতে লাগিলেন,—"রে দুরাত্মন্ কাপালিক চণ্ডাল, দূর হ! তুই-ই নিহত হইলি।"

মাধবকে দেখিয়া 'মহাভাগ, রক্ষা করুন' এই বলিয়া মালতী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মাধব বলিলেন,—"মহাভাগে, ভীত হইও না. মরণভয়ে শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া, অনর্গল প্রলাপে যাহার প্রতি স্নেহপ্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার সেই সখা সম্মুখে উপস্থিত! তাই বলিতেছি, সুতনু, ভয়-কম্প ত্যাগ কর; এক্ষণে এই পাপটাই নিজ বিরুদ্ধ পাপের পরিণাম-ফল ভোগ করিবে।"

অঘোরঘণ্ট বলিতে লাগিলেন,—"আ! কে এই পাপটা আমাদের অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইল?"

শুনিয়া কপালকুণ্ডলা উত্তর করিলেন,—"ভগবন্, এটি ইহার স্নেহ-পাত্র, কামন্দকীর সুহৃৎপুত্র মহামাংসবিক্রেতা মাধব।"

মাধব সজলনয়নে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাভাগে, এ কি?"

বহুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,—"মহাভাগ, আমি ইহার কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, উপরি অলিন্দে নিদ্রিতা ছিলাম, এখানে আসিয়া জাগরিতা হইয়াছি। কিন্তু তুমি আসিলে কেন?"

মাধব একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"তোমার পাণিপঙ্কজ-গ্রহণে ধন্য হইবার ইচ্ছায় অধীর হইয়া মহামাংসবিক্রয়ের জন্য শ্মশান-ভূমিতে বিচরণ করিতেছিলাম। তাহার পর তোমার রোদনধ্বনি শুনিয়া এখানে আসিয়াছি।"

শুনিয়া মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! ইনি আমারই জন্য আপনার প্রতি উদাসীন হইয়া শ্মশান-ভ্রমণ করিতেছেন?"

মাধব তাঁহাদের উভয়ের আগমন কাকতালীয়ের ন্যায় বোধ করি-

লেন। চিত্তে নানাভাবের সঞ্চার হওয়ায়, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"রাহুর আননে প্রবিষ্টা ইন্দুকলার ন্যায় প্রিয়তমাকে দৈবাৎ পাইয়া, এই দস্যুর কৃপাণপাত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আমার চিত্ত আতঙ্কে বিকল, করুণায় দ্রবীভূত, বিস্ময়ে বিক্ষোভিত, ক্রোধে প্রজ্বলিত ও আনন্দে বিকসিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে।"

অঘোরঘণ্ট মাধবকে বলিয়া উঠিলেন,—"অরে ব্রাহ্মণবালক, ব্যাঘ্রের আক্রান্ত মৃগীর প্রতি কৃপাকুল মৃগের ন্যায় তুই পাপ বলিস্থানবাসী হিংসারুচি আমার গোচরে পড়িয়াছিস্। অগ্রে খড়্গাঘাতে তোর স্কন্ধ ছিন্ন করিয়া, শিরোহীন দেহের রুধিরধারায় ভক্তজননীকে প্রীত করিতেছি।"

মাধব উত্তর করিলেন,—"দুরাত্মন্ পাষণ্ড চণ্ডাল, তুই সংসারকে অসার, ত্রিভুবনকে রত্নহীন, লোকসকলকে নিরালোক, বান্ধবজনকে মরণশরণে রত, কন্দর্পকে দর্পশূন্য, লোকচক্ষুনির্ম্মাণকে বিকল এবং জগৎ জীর্ণারণ্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিতেছিস্ কেন? অরে পাপ, প্রিয়সখীগণের লীলাপরিহাসে প্রক্ষিপ্ত সুকুমার শিরীষ-পুষ্পের আঘাতে যিনি ম্লান হইয়া উঠেন, তাঁহারই বধার্থ তুই অস্ত্র উত্তোলন করিতেছিস্? তবে দেখ্, তোরই মস্তকে এই আকস্মিক যমদণ্ডের ন্যায় আমার বাহু নিপতিত হউক।"

শুনিয়া অঘোরঘণ্ট বলিলেন,—"দুরাত্মন্, প্রহার করিয়া দেখ্, কেমন তুই থাকিস্।"

উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,—"সাহসিক নাথ, প্রসন্ন হও; এ দুষ্ট নিদারুণ, তাই বলিতেছি, আমাকে রক্ষা কর; এ অনর্থকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও।"

কপালকুণ্ডলা অঘোরঘণ্টকে বলিলেন,—"ভগবন্, সাবধান হইয়া এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া ফেলুন।"

তখন মাধব ও অঘোরঘণ্ট মালতী ও কপালকুণ্ডলাকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতে লাগিলেন,—"ভীরু, হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর; এ পাপ হত হইল। মৃগের সহিত যুদ্ধে করিকুম্ভবিদারী পাণি-বজ্রে ভূষিত সিংহের প্রমাদ, কেহ কখনও কি অনুভব করিয়াছে?"

এ দিকে মালতীকে দেখিতে না পাইয়া অমাত্য ভূরিবসু চারিদিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কামন্দকীও তাহা জানিতে পারিয়া, ভূরিবসুকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন করালায়তন অবরোধ করে। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অঘোরঘণ্ট ভিন্ন এই ভীষণ ও অদ্ভুত কর্ম্ম আর কাহারও নহে এবং করালার উপহারের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রজ্ঞাচক্ষু কামন্দকীর এই ঘোষণা শুনিবামাত্র সৈন্যেরা করালায়তন অবরোধ করিল। মাধব প্রভৃতিও সে ঘোষণা শুনিয়াছিলেন।

তখন কপালকুণ্ডলা অঘোরঘণ্টকে বলিলেন,—"ভগবন্, আমরা অবরুদ্ধ হইলাম।"

অঘোরঘণ্ট উত্তর দিলেন,—"এই সময়ে পৌরুষ-প্রকাশের অবসর বটে।"

মালতী 'হা পিতঃ হা, ভগবতি' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মাধব বলিলেন,—"প্রিয়তমাকে পরিজনদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া, পরে তাঁহাদের সমক্ষেই এ দুরাত্মাকে নিহত করিতেছি।"

এই বলিয়া মালতীকে সরাইয়া দিয়া কাপালিকের সম্মুখভাগে দাঁড়াইলেন। পরে মাধব ও অঘোরঘণ্ট উভয়ে উভয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রে পাপ, আমার এই অসি কঠোর অস্থিগ্রন্থের অভিঘাতে মুখরিত হইয়া, প্রখর স্নায়ুচ্ছেদে ক্ষণমাত্র বেগশান্তি করিয়া, পঙ্কের ন্যায় মাংসপিণ্ডে নির্ভয়ে নিপতিত হইতে হইতে, তোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া এক্ষণে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকুক।"

পাষণ্ডদলন।

Mohila Press, Calcutta.

এই বলিয়া উভয়েই যুদ্ধ করিতে করিতে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মালতী ও কপালকুণ্ডলা তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

(৬)

কাপালিক অঘোরঘণ্ট মাধবের হস্তে নিহত হইলেন। কপালকুণ্ডলা মাধবকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মাধব কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া উপেক্ষা করেন। কপালকুণ্ডলার এ অবজ্ঞা সহ্য হইল না; বিশেষতঃ গুরুবধে তাঁহার প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অমুক্তরোষা, তীক্ষ্ণদশনা, বিষোদ্‌গার-ভীষণা ভুজঙ্গী সর্ব্বদা জাগরিতা থাকিতে যেমন ভুজঙ্গশত্রুর শান্তিলাভ ঘটে না, কপালকুণ্ডলাও সেইরূপ যাহাতে মাধবের অশান্তি জন্মে, তাহারই জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহেরও আয়োজন আরম্ভ হইল। বৃদ্ধগণের আদেশে সামন্তরাজগণ কর্ত্তব্য বিষয়ে নিরত হইলেন; ব্রাহ্মণগণ শ্রবণমধুর পাঠারম্ভ করিলেন; মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত নানা বচন-ভঙ্গির সহিত নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। বরযাত্রা ক্রমে বধূগৃহের নিকটবর্ত্তী হইল। বর আসিতে না আসিতে কামন্দকীর আদেশে ভূরিবসুভবনের মহিলাগণ মঙ্গলাচরণের জন্য মালতীকে নগর-দেবতার মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন; অনুযাত্রী লোকজন সেজন্য সজ্জিত হইয়া চলিল।

কপালকুণ্ডলা ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বহুলোকের সমাগম দেখিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং মাধবের অপকার-সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

কামন্দকীর আদেশে মাধব ও মকরন্দ নগরদেবতার মন্দিরে গিয়া-

ছিলেন; মালতী যে তথায় আসিবেন, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। মালতী আসিতেছেন কিনা, জানিবার জন্য মাধব কলহংসকে পাঠাইয়া দিলেন; কলহংস মালতীর যাত্রা দেখিয়া মাধবকে আনন্দিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল।

দেবায়তনে আসিয়া মাধব মকরন্দকে বলিতেছিলেন,—"মৃগাক্ষী মালতীর প্রথম-দর্শনদিবস হইতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত এবং তাঁহার প্রণয়-বিলাসে চরমসীমায় উপনীত আমার মদনব্যথার অন্ত উভয় প্রকারেই অবসান ঘটিবে এবং ভগবতীর কৌশল হয় কল্যাণ-সাধন করিবে, না হয় বিফল হইয়া উঠিবে।"

সে কথায় মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি কখনও বিফল হয়?"

সেই সময়ে কলহংস আসিয়া সংবাদ দিল যে, মালতী সেখানে আসিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

মাধবের তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"কলহংসের কথায় তোমার অবিশ্বাস জন্মিতেছে? তাঁহার যাত্রার বিষয়ে কি ভাবিতেছ? তিনি যে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছ না কি? পবনে বিকীর্ণ মেঘজালের গর্জ্জনের ন্যায় অসংখ্য মঙ্গল-মৃদঙ্গের ধ্বনি আমাদের অন্যশব্দশ্রবণের শক্তি রোধ করিয়া ফেলিতেছে। এক্ষণে চল, গবাক্ষপথ দিয়া অবলোকন করা যাউক।"

এই বলিয়া তিনি মাধবকে লইয়া গবাক্ষদ্বারে গমন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে কলহংসও চলিল। সেই সময়ে মালতীর যাত্রা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন, উড্ডীন রাজহংসশ্রেণীর ন্যায় রমণীয় চামরসকলের পবনে আন্দোলিত পতাকা-সমূহে তরঙ্গিত

গগন-সরোবরে নালোপরি বিকসিত শ্বেতপদ্মতুল্য মঙ্গল-ধবল ছত্রনিবহ শোভা পাইতেছে। আবার কনককিঙ্কিণীজালের ঝন্ ঝন্ শব্দ বহন করিয়া করিণীকুল আগমন করিতেছে; গজবধূগণের পৃষ্ঠে বারসুন্দরীগণ উপবিষ্ট হইয়া, তাম্বূলপূর্ণ কপোলবিস্তারে স্খলিতমধুর মঙ্গল-গীত গাহিয়া কোলাহল তুলিতেছে; তাহাদের বিচিত্র রত্নালঙ্কারকিরণে আকাশতলে শত শত ইন্দ্রধনুর উদয় হইতেছে। কলহংস সে সকল লক্ষ্য করিতে বলিলে, মাধব-মকরন্দ কৌতুকসহকারেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মকরন্দ ভূরিবসুর সম্পদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নানাবর্ণ মণিরত্নের জ্যোতিঃ দিক্‌সকলে বিকীর্ণ হইয়া যেন নীলকণ্ঠপক্ষীর বিস্তারিত পক্ষকান্তিতে মিশ্রিত অসংখ্য চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকে, বহু ইন্দ্রধনুতে অথবা চিত্রযুক্ত চীনাংশুকশয্যায় তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। মকরন্দ মাধবকে তাহাই বলিতেছিলেন।

মালতীর পরিজনবর্গ প্রতীহারগণের স্বর্ণরৌপ্য-বিমণ্ডিত বেত্রলতায় রচিত বেত্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কিছুদূরে আসিতেছিল। তিনি কিন্তু সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিতা তারকাবলীশোভিতা রজনীর ন্যায় সিন্দূরমণ্ডিত-মুখী নক্ষত্রমালা-হারভূষিতা করেণুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণদেহে প্রতিপচ্চন্দ্রকলার শোভা বিস্তার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। লোকসকল কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। কলহংস মাধবকে তাহাই বলিতে লাগিল।

মকরন্দও মাধবকে লক্ষ্য করিতে বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,— "দেখ, সখে, পাণ্ডুক্ষীণাঙ্গে অলঙ্কারভূষিতা বরারোহা রম্যা বিবাহ-মহোৎসবশ্রী ধারণ করিয়া উদয়িনী প্রগাঢ়া মনোব্যথা ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুসুম-শোভিতা, অন্তরে পরিশুষ্কা বাললতার ন্যায়ই বোধ হইতেছে।"

সেই সময়ে করিণীটিকে বসাইয়া দিলে, মালতী অবতীর্ণ হইলেন। কামন্দকী ও লবঙ্গিকা তাঁহাকে লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। মাধব ও মকরন্দ সানন্দে তাহা পরস্পরকে বলিলেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশ্য কামন্দকী ও লবঙ্গিকা তাঁহাদের আগমনের কথা জানিতেন।

কামন্দকী সহর্ষে বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন,—"বিধাতা মনোজ্ঞ বিষয়ের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের প্রতি কল্যাণ বিতরণ করুন; দেবতারা পরম রমণীয় পরিণামবিধানে প্রবৃত্ত হউন; প্রিয়সুহৃদ্দ্বয়ের অপত্য-যুগলের বিবাহে আমি কৃতার্থা হইয়া উঠি এবং আমার সকল যত্ন সফল ও সুখকর হউক।"

মালতী কিন্তু মনে মনে বলিতেছিলেন,—"কি উপায়ে এক্ষণে মরণ-সুখ লাভ করি; আমার ন্যায় মন্দভাগিনীর পক্ষে মরণও দুর্লভ হইয়া উঠিল।"

লবঙ্গিকা জানিত যে, এই দেবমন্দিরেই মাধবের সহিত মালতীর বিবাহ হইবে। কিন্তু মালতী তাহা না জানায়, দুঃসহ কষ্টবোধ করিতেছিলেন।

মালতীর ভাব দেখিয়া লবঙ্গিকা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"অনুকূল বঞ্চনায় দেখিতেছি, প্রিয়সখী কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।"

সেই সময়ে পেটকহস্তে প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমাত্য রাজার প্রদত্ত বেশভূষায় দেবতার সম্মুখে মালতীকে সজ্জিত করিতে বলিয়াছেন।

তাহা শুনিয়া কামন্দকী কহিলেন,—"ইহা মঙ্গলাচরণের স্থানই বটে, অমাত্য যথার্থই বলিয়াছেন।"

তাহার পর তিনি প্রতীহারীকে বেশভূষা দেখাইতে বলিলে, সে

ধবলপট্টবস্ত্রের কঞ্চুলিকা, লোহিতবর্ণের উত্তরীয়, সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, মৌক্তিক হার, চন্দন ও কুসুমমালা দেখাইয়া দিল। কামন্দকী মকরন্দকে মালতীর বেশে নন্দনের ভবনে পাঠাইয়া মদয়ন্তিকার সহিত তাঁহার মিলন-সংঘটনের কৌশল স্থির করিয়াছিলেন। মকরন্দ এই সকল বেশভূষায় সজ্জিত হইলে, মদয়ন্তিকার নিকট তাঁহাকে ভালই দেখাইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি বেশভূষা গ্রহণ করিয়া, অমাত্যকে সংবাদ দিবার জন্য প্রতীহারীকে বিদায় দিলেন। এ দিকে মালতী-মাধবের মিলন ঘটাইবার জন্য মালতীকে লইয়া লবঙ্গিকাকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে অলঙ্কারসকলের পরীক্ষার ছলে নিজে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মালতী দেখিলেন যে, একমাত্র লবঙ্গিকা তাঁহার নিকট রহিল। লবঙ্গিকা তখন তাঁহাকে লইয়া মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; ওদিকে মকরন্দও মাধবকে লইয়া স্তম্ভান্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গিকা মালতীকে অঙ্গরাগ ও কুসুমমালা লইতে বলিলে, তিনি তাহাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে লবঙ্গিকা কহিল,—"শুভবিবাহে কল্যাণসম্পত্তির নিমিত্ত জননী তোমাকে দেবতার্চ্চনা করিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,—"দৈবের দারুণারম্ভের পরিণামফল দুঃখরাশিতে দগ্ধহৃদয়া, দুঃসহ মর্ম্মচ্ছেদে কাতরা, মন্দভাগিনী আমাকে কষ্ট দিতেছ কেন?"

লবঙ্গিকা বলিল,—"তুমি কি বলিতে চাহিতেছ?"

মালতী উত্তর দিলেন,—"আমার মনোরথ দুর্লভ বিষয়ে ধাবিত হইতেছে; ভাগ্য আবার তাহাতে প্রতিকূল; তাই বলি শুন।"

মালতীর এইমাত্র কথা শুনিয়া মকরন্দ মাধবকে বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, শুনিলে ত ?"

মাধব উত্তর করিলেন,—"শুনিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় এখনও তৃপ্ত হয় নাই।"

মালতী তখন লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—"পরমার্থভগিনি, প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তোমার এই অনাথা সখীটি এক্ষণে মরণপথে দাঁড়াইয়াছে। আজন্ম নিরন্তর উপকারে যে বিশ্বাস বাড়াইয়া তুলিয়াছ, তাহারই অনুরূপ আলিঙ্গনে বাঁধিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি আমার কিছু উপকার করিতে চাহ, তাহা হইলে আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সমগ্র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানে মঙ্গলময় শ্রীমাধবের আনন্দমসৃণ মুখারবিন্দটি অব-লোকন করিও।"

শুনিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"বয়স্য মকরন্দ, সৌভাগ্যক্রমে যাহাতে ম্লান জীব-কুসুমের বিকাশ সম্পাদন করে, ইন্দ্রিয়সকলকে মোহিত ও তৃপ্ত করিয়া তুলে, আনন্দধারা ঢালিয়া দেয় এবং হৃদয়ের অবসাদ নাশ করিয়া তাহার পক্ষে রসায়ন তুল্য হইয়া উঠে, সেই বচনামৃতরাশি আমার কর্ণ শীতল করিয়া দিল।"

মালতী আরও বলিতে লাগিলেন,—"সখি, আমার অবস্থা শুনিয়া আমার সেই জীবনদাতা যাহাতে তাঁহার শরীররত্ন পরিত্যাগ না করেন এবং আমার স্মরণে ও আমার কথাতেই রত থাকিয়া জীবনযাত্রার প্রতি উদাসীন না হন, তাহাই করিবে। তোমার এই অনুগ্রহেই মালতী কৃতার্থা হইবে।"

মালতীর কথায় মকরন্দের মনে কষ্ট হইতে লাগিল। মাধবও বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"নৈরাশ্যে কাতরহৃদয়া মৃগাক্ষীর করুণাপূর্ণ

মনোহর অনুরাগমোহে প্রলপিত কথাগুলি শুনিয়া আমার হৃদয় চিন্তা-বিষাদবিপদে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।"

লবঙ্গিকা মালতীকে কহিল,—"তোমার অমঙ্গল দূরে গিয়াছে। আমি আর শুনিতে পারিতেছি না।"

মালতী উত্তর দিলেন,—"সখি, মালতীর জীবনই তোমাদের প্রিয়, কিন্তু মালতী নহে।"

লবঙ্গিকা বলিল,— "তুমি ও কথা বলিতেছ কেন?"

তখন আবার মালতী বলিতে লাগিলেন,—"কারণ, তোমার আশাপূর্ণ কথায় আমায় বাঁচাইয়া রাখিয়া, সেই ঘৃণাকর ব্যাপার অনুভব করাইতে চাহিতেছ। এক্ষণে আমার বাঞ্ছা এই যে, সেই দেবের নিকট অন্যের পরাধীন অপরাধী আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। প্রিয়-সখি, তুমি ইহাতে শত্রু হইও না।"

এই বলিয়া তিনি লবঙ্গিকার পদতলে নিপতিত হইলেন।

মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাই প্রণয়ের শেষ সীমা।"

সেই সময়ে লবঙ্গিকা মাধবকে তথায় যাইতে ইঙ্গিত করিল, মকরন্দও মাধবকে লবঙ্গিকার স্থানে যাইতে বলিলেন। মাধব উত্তর দিলেন,—"আমি জড়তায় বিহ্বল হইয়া পড়িতেছি।"

শুনিয়া মকরন্দ বলিলেন,—"উহাকে সন্নিহিত অভ্যুদয়ের স্বভাব বলিয়া জানিবে।"

তাহার পর মাধব লবঙ্গিকার স্থানে গমন করিলেন; লবঙ্গিকা তথা হইতে সরিয়া দাঁড়াইল; মালতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সখি, অনুকূলা হইয়া অনুগ্রহ কর।"

সে কথায় মাধব উত্তর করিলেন,—"মরণে সাহস পরিত্যাগ কর,

স্মরণপথে অগ্রসর হইও না ; আমার বিরস হৃদয় তোমার বিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম।”

মালতী কহিলেন,—“সখি, মালতীর প্রণাম লঙ্ঘন করিও না।”

তখন আবার মাধব বলিতে লাগিলেন,—“আমি কি আর বলিব? তুমি বিরহে দারুণ দুষ্কর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ, কাজেই তোমার যাহা অভিলাষ, তাহা করিতে পার ; এক্ষণে আমায় আলিঙ্গন দান কর।”

হর্ষসহকারে মালতী ‘অনুগৃহীত হইলাম’ বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“আমি আলিঙ্গন করিতেছি বটে, কিন্তু চক্ষু বাষ্পভরে পরিপূর্ণ হওয়ায় তোমার দর্শনলাভ ঘটিতেছে না।”

তাহার পর তিনি মাধবকে আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—“সখি, আজ তোমার স্পর্শটি যেন কঠোর পদ্মগর্ভের ন্যায় রোমাঞ্চিত ও অন্যবিধ বোধ হইতেছে ; কিন্তু তাহাতে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। এক্ষণে শুন, তুমি মস্তকে অঞ্জলি স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জানাইবে যে, এ হতভাগিনী প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভাময় তাঁহার মুখচন্দ্রখানি স্বচ্ছন্দভাবে দেখিয়া, নয়নের মহোৎসব সম্পাদন করিতে পারে নাই। দুর্ব্বার দুঃখে ধৈর্য্যনাশ হইলেও মিথ্যা মনোরথে এতদিন হৃদয়টি ধারণ করিয়াছিল। তাহার শরীর-সন্তাপ সখীগণের দুঃসহ হইলেও, সে কিন্তু বারংবার তাহা সহ্য করিয়াছে ; চন্দ্রাতপ ও মলয়-মারুত প্রভৃতি অনর্থ সকলও অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। পরিশেষে সে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়ে। আর প্রিয়-সখি, তুমিও আমায় মনে রাখিবে। শ্রীমাধবের স্বহস্তরচিতা এই মনোহরা বকুলমালাকেও মালতীর সমান দেখিবে এবং সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে।”

এই বলিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে বকুলমালা উন্মোচন করিয়া মাধবের গলে পরাইয়া দিলেন এবং তিনি লবঙ্গিকা নহেন জানিয়া ভয়ে কম্পিতা হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে মালতীর গাঢ়ালিঙ্গনে মাধবের মনে হইল যেন, কর্পূর, হরিচন্দন, চন্দ্রকান্তমণির দ্রব ও শৈবালমৃণালাদি হিমদ্রব্যরাশি মিলিত হইয়া তাঁহার অঙ্গে নিষিক্ত হইল।

মালতী বলিতেছিলেন,—"লবঙ্গিকাও অবশেষে আমাকে প্রতারণা করিল!"

তাহা শুনিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি কেবল নিজেরই মনোবেদনা অনুভব করিতেছ, পরের দুঃখের কথা কিছুমাত্র অবগত নহ। তাই বলিতেছি, তুমিই তিরস্কারের যোগ্য। আর আমি উদ্দাম দেহদাহজ্বরে তোমার মিলনকল্পনায় বেদনা দূর ও তোমারই স্নেহবিশ্বাসে জীবন ধারণ করিয়া কোনরূপে দিনযাপন করিতেছি।"

ইহাতে লবঙ্গিকা মালতীকে কহিল,—"সখি, তোমার উপযুক্ত তিরস্কারই হইয়াছে।"

কলহংস বলিয়া উঠিল,—"এ আয়োজনটি রমণীয় বটে।"

মকরন্দ মালতীকে বলিতে লাগিলেন,—"মহাভাগে, সত্য সত্যই তোমাকে স্নেহময়ী জানিয়া, প্রিয়বয়স্য জীবন ধারণ করিয়া এ কয়দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। এক্ষণে মঙ্গলসূত্র-ভূষিত তোমার করগ্রহণের অনুগ্রহে ইনি আনন্দলাভ করুন এবং আমাদেরও অভিলাষ সফল হউক।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"যে জন হৃদয়ে স্বয়ংগ্রহণের সাহস অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নয়, তাহার গ্রহণের আবার বিচার কেন?"

মালতী কিন্তু কুমারীজনের বিরুদ্ধাচরণ ঘটিতেছে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত হইতে লাগিলেন।

সহসা কামন্দকী উপস্থিত হইয়া মালতীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্রি, কাতরে, এ কি ?"

মালতী তখন কাঁপিতে কাঁপিতে পরিব্রাজিকাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কামন্দকী তাঁহার চিবুক তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যাহার তোমাতে ও তোমার যাহাতে প্রথমে চক্ষূরাগ, পরে মনের একাগ্রতা, অবশেষে পরস্পরের তনুগ্লানি সংঘটিত হয়, এই সেই প্রিয়তম। তাই বলি সুবদনে, জড়তা পরিত্যাগ কর, বিধাতার প্রযত্ন সফল এবং কামও সকাম হউক।"

লবঙ্গিকা একটু পরিহাস করিয়া কহিল,—"ভগবতি, আমার মনে হয়, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানভ্রমণ ও প্রচণ্ড ভুজদণ্ডে পাষণ্ডনিপাত দেখিয়া ইঁহাকে সাহসিকবোধে প্রিয়সখী কম্পিত হইয়া উঠিতেছেন।"

মকরন্দ মনে মনে লবঙ্গিকাকে সাধুবাদ দিয়া বলিতেছিলেন,—"অবসর বুঝিয়াই লবঙ্গিকা গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের কথাটি উল্লেখ করিয়াছে।"

মালতী তখন 'হা পিতঃ, হা মাতঃ' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অশ্রুমোচন করিতে করিতে কামন্দকী মাধবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বৎস, যে অমাত্য ভূরিবসুর চরণাঙ্গুলিতে সামন্তগণের মুকুট বিলুণ্ঠিত হয়, তাঁহার অপত্যরত্ন এই মালতীকে সদৃশসংযোগ-নিপুণ বিধাতা, মদন এবং আমিও তোমায় সম্প্রদান করিতেছি।"

তাহা শুনিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতীর প্রসাদে আমাদেরও মনোরথ সফল হইল।"

মাধব পরিব্রাজিকার অশ্রুমোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির প্রীতি যতই পরিণত হয়, ততই রমণীয় হইয়া উঠে। আমিও নানা কারণে তোমার মান্যা; তাই বলিতেছি, আমার পরোক্ষে মালতীর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহরূপ করুণাপ্রকাশে যেন বিরত না হও।"

এই বলিয়া তিনি মাধবের পদতলে নিপতিত হইতে ইচ্ছা করিলে, মাধব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতী দেখিতেছি, বাৎসল্য-প্রভাবে সম্বন্ধ অতিক্রমেও উদ্যত হইয়াছেন।"

মকরন্দ তখন পরিব্রাজিকাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবতি, আপনাদের এই মালতী মহাকুলপ্রসূতা, নয়নোৎসবকরী, পরিণতপ্রেমময়ী এবং গুণোজ্জ্বলা। এ সকলের এক একটিই আমাদের পক্ষে গুরুতর বশীকরণ। ইহার পর আর কি বলিব?"

তখন মালতীকে গ্রহণ করিবার জন্য কামন্দকী মাধবকে আদেশ করিলেন; মাধবও তাঁহার আদেশ-পালনে সম্মত হইলেন।

তাহার পর পরিব্রাজিকা মালতী-মাধবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পতিই স্ত্রীগণের প্রিয়তম বস্তু, সখা, বন্ধুসমূহ, অভিলাষসকল, নিধি ও জীবন। আবার ধর্ম্মপত্নীও পুরুষদিগের তাহাই। বৎসে ও বৎস, ইহাই যেন তোমাদের জ্ঞাত থাকে।"

মকরন্দ ও লবঙ্গিকা কামন্দকীর এ কথায় অনুমোদন করিলেন।

এইরূপে মালতী-মাধবের মিলন ঘটাইয়া কামন্দকী নন্দনকে প্রতারিত এবং মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মিলন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। মকরন্দকে স্বীয় পরিণয়-সম্পাদনের জন্য পরিব্রাজিকা তাঁহাকে মালতীর বিবাহবেশে সজ্জিত হইবার আদেশ দিয়া, তাঁহার হস্তে পেটকটি প্রদান করিলে, মকরন্দ পরিব্রাজিকার নিদেশ পালন করিলেন।

মাধব এরূপ কার্য্য সুকর হইলেও ইহাতে মকরন্দের অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে জানাইলে, কামন্দকী উত্তর দিলেন,—'তোমার সে চিন্তার প্রয়োজন নাই।'

অল্পক্ষণ পরেই মকরন্দ আসিয়া হাসিতে হাসিতে মাধবকে কহিলেন,—"এই দেখ, সখে, আমি মালতী হইয়াছি।"

মাধব মকরন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, উপহাস-সহকারে কামন্দকীকে বলিলেন,—"ভগবতি, নন্দন অতি পুণ্যবান্। কারণ, সে মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ প্রিয়ার অভিলাষ করিবে।"

তাহার পর পরিব্রাজিকা মালতী-মাধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা এক্ষণে বিবাহমঙ্গল সম্পাদনের জন্য এখান হইতে বাহির হইয়া গহন বনপথে আমার আশ্রমের পশ্চাৎ বৃক্ষবাটিকায় গমন কর। সেখানে অবলোকিতা বিবাহের দ্রব্যজাত সাজাইয়া রাখিয়াছে। আর বলিতেছি, গাঢ়োৎকণ্ঠায় কেরল-বধূগণের কঠোর কপোলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ পত্রে শোভিত, তাম্বূলী-লতায় বেষ্টিত, ফলভরে অবনত পূগক্রমে মনোহর, বদরীফল-ভক্ষণে প্রীত পক্ষিগণের রবে পরিপূর্ণ এবং পবনচালিত জম্বীরবেষ্টনে ভূষিত সেই উদ্যানবাটিকা তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করিবে। তথায় মকরন্দ-মদয়ন্তিকার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।"

হর্ষসহকারে মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"কল্যাণের উপর আবার কল্যাণ-বর্ষণ হউক।"

কলহংস কহিল,—"আমাদের ভাগ্যে কি তাহা ঘটিবে?"

মাধব উত্তর দিলেন,—'উহাতে তোমার সন্দেহের কোন কারণ নাই।'

লবঙ্গিকা মালতীকে বলিল,—"সখি, শুনিলে ত?"

তখন কামন্দকী মকরন্দ ও লবঙ্গিকাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হই-

লেন। লবঙ্গিকাকে যাইতে দেখিয়া মালতী বলিলেন,—সখি, তুমিও কি যাইবে?"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—"এক্ষণে আমাদের এখান হইতে যাইতে হইবে বটে।"

তাহার পর কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও মকরন্দ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিদাঘতপ্ত করীর সরসী হইতে আমূলকণ্টকিত সরস নালে স্থিত সিক্তদল মনোহর রক্তপদ্ম আকর্ষণের ন্যায় অনুরাগক্লিষ্ট মাধবও মালতীর আকক্ষ-রোমাঞ্চিত কোমলবাহু আর্দ্রাঙ্গুলি-রমণীয় আরক্ত কর গ্রহণ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৭)

মকরন্দের সুন্দর শরীরে মালতীর বেশ সন্নিবেশিত হওয়ায়, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। নন্দন বধূভবনে আসিয়া মালতীবেশী মকরন্দের পাণিগ্রহণ করিলেন; পরিব্রাজিকার কৌশলে মকরন্দ অমাত্য-গৃহে গুপ্তভাবেই রহিলেন; তাহার পর সকলে নন্দনের বাটীতে আসিলেন; কামন্দকী নন্দনকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন; লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা মকরন্দের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মিলনের চেষ্টায় ছিলেন।

নববধূর আগমনে পরিজনবর্গ অকালে কৌমুদীমহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, সেই অবসরে প্রদোষসময়ে তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্থির করিলেন। কিন্তু নন্দন মদনব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সময়ে বধূগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মালতীবেশী মকরন্দকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, পরিশেষে পাদবন্দনা

পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নবপ্রণয়িনী অনুকূলা না হওয়ায়, নন্দন তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে, মকরন্দ তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম প্রদান করিলেন। তখন নন্দন ক্রোধে ও দুঃখে স্খলিতবচনে ও স্ফুরিতনয়নে দিব্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'যে আপন কৌমার বন্ধক দিয়াছে, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া তিনি বাসভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিতা এই সুযোগে লবঙ্গিকাকে মকরন্দের নিকট রাখিয়া মদয়ন্তিকাকে সেখানে আনিবার জন্য তাঁহার নিকট চলিলেন।

মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতার নিকট বরবধূর কথা কিছু কিছু শুনিয়া, বধূগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এ দিকে মকরন্দ লবঙ্গিকাকে বলিতেছিলেন,—"লবঙ্গিকে, ভগবতী বুদ্ধরক্ষিতার প্রতি যে কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কি সফল হইবে?"

লবঙ্গিকা উত্তর দিয়া কহিল,—"তাহাতে আপনার সন্দেহের কারণ নাই। অধিক কি, ঐ শুনুন, নূপুরের শব্দ হইতেছে। বুদ্ধরক্ষিতা আপনাদের এই ব্যাপারের ছলে মদয়ন্তিকাকে লইয়াই আসিতেছে। আপনি উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ ঢাকিয়া নিদ্রিতের ন্যায় হইয়া থাকুন।"

আসিতে আসিতে মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিতেছিলেন,—"সখি, সত্য সত্যই কি মালতী আমার ভ্রাতাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে?"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন, 'তাহাই যথার্থ।'

মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"তবে ত দেখিতেছি, অত্যাহিত ঘটিয়াছে। চল, এক্ষণে গিয়া বামশীলা মালতীকে ভৎর্সনা করি।"

তাহার পর তাঁহারা দুই জনে বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সখি, তোমার প্রিয়সখী নিদ্রিতা কি না, জান দেখি?"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—"সখি, তাঁহাকে আর জাগাইও না। প্রিয়সখী অনেকক্ষণ বিমনা থাকিয়া, এইমাত্র একটু ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছি, এস, ধীরে ধীরে এই শয্যাপার্শ্বে উপবেশন কর।"

শুনিয়া মদয়স্তিকা কহিলেন,—"এই বামশীলা আবার বিমনা হইল কেন?"

লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—"আহা! তোমার ভ্রাতার ন্যায় নববধূর বশীকরণে চতুর, রসিক, মধুরভাষী, প্রণয়ী, শান্ত বর লাভ করিয়া, আমার প্রিয়সখী বিমনা না হইয়া কি করিবেন?"

তাহাতে মদয়স্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলেন,—"সখি, দেখ, আমরাই এখন বিপরীত তিরস্কার লাভ করিতেছি।"

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিলেন,—"ইহা বিপরীত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।"

মদয়স্তিকা তাহা কিরূপ জানিতে চাহিলে, বুদ্ধরক্ষিতা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মালতী যে চরণপতিত স্বামীর প্রতি সম্মান দেখায় নাই, তাহা লজ্জাবশে বলিয়াই বোধ হয়। তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করাও যাইতে পারে। কিন্তু প্রিয়সখি, তোমার ভ্রাতা নববধূ সমাগমের বিরুদ্ধ সাহসপ্রদর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়া, পরে অস্বাভাবিক ভাবে মহত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া যে অনুচিত বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরাই তিরস্কারের যোগ্য। 'নারীগণ কুসুমসদৃশ; মৃদুভাবেই তাহাদিগকে ব্যবহারে আনিতে হয়। তাহাদের অভিপ্রায় না জানিয়া বলপ্রয়োগের উপক্রম করিলে, তাহারা মিলনে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে।' ইহাই প্রেমসূত্রকারগণের উক্তি।"

লবঙ্গিকাও অশ্রুমোচন করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঘরে ঘরে পুরুষেরা

কুলকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু কেহই লজ্জাশীলা, নিরাঁহা, সরলা ও সুন্দরস্বভাবা কুলবালাকে প্রভুত্ব দেখাইব বলিয়া বাক্যানলে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে না। এ সকল মহাপমান হৃদয়ের শল্যস্বরূপ ও আমরণ স্মরণপথে উদিত হইয়া দুঃসহ হইয়া উঠে এবং পতিগৃহবাসে বিরাগ জন্মাইয়া দেয়। সেই জন্য স্ত্রীজন্ম আত্মীয়স্বজনের নিকট নিন্দনীয় বলিয়াই মনে হয়।”

সে কথায় মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলেন,—“সখি, প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে অত্যন্ত সন্তপ্ত দেখিতেছি। আমার ভ্রাতা কি কোন গুরুতর বাক্যাপরাধ করিয়াছেন?”

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিয়া কহিলেন,—“তাহাই বটে। আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি মালতীকে বলিয়াছেন, ‘যে আপনার কৌমার বন্ধক দিয়াছে, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই’।”

শুনিয়া মদয়ন্তিকা কানে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“কি অমর্য্যাদা! কি অনবধানতা! সখি লবঙ্গিকে, এখন তোমাকে মুখ দেখাইতেও লজ্জা-বোধ হইতেছে। তাহা হইলেও সখীস্নেহে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।”

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—“আমি তোমারই। যাহা ইচ্ছা, অসঙ্কোচে বলিতে পার।”

তখন মদয়ন্তিকা বলিতে লাগিলেন,—“আমার ভ্রাতার দুঃশীলতা ও অনুচিত ব্যবহার থাকুক, তথাপি তিনি যখন তোমার প্রিয়সখীর ভর্ত্তা, তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তিরই অনুসরণ করা উচিত। তোমরা যে তাঁহার নীচজনের ন্যায় তিরস্কারের মূল না জান, এমন নহে।”

লবঙ্গিকা কহিল,—“তোমার ভ্রাতা কথার ভঙ্গীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি আর জানি না?”

মদয়ন্তিকা বলিলেন,—“আমি যাহা বলিতেছি, শুন। মাধবের প্রতি

মালতীর তারামৈত্রক অনুরাগের প্রবাদ সকল লোকের নিকট অধিক পরিমাণে প্রচার হইয়া পড়িয়াছে; সেই জন্য এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাই বলিতেছি প্রিয়সখি, যাহাতে মালতীর হৃদয় হইতে তাঁহার ভর্ত্তার প্রতি উপেক্ষা উন্মূলিত হয়, তাহারই চেষ্টা কর; নতুবা অত্যন্ত দোষ ঘটিবে। এরূপ দূষণীয় অনুরাগের জন্য নির্লজ্জা ও কঠোরা কুলকন্যাগণ লোকের মনে কষ্ট দিয়া থাকে।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"তুমিও দেখিতেছি অতি অসাবধান এবং মিথ্যা লোকপ্রবাদেও মোহিত হইয়া পড়িয়াছ। তুমি দূর হও, তোমার সহিত আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

তখন মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি, ক্ষমা কর। আমি তোমাদিগকে স্পষ্টভাবে না বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না। আমরা সত্য সত্যই মালতীকে মাধবগতপ্রাণা বলিয়া জানি। মালতীর কৃশ ও পরিণত কেতকীগর্ভের ন্যায় ধূসর অঙ্গে মাধবের স্বহস্তরচিত বকুলমালা যে জীবনস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা কে না জানে? আর মাধবের শরীরটিও যে প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষীণ ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কি আমরা জানি না? সে দিন কুসুমাকর উদ্যানের পথমুখে যখন উভয়ের মিলন ঘটিল, তখন বিলাসে উল্লসিত, কৌতূহলে উৎফুল্ল ও প্রসারিত নয়নোৎপলের স্নিগ্ধ চারুতারার প্রকাশে, অনঙ্গনাট্যাচার্য্যের উপদেশে যখন তাহাদের দৃষ্টি চতুর, মুগ্ধ ও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তুমিও কি লক্ষ্য কর নাই? আবার যখন আমার ভ্রাতার দানের কথা শুনিয়া উচ্ছলিত গভীরাবেগে উভয়ের দেহশোভা মলিন হইয়া উঠিল এবং হৃদয়ের মূলবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাও কি স্মরণ হয় না? ইহা ব্যতীত আরও মনে হইতেছে।"

সে কথায় লবঙ্গিকা বলিল,—"আরও কি আছে, শুনি।"

তখন মদয়ন্তিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"তবে বলি, শুন, যখন আমার সেই মহানুভব জীবনদাতার চৈতন্যলাভের কথা মালতীর নিকট শুনিয়া, ভগবতীর বচনকৌশলে মাধব আপনার মনঃ-প্রাণ পারিতোষিক-স্বরূপ মালতীকে স্বয়ংগ্রহণ করিতে বলিলেন, তখন তুমিই লবঙ্গিকা না বলিয়াছিলে, এই প্রসাদ আমার প্রিয়সখীরও অভীষ্ট বটে ?"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"কে সেই মহাভাগ, তাঁহাকে ত মনে পড়িতেছে না।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি, মনে করিয়া দেখ, সে দিন বিকট দুষ্ট ব্যাঘ্ররূপী যমের গোচরে নিপতিতা অশরণা আমাকে যে অকারণ-বান্ধব জীবনদাতা সেই যমসমীপে আসিয়া সকলভুবনসার নিজদেহ উপহার প্রদানের সাহসে আমাকে পীবর ভুজদণ্ড দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি আমারই জন্য করুণাবশে নিজ বিশাল বক্ষঃস্থলে দশনাঘাত সহ্য করিয়া, রুধিরধারায় প্রস্ফুটিত জবাকুসুমমালার ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন, অবশেষে সেই মহারাক্ষস শ্বাপদটাকে নিহত করিয়া ফেলেন, তাঁহারই কথা বলিতেছি।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"তবে কি মকরন্দ ?"

মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"প্রিয়সখি, কি বলিলে ?"

লবঙ্গিকা আবার বলিল,—"মকরন্দের কথা বলিতেছি।"

শুনিতে শুনিতে মদয়ন্তিকার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তখন লবঙ্গিকা মদয়ন্তিকার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা যেন মানিয়া লইলাম। কিন্তু তোমার ন্যায় বিশুদ্ধ ও সরল কুলকন্যাজন কথামাত্র শুনিয়া যে অকস্মাৎ বিহ্বল ও কদম্ব-গোলকের ন্যায় হইয়া উঠিল, সে বিষয়ে কি বলিব, বল দেখি ?"

সে কথায় মদয়ন্তিকা কিছু লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি, আমাকে উপহাস করিতেছ কেন? যে আত্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি কৃতান্ত-কবলিত আমার জীবনটি ফিরাইয়া আনিয়া মহোপকার সাধন করিয়াছেন, কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নামগ্রহণে ও স্মরণে আমি যে শীতল হইয়া উঠি, সে কথা নিশ্চয়ই বলিব। যখন সেই মহাভাগ গাঢ় প্রহারের বেদনায় স্বেদাক্ত-কলেবরে, মুকুলিত নেত্রনীলোৎপলে ভূমিতলে অসিলতা স্থাপন করিয়া দেহভার বহন করিতেছিলেন ও কেবল মদয়ন্তিকার নিমিত্তই দুর্লভ জীবলোক পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা ত নিজ চক্ষেই দেখিয়াছ।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার শরীরে স্বেদচিহ্নাদির বিকাশ হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়সখীর শরীরেই মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত হইতেছে।"

মদয়ন্তিকা তাহার উত্তরে বলিলেন,—"তুমি দূর হও, আমি তোমাদের বিশ্বস্ত আলাপনেই পুলকিত হইয়া উঠিতেছি।"

সে কথায় লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,—"সখি মদয়ন্তিকে, যাহা জানিবার, আমরা তাহা জানি। ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নাই। এস, বিশ্বাসভরে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হই।"

শুনিয়া বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে বলিলেন,—"সখি, লবঙ্গিকা ভালই বলিয়াছে।"

মদয়ন্তিকার মনে তাহাই জাগিতেছিল; তিনি তখন বলিয়া ফেলিলেন,—"আমি এখন তোমাদেরই অধীন।"

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তুমি কিরূপে সময় কাটাও বল দেখি?"

মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তবে শুন, প্রিয়সখী বুদ্ধ-

রক্ষিতার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া বিশ্বাসবশে আমার অনুরাগ প্রগাঢ় হইয়া উঠে। ক্রমে হৃদয় কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও মনোরথে পূর্ণ হইতে লাগিল। তাহার পর বিধিনির্দ্দেশে দর্শনলাভ ঘটিলে, দুর্ব্বার দারুণ মদনানলে সন্তাপিত আমার জীবন গতপ্রায় হয়। সে আগুন বাড়িতে বাড়িতে সর্ব্বাঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহার দুঃসহ যন্ত্রণা দেখিয়া সখীগণ বিমনা হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করায়, আমি মরণরূপ সুলভ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিতাম; কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতা আশ্বাসবাক্যে উদ্বেগ বর্দ্ধিত করায়, সংশয়-পূর্ণ চিত্তে দশা-পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি। সঙ্কল্প ও স্বপ্নসময়ে মনোরথোন্মাদে মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। তিনিও তখন প্রিয়সখি, বর্দ্ধিত-বিস্ময়ে অস্থির, চঞ্চল, বিস্তারিত মদভরে ঘূর্ণিতের ন্যায় ললিত নয়নকমলে আমাকে নিরীক্ষণ করেন। আবার যেন অরবিন্দ-কেসর-ভক্ষণে সুরভিতকণ্ঠ রাজহংসের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আমাকে 'প্রিয়ে মদয়ন্তিকে' বলিয়া আহ্বান করিয়া, উত্তরীয়াঞ্চল আকর্ষণে প্রবৃত্ত হন। আমি ভীত ও কম্পিত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইলে, উরুদেশে মেখলা জড়াইয়া যায়, তখন গমনে অশক্ত হইয়া পড়ি। তিনি পরিহাস করিতে করিতে আমাকে ব্যাঘ্রনখস্বরূপ পত্রাবলিশোভিত বক্ষঃস্থলে টানিয়া লন ও বাম কপোলে মধুর অধর স্পর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলেন। আমি তখন ভয় ও আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠি; নয়নযুগল স্তিমিত ও বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। মিলন প্রগাঢ় হইয়া উঠিলে, মন্দভাগিনী আমি সহসা জাগরিত হইয়া পড়ি এবং জীবলোক শূন্যারণ্যের ন্যায় মনে করি।"

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"সখি, সত্য বল দেখি, তখন বুদ্ধরক্ষিতা স্নেহভরে সস্মিতভাবে তোমায় দেখিতে থাকে কি না এবং তুমি তোমার পরিজনের নিকট আত্মগোপনের চেষ্টা কর কি না?"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"তুমি দূর হও; কেবল মিথ্যা পরিহাসেই তোমার মতি।"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিয়া উঠিলেন,—"সখি মদয়ন্তিকে, মালতীর প্রিয়সখী এই সকল কথা বলিতেই ভাল জানে।"

তাহাতে মদয়ন্তিকা বলিলেন,—"সখি, মালতীকে এইরূপ উপহাস কর কেন?"

তাহার পর বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"সখি, যদি বিশ্বাস ভঙ্গ না কর, তবে তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"সখি, কখনও প্রণয়ভঙ্গে অপরাধিনা হইতে দেখিয়াছ কি? তুমি ও লবঙ্গিকা এক্ষণে আমার হৃদয়স্বরূপ।"

তখন বুদ্ধরক্ষিতা বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, আবার যদি মকরন্দ কোনরূপে তোমার নয়ন-পথে পতিত হন, তাহা হইলে তুমি কি কর বল দেখি?"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিয়া কহিলেন —"তাহা হইলে তাঁহার এক একটি অবয়বে চক্ষু দুইটিকে চিরনিশ্চল রাখিয়া সুশীতল করিয়া তুলি।"

বুদ্ধরক্ষিতা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আর যদি সেই পুরুষোত্তম মদন-প্রেরিত হইয়া তোমাকে কন্দর্প-জননী রুক্মিণীর ন্যায় স্বয়ংগ্রহণে সহধর্মচারিণী করিয়া বসেন, তাহা হইলে কেমন হয় বল দেখি?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"কেন এরূপ আশ্বাস দিতেছ?"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন,—"না না সখি, বল।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"হৃদয়াবেগের সূচক দীর্ঘনিশ্বাসই তাহা বলিয়া দিতেছে।"

মদয়ন্তিকা বলিতে লাগিলেন,—"সখি, তিনি আপনাকে পণ দিয়া,

দুষ্ট শার্দ্দূলের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া যে শরীর কিনিয়া লইয়াছেন, আমি তাহার কে?"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"এ কথা কৃতজ্ঞতার অনুরূপই বটে।"

বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন,—"ইহাই যেন স্মরণ থাকে।"

সেই সময়ে দ্বিতীয় প্রহরের ঘটিকাবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তখন মদয়ন্তিকা কহিলেন,—"আমি তবে যাই এবং ভ্রাতাকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়া, মালতীর পায়ে ধরিয়া প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে বলি।"

এই বলিয়া তিনি যেমন উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইবেন, অমনি মকরন্দ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। মদয়ন্তিকা তাঁহাকে মালতী মনে করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সখি মালতি, নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে কি?"

তাহার পর মকরন্দকে বুঝিতে পারিয়া সানন্দে ও সভয়ে বলিলেন,—"এ যে আর এক ব্যাপার ঘটিল দেখিতেছি।"

তখন মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি, ভয় পরিত্যাগ কর; তোমার ক্ষীণ কটি বক্ষোভারের কম্প সহ্য করিতে পারিতেছে না; তুমি যাহার প্রণয়ানুগ্রহের কথা বলিতেছিলে, এই সেই তোমার সঙ্কল্প-সুখে পরিচিত দাস উপস্থিত।"

বুদ্ধরক্ষিতা তখন মদয়ন্তিকার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"যাহাকে সহস্র সহস্র মনোরথে বরণ করিয়াছ, এই সেই প্রিয়তম। অমাত্যভবনে এক্ষণে লোকসকল সুপ্ত ও প্রমত্ত, অন্ধকারও প্রগাঢ়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মণি-নূপুর উপরে তুলিয়া নীরব করিয়া দাও; এস, আমরা পলায়ন করি।"

মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইব?"

বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিলেন,—"যেখানে মালতী আছে।"

মদয়ন্তিকা বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি মালতী আত্মনিবেদন সম্পন্ন করিয়াছে ?"

বুদ্ধরক্ষিতা কহিলেন,—"তাহাই বটে। আর তুমিও না বলিয়াছ, ইনি আপনাকে পণ দিয়া তোমার শরীর কিনিয়া লইয়াছেন ?"

তখন মদয়ন্তিকার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা মকরন্দকে বলিলেন,—"মহাভাগ, প্রিয়সখী আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।"

মকরন্দ তখন বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার সাতিশয় বিজয়-লাভ হইল ; আজ আমার সফল যৌবনের উৎসব-দিবস ; ইহার পর আর কি থাকিতে পারে ? আজ ভগবান্ কামদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বন্ধুকার্য্য সম্পাদন করিলেন। চল, এই পার্শ্বদ্বার দিয়া আমরা বাহির হইয়া যাই।"

এই বলিয়া গোপনে তাঁহারা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইতে যাইতে সকলে সেই নিশীথকালে জনশূন্য রাজপথের রমণীয়তা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সে সময়ে প্রাসাদশিখরের বাতায়নপথে পরিভ্রমণের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উৎকট মদ্যগন্ধে আমোদিত, পুষ্পমালার সৌরভে পূর্ণ, কর্পূর-বাসিত সমীরতরঙ্গ যুবকদিগের নববধূ-সমাগম ব্যক্ত করিতেছিল।

(৮)

কামন্দকীর আশ্রমে মালতী-মাধবের পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল ; তাঁহারা সেইখানেই রহিলেন ; অবলোকিতা তাঁহাদের যত্ন লইতে লাগি-লেন। পরিব্রাজিকা নন্দনের গৃহ হইতে আশ্রমে আসিলে, অবলোকিতা তাঁহার বন্দনাদি করিলেন।

সে দিন মালতী-মাধব গ্রীষ্মের সান্ধ্য স্নান শেষ করিয়া সরোবরতীরে শিলাতলে বসিয়াছিলেন; অবলোকিতা ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট আসিলেন। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল ও চন্দ্রোদয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইল; মদনসুহৃদ নিশীথকালের যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল। পরিশুষ্ক তালীপত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রকিরণ স্ফুরিত হইবামাত্র তিমিররাশি বিদলিত হইয়া গেল; সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালহরী দেখিয়া বোধ হইল যেন, পবনবেগে কেতকীপুষ্পের ঘন পরাগসম্ভার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশতলে মন্দ মন্দ প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে।

পরিণয়ের পর মালতী মাধবের সহিত আলাপাদি করেন নাই; মাধব সে জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন; তিনি কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। মাধব মালতীকে বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে, তুমি সান্ধ্য স্নানে সুশীতলা হইয়াছ, নিদাঘ-শান্তির জন্য যাহা বলি, তাহাতেই তুমি অন্যরূপ মনে কর কেন? আমার প্রার্থনা—যতক্ষণ কবরীর জলবিন্দু ক্ষরিত হইবে, যতক্ষণ বক্ষঃ-স্থল আর্দ্র থাকিবে এবং যতক্ষণ তোমার অঙ্গযষ্টিতে পুলকোদ্গম প্রকাশ পাইবে, ততক্ষণ আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া অনুগৃহীত কর। আমার অনুরোধ ত তুমি শুনিতেছ না; কিন্তু আবার বলিতেছি, ইন্দুকিরণ-চুম্বনে জলনিস্যন্দী চন্দ্রকান্তমণিহারের ন্যায় প্রগাঢ় ভয়-জনিত স্বেদবিন্দুসক্ত তোমার বাহুটি আমার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুল। অথবা তাহা ত দূরের কথা, এ জন কি তোমার আলাপেরও পাত্র নহে? মলয়ানিল ও চন্দ্রকিরণে দগ্ধ এ দেহ তোমার স্পর্শলাভে শীতল নাই হউক, কিন্তু আমত্তকোকিলরবে ব্যথিত আমার কর্ণ দুইটি, কিন্নরকণ্ঠি, তোমার মধুর বচনামৃত পান করুক, ইহাই এক্ষণে অভিলাষ।"

তখন অবলোকিতা মালতীকে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি অত্যন্ত বামশীলা। মুহূর্ত্তমাত্র মাধবকে না দেখিয়া তুমি বিমনা হইয়া উঠ এবং আমাকে বলিতে থাক, 'আর্য্যপুত্র বিলম্ব করিতেছেন, কতক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইব? দেখা পাইলে এবার ভয় পরিত্যাগ করিয়া অনিমেষলোচনে দেখিতে দেখিতে বলিব, আমায় গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আদর কর।' সেই তোমার এই পরিণাম?"

শুনিয়া মালতী অসূয়াভরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; মাধবও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি সর্ব্বতোমুখী নিপুণতা এবং তাঁহার সুভাষিতরত্নকোষই বা কি অক্ষয়!"

তাহার পর তিনি মালতীকে কহিলেন,—"প্রিয়ে! অবলোকিতা সত্য কথাই বলিতেছেন।"

মালতী মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মাধব আবার বলিলেন,—"তোমাকে লবঙ্গিকা ও অবলোকিতার দিব্য, যদি কথা না বল।"

'আমি কিছু জানি না' এইমাত্র বলিয়া মালতী লজ্জিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাধব তাঁহার অর্দ্ধোক্ত ও অর্থশূন্য বাক্যের চারুতায় প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্রুমোচন দেখিয়া অবলোকিতাকে বলিলেন,—"এ কি! বাষ্পজলে মৃগাক্ষীর বিমল কপোল সহসা প্রক্ষালিত হইয়া উঠিল যে! তাহাতে আবার জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন কান্তিসুধা-পানের ইচ্ছায় চন্দ্রদেব কিরণরূপ মৃণালদণ্ড সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

অবলোকিতা বলিলেন,—"সখি, উচ্ছলিত অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া রোদন করিতেছ কেন?"

তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,—"সখি, কত দিন আর প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিব? তাহার সংবাদটি পর্য্যন্তও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।"

মালতী কি বলিতেছেন, মাধব অবলোকিতাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন,—"আপনার শপথে লবঙ্গিকাকে স্মরণ করিয়া তাহার সংবাদের জন্য সখী উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছেন।"

শুনিয়া মাধব কহিলেন,—"আমি এখনই কলহংসকে পাঠাইয়াছি; সে প্রচ্ছন্নভাবে নন্দন-ভবনে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবে।"

তাহার পর আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অব-লোকিতে, মদয়ন্তিকার প্রতি বুদ্ধরক্ষিতার প্রযত্ন কি সফল হইবে?"

অবলোকিতা উত্তর দিলেন,—"ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। আচ্ছা, আপনি যখন ব্যাঘ্রনখাঘাতে কাতর মকরন্দের চেতনালাভ শুনিয়া মালতীকে মন-প্রাণদানে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি কেহ মকরন্দের মদয়ন্তিকালাভের সংবাদ দেয়, তাহা হইলে, আপনি তাহাকে কি পারিতোষিক দিবেন বলুন দেখি?"

শুনিয়া মাধব কহিলেন,—"আমাকে যাহা জিজ্ঞাসার, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

তাহার পর নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, অনুরাগভরে আমার রচিত ও প্রিয়সখীর আনীত যাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রিয়তমা সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং আমার সহিত পরিণয়ের আশা বিসর্জ্জন দিয়া লবঙ্গিকাভ্রমে আমাকে যাহা সর্ব্বস্বরূপে দান করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার প্রথমদর্শনে পরাভবসাক্ষিণী মদনোদ্যানের অলঙ্কার বকুলবৃক্ষের প্রসূনমালাই পারিতোষিক হইবে।"

সে কথায় অবলোকিতা মালতীকে বলিলেন,—"সখি মালতি,

এই বকুলমালা তোমারই প্রিয়তমা ; দেখিও, সহসা যেন ইহা পরহস্তগতা না হয়।”

শুনিয়া মালতী কহিলেন—“প্রিয়সখী ভাল উপদেশই দিয়াছে।”

সেই সময় কাহাদের পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল ; অবলোকিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। মাধব মনোনিবেশ করিয়া কলহংসকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহা জানাইলেন। মালতী তখন বলিয়া উঠিলেন,— ‘মদয়ন্তিকালাভে তুমি বিজয় লাভ করিলে।”

মাধব অমনি মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“ইহা অপেক্ষা আর কি প্রিয় আছে ?”

এই বলিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে বকুলমালা উন্মোচন করিয়া মালতীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

অবলোকিতা বলিতে লাগিলেন,—“বুদ্ধরক্ষিতা ভগবতীর প্রদত্ত কার্য্যভার নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়াছেন।”

তখন মালতীও আনন্দসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—“এই যে, প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে দেখিতেছি।”

মুহূর্ত্তমধ্যে কলহংস, মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা ত্রস্তভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। নন্দনের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিলে, মকরন্দ রক্ষিগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন ; কলহংস মহিলাদিগকে লইয়া আসে। তাই তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

লবঙ্গিকা মাধবকে কহিল,—“মহাভাগ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ; অর্দ্ধপথে মকরন্দকে নগররক্ষীরা আক্রমণ করিয়াছে। সেই সময়ে কলহংসের সহিত দেখা হওয়ায়, তিনি আমাদিগকে ইঁহার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

কলহংস বলিতে লাগিল,—“আমরা এ দিকে আসিতে আসিতে যে

মহান্ কলরব শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, পরকীয় সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে।”

মালতী ও অবলোকিতা বলিয়া উঠিলেন,—“হায়! এককালে হর্ষ ও বিষাদ দুই-ই ঘটিল।”

মাধব মদয়ন্তিকাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“সখি মদয়ন্তিকে, তোমার আগমনে আমাদের গৃহ অনুগৃহীত হইল। সখার পৌরুষ সুপ্রসিদ্ধ, তুমি কাতরা হইতেছ কেন? আর একাকীর প্রতি বহুলোকের আক্রমণ তাঁহার পক্ষে কিছুই নহে। দেখ, যুদ্ধে অতুল-বিক্রমের প্রণয়াভিলাষী সিংহের শব্দায়মান নখরনিকরে ভীষণ, গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদধারায় সিক্ত গজরাজের শিরোস্থিদলনে রত করই এক-মাত্র সহায় হইয়া থাকে। আমি সেই বিক্রমশোভিত প্রিয়সুহৃদের সাহায্যে চলিলাম।”

এই বলিয়া তিনি কলহংসের সহিত উৎকট পরাক্রমসহকারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অবলোকিতাপ্রভৃতি বলিতে লাগিলেন,—“এক্ষণে ইঁহারা দুই জনে অক্ষত-শরীরে ফিরিয়া আসিলে বাঁচি।”

মালতী সত্বর পরিব্রাজিকার নিকট এ ব্যাপার জানাইবার জন্য অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতাকে অনুরোধ করিলেন। আর লবঙ্গিকাকে বলিতে লাগিলেন,—“সখি, তুমি গিয়া আর্য্যপুত্রকে বলিয়া আইস, যদি আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুকম্পা থাকে, তাহা হইলে যেন সাবধান হইয়া চলেন।”

লবঙ্গিকা, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মালতী ও মদয়ন্তিকা দুইজনে মাত্র রহিলেন। কিরূপে সময় কাটাইবেন, মালতী তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না; তিনি কিছু

দূর অগ্রসর হইয়া লবঙ্গিকার পথের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। সেই সময় তাঁহার দক্ষিণচক্ষু স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

গুরুবধের প্রতিশোধ লইবার জন্ত কপালকুণ্ডলা ক্রমাগত সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন; তিনি মালতীমাধবের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন; আজিও তিনি কামন্দকীর আশ্রমে আসিয়াছেন। মদয়ন্তিকার নিকট হইতে মালতী কিছু দূরে আসিয়া পড়ায়, কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া কহিলেন,—"পাপিনি, থাক্, তোকে দেখিতেছি।"

মালতী 'হা আর্য্যপুত্র' বলিবামাত্র তাঁহার বাক্‌রোধ ঘটিল। তখন ক্রোধ ও হাস্যসহকারে কপালকুণ্ডলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ডাক্ ডাক্! তোর প্রিয়তম কোথায়? সেই তপস্বিহন্তা কন্যা-কামুক তোর পতি আসিয়া রক্ষা করুক। শ্যেনপক্ষীর পতনে চকিতা বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় কিসের চেষ্টা করিতেছিস্? অনেকদিন পরে আজ আমার কবলে পড়িয়াছিস্। আয়, তোকে শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দুঃখ দিতে দিতে মারিয়া ফেলি।"

এই বলিয়া মালতীকে লইয়া কপালকুণ্ডলা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন; কেহই ইহা জানিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে মদয়ন্তিকাও মালতীর অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

সহসা লবঙ্গিকা আসিয়া কহিল,—"সখি, আমি লবঙ্গিকা, মালতী নহি।"

মদয়ন্তিকা বলিলেন,—"মাধবের দেখা পাইয়াছ কি?"

তখন লবঙ্গিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—"না না, সখি, তিনি উদ্যান হইতে বাহির হইয়াই কলরব শুনিবামাত্র সগর্ব্বপদক্ষেপে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; কাজেই এ হতভাগিনী ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে শুনিলাম, ঘরে ঘরে গুণানুরাগী পৌরজনেরা মহানুভব মাধব ও সাহসিক

মকরন্দের জন্য বিলাপ করিতেছে। মহারাজও মন্ত্রিকন্যাদ্বয়ের বঞ্চনা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং অনেক প্রবীণ পদাতিক পাঠাইয়া দিয়াছেন ; নিজেও সৌধশিখরে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছেন।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা 'মন্দভাগিনী আমি মরিলাম' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"মালতী কোথায় ?"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"সে তোমার পথপানে চাহিয়া থাকিবার জন্য অগ্রেই বাহির হইয়াছে। আমি পশ্চাৎ আসিয়া তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি না ; বোধ হয়, গহনবনে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।"

লবঙ্গিকা কহিল,—"চল সখি, শীঘ্র গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করি। আমার প্রিয়সখী অতি কাতরাই আছেন ; যে অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহাতে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।"

তাহার পর তাঁহারা মালতীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার কোন উত্তর পাইলেন না।

এ দিকে পদাতিসকল রাজপথে অবিরত তরবারি চালনা করিতেছিল, চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া অস্ত্রসমূহকে উজ্জ্বল, রমণীয় ও ভীষণ করিয়া তুলিতেছিল ; মকরন্দের সম্মুখে যাহারা পড়িতেছিল, তাঁহার নির্দ্দয় প্রহারে তাহারা ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে কলকল রবে আকাশতল প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বলদেব হলদ্বারা সলিলরাশি আকর্ষণ করিতেছেন। মাধবের সমর-সাহসও অতুল। তাঁহার ভীষণ ভুজবজ্রের আঘাতে সৈনিকদিগের হস্ত হইতে অস্ত্রশস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজপথ পদাতিকশূন্য হইয়া গেল।

গুণানুরাগী পদ্মাবতীশ্বর এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সৌধ-শিখর হইতে অবতরণ করিলেন এবং প্রতীহার দ্বারা বিনয়বচনে সকলকে শান্ত করিয়া তুলিলেন। রাজা মাধব ও মকরন্দকে আনাইয়া তাঁহাদের মুখচন্দ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; অবশেষে কলহংসের নিকট হইতে তাঁহাদের বংশপরিচয় শুনিয়া, তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। তাহার পর ক্রোধে ও লজ্জায় মলিনমুখ ভূরিবসু ও নন্দনকে মধুরবচনে সেই ভুবনভূষণ, মহানুভব, প্রিয়দর্শন ও গুণাভিরাম জামাতৃদ্বয়ের লাভে সন্তুষ্ট হইতে বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কলহংস পরিব্রাজিকাকে এই সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে ছুটিয়া আসিল; মাধব ও মকরন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন।

উদ্যানের নিকট আসিয়া মকরন্দ মাধবের লোকাতীত প্রবল তেজের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! সখার ভুজদণ্ডে নিষ্পেষিত বীরগণের কঙ্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; তাহাদের হস্ত হইতে অস্ত্রসকল আকর্ষণ করিয়া তিনি বিক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার পর দুই পার্শ্বে স্তম্ভিত পদাতিসকল পলাইয়া সেই নরমুণ্ড-সমাকীর্ণ সমর-সাগরের পথ করিয়া দিল।"

মাধবও বলিতে লাগিলেন,—"ইহা একটি অনুতাপের বিষয় বটে; দেখ সখে, যাহারা নিশীথোৎসবে জ্যোৎস্নাখচিত, লীলাময়ী ও বিলাসবতী বনিতাসকলের পীতাবশিষ্ট মদ্য পান করিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার ভুজদণ্ডের গুরুতর প্রহারে তাহারাই অবশেষে ভগ্নাস্থি-শরীরে সংসারীদিগকে অসার ও বিকল বলিয়া জানাইয়া দিল। সে যাহা হউক, মহারাজের সৌজন্য কিন্তু চিরস্মরণীয়; আমরা অপরাধী হইলেও নিরপরাধের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে চল, মালতীর নিকট মদয়ন্তিকা-হরণের কথা বলিবে। তোমার কথনসময়ে সস্মিতা মালতীর

বিলোল কটাক্ষে পরাহত, লজ্জায় স্তিমিতনয়ন মুখপদ্মখানি সখী মদয়স্তিকা যখন অবনত করিবেন, তখন সে দৃশ্যটি কতই মধুর বলিয়া বোধ হইবে।”

উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—“এ কি, দীর্ঘিকাপ্রদেশ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে কেন ?”

মকরন্দ তাহার উত্তরে কহিলেন,—“বোধ হয়, আমাদের বিপদে ব্যাকুল হইয়া, তাহারা এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিয়া এক্ষণে গহনবনে আত্মবিনোদন করিতেছে। চল, গিয়া দেখি।”

এই বলিয়া উভয়ে বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে লবঙ্গিকা ও মদয়স্তিকা মালতীকে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“সৌভাগ্যক্রমে আপনাদিগকে অক্ষত-শরীরে দেখিতেছি।”

মাধব ও মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মালতী কোথায় ?”

দুই জনে উত্তর দিলেন,—“মালতী আর কোথায় ? আপনাদের পদশব্দে আমরা মালতী বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম।”

শুনিয়া মাধব বলিতে লাগিলেন,—“আমার হৃদয় যেরূপে সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে, তাহা বলিতে পারিতেছি না ; এক্ষণে তোমরা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বল। পদ্মাক্ষীর অনিষ্ট-চিন্তায় আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, অন্তরাত্মা পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আমার বামচক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে ; তোমাদের কথাও কষ্টকর। হায় ! আমি একেবারেই হত হইলাম !”

তখন মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“আপনার এখান হইতে গমনের পর অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতীর নিকট যাইতে

বলিয়া, আপনাকে সাবধান করিবার জন্য মালতী লবঙ্গিকাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিল। পরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উহার পথপানে চাহিয়া থাকার ইচ্ছায় সে অগ্রেই চলিয়া আসিল। তাহার পর আমরা আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। বনে বনে অন্বেষণ করিতে করিতে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।”

মদয়ন্তিকার কথা শুনিয়া ‘হা প্রিয়ে মালতী’ বলিয়া মাধব বিলাপ করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“আমার যেন অমঙ্গলাশঙ্কা হইতেছে। তাই বলি চণ্ডি, পরিহাস পরিত্যাগ কর; আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। তোমার প্রতি এ জন অনুরক্ত কি বিরক্ত, তাহা কি তুমি জান না? এক্ষণে উত্তর দাও। আমার বিহ্বলহৃদয় যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি অত্যন্ত নির্দ্দয়া।”

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকাও ‘হা প্রিয়সখি, তুমি কোথায়?” এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“বয়স্য, না জানিয়া শুনিয়া এরূপ বিহ্বল হইতেছ কেন?”

মাধব উত্তর দিলেন,—“সখে, মাধবস্নেহে কাতরা হইয়া তিনি যে সকলই করিতে পারেন, তাহা কি তুমি জান না?”

মকরন্দ আবার বলিলেন,—“তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি ভগবতীর নিকট গিয়াছেন। চল, গিয়া দেখি।”

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা বলিয়া উঠিলেন,—“তাহাই সম্ভব বটে।”

মাধব ধীরে ধীরে কহিলেন,—“তবে তাহাই হউক।”

তাহার পর সকলে পারিব্রাজিকার নিকট অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে মকরন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“আমাদের সখী ভগবতীর আশ্রমে গিয়াছেন কি না, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায়

ফিরিয়া আসিবেন কি না, ইহাই আশঙ্কা হইতেছে। বান্ধব, সুহৃৎ ও প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গমাদির সুখ প্রায়ই সৌদামিনীস্ফুরণের ন্যায় চঞ্চল হইয়া থাকে।”

(৯)

সৌদামিনী কামন্দকীর পূর্ব্বশিষ্যা; তিনি শ্রীপর্ব্বতে যোগানুষ্ঠান করিতেন; কপালকুণ্ডলা মালতীকে তথায় লইয়া গেলে, সৌদামিনী তাঁহার হস্ত হইতে সেই সরলপ্রাণার উদ্ধারসাধন করেন। এক্ষণে মাধবকে আনিয়া মালতীর সহিত মিলনের জন্য তিনি আকাশমার্গে পদ্মাবতী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাধবের রচিত বকুলমালাগাছিও ছিল।

গিরি, নগর, গ্রাম, নদী ও অরণ্য সকলের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে সৌদামিনী পদ্মাবতীতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং দেখিতে লাগিলেন যে, পদ্মাবতী নীলস্বচ্ছতোয়া ও বিশালকায়া সিন্ধু ও পারার বেষ্টনচ্ছলে যেন উত্তুঙ্গ সৌধ, দেবমন্দির, পুরদ্বার এবং অট্টালিকাদির সংঘর্ষণে বিদীর্ণ ও অধঃপতিত অন্তরীক্ষ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার ললিত তরঙ্গভঙ্গে লবণাম্বুও শোভা পাইতেছে; মেঘোদয়ে গর্ভবতী গাভীকুলের প্রিয় শ্যামতৃণে আচ্ছন্ন তাহার সুখদ সমীপবনপংক্তি লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। রসাতল-বিদারক সিন্ধুর তটপ্রপাতও তাঁহার লক্ষ্য হইতে লাগিল। তাহার তুমুলধ্বনি জলগর্ভ-গম্ভীর নবঘনগর্জ্জনের ন্যায় প্রচণ্ড, সীমান্থিত ভূধর-নিকুঞ্জে প্রতিহত হইয়া সেই শব্দ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, যেন তাহাকে হেরম্ব-কণ্ঠধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছে।

চন্দন, অশ্বকর্ণ, বকুল, পাটলাদি তরুরাজিতে গহন, পক্ক বিল্বফলের

গন্ধে সুরভিত, অরণ্য-গিরিভূমি সকল তরুণ কদম্ব, জম্বুপ্রভৃতি বৃক্ষে গাঢ়ান্ধকারময় নিকুঞ্জবেষ্টিত গহ্বরনিচয়ে প্রতিহত গোদাবরী-গুঞ্জনে মুখরিত দক্ষিণারণ্য-ভূধরগুলি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

সিন্ধু ও মধুমতীর সঙ্গমস্থল পবিত্র করিয়া যে ভগবান্ ভবানীপতি স্বয়ম্ভু সুবর্ণবিন্দু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারও মন্দিরচূড়া সৌদামিনীর নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তখন ভক্তিসহকারে সেই দেবাদিদেব, ভুবনভাবন, ভগবান্, নিখিল-নিগম-নিধি, চারু-চন্দ্রশেখর, মদনান্তক আদিগুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার জয় গান করিলেন।

কিছুদূর গমন করিলে, বিশাল শিলামণ্ডিত গিরিবর তাঁহার নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহার উত্তুঙ্গ সানুদেশ অভিনব মেঘজালে শ্যামল দেখাইতেছিল। তথায় হৃষ্ট ময়ূর-ময়ূরীগণ অবিচ্ছিন্ন রবে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। বিচিত্র পক্ষিগণের বাসে কুলায়স্বরূপ বৃক্ষশ্রেণীতে তাহা স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। আবার গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্লূকগণের প্রতিশব্দগম্ভীর, নিষ্ঠীবনযুক্ত আরাব-সকল একটি মিলিতধ্বনি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছিল। গজাবদলিত শল্লকী-বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকলের রসোত্থিত শীতল, কটু ও কষায় গন্ধের মিলনও অনুভব হইতেছিল।

সে সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায়, পত্রহীন গামারী বৃক্ষ হইতে টিটির পাখীগুলি সোনালী তরুর নবোদ্গত পত্রচ্ছায়ে ছুটিয়া চলিতেছিল; তীরস্থিত তেঁতুলবৃক্ষের শিরশ্চুম্বন করিয়া পানকৌড়ি সকল জলাশয়াভি-মুখে ধাবিত হইতেছিল; ডাক পক্ষিগণ গাবগাছের কোটরে লীন হইয়া রহিতেছিল; লতাকুলায়ে বসিয়া কপোতনিচয় কূজন করিতে-ছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষতলে বন্য কুক্কুটের দল কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

সৌদামিনী তখন মাধবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধব সে সময়ে মালতীবিরহে পরিচিত স্থানসকল দেখিতে অশক্ত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত বৃহদুপত্যকা-শোভিত পর্ব্বতের বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মাধবের অবস্থা দেখিয়া মকরন্দ সকরুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছিলেন,—"মন তাঁহাকে পাইবার আশা বা আশ্রয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু সে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া এক্ষণে মোহরূপ গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে। বিধি বাম, কাজেই প্রতীকারে অশক্ত পশুর ন্যায় বার বার কেবলই বিপদে পড়িতেছি।"

মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ে মালতি, তুমি কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিরূপে এত শীঘ্র তোমার অবসান ঘটিল? কিছুই জানিতে পারিলাম না। নির্দ্দয়ে, প্রসন্ন হও,—আশ্বাস দাও; মাধব তোমার প্রিয়: কিন্তু তাহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছ না কেন? সেই আমি—যাহাকে তোমার কমনীয় মঙ্গল-সূত্রভূষিত মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় করটি নিজেই আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

তাহার পর মকরন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, আমি যাহা লাভ করিয়াছিলাম, জগতে সেরূপ স্নেহ দুর্লভ। নবকুসুম-সুকুমার অঙ্গে অবিরত-প্রমাথী প্রতিক্ষণ মদনজ্বর সহ্য করিয়া, তিনি তৃণের ন্যায় প্রাণপরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন; আবার করার্পণ-সাহসও দেখাইলেন। ইহার পর আর কি বলিব? বিবাহের পূর্ব্বে আমার প্রতি নিরাশ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিকলকর ও মর্ম্মচ্ছেদব্যথায় কাতর তাঁহার রোদনধ্বনি স্নেহাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, আমাকে যেরূপ পীড়া-তরঙ্গিতচিত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অবশ্য তোমার স্মরণ হয়।

আহা! গাঢ়োদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে; কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে না; বিকল দেহভার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু একেবারে চৈতন্য হারাইতেছে না; অন্তর্দাহে অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে; কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত করিতে পারিতেছে না; মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু জীবনসূত্র ত ছিন্ন হইতেছে না!"

মাধবের ভাব দেখিয়া মকরন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন মাধবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বয়স্য, তপনদেব দারুণ দৈবের ন্যায় অবাধে তোমাকে দগ্ধ করিতেছেন; তোমার শরীরের অবস্থাও এইরূপ; তাই বলিতেছি, এস, এই পদ্মসরসীর নিকট কিছুকাল উপবেশন করি।"

সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মকরন্দ মাধবকে সরসীটি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"উন্নাল-বাল-কমলচয়ের মকরন্দক্ষরণে মিশ্রিত ও পুষ্ট গন্ধ বহন করিয়া, আন্দোলিত তরঙ্গকণাতুষারে মন্দগতি সমীরণ তোমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে।"

তাহার পর উভয়ে অগ্রসর হইয়া উপবেশন করিলে, মকরন্দ মাধবের চিত্ত অন্যদিকে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, মদমত্ত মল্লিকাক্ষ রাজহংসের পক্ষপবনে প্রকম্পিত চঞ্চলনাল শ্বেতপদ্মে ও নীলোৎপলে পরিশোভিত এই সরোবরের শোভাময় অংশগুলি অশ্রুধারার পরিপতন ও পুনরুদ্গমনের অন্তরালে একবার দেখিয়া লও।"

মাধব কিন্তু উৎকণ্ঠিতভাবে উঠিয়া পড়িলেন; তাহা দেখিয়া মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"এ কি, আমার কথা লক্ষ্য না করিয়া বয়স্য যে অন্যদিকে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মকরন্দও উঠিয়া দাঁড়াইলেন

এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখে, প্রসন্ন হও ; দেখ, দেখ, নিকুঞ্জ-ভূষিত নির্ঝরিণীর বেতস-কুসুম-বাসিত সলিলরাশি কেমন বহিয়া যাইতেছে ; তটে যূথিকাপুষ্পের মুকুলসকল কেমন বিকসিত হইয়াছে ; আর প্রস্ফুটিত-কুটজ-কুসুমহাসে শোভিত গিরিশৃঙ্গে সানুদেশ আশ্রয় করিয়া, মেঘজাল ময়ূরের নৃত্যের জন্য যেন চন্দ্রাতপ হইয়া উঠিয়াছে ; কলিকাসমূহ বিকশিত হইয়া পরস্পর পৃথক্ হওয়ায়, কদম্ব তরু সকল শোভাশালী দেখাইতেছে ; তাহারা গিরির প্রান্তদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; দিক্‌সকল মেঘমালায় শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে ; প্রবাহিনীর তীরভূমি প্রস্ফুটিত অঙ্কুরে ভূষিত কমনীয় কেতকী-বৃক্ষে শোভিত হইয়া আছে ; বনস্থলীও শিলীন্ধ্র ও লোধ্র কুসুমের বিকাশচ্ছলে যেন হাস্য করিতেছে।"

মাধব উত্তর দিলেন,—"সখে, দেখিতেছি বটে, কিন্তু অরণ্যগিরি-ভূমিসকল এক্ষণে কষ্ট করিয়া দেখিলেই রমণীয় বোধ হয় ; তাহাতেই বা কি ?"

তাহার পর অশ্রুমোচন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অথবা আর কি হইতে পারে ? উৎফুল্ল অর্জ্জুন ও শালপুষ্পের গন্ধে বাসিত, প্রবল পূর্ব্ববায়ুর আন্দোলনে বিক্ষিপ্ত, ইন্দ্রনীলমণিখণ্ডসম জলদজালে ভূষিত, ধারাসিক্ত-ভূমিগন্ধে সুরভিত এবং গ্রীষ্ম ও শৈত্যের বিগমাগমের মিশ্রণে সুশোভিত দিবসগুলিও মনোরাজ্য অধিকার করিতেছে দেখিতেছি। হা প্রিয়ে মালতি, তরুণ-তমালের ন্যায় সুনীল মেঘমালায় আচ্ছন্ন, শীতল সমীরণে কম্পিত, নব বারিকণায় পূর্ণ, ইন্দ্রধনুঃশোভিত, মদকল-ময়ূররবে মুখরিত দিক্‌সকলের প্রতি এক্ষণে কেমন করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব ?"

এই বলিয়া মাধব শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ও সংজ্ঞা হারাইলেন।

তাহা দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"হায়, বয়স্যের এক্ষণে অতি দারুণ দশাপরিণামই ঘটিল!"

পরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"বজ্রময় আমি কিনা আবার বিনোদনব্যাপার আরম্ভ করিলাম।"

অনন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের মাধবের প্রতি আশা শেষ হইল!"

সভয়ে মাধবের অবস্থা দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! সখা যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন!"

তখন চারিদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মালতি, মালতি, কি আর বলিব, তুমি অত্যন্ত নির্দ্দয়া হইয়া উঠিয়াছ; গুরুজনদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া তুমি ইহার আশায় সাহস অবলম্বন করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার সেই নিরপরাধ প্রিয়জনের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় কোপ করিতেছ কেন? কি! এখনও চৈতন্য হইল না? হায়! বিধাতা আমার সমস্তই অপহরণ করিলেন। মা গো মা, আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে; দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখাইতেছে; অবিরত জ্বালায় অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছি; অন্তরাত্মা বিধুর ও অবসন্ন হইয়া অন্ধতমে যেন নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে; প্রবল মোহে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। মন্দভাগ্য আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বন্ধুসমূহের হৃদয়ে যিনি কৌমুদীমহোৎসব, মালতীনয়নের যিনি মুগ্ধচন্দ্রমা, সেই মকরন্দের আনন্দবর্দ্ধক জীবলোকতিলক অদ্য লীন হইতে চলিলেন! হা বয়স্য মাধব, যে তুমি আমার অঙ্গে চন্দনরস, চক্ষে শারদেন্দু, হৃদয়ে আনন্দস্বরূপ ছিলে, সেই স্বভাবমুগ্ধ তোমাকে কাল আমার জীবনের ন্যায় উন্মূলিত করিতে বসিয়াছে; হায়, আমি হত হইলাম।"

অবশেষে মাধবকে স্পর্শ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অকরুণ, স্মিতোজ্জ্বলা দৃষ্টি বিতরণ কর; অতি দারুণ আমার সঙ্গে কথা কও; মকরন্দ তোমার প্রিয়; কিন্তু সেই অনুরক্তচিত্ত সহচরকে উপেক্ষা করিতেছ কেন?"

ক্রমে মাধবের সংজ্ঞা আসিল; তখন উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে সুনীল নবজলধরের বারিকণাসেকে আমার প্রিয়-বয়স্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন; ভাগ্যে তাঁহার নিরুদ্ধশ্বাস বিমুক্ত হইল।"

মাধব কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"এই বনমধ্যে এক্ষণে কাহাকে দূত করিয়া প্রিয়ার নিকট পাঠাই? এই যে পক্বফলে শ্যাম, জম্বু-নিকুঞ্জ হইতে স্খলিত স্বল্পতরঙ্গা নদীর উত্তরদিকে ও তাহার উপরে বিবিধ আকারে লম্বিত, প্রবীণ তমালের ন্যায় সুনীল নবজলধর গিরি-শিখর আশ্রয় করিয়া আছে দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঊর্দ্ধমুখে মেঘকে লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সৌম্য, তোমার প্রিয়সহচরী বিদ্যুৎ তোমাকে আলিঙ্গন করে কি না? প্রণয়ে প্রসন্ন-বদন চাতকেরা তোমার আরাধনা করে ত? পূর্ব্বসমীরণ সংবাহনাদি ক্রিয়ায় সুখোৎপাদন করিয়া থাকে কি না? ইন্দ্রধনু চারিদিকে শোভা-বিস্তার করিয়া তোমার চিহ্ন প্রকাশ করে ত?"

সেই সময়ে মেঘমন্দ্রে ভূধরকন্দর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; ময়ূর-গণ তাহাতে আনন্দিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া কেকারব করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মাধব মনে করিলেন, মেঘ তাঁহার কথার উত্তর দিতেছে। তখন তিনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্ জীমূত, যদি স্বেচ্ছায় জগতে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ

আমার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিও; তাহার পর মাধবের অবস্থার কথা বলিও। এই সব বলিবার সময় যেন তাঁহার আশাতন্তু ছিন্ন হইয়া না যায়। কারণ, একমাত্র তাহাই সেই বিশালাক্ষীকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিতেছে।"

মেঘ চলিতে আরম্ভ করিল; মাধব তখন সহর্ষে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! উন্মাদ-রাহু শেষে মাধব-চন্দ্রকে অভিভূত করিল? হা তাত, হা মাতঃ, হা ভগবতি, রক্ষা কর, মাধবের অবস্থা একবার দেখ।"

মাধব বলিতেছিলেন,—"প্রমাদে ধিক্, অভিনব লোধ্রকুসুমে প্রিয়ার কান্তি, কুরঙ্গীগণে নয়নভঙ্গি, গজরাজে গতিবিলাস এবং লতাসকলে নম্রতা রহিয়াছে দেখিতেছি। বোধ হয়, এই বনমধ্যে সকলে তাঁহাকে বিভাগ করিয়া লইয়াছে।"

সঙ্গে সঙ্গে 'হা প্রিয়ে মালতি' বলিয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মকরন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হত হৃদয়, যে সুহৃদ্ অশেষ গুণের আধার, প্রিয়তম ও জীবনের অবলম্বন-স্বরূপ, যাঁহার সহিত শৈশবের ধূলিখেলা হইতে প্রগাঢ় মিত্রতা জন্মিয়াছে, তাঁহাকে প্রিয়াবিরহবেদনায় কাতর দেখিয়া, তুমি বিদীর্ণ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছ না কেন?"

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"জগতে বিধাতার নির্ম্মিত বস্তুতে অনুকরণ দুর্লভ নহে। তাহাই হউক, এক্ষণে আমি ভূধরারণ্যবাসী প্রাণিগণকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, তোমরা মুহূর্ত্তকাল আমাকে অবধানদানে অনুগৃহীত কর। আমি বলিতেছি, তোমরা এখানে থাকিয়া, সর্ব্বাঙ্গে স্বভাবসুন্দরী কোন কুলবধূকে

দেখিয়াছ কি? অথবা তাঁহার কি হইয়াছে জান? তাঁহার বয়সের কথা বলি, শুন। মদন তাঁহার মনোমধ্যে প্রগল্‌ভতা আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অঙ্গে সরল বালভাবই দেখাইতেছেন।”

কাহারও উত্তর না পাইয়া হতাশহৃদয়ে মাধব বলিতে লাগিলেন,— “হায়! কি কষ্ট, তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে উর্দ্ধপুচ্ছ ময়ূর কেকা-রবে আমার কথাটি আচ্ছন্ন করিয়া দিল! অন্তরানন্দে বিহ্বল ও মদালস-লোচন চকোর কান্তার অনুসরণ আরম্ভ করিল! কৃষ্ণমুখ বানর কুসুমরেণুতে তাহার প্রিয়ার কপোলদেশ চিত্রিত করিয়া তুলিল! কাহার কাছেই বা যাজ্ঞা করি? কোন স্থলেই যাজ্ঞার অবসর ঘটিতেছে না।”

তাহার পর তিনি বনভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, একস্থানে একটি লোহিতমুখ বানর পক্ক ও বিদীর্ণ দাড়িম্বফলের ন্যায় অধররাগে রঞ্জিত দশনাবলিভূষিত এবং রোচনিকা-কুসুম তুল্য পাণ্ডু গণ্ডে শোভিত প্রিয়ার বদনটি উন্নত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

অন্য স্থানে বটবৃক্ষের স্কন্ধে নিজ স্কন্ধ ও প্রিয়তমার স্কন্ধে শুণ্ডটি রাখিয়া কোন ধন্য বন্যগজ দন্তাগ্রে স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী সহচরীর অঙ্গ কণ্ডূয়ন, পর্য্যায়ক্রমে নিক্ষিপ্ত কর্ণযুগলের সুখদ পবনে বীজন এবং অর্দ্ধভুক্ত নবশল্লকী-কিসলয় তাহার মুখে প্রদান করিয়া পরিচয়-প্রগল্‌ভতা অভ্যাস করিতেছিল। সেখানেও অবসর আছে বলিয়া মাধবের মনে হইল না।

আর একদিকে একটি করী মেঘমন্দ্র শুনিয়াও গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল না; নিকটস্থ সরোবর হইতে শৈবাল আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছিল না। গণ্ডস্থলের মদস্রাবের অভাবে নীরব মক্ষিকা-

কুলে তাহার মুখটিতে দীনভাবই লক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং প্রিয়তমা-বিরহে একান্ত কাতর মনে করিয়া মাধব তাহাকেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন না।

অন্য একটি মত্ত মাতঙ্গযূথপতি সেই সময়ে সরোবরে অবগাহন করিয়া বিহার করিতেছিল। তাহার মধুর গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া সহচরীটি আনন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। সে নববিকসিত অসংখ্য কদম্বপুষ্পের ন্যায় সুরভি ও শীতল গন্ধে পূর্ণ গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদধারায় সরোবরটিকে পঙ্কিল ও কষায় করিয়া তুলিতেছিল; পদ্ম, পদ্মপত্র, মৃণাল, কন্দ প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিতেছিল; তাহার অবিরত কর্ণসঞ্চালনে জলকণা নীহারের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল; তাহাতে সারস, উৎক্রোশ প্রভৃতি জলচর পক্ষী উড়িয়া পলাইতেছিল।

মাধব ইহারই যৌবনের শ্লাঘা করিতে লাগিলেন এবং ইহার কান্তাসেবার চাতুর্য্যও লক্ষ্য করিলেন। হস্তীটি তখন লীলাচ্ছলে উৎপাটিত মৃণালস্তম্ব গ্রাসস্বরূপে প্রদান করিয়া, বিকসিতপদ্মসুবাসিত জলগণ্ডূষ বধূর মুখমধ্যে ঢালিয়া দিতেছিল; আবার শুণ্ড দ্বারা জল-কণা বর্ষণ করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু স্নেহভরে বধূর মস্তকে সরস-নালযুক্ত নলিনীপত্রের ছত্রটি ধারণ না করায়, মাধবের মনে তাহাকে কিছু অরসিক বলিয়া বোধ হইল এবং তাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি তাহাই বলিলেন।

হস্তী কোন উত্তর না দেওয়ায়, মাধব মনে করিলেন, সে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! আমি কি মূর্খ, এই বনচরটার সহিত বয়স্য মকরন্দের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি! হা প্রিয়বয়স্য! তোমা বিনা একাকী আমার এই জীবনধারণদুঃখে ধিক্! যে সৌন্দর্য্যে তোমার উপভোগভাব বা তাহার অভিব্যক্তি নাই,

তাহাকে ধিক্! তোমার সহিত যে দিবসটি উজ্জ্বল না হয়, তাহার ধ্বংস হউক; তোমা বিনা অন্যস্থানে যে প্রমোদমৃগতৃষ্ণিকা জন্মে, তাহাকেও ধিক্!"

সে কথা শুনিয়া মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"উন্মাদমোহে আচ্ছন্ন থাকিয়াও দেখিতেছি, কোন একটি উদ্বোধকে বয়স্যের সহজস্নেহসংস্কার জাগিয়া উঠিয়াছে; তাই আমাকে অসন্নিহিত মনে করিতেছেন।"

তাহার পর তিনি মাধবের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"এই যে মন্দভাগ্য মকরন্দ তোমার পার্শ্বেই রহিয়াছে।"

মাধব কহিলেন,—"প্রিয়বয়স্য, আলিঙ্গনদানে আমাকে কৃতার্থ কর; মালতীর ত আর আশা নাই; আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে মাধব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; মকরন্দ তাঁহার জীবনের অবলম্বনস্বরূপকে কৃতার্থ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,— "হায়! কি কষ্ট! আমার আলিঙ্গনের উৎকণ্ঠা জন্মিতে না জন্মিতেই সখা সংজ্ঞা হারাইলেন। তাহা হইলে আর কিসের আশা? নিশ্চয়ই বয়স্য জীবিত নাই। সখে, স্নেহভরে সন্তপ্ত হৃদয়, তোমার কখন্ কি ঘটিবে ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যে অকারণ ভয় অনুভব করিত, আমার সে সমস্ত একবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল! যে সকল মুহূর্ত্তে তোমাকে অসহ্য দুঃখে কাতর দেখিয়াও চেতন দেখিতাম, তাহারা বরং ভাল ছিল। এক্ষণে কিন্তু তোমার প্রস্থানে আমার নিকট দেহ ভারস্বরূপ হইয়া পড়িতেছে, জীবন বজ্রকীলকের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে, দিক্‌সকল শূন্য দেখাইতেছে, ইন্দ্রিয়সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, কাল কষ্টকর বোধ হইতেছে এবং সমস্ত জীবলোক অন্ধকারময়

হইয়া দাঁড়াইতেছে। তবে কি আমি মাধবের অন্তগমনসাক্ষী হইয়া জীবিত থাকিব? না, তাহা নহে, ঐ গিরিশিখর হইতে পাটলাবতীর বক্ষে পড়িয়া বয়স্যের মরণের পূর্ব্বে আমিই অগ্রসর হই।"

এই বলিয়া কিছু দূর গমন করিয়া, আবার কাতর-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া মাধবকে দেখিয়া, বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই নীলোৎপলদ্যুতি শরীর, যাহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই? আর যাহাকে উল্লসিত বিস্ময়ে পূর্ণ নবপ্রণয়বিলাসে আকুলিত মালতীর দৃষ্টি পূর্ব্বে পান করিয়াছিল? আশ্চর্য্য! এই শরীরে নবীন বয়সে সমস্ত গুণের কিরূপে সন্নিবেশ হইয়াছিল? সখে মাধব, বিমল চন্দ্রমা যেইমাত্র পূর্ণ হইয়া উঠে, অমনি রাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে; ধারাবর্ষী মেঘ জাতমাত্রেই বায়ুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; তরুবর ফলবান্ হইতে না হইতে দাবানলে ভস্মীভূত হয়; তুমিও জগতের চূড়ামণি হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে! বয়স্য গত হইলেও তাঁহাকে একবার আলিঙ্গন করি; তিনিও এই আলিঙ্গনই চাহিয়াছিলেন।"

মকরন্দ মাধবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"হা বয়স্য, বিমলবিদ্যানিধি, গুণগুরু, মালতীর নিজ-গৃহীত জীবিতেশ্বর, কামন্দকী-মকরন্দের আনন্দবর্দ্ধক মাধব, শেষদশা-প্রার্থিত মকরন্দ-বাহুর আলিঙ্গন এখন হইতে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। মকরন্দ মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিবে মনে করিও না। কমলবদন, জন্মাবধি একসঙ্গে আমার সহিত জননীর স্তন্যপান করিয়া এক্ষণে একাকী যে তুমি বন্ধুগণের তর্পণ-জলে তৃপ্ত হইবে, তাহা অযুক্ত।"

তাহার পর মকরন্দ অতিকষ্টে মাধবকে ত্যাগ করিয়া গিরিশিখরে উঠিলেন এবং নিম্নে স্রোতস্বিনী পাটলাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিতে

লাগিলেন,—"ভগবতি সাগরগামিনি, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যেখানে আমার প্রিয় সুহৃদ্ জন্মগ্রহণ করিবেন, সেখানে আমারও যেন জন্ম হয়। আর পরলোকেও যেন তাঁহার অনুচর হই।"

এই বলিয়া যেমন তিনি নদীবক্ষে পতিত হইবার উপক্রম করিবেন, অমনি সৌদামিনী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস, সাহস পরিত্যাগ কর।"

মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে এবং কি জন্য আমাকে নিবারণ করিতেছেন?"

সৌদামিনী বলিলেন,—"আয়ুষ্মন্, তুমিই কি মকরন্দ?"

মকরন্দ উত্তর দিলেন,—"আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি সেই হত-ভাগ্য বটি।"

সৌদামিনী তখন কহিলেন,—"বৎস, আমি যোগিনী; এই দেখ, মালতীর অভিজ্ঞান আনিয়াছি।"

এই বলিয়া বকুলমালা দেখাইলেন। উচ্ছ্বসিতপ্রাণে ও করুণহৃদয়ে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যে, মালতী কি জীবিত আছেন?"

'তাহাই বটে' এই বলিয়া সৌদামিনী উত্তর দিলেন এবং বলিতে লাগি-লেন,—"মাধবের কি কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে? অনিষ্টকর কার্য্যে তোমার নিশ্চয়তা দেখিয়া, আমি কম্পিত হইয়া উঠিতেছি। মাধব কোথায়?"

মকরন্দ বলিলেন,—"আর্য্যে, আমি তাঁহাকে অচেতন দেখিয়া বৈরাগ্যভরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; চলুন, শীঘ্র গিয়া তাঁহার রক্ষার চেষ্টা পাই।"

দুইজনে তখন দ্রুতপদে মাধবের নিকটে ছুটিয়া চলিলেন। সে সময় বর্ষার শীতল বাতাস অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মাধবকে সচেতন করিয়া

তুলিয়াছিল। তিনি আপন মনে বলিতেছিলেন,—"হায়! কে আবার আমার চৈতন্ত আনিয়া দিল? নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই নব জলধরের বারিবিন্দুবর্ষণে প্রভঞ্জনই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে।"

মাধবকে দেখিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভাগ্যে বয়স্য চেতনা লাভ করিয়াছেন।"

সৌদামিনীও তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মালতী ইঁহাদের দুজনের আকৃতির কথা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই দেখিতেছি বটে।"

মাধব পুনরায় পূর্ব্ব-বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবন্ সমীরণ, তুমিই জলগর্ভ মেঘরাজিকে ভ্রমণ করাও, চাতকদিগকে আনন্দিত করিয়া তুল, কেকারবে উদ্‌গ্রীব ময়ূরকুলকে নাচাইতে থাক, কেতকীবৃক্ষ কঠোর কর। আমার ন্যায় বিরহী জন কোনরূপে মূর্চ্ছালাভ করিয়া ব্যথা-নিবৃত্তি করিতেছিল, তাহার আবার সংজ্ঞা-ব্যাধি জাগাইয়া, নির্দ্দয়! এ কি চেষ্টা করিতেছ?"

অমনি মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"অখিলপ্রাণীর জীবন পবনদেব ভালই করিয়াছেন।"

মাধব আবার বলিতে লাগিলেন,—"বায়ুদেব, তথাপি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যেখানে আমার প্রিয়তমা আছেন, সেইখানে বিকসিত কদম্ব-কুসুমের রেণুর সহিত আমার প্রাণটিও লইয়া যাও; অথবা তাঁহার অঙ্গস্পর্শে শীতল কোন একটি বস্তু আমাকে আনিয়া দাও। এক্ষণে তুমিই আমার গতি।"

এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পবনকে প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অভিজ্ঞানদানের অবসর বুঝিয়া, সৌদামিনী মাধবের অঞ্জলিতে বকুল-মালাগাছি ফেলিয়া দিলেন। বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে মাধব বলিয়া

উঠিলেন,—“এ কি! আমার রচিত প্রিয়াবক্ষের আদরের বস্তু মদনোদ্যানের বকুল-কুসুমমালা যে।”

তাহার পর বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—“সন্দেহ কেন? তাহাই বটে; কারণ, তাঁহার মুগ্ধ ইন্দুসুন্দর মুখখানি দেখিয়া অনুরাগে বিশৃঙ্খল কৌতূহলগোপনের জন্য যে ভাগে পুষ্পবিন্যাস ভাল করিয়া করিতে পারি নাই, অথচ তাহাতেই লবঙ্গিকার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাই ত দেখিতেছি।”

মালতী নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন মনে করিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—“প্রিয়ে মালতি, তুমি নিশ্চয়ই এ সব দেখিতেছ; কিন্তু আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না। আমার প্রাণ যেন পলায়ন করিতেছে; হৃদয়ের যেন ধ্বংস হইতেছে; অঙ্গ সকল জ্বলিয়া যাইতেছে; চারিদিক্ হইতে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এক্ষণে ত্বরারই বিষয়, পরিহাসের নহে। তাই বলিতেছি, নয়নের আনন্দ বিতরণ কর; আমার প্রতি নির্দ্দয়া হইও না।”

মাধব চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মালতীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বকুলমালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“বকুল-মালিকা, তুমি প্রিয়তমার প্রিয়তমা ও উপকারিণী; সেই জন্য তোমাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছি। যখন পদ্মাক্ষীর মদন-বেদনা অপ্রতিহত ও দুঃসহ হইয়া দেহ দাহ করিত, তখন তোমারই স্পর্শ আমার আলিঙ্গন-স্বরূপে তাঁহার প্রাণত্রাণ করিয়াছে। আমি এখন তোমার সেই আনন্দমিশ্রিত মদন-জ্বরের উদ্দীপক, গাঢ়ানুরাগ-রসযুক্ত, স্নেহাকর, আমার ও মুগ্ধাক্ষীর কণ্ঠে যাতায়াত অতিকষ্টে স্মরণ করিতেছি।”

এই বলিয়া মালাগাছি হৃদয়ে ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মকরন্দ তখন অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"মকরন্দ, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, কোথা হইতে সহসা মালতীর স্নেহ বহন করিয়া সেই বকুলমালাগাছি আসিয়া পড়িল? তুমিও কি মনে কর না যে, ইহা কোথা হইতে আসিল?"

মকরন্দ কহিলেন,—"এই আর্য্যা যোগেশ্বরী মালতীর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন।"

শুনিয়া মাধব সৌদামিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন এবং করুণভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যে! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমার প্রিয়তমা জীবিত আছেন কি না।"

সৌদামিনী উত্তর দিলেন,—"বৎস, আশ্বস্ত হও, সে কল্যাণী জীবিত আছে।"

উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে মাধব ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্যাপার কি বলুন।"

সৌদামিনী মাধবের অঘোরঘণ্টবিনাশের কথা বলিবামাত্র আবেগসহকারে মাধব বলিলেন,—"আর্য্যে, ক্ষান্ত হউন, সমস্ত ব্যাপারই বুঝিয়াছি।"

মকরন্দ তাহা কি জিজ্ঞাসা করিলে, মাধব উত্তর দিলেন,—"কপালকুণ্ডলার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।"

মকরন্দ তাহা সত্য কি না জানিতে চাহিলে, সৌদামিনী কহিলেন,—"বৎস যাহা বলিতেছে, তাহাই বটে।"

মকরন্দ তখন বলিতে লাগিলেন,—"সৌন্দর্য্য-বিকাশের জন্য কুমুদকুলের সহিত যদি শরদিন্দু-চন্দ্রিকার যোগ হইয়া থাকে, তাহা শোভন বটে। কিন্তু ইহা কি প্রকার যে, অকাল-মেঘরাজি তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া দিল?"

মাধব বলিতেছিলেন,—"হা প্রিয়ে মালতি, কি বীভৎস দশায় না জানি পড়িয়াছিলে! কমলমুখি, কপালকুণ্ডলাগ্রস্তা হইয়া, তুমি কেতু-কবলিতা চন্দ্রকলার ন্যায়ই হইয়া উঠিয়াছিলে। ভগবতি কপালকুণ্ডলে, বিধাতার এ সকল নির্ম্মাণ সাদরে পালন করিতে হয়। সেইজন্য বলি, রাক্ষসী হইয়া উঠিও না, জগতের কল্যাণময়ী হও। সুরভি কুসুমের মস্তকে স্থিতিই স্বাভাবিকী ও চিরপ্রসিদ্ধা, তাহাকে মুষল দিয়া দলন করিতে নাই।"

শুনিয়া সৌদামিনী কহিলেন,—"বৎস, কাতর হইও না; কপাল-কুণ্ডলা অতি নিষ্করুণা বটে; আমি যদি বাধা না দিতাম, তাহা হইলে সে পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত।"

মাধব ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের প্রতি আর্য্যার যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের এরূপ বন্ধু হইলেন কিরূপে?"

'পরে জানিতে পারিবে' বলিয়া সৌদামিনী উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন,—"গুরুসেবা, তপস্যা, তন্ত্রমন্ত্র ও যোগাভ্যাসে যে আক্ষেপিণী সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহাই তোমাদের মঙ্গলের জন্য বিস্তার করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি মাধবকে লইয়া আকাশপথে উঠিলেন; অমনি অন্ধ-কার ও বিদ্যুতের ভীষণ মিশ্রণ চক্ষুবৃত্তি অভিভূত করিয়া ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। সবিস্ময়ে ও সভয়ে চাহিয়া মকরন্দ মাধবকে দেখিতে পাইলেন না। তখন যোগেশ্বরীর মহিমা বুঝিয়া কিছু শান্ত হইলেন বটে; কিন্তু মনে মনে বিতর্ক করিয়া, ইহা অর্থ কি অনর্থ, স্থির করিতে পারিলেন না। প্রভূত বিস্ময়ে তিনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইলেন; আবার অভিনব শঙ্কাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন।

একক্ষণে মোহের নাশ, আবার পরক্ষণে তাহার উদয়ে তাঁহার চিত্ত আনন্দ ও শোকের মিশ্রণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিল।

অবশেষে গহন বনে তিনি কামন্দকীর নিকট এই ব্যাপার বলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কামন্দকী তখন সকলের সহিত মালতীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

(১০)

মালতীকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা বনের মধ্যে একস্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। অশ্রুমোচন করিতে করিতে সকরুণভাবে কামন্দকী বলিতেছিলেন,—"হা বৎসে মালতি, আমার অঙ্কের অলঙ্কার, তুমি কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও; জন্মাবধি প্রতিমুহূর্ত্তে রমণীয় তোমার অঙ্গবিলাস এবং চারু ও মধুর প্রিয় বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া, আমার দেহ দগ্ধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অস্থির হাস্য-রোদনে সুন্দর, কতিপয় কোমল দন্তাঙ্কুরে শোভিত, অর্দ্ধস্ফুট ও অসংবদ্ধ মনোহর বচনে পূর্ণ তোমার শৈশবের মুখপদ্মটি মনে পড়িতেছে।"

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকার নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হইতেছিল; তাঁহারাও বলিতে লাগিলেন,—"হা প্রিয়সখি, প্রসন্ন-চন্দ্রমুখি, তুমি কোথায় গেলে? দৈব একাকিনী তোমার শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কোমল শরীরের কি পরিণাম ঘটাইল, তাহা ত জানিতে পারিতেছি না। হা মহাভাগ মাধব, তোমার জীবলোকের মহোৎসব উদিত হইয়া আবার অস্তমিত হইয়া গেল।"

দুঃখপূর্ণ-হৃদয়ে কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎস মাধব, হা বৎসে মালতি, লবলী-লবঙ্গের ন্যায় তোমাদের অভিনব, অনুরাগ-রসে পূর্ণ,

কৌতুকময় আলিঙ্গন শেষে কিনা নিয়তি-বাত্যায় অভিহত হইয়া পড়িল?”

‘রে দুষ্ট বজ্রময় হৃদয়, তুই অত্যন্ত নৃশংস হইয়া উঠিয়াছিস্’ উদ্বেগ সহকারে এই কথা বলিতে বলিতে লবঙ্গিকা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া গেল। মদয়ন্তিকা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—“সখি লবঙ্গিকে, আমি বলিতেছি, ক্ষণমাত্র আশ্বস্ত হও।”

লবঙ্গিকা উত্তর দিল,—“মদয়ন্তিকে, কি করিব? দৃঢ় বজ্রলেপে প্রতিবদ্ধ হইয়া আমার প্রাণ যেন নিশ্চল হইয়া পড়িতেছে; তাই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।”

লবঙ্গিকার অবস্থা দেখিয়া, কামন্দকী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“বৎসে মালতি, লবঙ্গিকা তোমার জন্মাবধি প্রিয়সখী; তবে সেই কণ্ঠাগত-প্রাণা দুঃখিনীর প্রতি দয়া করিতেছ না কেন? সে যে এক্ষণে তোমার বিয়োগে উজ্জ্বলালোক দীপশিখার ত্যাগে স্নেহবতী ম্লানমুখী বর্ত্তিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। আর কল্যাণি, আমাকেই বা পরিত্যাগ করিলে কেন? নির্দ্দয়ে, আমার এই জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলের তাপে তোমার অঙ্গলতিকা কি বাড়িয়া উঠে নাই? জননীর স্তন্যত্যাগের পর হইতে, সুমুখি, আমিই ত তোমাকে গজদন্ত-পুত্তলিকার ন্যায় প্রথমে খেলা, পরে কলাবিদ্যা শিখাইয়া বিনীত করিয়া তুলিয়াছি; অবশেষে লোকশ্রেষ্ঠ গুণবান্ বরে সমর্পণ করিয়াছি। তাই আমাকে মাতার অধিক স্নেহ করিতে! এক্ষণে এ কার্য্য কি তোমার উপযুক্ত হইতেছে? চন্দ্রমুখি, আমার সকল আশারই শেষ হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম, অকারণ হাস্যে মনোহর বদনটিতে ও বিকীর্ণ শ্বেতসর্ষপে ভূষিত-শিখ ললাটে সুন্দর তোমার পুত্রটিকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া স্তন্যপান করাইতে দেখিব; কিন্তু ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।”

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"ভগবতি, প্রসন্না হউন। আমি এক্ষণে আর জীবনভার সহ্য করিতে পারিতেছি না; ঐ গিরিশিখর হইতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মান্তরেও প্রিয়সখীকে দেখিতে পাই।"

কামন্দকী উত্তর করিলেন,—"লবঙ্গিকে, কামন্দকীও মালতীর বিয়োগের পর আর বাঁচিয়া থাকিতেছে না; আমাদের দুজনেরই উৎকণ্ঠাবেগ সমান। যদি কর্ম্মভেদে পরে আমাদের মিলন নাও হয়, কিন্তু প্রাণত্যাগে সন্তাপ-শান্তিরূপ ফললাভ ঘটিবে।"

'আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই সত্য' এই বলিয়া লবঙ্গিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে কামন্দকী মদয়ন্তিকাকে আহ্বান করিলেন,—"বৎসে মদয়ন্তিকে!"

মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—"আমাকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন, আমি প্রস্তুত আছি।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"সখি, প্রসন্ন হও, এ আত্মনাশে ক্ষান্ত থাক, আমাকে ভুলিয়া যাইও না।"

মদয়ন্তিকা কোপের ভাব দেখাইয়া কহিলেন,—"তুমি দুর হও; আমি ত আর তোমার অধীন নহি।"

কামন্দকী বলিলেন,—"হায়! এ দুঃখিনীও নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে।"

মদয়ন্তিকা তখন মনে মনে মকরন্দকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—"ভগবতি, ঐ সেই মধুমতীস্রোতে পবিত্র পর্ব্বতের উচ্চস্থান দেখা যাইতেছে।"

কামন্দকী উত্তর দিলেন,—"তবে আর প্রস্তুত কার্য্যের বিলম্ব কেন?"

তাহার পর তাঁহারা গিরিশিখর হইতে মধুমতীবক্ষে পড়িবার উপক্রম

করিলেন ; সেই সময়ে আবার অন্ধকার ও বিদ্যুতের ভীষণ মিশ্রণে চক্ষুবৃত্তি অভিভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্ত আবির্ভূত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া অদূরে মকরন্দ 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মকরন্দকে দেখিয়া বিস্ময় ও হর্ষ-সহকারে কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস মকরন্দকে যে দেখিতেছি।"

তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, এ কি ?"

তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মকরন্দ উত্তর দিলেন,—"কি আর বলিব, ইহা যোগেশ্বরীরই মহিমা।"

মকরন্দকে দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, মালতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই সময় দূর হইতে আবার শব্দ উঠিল,—"ভয়ানক জনতা হইতেছে, মালতীর অবসান শুনিয়া, সাংসারিক বিষয়ে ও জীবনে বিরক্তচিত্ত হইয়া, অমাত্য ভূরিবসুর বহ্নিপতন নিশ্চয় করিয়া স্বর্ণবিন্দু আসিতেছেন ; হায়! আমরা হত হইলাম!"

অমাত্যের পরিজনদিগের কথা বলিয়াই ইহা সকলে মনে করিলেন।

মালতী-মাধবের দর্শন-কল্যাণ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অত্যাহিত ঘটায়, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। কামন্দকী ও মকরন্দের নিকট তাহা যেন অসিপত্র ও চন্দনরস-বৃষ্টির পতন, অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বিনামেঘে অমৃত-বর্ষণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আর বিধাতাও যেন তাহাকে সঞ্জীবনী ওষধি ও বিষের, আলোক ও তিমিরের এবং বজ্র ও চন্দ্রকিরণের মিলনের সদৃশ করিয়া তুলিলেন।

সেই সময়ে নিকটে শব্দ হইল,—"হা পিতঃ, ক্ষান্ত হও, আমি তোমার বদনকমল দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, আমাকে অনুগৃহীত কর। আমার জন্য লোকালোক পর্ব্বতের বাহিরেও যে নির্ম্মল কুলের খ্যাতি

বিস্তৃত, তাহার মঙ্গল-প্রদীপ-স্বরূপ আত্মাকে পরিত্যাগ করিতেছ কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমরা বুঝি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছিলে।”

তখন ইহা মালতীর কথা বলিয়া সকলে বুঝিয়া লইলেন এবং কামন্দকী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হা বৎসে, জন্মান্তর হইতে লাভ করার ন্যায় তোমাকে রাহুর শশিকলাগ্রাসের মত আবার এক অনর্থ অভিভূত করিতে আসিল।”

আর আর সকলেও বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মূর্চ্ছিতা মালতীকে ধরিয়া মাধব সেখানে আসিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—“কোনরূপে প্রবাস অতিক্রম করিয়া ইনি আবার দেখিতেছি, আর এক সংশয়ে পড়িলেন। অথবা ফলোন্মুখ ভাগ্যের দ্বার কোন্ প্রাণী রোধ করিতে পারে?”

মকরন্দ তখন অগ্রসর হইয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সখে, সেই যোগিনী কোথায়?”

মাধব উত্তর দিলেন,—“আমি তাঁহার সহিত এখনই শ্রীপর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু বনচরদিগের কথা শুনিয়া তিনি কোন্ দিকে গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না।”

শুনিয়া কামন্দকী ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—“মহাভাগে, আবার আমাদিগকে রক্ষা করুন, আপনি কি জন্য অন্তর্হিতা হইলেন?”

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা ‘মালতি, মালতি’ বলিয়া আহ্বান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মালতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে কামন্দকীকে কহিলেন,—“ভগবতি, রক্ষা করুন, নিঃশ্বাস-রোধে ইঁহার হৃদয় নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। হা অমাত্য, হা প্রিয়সখি, তোমরা দুজনেই দুজনার অবসানের কারণ হইয়া উঠিলে!”

কামন্দকী, মাধব এবং মকরন্দ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সহসা যেন বিদীর্ণ জলদজাল হইতে তাঁহাদের অঙ্গে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাতে সকলেরই চৈতন্য আসিল। কামন্দকী সেই অমৃত-বর্ষণের কথা বলিয়া উঠিলেন।

মালতী চৈতন্য লাভ করায়, তাঁহার উন্মুক্ত শ্বাসে বক্ষঃস্থল কম্পিত ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল; চক্ষু নিজ প্রকৃতি লাভ করিল; আর বদনটিও মূর্চ্ছানাশে শোভাময় প্রভাত-পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বোধ হইতে লাগিল।

সেই সময়ে উর্দ্ধে শব্দ হইল,—"রাজা ও নন্দনের চরণপ্রণতি না শুনিয়া অমাত্য ভূরিবসু অগ্নিমধ্যে পতিত হইতেছিলেন, আমার কথায় তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, এক্ষণে আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন।"

মাধব ও মকরন্দ আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সৌদামিনী জলদ-জাল বিলোড়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট আসিতেছেন। তখন তাঁহারা কামন্দকীকে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি, ভাগ্যক্রমে সেই যোগিনী আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছেন। আহা, তাঁহার বচনামৃতধারা জলধরের জলবর্ষণ হইতেও কত সুশীতল।"

কামন্দকী তাহাতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন; মালতীও উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিকা মালতীকে সম্ভাষণ করিলে, তিনি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। কামন্দকী তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিনি মালতীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তুমি বাঁচিয়া থাক; জীবন-স্বরূপকে বাঁচাও; তোমার সুহৃজ্জন বাঁচিয়া উঠুক; আর তুহিনশীতল অঙ্গে আমাকে এবং প্রিয়সখীকেও বাঁচাও।"

মাধব মকরন্দকে বলিলেন,—"বয়স্য, এক্ষণে মাধবের জীবলোক উপাদেয় হইয়া উঠিল।"

মকরন্দ উত্তর দিলেন,—'তাহাই বটে।'

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়সখি, তোমার দর্শন ত মনোরথেরও অতীত হইয়াছিল। তাই এস, আমাদিগকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ কর।"

মালতী উভয়কে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। তখন কামন্দকী মাধব-মকরন্দের নিকট সমস্ত ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা উত্তর দিয়া কহিলেন,—"ভগবতি, কপালকুণ্ডলার কোপেই এই বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহার পর ঐ আর্য্যার অনুগ্রহেই অনেক চেষ্টায় তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করা গিয়াছে।"

শুনিয়া কামন্দকী কহিলেন,—'বুঝিয়াছি, ইহা অঘোরঘণ্ট-বধেরই ফল।'

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিলেন,—"বার বার নিদারুণ হইয়া, বিধাতা দেখিতেছি, পরিণাম-ফলটি রমণীয় করিয়া তুলিলেন।"

এই সময়ে সৌদামিনী অবতরণপূর্ব্বক কামন্দকীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"ভগবতি, আপনার সেই চিরন্তন শিষ্যা প্রণাম করিতেছে।"

কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,—'ভদ্রা সৌদামিনীকে দেখিতেছি যে।"

বিস্ময় সহকারে মাধব ও মকরন্দ বলিলেন,—"ইনিই কি সেই সৌদামিনী, যাঁহার প্রতি ভগবতী এত পক্ষপাতিনী? তাহা হইলে এ সমস্ত সঙ্গত বটে।"

সৌদামিনীকে সম্ভাষণ করিয়া কামন্দকী বলিতে লাগিলেন,—"এস এস, তুমি বহুলোকের প্রাণদানের পুণ্যসম্ভার ধারণ করিতেছ। অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম। আমার অঙ্গ তোমার দত্ত আনন্দে

পুলকিত হইলেও আলিঙ্গনদানে আবার তাহাকে আনন্দিত করিয়া তুল। তুমি ত সৌহার্দ্দের আধার, প্রণাম করিতে বিরত হও। তুমি জগতের পূজনীয়; তুমি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা কাহার বা স্পৃহণীয় নহে? আর তোমার এই সকল কার্য্যে তুমি বোধিসত্ত্বদিগকেও অতিক্রম করিয়াছ। আমার প্রতি তোমার আচরণরূপ বৃক্ষের পূর্ব্ব-পরিচয়ে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রকৃত ফল প্রসব করিল।"

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিলেন,—"ইনিই কি সেই আর্য্যা সৌদামিনী?"

তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,—"তাহাই সত্য; ইনিই ভগবতীর সম্বন্ধে পক্ষপাতিনী হইয়া, কপালকুণ্ডলাকে ভৎ'সনা করিয়া, আমাকে নিজ আবাসে লইয়া যান এবং ভগবতীর ন্যায় যত্ন করেন। তাহার পর বকুলমালা দেখাইয়া তোমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছেন।"

শুনিয়া মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"কনিষ্ঠা ভগবতী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হউন।"

মাধব-মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,—"চিন্তামণিও যাচকের চিন্তারূপ পরিশ্রমের অপেক্ষা করে; কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, আর্য্যা অচিন্তিতই সমস্ত করিলেন।"

ইহাদের সকলের সৌজন্যে সৌদামিনীর লজ্জাবোধ হইতেছিল; তিনি তখন একখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"ভগবতি, নন্দনের সম্মতিক্রমে পদ্মাবতীশ্বর ভূরিবসুর সমক্ষে এই পত্রখানি লিখিয়া মাধবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই বলিয়া সৌদামিনী পত্রখানি দিলে, কামন্দকী লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"তোমাদের স্বস্তি হউক। মহারাজ আদেশ করিতেছেন,—তুমি শ্লাঘ্য গুণিগণের অগ্রণী, মহাকুল-প্রসূত, শ্রেষ্ঠ জামাতা। তোমার সমস্ত বিপদ্ দূরে গিয়াছে; আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আবার তোমার প্রীতির জন্য তোমার প্রিয়সখা মকরন্দকে পূর্ব্বানুরাগিণী মদয়ন্তিকা সমর্পণ করিতেছি।"

পাঠ শেষ করিয়া কামন্দকী মাধবকে কহিলেন,—"বৎস, শুনিলে ত ?"

মাধব উত্তর দিলেন,—"শুনিলাম, এক্ষণে আমি সকল প্রকারেই কৃতার্থ হইলাম।"

মালতী বলিয়া উঠিলেন,—"সৌভাগ্যক্রমে এখন হৃদয়ের শঙ্কা-শল্য উৎপাটিত হইয়া গেল।"

লবঙ্গিকা বলিল,—"শ্রীমাধবের ও মালতীর মনোরথ এতদিনে সম্পূর্ণরূপে ফললাভ করিল।"

সেই সময়ে অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা কলহংসের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন; মকরন্দ তাহা সকলকে জানাইয়া দিলেন।

অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংস উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার নৃত্য আরম্ভ করিলেন; পরে কামন্দকীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"কার্য্য-নিধানা ভগবতীর জয় হউক।"

তাহার পর মাধবকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন,—"মকরন্দের আনন্দবর্দ্ধক মাধব-পূর্ণচন্দ্রের জয়, ভাগ্যক্রমে তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল।"

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"কে এই পূর্ণ মহোৎসবে আমোদ না করিয়া থাকিতে পারে ?"

কামন্দকী বলিলেন,—"সত্য বটে, ইহার ন্যায় বিচিত্র, রমণীয় ও উজ্জ্বল মহা প্রকরণ আর কি কোথাও আছে ?"

সৌদামিনী কহিলেন,—"ইহা আরও রমণীয় যে, অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাতের পরস্পর অপত্য-সম্বন্ধের মনোরথ অনেক দিন পরে পূর্ণ হইল।"

শুনিয়া মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সে আবার কি ?"

কৌতুকসহকারে মাধব-মকরন্দ কামন্দকীকে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতি, ব্যাপার ত একরূপ হইল ; কিন্তু আর্য্যার কথায় অন্যরূপ বোধ হইতেছে।"

লবঙ্গিকা চুপে চুপে কামন্দকীকে কহিল,—"ভগবতি, এক্ষণে কি প্রতিপন্ন করিবেন ?"

কামন্দকী মনে মনে ভাবিলেন যে, মদয়ন্তিকার সম্বন্ধে যখন নন্দন তাঁহাদের দিকেই আসিয়াছেন, তখন আর কোন আশঙ্কা নাই। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপার একই রূপ, পঠদ্দশায় আমার ও সৌদামিনীর সমক্ষে দেবরাত ও ভূরিবসু পরস্পরের অপত্য-সম্বন্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নন্দনের ভয়ে এতদিন তাহা গুপ্ত ছিল।"

শুনিয়া মালতী, মাধব ও মকরন্দ, এই কল্যাণকরী সংবরণ-নীতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর কামন্দকী মাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস, আয়ুষ্মান্ তোমাদের যে কল্যাণ পূর্ব্বে মনোরথমাত্রে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুণ্যফলে আমার উদ্যোগে এবং আমার শিষ্যাদ্বয়ের ক্লেশস্বীকারে তাহা ফলিত হইল। আর তোমার প্রিয়সখার সহিত কান্তার সম্মিলনও ঘটিল ; রাজা ও নন্দন প্রীত হইলেন ; এক্ষণে তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য আছে, বল।"

আনন্দসহকারে প্রণাম করিয়া মাধব উত্তর দিলেন,—"ভগবতি, ইহার পর আর কি প্রিয়কার্য্য থাকিতে পারে ? তথাপি আপনার

পদপ্রসাদে সাধুগণ পাপ-বিরহিত হইয়া নিরন্তর পুণ্যশীল হউন; ধর্ম্ম-পথে অবস্থিত করিয়া রাজারা বসুধা পারিপালন করুন; মেঘ-সকল কালে বারিবর্ষণ করিতে থাকুক; আর পুণ্য ফলে স্থির থাকিয়া বন্ধুবান্ধব ও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীর সহিত প্রজাবৃন্দ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক।”

‘তাহাই হউক’ বলিয়া পরিব্রাজিকা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর সকলে সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

কুমার-কুমারীর প্রণয়ে পিতা-মাতাদি গুরুজনের অনুমোদনের প্রয়োজন। চক্ষুরাগে প্রণয় জন্মে বটে, কিন্তু সংযমের দ্বারা তাহার চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে হয়। অবোধ প্রণয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে। প্রগাঢ় প্রণয়ের চিত্রসহ এ সকলেরও সুন্দর চিত্র মালতী-মাধব হইতে জানা যায়।

পরিশিষ্ট।

লতা-উর্ব্বশী *

বা

মিলন-রহস্য।

(১)

আমি আকুল পরাণে, লতিকা হইয়া
কত কাল রব আর.
মোর হিয়ার মাঝারে, উঠিছে উথলি,'
দারুণ শোকের ভার।
দেখ, পিশাচী স্মিরিতি, মথিছে হৃদয়,
হরিছে সকল জ্ঞান,
সে যে দারুণ আঘাত, নারি সহিবারে,
গেল গেল বুঝি প্রাণ।
ছিনু স্বরগরমণী, সুরসোহাগিনী,
ইন্দ্রের আদরে মাখা,
শেষে হইল আমার, লতাপরিণতি,
এই কি কপাললেখা!
কেন হেরিয়া সে মুখ পবিত্রতাভরা
আপনা ঢালিয়া দিনু,
আমি না জানি কেন বা, পুরূরবা সনে
পরাণে মিশিয়া গেনু।

* জন্মভূমি দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয়।

পুনঃ অভিমানভরে, ছাড়িয়া সে পদ
হয়ে পাগলিনী প্রায়।
এই কুমার কানন, করিনু লঙ্ঘন
লতিকা হইতে হায়!
কোথা দেবযোনি ছিনু, কোটী অধঃস্তরে
পড়িলাম শেষে আসি,
ছাড়ি,' মানবজনম, পশু পক্ষী কীট
হয়ে নিয়তির দাসী।
সে যে দেবের দুর্লভ, পবিত্র প্রণয়
আমি কেন পা'ব তারে,
হায় মুকুতামণির আদর বানরে
কভু কি বুঝিতে পারে?
ছাই অভিমানে আমি, করেছি মলিন
সেই সে পবিত্র নিধি,
এবে সহিতেছি সদা, যা, মোর কপালে
লিখেছে দারুণ বিধি।
প্রেম লভিতে হইলে, আপনা হারায়ে
পরেতে মিশিতে হয়,
ছার অভিমান যার, সে বল কেমনে
তাহারে পাইতে চায়?
মম পুড়ি'ছে পরাণ, কত দিন বল,
রহিব কাননমাঝে;
আর পারি না সহিতে, হৃদয়ে সতত
নিদারুণ শেল বাজে।

(২)

আমি　শুনিয়াছি নাকি,　লতাজনমের
নাহি স্ফুট অনুভূতি,
তবে　অন্তস্তলে কেন,　জাগিছে চেতনা
জাগিতেছে আশাস্মৃতি ?
কেন　সুখ দুখ তবে,　উঠিছে মিলি'ছে,
দহিতেছে অবিরত ?
আমি　ইন্দ্রিয়বিহীন,　তবু বাহ্যজ্ঞান
কেন না হইল গত ?
যথা　গরভের মাঝে,　সুপ্ত আত্মা থাকি,
বিশ্বের সঙ্কেত পায়,
মোর　অন্তর-মাঝারে,　সেইমত কেন,
বাহ্যজ্ঞান আসে যায় ?
দূরে　মন্দাকিনীবালা,　কুলকুল স্বরে
মধুর গাহিয়ে যায়,
মরি　বুকের মাঝারে,　ভাঙ্গা মেঘছবি
কেমন শোভিছে হায় !
আহা　অলকা হইতে,　আনন্দের রোল
আসিতেছে ক্ষীণস্বরে !
শুনি'　সে রব মধুর,　হৃদয় আমার
উঠে দুরু দুরু ক'রে।
শাদা　মেঘখানি ছোট,　যাইতে যাইতে
ফেলি' দু'ই ফোঁটা জল,

দেখ ভিজায় আমায়, বিশুষ্ক শরীর
করে প্রাণ সুশীতল।
উঠি রামধনু বাঁকা, হাসিয়ে ক্ষণেক
আপনি মিলা'য়ে যায়,
কাল মেঘের বুকেতে, সৌদামিনীবালা
চমকি' চমকি' ভায়।
পিক, তমালপল্লব- মাঝারে বসিয়ে
বর্ণে বর্ণে মিশাইয়ে,
যেন তার কণ্ঠরূপে, অবিরত সাড়া
দেয় প্রাণ কাঁপাইয়ে।
মোরে উদাস করিয়ে, উদাস পাপিয়ে,
নিশীথে কাঁদিয়া উঠে,
ভাসে সুধামাখা চাঁদ, আকাশ-সাগরে
জোছনার হাসি ফুটে।
নব বধুটির মত, সাঁঝের তারাটি
চুপি চুপি মোরে হেরে।
যেন প্রেমের প্রথম, বিকাশ, মরি রে!
অপরে জানিতে নারে।
আসি মলয়সমীর, ঈষৎ দোলায়
এই অভাগীর শিরে,
আমি চমকি' অমনি, উঠিয়া তাহায়
আর নাহি পাই ফিরে।
কত কুসুমকলিকা, আধ ফোটা হ'য়ে
পাতায় মাঝারে বসি,

চালে উদার সমীর, প্রশান্ত হৃদয়ে
স্নিগ্ধ সৌরভের রাশি।
ছুটি ভ্রমরনিকর করিয়া ঝঙ্কার
আসে চ'লে মোর পানে,
শেষে হেরিয়া আমায়, কুসুমবিহীন
ফিরে যায় ক্ষুণ্ণমনে।
গেছে ইন্দ্রিয়সকল, তবু এই সব
কেন হয় বাহ্যজ্ঞান ?
মোর আর যে সহে না দহিতেছে সদা
যাবে নাকি পোড়া প্রাণ।

(৩)

একি! পাগলের পারা, কে ওই পুরুষ
করিতেছে ছুটাছুটি,
আহা কভু বা উঠিছে, আবার কভু বা
ভূতলে পড়িছে লুটি'।
মরি না জানি উহার কোমল পরাণে
কি শেল বিঁধিছে হায়,
ও কি আমার মতন হৃদয় হারায়ে
হয়েছে পাগলপ্রায় ?
কভু মেঘের সহিত, কহিতেছে কথা
কখন মরাল সনে,
পুনঃ ময়ূর কোকিল, যাহারে পাইছে
কি বলিছে আনমনে ?

দেখ, চলেছে ছুটিয়া, তটিনীর পানে
কি যেন বলিছে তায়।
হেরি' তরু লতা সব, ধরি'ছে জড়ায়ে
ঘোর পাগলের প্রায়।
আহা! আসিতেছে ছুটি', এই দিকে কেন
ঝরিতেছে অশ্রুজল?
এ যে প্রাণেশ আমার, আত্মহারা হয়ে
ছুটিতেছে অবিরল!
উহু সেই মুখছবি, কালিমামণ্ডিত
সে কান্তি লুকা'ল কোথা!
বল পুরূরবা মোর, হৃদয়-ঈশ্বরে
কে দিল দারুণ ব্যথা?
নাথ সংজ্ঞাহীন হ'য়ে, কেন বা এমন
হইল, না জানি আমি,
মোর হৃদয়মাঝারে, হইতেছে যাহা
জানিছে অন্তরযামী।
যদি অভাগীর তরে, প্রাণেশ আমার
হৃদয়ে আঘাত পায়,
বিধি! এ পাপের ঘোর প্রায়শ্চিত্ত যত
পাপিনী করিতে চায়।
অহো! "তুমি কি উর্ব্বশী!" বলি প্রাণনাথ
বাহু প্রসারণ করি,
এ যে আলিঙ্গন-পাশে, বাঁধিল আমায়
অন্তরচেতনা হরি।

মোর জ্ঞানের সকলি, পাইল বিলোপ
কি এক মোহের ঘোরে,
বুঝি মূর্চ্ছিতা হইয়া, পড়িলাম আমি,
চৌদিকে আঁধার হেরে।

(৪)

পেয়ে প্রিয়-আলিঙ্গন, উর্ব্বশী তখন
অপ্সরামূরতি ধরে,
তার হৃদয়মাঝারে আনন্দ-লহরী
স্ফুরিল নিমেষ তরে।
দোঁহে হৃদয়ে হৃদয়ে, অঙ্গে অঙ্গে কিবা
মুহূর্ত্তে মিশিয়া গেল,
মরি! না জানি সহসা, কি এক ভাবের
তথা আবির্ভাব হ'ল।
ফুটি' শত শত ফুল, অমনি সহসা
ঢালিল সৌরভরাশি,
ছুটি' মলয়-পবন, কোথা হ'তে যেন
বহিল তথায় আসি।
কত ভ্রমর নিমেষে উঠিল ঝঙ্কারি
গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে,
যত পাখীর কাকলী, ছাইল গগন
কানন ধ্বনিত ক'রে।
দিল কোকিলসকল কুঞ্জ হ'তে সাড়া
ছাড়িয়ে পঞ্চম তান,

বেগে ছুটিল অমনি, তরলা তটিনী
গাহিয়ে মধুর গান।
কাল মেঘের বুকেতে, হাসিল বিজলী
পড়িল সে ছায়া জলে,
আসি' কণ্ডূয়ন করে, মৃগীর শরীরে
মৃগ যত দলে দলে।
ল'য়ে চক্রবাকবধূ, চক্রবাকগুলি
মৃণাল ভোজন ক'রে,
যেন মিলনের রাজ্য হইল তথায়
শোক, তাপ, পাপ হ'রে।
লভি' প্রেয়সী আপন, পুরূরবা কহে,
"ধর প্রিয়ে! ধর মাথে,
লহ উপহার, মণি, 'সঙ্গমনীয়' লো!
গৌরীপদরাগজাতে।"
ধরি' উর্ব্বশী তখন লইল মাথায়
সেই সে রতনসার,
তার হৃদয়ে সহসা, কে যেন ঢালিল
সহস্র আনন্দ-ধার।

(৫)

প্রেম গাঢ় হয় যবে, মিলন মিলয়ে,
এই ত প্রণয়বিধি।
কেহ পেয়েছে কি কভু, ভাসা ভাসা প্রেমে
মিলন অমূল্য নিধি?

মা যে পূতপ্রেমময়ী, প্রেমের সাগর,
তাঁহাতে প্রেমের স্থান,
তিনি প্রেমরূপ ধরি, জীবের হৃদয়ে
ক্ষণেক স্ফূরতি পান।
সেই প্রেম-নিধি হয়, অপার্থিব ধন
মায়ের শকতি তাহা,
জীব পাইলে সে ধন, আনন্দ-সাগরে
একেবারে লীন আহা!
যথা প্রেমের বিকাশ, হয় ক্ষণকাল,
কুসুম ফুটিয়া উঠে,
তথা কোকিল কুহরে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
মলয় আসিয়া জুটে।
সেই প্রেমময়ী মার, চরণ-সরোজে
প্রেম-রাগ সদা রয়,
তাই ঘনীভূত হ'য়ে, মরি এ সুন্দর
মণির আকার হয়।
যেই লভিবে এ মণি, মিলন মিলিবে
মিলনে বিশ্বের স্থিতি,
দেখ, মিলন হইতে বিশ্বের বিকাশ
এই ত সৃষ্টির নীতি।
সব সৃষ্টির প্রথমে এক আত্মাময়,
এ বিশ্ব কোথায় ছিল?
পরে দ্বিধা হ'য়ে সেই, পুরুষ রমণী
মিলনে ব্রহ্মাণ্ড হ'ল।

তাই বিশ্বচরাচরে, যা' কিছু দেখিবে,
মিলনে রয়েছে স্থিত,
যত গ্রহ, উপগ্রহ, মিলনে বাঁধিয়ে
ঘুরিতেছে অবিরত।
ভীম মেঘেতে মিলিয়ে, রয়েছে বিজলী,
জোছনা চাঁদের সনে,
মিলি নির্ঝরিণীগুলি, আবার মিলিতে,
ছুটিছে সাগর পানে।
লতা বিটপীর সনে, মিলিয়া কেমন
ফুটাইছে ফুলরাশি,
দেখ মৃগীর সহিত হইছে মিলিত
মৃগ দলে দলে আসি।
কিবা ময়ূরীর সাথে ময়ূর মিলিছে
মরাল, মরালী সহ,
এই ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে যা কিছু দেখিবে,
মিলিতেছে অহরহ।
মা গো, বিশ্বচরাচরে সবাই মিলিছে,
মিলন(ই) নিয়ম তব,
কবে সকলে মিলিয়ে অনন্তমিলনে
তোমাতে মিলিয়া যা'ব।

ছায়াসীতা। *

১

সীতাহারা রামচন্দ্র উদাস পরাণে,
ভ্রমি'ছেন পরিচিত ভূমি জনস্থানে,
প্রতি তরু প্রতি লতা,
দিতেছে হৃদয়ে ব্যথা,
সীতার স্মরণে চিত্ত হতেছে বিকল,
অবিরল অশ্রুধারা বহি'ছে কেবল,

২

যেই স্নিগ্ধ লতাটিরে হৃদয়কাননে,
স্থাপিয়াছিলেন রাম অতীব যতনে,
উন্মূলিতা করি' তারে
নিজে দিয়েছেন দূরে,
হৃদয় খুঁজিতে কিন্তু মেলে না হৃদয়,
লতাসহ গেছে ছিঁড়ি' লতার আশ্রয়

৩

পঞ্চবটী বনমাঝে প্রত্যেক স্মরণে,
সীতার লাবণ্যছায়া পড়িতেছে মনে,

* জন্মভূমি প্রথমবর্ষে প্রকাশিত হয়।

সরলতামাখা মুখ,
দিতেছে হৃদয়ে দুখ,
আজি যেন অকস্মাৎ কানন ভরিয়া,
সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি বেড়ায় নাচিয়া।

৪

প্রত্যেক তরুর প্রতি পাতায় পাতায়
সীতার মধুর ছবি যেন দেখা যায়,
বায়ুভরে লতা দুলে,
যেন সীতা যান চ'লে,
প্রতি ফুলে ফুলে যেন সীতার আকার,
রামের নয়ন আজ হেরে অনিবার।

৫

সেই প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ গোদাবরীজলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন উঠি'ছে উথলে,
রামের হৃদয়ে যেই,
সমস্ত জগতে সেই,
অন্তর বাহির যেন একে পরিণত,
সীতামূর্ত্তি জাগিতেছে হৃদয়েতে সতত।

৬

জনস্থানবনদেবী বাসন্তী সুন্দরী,
সাজা'য়ে দিলেন আজ পঞ্চবটী ভরি',
থরে থরে ফুলরাশি,
হাসি'ছে মধুর হাসি,

তরুলতা সারাবর হাসি'ছে সকল,
সীতাহারা রামপ্রাণ করিতে শীতল।

৭

নির্ব্বাসিতা সীতামুখ কিন্তু প্রতিক্ষণে,
আনিছে পিশাচী স্মৃতি অনুতাপসনে,
পঞ্চবটীশোভা হেরি,'
রামের হৃদয় ভরি,'
দারুণ শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া,
সীতা সীতা করি প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া।

৮

হেরি সেই করভকে সীতার নন্দনে,
অস্থির শ্রীরামচন্দ্র স্মৃতির দংশনে,
কদলীর বনমাঝে,
সেই শিলাখণ্ড রাজে,
যা'তে বসিতেন দোঁহে, সীতা তৃণরাশি
দিতেন হরিণ-শিশুমুখে মৃদু হাসি'।

৯

এখন (ও) সীতার লাগি' মৃগশিশুগণ,
সেইখানে দলে দলে করে বিচরণ,
পুষ্পিত কদম্বশিরে,
হেরি' শিখিশিশুটিরে,
সীতা করতালিভরে নাচিত যেমন,
বিম্বিত করি'ছে তাহা স্মৃতির দর্পণ।

১০

যেই তরুমূলে সীতা নিজ কর দিয়া,
গোদাবরীজলরাশি দিতেন ঢালিয়া,
বিকীর্ণ নীবারকণ,
খুঁটিত যে পাখিগণ,
কীর্ণ তৃণগুচ্ছ যারা করিত চর্ব্বণ,
রামের নয়ন হেরে সেই মৃগগণ।

১১

সম্মুখে অনন্ত শ্যাম কানন সুন্দর,
ঊর্দ্ধে নীলাকাশ রাজে অতি মনোহর,
অদূরে মধুর স্বরে,
গোদাবরী ধীরে ধীরে,
আপনা ঢালিয়া দিতে সিন্ধুপানে ধায়,
সতী নারী ঢালে প্রাণ যথা পতিপায়।

১২

দেখিতে দেখিতে যেন বাহির অন্তরে,
সীতারূপ ভরি' গেল নিমেষের তরে,
রামের চৈতন্য নাশি'
সীতার রূপের রাশি
রামের মনের মাঝে উঠিল উজলি,'
মূর্চ্ছিত হইয়া রাম পড়িলেন ঢলি'।

১৩

সহসা কে যেন আসি,' চন্দনের রস,
ঢালি' দিল রামদেহে অলস বিবশ,

কিংবা নিপীড়ন করি,'
কৌমুদীর রাশি ধরি,'
তাহার বিমল সেক শরীরে বরষে,
চৈতন্য আসিল কা'র পাণির পরশে ?

১৪

কে হায় ! অদৃশ্যে থাকি রামের জীবন,
সুখের সাগরগর্ভে করিল মগন,
সেই স্পর্শ সেই কর,
রামের বক্ষের পর,
কোথা সীতা ? রামনেত্র হেরে না ত হায়!
সঞ্জীবনী সুধাদানে কে তবে বাঁচায় ?

১৫

ক্ষণেক চেতনা লভি' ক্ষণে অচেতন,
ধরিতে সে ছায়াময়ী কেবলি যতন
ধর ধর হয় যেই,
অমনি লুকায় সেই,
সত্তাময়ী করিবারে যথা কল্পনায়,
চঞ্চল মানবচিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৬

কি যে "ছায়া" বুঝিবারে পারে কোন্ জনে,
চেতনা কি শুধু মায়া বুঝিবে কেমনে ?
রামের অন্তর হ'তে,
আসিল কি আচম্বিতে,

সীতারূপ অর্দ্ধ আত্মা যা ছিল মিলি'য়ে,
রামের আত্মার সহ এক আত্মা হয়ে ?

১৭

অথবা বাহিরে যেই ছায়া বিশ্ব ভরি,'
তরুলতাফুলমাঝে ছিল আলো করি,'
এবে ঘনীভূত হ'য়ে,
রামমূর্চ্ছা ভেঙ্গে দিয়ে,
তাহাদের সত্তামাঝে মিশায় আবার,
আনন্দ শান্তির যাঁরা অনন্ত আধার ?

১৮

অথবা অন্তরস্থিতা ছায়া বিমোহিনী,
বাহ্যছায়া সনে মিশি' ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী,
এক হ'য়ে দুই ছায়া,
যেন মূর্ত্তিমতী দয়া,
রামের চৈতন্য হরি,' চেতনা লভিয়া,
লুকায় রামেরে তাহা পুনঃ প্রদানিয়া ?

১৯

নহে "ছায়া" ভবভূতি-কল্পনা-কুমারী,
আর্য্যনারী-মূর্ত্তি এ যে ত্রিলোকসুন্দরী,
অর্দ্ধ পতি-আত্মা যেই,
ছায়ারূপে এ' ত সেই,
যখন পতির প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া,
যথা থাকে সে অমনি আসিবে ছুটিয়া।

২০

দুইটি আধেক আত্মা মিশে'ছে যখন,
থাকুক না ভিন্ন স্থানে সদা দুই জন,
একটিতে টান দিলে,
দ্বিতীয় আসিবে চ'লে,
আর্য্য-পতি-পত্নী এই রহস্য সুন্দর
দুয়ে এক পূর্ণ আত্মা অক্ষয় অমর।

২১

আর্য্যনারী ছায়া নহে কল্পনা-উচ্ছ্বাস,
গভীর তত্ত্বের ইহা গভীর বিকাশ,
সামান্য রমণী নয়,
আর্য্যনারী সমুদয়,
"যে দেবীর ছায়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান"
আর্য্যনারী-আত্মামাঝে তাঁ'রি অধিষ্ঠান

২২

তিনিই ত আর্য্যনারীরূপে অবতরি,
হতভাগ্য জীবগণে লন কোলে করি,'
জীবের লাগিয়া তাঁ'র,
কাঁদে প্রাণ অনিবার,
তাই তিনি আর্য্যনারী ধরিয়া আকার
ঢালি' দেন কোমলতা ভারতমাঝার।

২৩

সেই ছায়া ক্রমে ক্রমে যেতেছে চলিয়া,
অনন্ত কালের গায়ে যায় যে মিলিয়া,

হতভাগ্য আমাদের,
ঘটে'ছে ভাগ্যের ফের,
তাই ভারতের এত গভীর পতন,
শান্তিহীন স্ফূর্ত্তিহীন ভারত-ভবন।

২৪

মা গো মা! তোমার সেই ছায়া শুভকরী,
দেখাও ভারতে পুনঃ করুণা-ঈশ্বরী,
প্রতি আর্য্যনারীপ্রাণে,
সেই ছায়া দাও এনে,
ছুটুক শান্তির স্রোত ভারতে আবার,
অশান্তির আবিলতা হোক ছারখার।

———